শ্রীশ্রীললিত-মাধব-নাটকম্

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভু-বিরচিতম্

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীললিত মাধব নাটকম্

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভু-বিরচিতম্

(সটীকম্)

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বেদান্ত তীর্থ

কথিকাসরস্বতীভাগবতরসভারতীকর্ত্তৃকানুদিতম্

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ীস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরতঃ প্রকাশিতম্

প্রকাশক—

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্ট বোর্ড

শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের পাঠবাড়ী আশ্রম

কলিকাতা-৩৫

শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী

বঙ্গাব্দ—১৩৭৯, গৌরাব্দ—৪৮৮, শ্রীরাধারমণাব্দ—১১৯, শ্রীরামাব্দ – ৯৬

মুদ্রাকর—

বসাক ট্রেডিং কোং

৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড,

কলিকাতা-৩৫।

ফোন : ৫৬-৪৩৭২

বর্দ্ধিত মূল্য- ৮৲ টাকা

ভিক্ষা—৬৲ টাকা

নিবেদন

অশেষ কৃপানিধান শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটক প্রথমে শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া ইদানীং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন। এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশনে আমরা শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ও গৌড়ীয় মঠের শ্রীপুরীদাস মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীশ্রীললিত মাধব নাটকের সাহায্য লইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ-মন্দিরে সংরক্ষিত গ্রন্থও আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বেদান্ত তীর্থ কথিকা সরস্বতী ভাগবতরসভারতী মহোদয়া এই গ্রন্থের অতিসুন্দর ভাষায় সংপূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর পাণ্ডিত্য প্রতিভার, লেখনী ও বাচনী শক্তির অভিবৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-চরণে প্রার্থনা জানাই।

শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকের রচয়িতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ অজস্র কৃপায় অভিষিক্ত শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী চরণ। তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও রসানুভূতির শক্তি পণ্ডিত সমাজে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যের দুইটী ভাগ আছে—শ্রব্য ও দৃশ্য। যাহা কেবল শুনিতে হয় বা পড়িতে হয় এমন রসশাস্ত্রকে বলা হয় শ্রব্য কাব্য। যাহা অভিনয় করিয়া দেখান যায় তাহার নাম দৃশ্য কাব্য। দৃশ্য কাব্যেরই নামান্তর নাটক। সকলের অধিক হৃদয়গ্রাহী হয় বলিয়া শ্রব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্যের অধিক গৌরব ঘোষিত হইয়াছে।

প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরূপগোস্বামী চরণ অতুলনীয় নাটক লিখিলেন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত—শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক, শ্রীশ্রীললিত মাধব নাটক। বিদগ্ধ মাধবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। ললিত মাধবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা বর্ণনা করিয়া বৃন্দাবনীয় লীলার অধিক আকর্ষণী শক্তি দেখান হইয়াছে, যাহার ফলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নব বৃন্দাবন রচনা করিয়া বৃন্দাবন লীলার মাধুরী আস্বাদন করিলেন।

ভরত মুনি প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী চরণ যে নাটক চন্দ্রিকা লিখিয়াছেন তাহার পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ তাঁহার এই ললিত মাধব নাটকে বিদ্যমান। নাটকের যত প্রকার লক্ষণ সম্ভব সবগুলিই তিনি এই নাটকে প্রকট করিয়াছেন বলিয়া ইহা এক উত্তম কাব্য মধ্যে গণ্য। বিষয়বস্তু দৃষ্টিতেও ইহা সর্ব্বোত্তম বলিয়া গৃহীত। শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই নাটকের বিষয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সকল রসের মূর্ত্ত বিগ্রহ। সেই সর্ব্বরসঘন মূর্ত্তির লীলা সকলভগবৎ স্বরূপের লীলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যত লীলা তন্মধ্যে বৃন্দাবনীয় লীলা ও দ্বারকা লীলা অধিক মাধুর্য্যপূর্ণ। এই উভয় লীলার মধ্যে ব্রজ লীলা সর্ব্বোপরি। পুনশ্চ ব্রজে দাস্য সখ্যাদি ও মধুর রসের অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা বিস্তার করেন তাহার তুলনা নাই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে, অখিল বৈকুণ্ঠে। তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম মধুর রসাত্মক লীলা মুখ্যতঃ ললিত মাধব নাটকে অভিনব কৌশলে বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া এবং তাহা কবিকুলমণি শ্রীরূপের এক বৈশিষ্ট্য পূর্ণ রচনা বলিয়া উক্ত নাটক সর্ব্বোত্তম নাটক রূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

অলঙ্কার কৌস্তভে শ্রীল কবিকর্ণপুর কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন "কবিবাঙ্‌ নির্মিতিঃ কাব্যং" কবি বাক্য দ্বারা যাহা নির্মাণ করেন তাহা কাব্য। "কবির বাক্যই কাব্য" ঐরূপ কাব্যের লক্ষণ করিলে ব্যবহার ক্ষেত্রে কবির যাবতীয় বাক্যেরই কাব্যত্বাপত্তি। 'কবির নির্ম্মাণ কাব্য, এরূপ বলিলে কবিকৃত অন্যান্য শিল্প কার্য্যেরও

কাব্যস্থাপত্তি।" বাক্য দ্বারা যাহা নির্ম্মাণ করা যায় তাহাই কাব্য" এরূপ বলিলে অকবির বাক্য নির্ম্মাণকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই জন্য বলা হইল কবি যাহা বাক্য দ্বারা নির্ম্মাণ করেন তাহাই কাব্য "কবিবাঙ্ নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্" নির্ম্মাণ বা নির্ম্মিতি বলিলে অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাকেই বুঝায়। তাদৃশ রচনা কবির বাক্যেই প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং কবিকর্ণপুর যথার্থই বলিলেন—"কবিবাঙ্ নির্ম্মিতিঃ কাব্যং' তাঁহার এই লক্ষণটিকে তিনি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার জন্য বলিলেন—(কবিকৃত) রসাপকর্ষকদোষরহিত যথাসম্ভব গুণালঙ্কাররসাত্মক শব্দার্থ যুগলই কাব্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহা হইলে কবি কে? যাহার বাক্য রচনাকে কাব্য বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে শ্রীল কবি কর্ণপুর বলিতেছেন "সবীজো হি কবিজ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বাগমকোবিদঃ সরসপ্রতিভাশালী যদি স্যাদুত্তমস্তদা।" যাহার তেমন সংস্কার আছে তিনি কবি। তিনি যদি আবার অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে নিপুণ, রসানুভবী ও প্রতিভা-শালী হন তবে তাহাকে উত্তম কবি বলা হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী চরণ শ্রীশ্রীবিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক রচনা করিয়া উত্তম কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব কত মধুর সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে মন্তব্য করিলেন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের রচয়িতা নাট্যকলাবিশারদ শ্রীল রায় রামানন্দ।

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভূত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥ (চৈঃ চঃ)

সে এক অপ্রাকৃত অনির্ব্বচনীয় পরিবেশ।—শ্রীনীলাচলে প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরি শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইতে গিয়া সপার্ষদে বসিয়াছেন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরের পিণ্ডার উপর। দৈন্য বশতঃ নিম্ন প্রাঙ্গণে বসিয়াছেন ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীল রূপগোস্বামী। শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁহার রচিত বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব পাঠ করিতেছেন—রায় রামানন্দের প্রশ্নক্রমে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদেরা তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমের অপূর্ব্ব পারাবারে ভাসিতেছেন। মহাপ্রভুর তৎকালীন উপস্থিত পার্ষদগণের মধ্যে কেউ কম নয়। শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদ, শ্রীল অদ্বৈত প্রভু, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি রসিক ভাবুক শাস্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিতগণই সেই আসর মধ্যে শ্রোতা। পরিশেষে ইঁহাদের সকলের উপস্থিতিতেই শ্রীল রামানন্দ উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছেন—প্রভো! শ্রীরূপের এই যে অনির্ব্বচনীয় রচনা ইহা আপনারই কৃপার বৈভব।

"তোমার শক্তি বিনু জীবে নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥ (চৈঃ চঃ)

ললিত মাধব নাটকের রচনায় প্রারম্ভেই এক অপূর্ব্ব ইতিহাস রহিয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ চরণ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও পুর লীলা সমন্বিত করিয়া একখানি নাটক লিখিবেন। তার জন্য তিনি

নাটকের নান্দী প্রভৃতি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীধাম পুরী আসিতে তিনি যখন উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামক গ্রামে এক রাত্রি অতিবাহিত করেন তখন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন—এক দিব্য রমণী তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমার নাটক পৃথক ভাবে রচনা কর, আমার কৃপায় তোমার ঐ নাটক অপূর্ব্ব লক্ষণ-বিশিষ্ট হইবে। শ্রীরূপ বুঝিলেন শ্রীকৃষ্ণের মহিষী শ্রীমতী সত্যভামা দেবীরই এই আদেশ।

ক্রমে শ্রীনীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপ যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহাকে আজ্ঞা করেন —

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিও ব্রজ হইতে
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে ॥

তখন শ্রীরূপের আর সন্দেহের অবকাশ থাকিল না ব্রজলীলা আর পুরলীলা অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ দুইখানি নাটক রচনা করিতে। তারপর তিনি সেই পুরীধামে "বিদগ্ধ মাধব" নামে ব্রজ লীলা ও "ললিত মাধব" নামে দ্বারকা লীলার নাটক রচনা করিতে থাকেন

ইতিপূর্ব্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীরূপের অপূর্ব্ব রসানুভূতির চমৎকারিতা বুঝিতে পারিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তগোষ্ঠী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রথযাত্রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথের আগে নৃত্য করিতে করিতে এক প্রাকৃত নায়িকার উক্তি স্বরূপ এক শ্লোক পাঠ করিতে থাকেন। শ্লোকটি যথা—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কোন ভাবে কেন এই শ্লোক পাঠ করিতেছেন তাহার ভাবার্থ স্বরূপ গোসাঞি ব্যতীত অন্য কোন পার্ষদ জানিতে পারিলেন না। শ্রীল মহাপ্রভুর করুণায় শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তারপর তিনি এক তালপাতায় সেই শ্লোকের ভাবার্থ এক শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া কুটীরের চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্র স্নানে চলিয়া যান। পুরীধামে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ত্তমান "সিদ্ধবকুল" নামে প্রসিদ্ধ স্থানে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেই অবস্থান করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রতিদিনের মত সেদিন তাহাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়া চালের ভিতর উক্ত তালপাতাটি দেখিতে পান এবং তাহাতে লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রেমাতিশয্যে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীরূপ স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি আনন্দাতিশয্যে শ্রীরূপকে এক চাপড় দিলেন এবং "মোর গূঢ় হৃদয়ের কথা তুই জানিলি কেমনে" বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে সেই শ্লোকটি লইয়া স্বরূপ গোস্বামীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল স্বরূপ! আমার মনের কথা রূপ জানিল কি করিয়া? স্বরূপ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—তোমার কৃপা, তুমি রূপকে কৃপা করিয়াছ তাই তোমার মনের গূঢ় কথা সে জানিতে পারিয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে মহাপ্রভু মনের ভাবকে যেভাবে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্যের পক্ষে বুঝিবার উপায় ছিল না। কারণ, এই শ্লোকে একটী প্রাকৃত নায়িকা তাহার কুমারী জীবন ও বিবাহিত জীবনের মধ্যে কত তফাৎ ঘটিয়াছে তাঁহার সখীকে তাহা বলিতেছেন। তিনি যখন কুমারী ছিলেন তখন মধুযামিনীতে তাহার মিলন হইত এক কুমারের সঙ্গে রেবানদীর তটে বেতসী কুঞ্জের মাঝে। তখন প্রস্ফুটিত মালতী ফুলের গন্ধ লইয়া মলয়ানিল প্রবাহিত হইত। চাঁদের জ্যোৎস্নায় সারা বন উদ্ভাসিত হইত। এই প্রকার পরিস্থিতি ও পরিবেশের দরুণ কুমারী কুমারকে পাইয়া যৎপরোনাস্তি সুখানুভব করিতেন। দৈবযোগে শেষে সেই কুমারের সঙ্গেই সেই কুমারীর বিবাহ হয়। তাঁহারা ধনিক শ্রেণীর লোক বলিয়া তখন তাঁহাদের মিলন ঘটে পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থিত এক সুরম্য অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে। সেইখানেই তাঁহারা পবিত্র পতি পত্নীভাবে জীবন যাপন করেন। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে তেমনিভাবে মধুযামিনীর আকাশ কোলে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়। তেমনি প্রবাহিত হয় প্রস্ফুটিত মালতী ফুলের সৌরভ লইয়া মলয় অনিল। কৌমার্য্য জীবনে সেই বেতসীবনে উভয়ের মিলনে কত ছিল বাধা বিঘ্ন। এখানে সুরম্য অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে তারা অবাধমিলনের সুযোগ পাইয়াছেন। তথাপি উক্ত নায়িকা তাহার কোন প্রিয় সখীকে খেদ করিয়া বলিতেছেন—সখী যিনি আমার কুমারী বয়সে মন হরণ করিয়াছিলেন তিনিই আজ আমার বর হইয়াছেন, সেই রূপ মধুযামিনীও উপস্থিত হইতেছে, সেই প্রকার মালতী ফুলও ফুটিতেছে। তাহার গন্ধ লইয়া মলয়ানিলও বহিতেছে। তথাপি আমার মন ভরে না। আমার মন সেই রেবানদীর তটে বেতসীতরুর কুঞ্জে মিলন সুখের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। সুতরাং আমার প্রিয় যদি এই অট্টালিকা ছাড়িয়া সেই বেতসী বনে যান, সেইখানে যদি তাঁহার সহিত আমার মিলন হয় তবে আমার সাধ মিটে।

এই রূপ অতিপ্রাকৃত অর্থব্যঞ্জক একটি শ্লোক অপ্রাকৃত প্রেমের অবতার শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রথাগ্রে শ্রীলজগন্নাথকে উদ্দেশ্য করিয়া কেন পাঠ করিতেছেন তাহা অন্যের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা প্রেরণায় শ্রীলরূপগোস্বামী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুরূপ তাহার ভাবার্থ অপর এক শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্ মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া আসার পর দারুণ বিরহ-বেদনায় দগ্ধ হইয়াছিলেন শ্রীরাধা, শেষে সে বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া বড় ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন। যখন শুনিতে পাইলেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে তখন তিনি সহচরীদের লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন হইল বটে কিন্তু মনের সাধ মিটিল না। বৃন্দাবনে কৃষ্ণমিলনে যে সুখ পাইতেন তাহার এক কণাও পাইলেন না। তাই শ্রীরাধারাণী খেদান্বিত হইয়া তাহার সহচরীকে বলিলেন—হে সহচরী। ইনি সেই আমার প্রিয় কৃষ্ণ। আমিও তাঁহার সেই প্রিয়া রাধা। আমাদের উভয়েরই মিলন ঘটিয়াছে এই কুরুক্ষেত্রে। উভয়েরই মিলন সুখ ঘটিতেছে। তথাপি যেখানে মধুর মুরলীর পঞ্চমতান খেলা করে সেই কালিন্দীর তটস্থিত বৃন্দাবিপিনের দিকেই আমার মন ছুটিতেছে। আমার প্রাণবল্লভ সেই বৃন্দাবিপিনে যদি বিরাজ করেন এবং সেইখানে তাঁহার সহিত আমার মিলন হয় তবে আমার মনের সাধ মিটিতে পারে।

যোগমায়াই বিরহ দশাতেও প্রিয় সঙ্গম সুখ লাভ করাইবার জন্য তাহাদিগকে সেখানে আচ্ছন্ন করিয়া দ্বারকারমণীদের সহিত নিজ নিজকে অভিন্ন বোধ করাইয়া দীর্ঘ স্বপ্নের মত অনুভব করাইয়াছেন।"

সুতরাং এই ললিত মাধবে দ্বারকালীলার আবরণে ফলতঃ ব্রজলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত বিরহ বা বিপ্রলম্ভের উৎকর্ষ বর্ণনা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এরূপ বর্ণনার সম্ভাবনাও নাই অন্যত্র। শ্রীল দাস গোস্বামী পাদ এই নাটক পাঠ করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই এই নাটকের অপূর্ব্ব মহিমা দৃঢ়তর হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কে উদ্ধব ও পৌর্ণমাসীর প্রযত্নে ব্রজলীলা নাট্যের অভিনয় সময়ে নিজের রূপের মাধুরীতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিমোহিত হন, এবং অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। অভিমন্যুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়া জটিলার নিজ পুত্রের প্রতি যে তিরস্কার তাহা দর্শকদের পক্ষে যেমন হাস্যরসের উদ্দীপক তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিমন্যু মনে করিয়া শ্রীরাধামাধবের মিলনে তৎকর্তৃক সহায়তা করাও তেমনি সকলের আনন্দ বিস্ময়জনক হইয়াছে।

পঞ্চমাঙ্কে রুক্মিণীর (চন্দ্রাবলীর) পরিণয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠাঙ্কে তীব্র বিরহ বিধুরা শ্রীরাধা (সত্যভামা) ঔদাসীন্যে ও বিয়োগ দুঃখে বিষন্না হইয়া শ্রীকৃষ্ণমিলনাকাঙ্ক্ষায় নব বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। স্যমন্তক মণি উপাখ্যান, ললিতার (জাম্ববতীর) সংবাদ, তারপর শ্রীরাধার বিরহে শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত তীব্র ব্যাকুলতা বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তমাঙ্কে নববৃন্দাবনচারিণী শ্রীমতী রাধা তত্রত্য দৃশ্যাবলী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হইলে নিতান্ত দুঃখ অনুভব করেন। সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি বকুলা সখীর মারফৎ বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াই সাক্ষাৎ গোবিন্দ জ্ঞানে ব্যাকুল হইয়া আলিঙ্গন করিতে প্রযত্ন করেন। নব বৃন্দা ও বকুলা তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে আসিয়া মধুমঙ্গলের দ্বারা বিগ্রহ অপসারিত করিয়া সেখানে অবস্থান করেন। তাহার পর শ্রীরাধা সেখানে আসিয়া কৃষ্ণরূপী প্রতিমাকে দেখিয়া বিস্মিতা হন। পরস্পর দর্শনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হন। তীব্র মিলন আকাঙ্ক্ষায় উভয়ের উৎকণ্ঠিত অবস্থায় সহসা চন্দ্রাবলী (রুক্মিণী) সেখানে উপস্থিত হইলে সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যায়।

অষ্টমাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চন্দ্রাবলীর মান প্রশান্তি। নব বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত সংলাপ। বিশাখার কথা, সেখানকার সুষমা দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনস্মৃতি। শ্রীরাধার প্রসাধনের জন্য কুসুম চয়ন করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের মণিময় কুট্টিমে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন। তদ্দর্শনে নিজ মাধুরীর অপূর্ব্বতা জ্ঞানে তাহা উপভোগেচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন চিহ্ন দেখিয়া চন্দ্রাবলীর আক্ষেপ। শ্রীমতীর সবিনয়োক্তি ও কারুণ্য বর্ণনা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উপস্থাপক।

নবমাঙ্কে চিত্রপটে ব্রজলীলা দর্শন কৌতুক এবং চন্দ্রাবলীর বাক্যদ্বারা অসূয়া প্রকাশ।

দশমাঙ্কে ব্রজপুর পরিকরগণের মিলন মাধুর্য্য, সুদীর্ঘ বিরহাবসানে পরানন্দ উচ্ছ্বাস এবং পরস্পরে আলাপ সম্ভাষণ। শ্রীনন্দ যশোদার উপস্থিতিতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ চন্দ্রাবলী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের শেষে শ্রীরাধা সর্ব্ব গোপীপরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যই বেণু বিহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তারপর শ্রীযোগমায়া সহসা আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রেয়সীগণ সর্ব্বদাই শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন। তিনি বলিলেন তোমরা শ্রীমদ্ গোকুলেই বিদ্যমান আছ কিন্তু আমি কালক্ষেপণের জন্য অন্যরূপ প্রত্যায়িত করিয়াছি। তোমরা ইহা অনুভব কর, শ্রীকৃষ্ণও এখানে বিদ্যমান ইহাও বিশ্বাস কর।

এক গুহ্যতম তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া।

গৌরীর পিতা হিমালয়ের জামাতৃগৌরব দেখিয়া বিন্ধ্যাচলের স্পর্দ্ধা হয়। সে শিবের অপেক্ষা অধিকগুণশালী জামাতা পাইবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মার আরাধনা করিতে বসে।

আরাধনায় তুষ্ট ব্রহ্মা তাহাকে শিববিজয়ী পতি লাভ করিতে পারে এমন কন্যা দুইটি লাভ করিবার বর দান করেন। এই সময়ে বৃষভানু ও চন্দ্রভানুর পত্নী গর্ভবতী হন। ভগবানের যোগমায়া তাহাদের গর্ভ হইতে শিশু-কন্যা দুইটি আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যের পত্নীর গর্ভে সংস্থাপন করেন। তাহার পর কন্যাযুগল ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাদের লইয়া কংসকর্তৃক নিযুক্তা পুতনা রাক্ষসী পলাইয়া যায়, ইত্যবসরে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত এইরূপ বিপদ দেখিয়া "রাক্ষস নাশক" মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। তাহাতে পুতনা অতিশয় ভীতা ও ত্রস্তা হইতে থাকিলে তাহার হাত হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যাটি খসিয়া পড়ে বিদর্ভগামিনী নদীর জলে। তাহার পর উক্ত কন্যা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে থাকিলে বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মক রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে লালন পালন করেন। কালান্তরে উক্ত কন্যা চন্দ্রভানুর গৃহে আনীত হইয়া চন্দ্রভানু কন্যা রূপে চন্দ্রাবলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দেবী পৌর্ণমাসী উপরোক্ত কনিষ্ঠা কন্যাটিকে পুতনার ক্রোড় হইতে উদ্ধার করিয়া গোকুলে মুখরা নাম্নী বৃদ্ধাকে দান করেন এবং বলেন এ তোমার নাতনী তোমার জামাতা বৃষভানুর কন্যা। বুড়ি উক্ত কন্যাটিকে বৃষভানু রাজাকে অর্পণ করিয়া তাহাকে লালন পালনও করেন। এই কন্যা প্রথমে তারা পরে রাধা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পুতনা এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবী প্রেয়সী যে সকল কন্যাহরণ করিয়াছিল দেবী পৌর্ণমাসী তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া গোকুলে বিভিন্ন গোপরমণী দিগকে প্রদান করেন। তাহাদের মধ্যে পাঁচটী কন্যা প্রধানা—ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামা। বিশখাও যমুনার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতে থাকিলে জটিলা তাহাকে প্রাপ্ত হন। গোবর্দ্ধন প্রভৃতি গোপ কর্তৃক চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ কংসকে বঞ্চন করিবার জন্যই যোগমায়া মিথ্যা প্রত্যায়িত করিয়া ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সেই কন্যাদের উক্ত গোপদের সহিত বিবাহই হয় নাই। প্রথম অঙ্কে এইরূপ বিষয়বস্তু রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে শঙ্খচূড় বধ ও স্যমন্তক হরণ বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক হইতে কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে তাহার বিরহে গোপীগণের মর্ম্মন্তুদ বিরহদশা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়া দেহ ত্যাগের জন্য বিশাখার সহিত যমুনার জলে প্রবিষ্ট হন। ললিতাও তাহার অনুগমন করেন। যমুনা আবার শ্রীরাধাকে সূর্য্যের আলয়ে লইয়া যায়। সূর্য্য স্যমন্তক মণি সহিত শ্রীরাধাকে সত্রাজিৎকে প্রদান করিলে শ্রীরাধা দ্বারকায় সত্যভামা নামে বিদিত হন। ভীষ্মক নিজ পুত্রের দ্বারা চন্দ্রাবলীকে ব্রজ হইতে আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দেন। তিনি রুক্মিণী এই নামে পরিচিত হন। ললিতা যমুনায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া ভৃগু পতনে প্রাণ ত্যাগ করিতে গেলে জাম্ববান্ তাহাকে প্রাপ্ত হন। ললিতা জাম্ববতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়া কালান্তরে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী হন। নরকাসুর কর্তৃক অপহৃতা কাত্যায়নী ব্রত পরায়ণা কন্যাগুলিকে নরকাসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন।

এই প্রকার ব্রজ মণ্ডলের গোপীবৃন্দ দ্বারকায় নববৃন্দাবনে মহিষী বলিয়া বুঝিতে হইবে শ্রীল নারদ মুনির উক্তি থেকে। শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন—"দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমহিষী আর ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী একতত্ত্ব হইলেও শরীরে মাত্র ভিন্ন হইয়াছেন। যেহেতু এখনও ব্রজের সেই ব্রজ রমণীগণ ব্রজেই প্রেমমূর্চ্ছিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রাধাভাব, তিনি নিজেকে রাধা বলিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীজগন্নাথকে কৃষ্ণ বলিয়া ভাবিতেছেন। নীলাচলধামকে ভাবিতেছেন কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা যে উক্তি করিয়াছিলেন, শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গও রথে শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া সেই প্রকার উক্তি করিতে গিয়া অনুরূপ একটী প্রাকৃত নায়িকার উক্তির পরদায় তাহা ঢাকিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন। অপ্রকাশ্য বস্তুকে প্রকাশ করিয়া দিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমভরে চাপড় মারিলেন আবার তাঁহার মনের গূঢ়ভাব জানিতে শ্রীরূপ সমর্থ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তিনি বুঝিলেন তিনি যে বস্তু জগতে প্রচার করিতে আসিয়াছেন সেই স্বাভীষ্ট প্রেমধর্ম্মের রহস্য শ্রীরূপের দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্‌প্রভুর কৃপায় তাহাই হইল। শ্রীরূপরচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু', উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকই তাহার প্রমাণ। শাস্ত্রযুক্তির উপর ভক্তিরস ও প্রেমরসের এমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণির মত আর কেহ রচনা করিয়াছেন কি না আমাদের জানা নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তিপথের পথিক সাধকের পক্ষে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি একান্ত উপযোগী। নাটকচন্দ্রিকায় উল্লিখিত সমগ্র নাটকের লক্ষণ যেমন বিদগ্ধ মাধবে ও ললিত মাধবে দেখিতে পাওয়া যায় উজ্জ্বলে উদ্ধৃত রসতত্ত্ব সম্ভারের উদাহরণগুলিও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরূপের উক্ত চারিখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে মহারাসবিলাসের পরিণতি, মহাভাব প্রেমরসঘনাকৃতি যে শ্রীগৌরাঙ্গহরি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরূপের কৃপাতেই ব্রজরস এবং ব্রজের চরমরসের ঘনবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলারস আস্বাদন করিতে পারা যায়। তাই প্রেমভক্তি মহারাজ ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপপাদের কৃপাপ্রার্থনা করিতে গিয়া বলিলেন—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা মুখ্যতঃ বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীললিতমাধবে বিরহলীলা। বিরহ ব্যতীত মিলনের মাধুরী ফুটিয়া উঠে না। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃপুষ্টিমশ্নুতে"। প্রকৃত পক্ষে বিরহতেই সকল রস বিশেষ আস্বাদনীয় হয়। আবার দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের মাধুরী অবর্ণনীয়। শ্রীললিত মাধবে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। তাই বিদগ্ধ মাধব অপেক্ষা ললিতমাধব বিশেষ আস্বাদনীয়। শ্রীলরূপগোস্বামী পাদ এই গ্রন্থের প্রণয়ন সমাপ্ত করিয়া তাঁহার অভিন্ন হৃদয় শ্রীলরঘু নাথ দাস গোস্বামীকে পাঠ করিতে দেন। তিনি উহা পাঠ করিতে করিতে বিরহবর্ণনা সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদদশা প্রাপ্ত হন এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকেন। বড় সমস্যায় পড়িলেন রূপগোস্বামী। পাণ্ডুলিপিটী তাঁর কাছ থেকে কিছুতেই তিনি আনিতে পারিতেছেন না। কারণ, দরিদ্র মহানিধি পাইবার মত শ্রীল দাস গোস্বামী সদাসর্ব্বদাই উক্ত গ্রন্থখানিকে বুকে করিয়া রহিয়াছেন। শেষে শ্রীরূপপাদ তাঁহার রচিত "দানকেলি কৌমুদী" নামে একখানি একাঙ্গিকা নাটিকা শ্রীল দাস গোস্বামীকে পড়িতে দিলে তখন তাঁহার নিকট হইতে উক্ত ললিত মাধব নাটকের পাণ্ডুলিপিটী ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয়।

বিদগ্ধ-মাধব অপেক্ষা ললিত-মাধব আয়তনে বৃহৎ। বিদগ্ধের সাত অঙ্কে পরিসমাপ্তি, ললিতের দশ অঙ্কে। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও ললিতে অধিক। এই নাটকের আরম্ভ হয় কলানিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ বিষয়ে পৌরাণিক

এইভাবে শ্রীরাধা প্রভৃতির ভ্রান্তি দূর হইলে এই নাটকটী দীর্ঘ স্বপ্নের মত দর্শকদের কাছে প্রতীত হয়। *

---

* এই নাটকের রচনাকাল ১৪৫৯ শকাব্দ। ইহার টীকা লিখিয়াছেন শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীপাদের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস। 'প্রেমকদম্ব' নামে ইহার একখানি পদ্যানুবাদ লিখিয়াছেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশীয় শ্রীমৎস্বরূপ গোস্বামী ১৭০৯ শকাব্দে।

এই শ্রীগ্রন্থরত্ন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দোষে অনেক কিছু দোষ-ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ কৃপা করিয়া তাহা মার্জনা করিবেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাস্টি বোর্ড পক্ষে
আশ্রম সেবক
শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকের

অঙ্কসূচী

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকের সংক্ষেপ পরিচয় সহিত

নাটকীয় পাত্রগণের সূচী

পুরুষগণ

১। সূত্রধার— .... নাটকপ্রস্তাবনাকারী, নাটকপ্রস্তাবনায় প্রথম, চতুর্থাঙ্কান্তর্গত শ্রীরাধাভিসারাখ্য গর্ভাঙ্ক প্রস্তাবনায় দ্বিতীয়।

২। শ্রীকৃষ্ণ— .... শ্রীযশোদানন্দন শ্রীললিতমাধব পুরনাগর নাটকনায়ক।

৩। শ্রীরাম— .... শ্রীরোহিণীনন্দন শ্রীবলরাম (শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রিয়তম।

৪। শ্রীমধুমঙ্গল— ... . শ্রীসান্দীপনি মুনির পুত্র, মুনিকর্তৃক নিজ জননী পৌর্ণমাসী সেবার জন্য গোকুলে প্রেরিত, কিন্তু পৌর্ণমাসী-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্যের জন্য নিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক প্রিয় বয়স্য।

৫। শঙ্খচূড়— .... কংসরাজের পরমমিত্র দুষ্ট যক্ষ, শ্রীরাধাকে অপহরণ করিবার জন্য কংস কর্তৃক নিযুক্ত।

৬। শ্রীউদ্ধব— .... শ্রীবৃহস্পতি শিষ্য বৃষ্ণিকুলমন্ত্রীরাজ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা।

৭। মাধব— .... শ্রীরাধাভিসারাখ্য গর্ভাঙ্কনায়ক শ্রীকৃষ্ণ।

৮। মাধব— .... অভিমন্যুগোপবেশী (চতুর্থাঙ্কে) এবং অষ্টমাঙ্কে বন্যবেশী শ্রীকৃষ্ণ।

৯। অভিমন্যু— .... গোপ, জটিলাপুত্র, শ্রীরাধার মায়াপ্রত্যায়িত পতি, ভারুণ্ডার পুত্র, চন্দ্রাবলীর মায়াপ্রত্যায়িত পতি গোবর্দ্ধন মল্লের প্রিয় বয়স্য, গর্ভাঙ্কে অভিনেতা।

১০। শ্রীনারদ- .... দেবর্ষি।

১১। শ্রীসুনন্দ— ... . শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবাহক এক ব্রাহ্মণ।

১২। কঞ্চুকী— .... অন্তঃপুরাধিকৃত রাজপুরুষ।

১৩। শ্রীক্রথ ও কৌশিক— .... শ্রীকৃষ্ণভক্ত নৃপতিদ্বয়।

১৪। শ্রীসুপর্ণ— ... . শ্রীনারায়ণের সখা খগপতি।

১৫। শ্রীভীষ্মক— .... কুণ্ডিনাধিপতি, নিজের পুরে নিজ কন্যারূপে অবস্থিত চন্দ্রাবলীর প্রতিপালক পিতা।

১৬। শ্রীবিশ্বকর্ম্মা— .... দেবশিল্পী

১৭। শ্রীনন্দ— .... শ্রীব্রজরাজ, শ্রীকৃষ্ণপিতা

স্ত্রীগণ

১। নটী— .... নাটকপ্রস্তাবনায় সঙ্গীতবিদ্যাধনী নটবৃন্দেশ্বরী বৃদ্ধা প্রথমা, চতুর্থাঙ্কান্তর্গত শ্রীরাধাভিসারাখ্যগর্ভাঙ্কপ্রস্তাবনায় দ্বিতীয়া।

২।পৌর্ণমাসী— .... শ্রীসান্দীপনিমাতা, শ্রীনারদ-শিষ্যা, সমস্তব্রজবাসীগণের মাননীয়া, নিজগুরুদেবের উপদেশে নিজের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে অতিশয় ব্যগ্রা, শ্ররাধাকৃষ্ণের লীলার সৌকর্য্য বিধানার্থে গোকুলে অবস্থিতা, সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িকা শ্রীকৃষ্ণের দূতিকাগণের অন্তর্গতা।

৩। শ্রীগার্গী— ... . শ্রীগর্গমুনিকন্যা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণের অন্তর্ভুক্ত, গর্ভাঙ্কে অভিনেত্রী।

৪। শ্রীকুন্দলতিকা— .... উপনন্দপুত্র সুভদ্রের বধূ, শ্রীরাধার কাননসখী এবং যাতা, গর্ভাঙ্কে অভিনেত্রী।

৫। শ্রীচন্দ্রাবলী— .... চন্দ্রভানুকন্যা, বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধে শ্রীরাধার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, করালার নাতনী, ভারুণ্ডাপুত্র গোবর্দ্ধনমল্লের মায়াপ্রত্যায়িত পত্নী, কুণ্ডিনপুরে ভীষ্মককন্যারূপে অবস্থিতা, চণ্ডিকার উপাসনাকারিণী, দ্বিতীয়া নায়িকা রাধার প্রতিপক্ষীয়া।

৬। শ্রীপদ্মা— .... নগ্নজিৎ কন্যা, চন্দ্রাবলীর প্রধানা সখী, নিকুঞ্জগৃহিণী।

৭। শ্রীযশোদা— .... শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণমাতা।

৮। শ্রীরোহিণী— .... শ্রীবলরামজননী, শ্রীবসুদেবের পত্নী।

৯। শ্রীরাধা— .... শ্রীবৃষভানু কন্যা, গোপীশ্রেষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের বল্লভাগণের মধ্যে প্রধানা, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধে চন্দ্রাবলীর সহোদরা, সূর্য্যউপাসনাকারিণী, প্রধানা নায়িকা এবং গর্ভাঙ্কনায়িকা।

১০। শ্রীললিতা— .... শ্রীরাধার প্রধানা সখী, অষ্টসখীগণের অন্যতমা প্রধানা অধ্যক্ষা, গর্ভাঙ্কে অভিনেত্রী।

১১। জটিলা— .... অভিমন্যু গোপের জননী, শ্রীযশোদার মাতুলানি, শ্রীরাধার শাশুড়ী, গোবর্দ্ধনের জননী ভারুণ্ডার সখী, বৃদ্ধা গোপী, গর্ভাঙ্কে অভিনেত্রী।

১২।	শ্রীবৃন্দা—	শ্রীবৃন্দাবনের বনদেবী, শ্রীকৃষ্ণের দূতীগণের মধ্যে মুখ্যা শ্রীরাধার কানন সখী, গর্ভাঙ্কে অভিনেত্রী।
১৩।	শ্রীবিশাখা—	শ্রীরাধার দ্বিতীয়া সখী, অষ্ট সখীগণের অন্যতম, আলেখ্য ও সঙ্গিতাদিতে নিপুণা।
১৪।	মুখরা—	বৃষভানুর শাশুড়ী, শ্রীরাধার মাতামহী, বৃদ্ধা গোপী।
১৫।	ভারুণ্ডা—	গোবর্দ্ধন মল্লের জননী, শ্রীচন্দ্রাবলীর শাশুড়ী, গর্ভাঙ্কে অভিনেত্রী।
১৬।	মাধবী—	কুণ্ডিনপুরে ভীষ্মক কন্যারূপে স্থিতা চন্দ্রাবলীর সহচরী।
১৭।	শ্রীভার্গবী—	ব্রজমণ্ডলে পূজনীয়া ব্রাহ্মণী, চন্দ্রাবলীর সহগামিনী-
১৮।	বৃদ্ধা—	ধাত্রেয়ী সত্রাজিতের মাতা।
১৯।	শ্রীনববৃন্দা—	দ্বারকায় প্রকটিত নববৃন্দাবনের বনদেবী, সত্যভামারূপে শ্রীরাধার সখী।
২০।	বকুলা—	শ্রীসত্যারূপে অবস্থিতা শ্রীরাধার সেবায় নিযুক্তা পুষ্পোপহারিণী পরিচারিকা।
২১।	দেবী—	শ্রীরুক্মিণীরূপিণী শ্রীচন্দ্রাবলী।
২২।	শরৎ—	ঋতু দেবী।
২৩।	সুকণ্ঠী—	শ্রীসত্যারূপে স্থিতা শ্রীরাধার পরিচারিকা।
২৪।	তুলসী } —	যুবতি সখী
২৫।	মালতী }	
২৬।	পিঙ্গলা—	শ্রীসত্যারূপিণী শ্রীরাধার সখী।
২৭।	রথাঙ্গী—	প্রমদাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ।
২৮।	একানংশা—	শ্রীযোগমায়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামী-প্রভুপাদ-প্রণীতম্

শ্রীশ্রীললিতমাধব-নাটকম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

১। সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্ মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

অথ শ্রীনন্দনন্দনান্তঃপুরচরৈর্ভগবদ্ভক্তবরৈঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈরুজ্জ্বলনীলমণৌ লক্ষিতং সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্ভোগং স্ফুটং দর্শয়িতুং বিরচ্যমানস্য ললিতমাধবাখ্যস্য গ্রন্থস্য প্রথমপক্ষং ব্যাচক্ষে। সুররিপুসুদৃশামিত্যাদি। মুকুন্দযশ এব শশী বো যুষ্মভ্যং মুদং দিশতু। অখণ্ড ইত্যনেন পূর্ণচন্দ্রস্যোপমানত্বং দর্শিতম্। চন্দ্রস্য সদাতনপূর্ণত্বাভাবাদস্য তৎ সত্ত্বাদ্ব্যতিরেকালঙ্কারো বা। কিং কুর্ব্বন্—সুররিপুসুদৃশামুরোজ এব কোকাস্তান্ মুখান্যেব কমলানি চ খেদয়ন্। অখিলাঃ সুহৃদ এব চকোরাস্তান্নন্দিতুং শীলং যস্য সঃ। আশীর্ব্বাদস্য প্রাথমিকত্বাত্তদ্রূপমঙ্গলং প্রথমং কৃতম্। সমস্তবস্তুবিষয়রূপকালঙ্কারোঽত্র বাচ্যঃ। অপ্রস্তুতপ্রশংসা ব্যঙ্গ্যা। কংসাদিসুররিপুবিশেষে-নন্দাদিসুহৃদ্বিশেষে চ বক্তব্যে সুররিপুমাত্রস্য সুহৃন্মাত্রস্য চ গ্রহণাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত কৃপাপাত্র ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁর শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের যে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বর্ণনা করেছেন—তাই সুস্পষ্টরূপে অঙ্কন করবার জন্য শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকের অবতারণা করছেন—গ্রন্থকার প্রথমেই আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করেছেন—ভগবান শ্রীমুকুন্দদেবের পূর্ণচন্দ্রের মত অখণ্ড যশোগাথা তোমাদের আনন্দ দান করুন। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন চক্রবাক ও কমলের শুধু দুঃখই বাড়ায়, ভগবানের যশঃও তেমনি দেবতাদের শত্রু অসুরললনাদের বক্ষোরূপ চক্রবাক এবং মুখরূপ কমলের ব্যথা ও বেদনাই বাড়িয়ে দেয়। চাঁদের স্বভাব হল চকোরকে আনন্দ দেওয়া—কারণ চাঁদের সুধা পানে চকোরের জীবনধারণ হয়—শ্রীকৃষ্ণের যশঃও চাঁদের মতই বন্ধুজনকে আনন্দ দেয়।

এখানে ভগবানের যশঃ পক্ষে অসুর বলতে কংস প্রভৃতিকে এবং সুহৃদ্ বলতে নন্দমহারাজ প্রভৃতিকে বুঝান হয়েছে। ১ ॥

অপি চ—

২। অষ্টৌ প্রোক্ষ্য দিগঙ্গনা ঘনরসৈঃ পত্রাঙ্কুরাণাং শ্রিয়া
কুর্ব্বন্মঞ্জুলতাভরস্য চ সদা রামাবলীমণ্ডনম্।
যঃ পীনে হৃদি ভানুজামতুলভাং চন্দ্রাকৃতিং চোজ্জ্বলাং
রুন্ধানঃ ক্রমতে তমত্র মুদিরং কৃষ্ণং নমস্কুর্ম্মহে ॥

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধারঃ—অলমতিবিস্তরেণ। (সমন্তাদবলোক্য) হন্ত ভোঃ! সন্ততবৃন্দাটবী-নিকুঞ্জবেদিকানিবাসদীক্ষারসজ্ঞস্য স্ফুরদুদ্দণ্ডপুণ্ডরীক-মণ্ডলীমণ্ডিত-ব্রহ্মকুণ্ডতীরোপান্তস্থলী-মহাভৌমিকস্য ভগবতো গোপীশ্বরতয়া প্রসিদ্ধস্য চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স্বপ্নাবিভূর্তমাদেশমাসাদ্য দীপাবলীকৌতুকারম্ভে গোবর্দ্ধনারাধনায় শ্রীরাধাকুণ্ডরোধসি মাধবী-মাধবমন্দিরস্য পূর্ব্বতঃ সঙ্গতানি বৈষ্ণববৃন্দানি স্বপ্রবন্ধেন ললিতমাধবনাম্না নাটকেনাহমুপস্থাতুং পর্য্যুৎসুকোঽস্মি।

মুদিরঃ কামুকে মেঘে হর্ষণে চ নিগদ্যতে ইত্যভিধানাৎ। কামুকং হর্ষপ্রদং বা। কৃষ্ণনামানং যশোদাস্তনন্ধয়ম্। কৃষ্ণং শ্যামং মুদিরং মেঘং বা। দিশি দিশি গতা অঙ্গনাঃ শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ভদ্রা একত্রীকৃত্য তা ঘনরসৈরঙ্গাঙ্গিভূত নিবিড়শৃঙ্গারবিশেষৈঃ প্রোক্ষ্য নিষিচ্য তর্পয়িত্বা। কস্তূর্য্যা লিখিতপত্রভঙ্গানাং শোভয়া। মনোজ্ঞাতিশয়স্য সম্পত্ত্যা সুন্দরীশ্রেণ্যা মণ্ডনং কুর্ব্বন্ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। বৃত্তর্থে ক্রমেরাত্মপদম্। চ পুনঃ। উজ্জ্বলাখ্যবতীং চন্দ্রতোপ্যুজ্জ্বলা আকৃতির্যস্যাস্তাং চন্দ্রাবলীং ধারয়ন্। পক্ষান্তরে তু যঃ কৃষ্ণো মেঘো অষ্টৌ দিশোঽঙ্গনা ইব ঘনরসৈর্মেঘপুষ্পং ঘনরস ইত্যমরাৎ জলৈঃ প্রোক্ষ্য পত্রাঙ্কুরাণাং পুনর্মঞ্জবো যা লতা স্তাসামতিশয়স্য চ শ্রিয়া শোভয়া সদা আরামাবলীনামুপবনশ্রেণীনাং মণ্ডনং কুর্ব্বন্। যঃ পীনে হৃদি ভানুজাং সূর্য্যজাতাং অতুলাভাম-তুল্যাং কান্তিম্। চ পুনরুজ্জ্বলাং চন্দ্রস্যাকৃতিং রুন্ধান্ আবৃণ্বন্ ক্রমতে তমিত্যাদি পূর্ব্ববত্তুল্যেয়ং নান্দী নমস্ক্রিয়ান্বিতা বস্তুনির্দ্দেশান্বিতা চ। বস্তুত্র ললিতাদিষু তত্রাপি রাধাচন্দ্রাবল্যোশ্চ কৃষ্ণস্যানুরাগস্তাসাং কৃষ্ণে চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্তে ইতি। নান্দী স্যান্মঙ্গলস্তুতিঃ। তদুক্তং নাটকলক্ষণে প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা সুখাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশান্যতমা মতেতি। তত্রৈব। অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে ইতি। তস্যান্তে সূত্রধার আহেতি ক্রিয়াঽধ্যাহার্য্যা। এবং পর পরত্র আহেত্যাদি ক্রিয়াধ্যাহারেণৈবান্বয়ঃ কর্ত্তব্যঃ। সূত্রধারো নটো-ত্তমঃ। যথা তত্রৈব। সূত্রধারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কথা সূত্রার্থসূচক ইতি। নান্দ্যা অতিবিস্তারেণালং পর্য্যাপ্তম্। অলং ভূষণপর্য্যাপ্তি শক্তিবারণবাচকমিতি। সমন্তাৎ সর্ব্বতোদিশঃ। হন্ত ভোঃ ইত্যাদি বিধত্ত কুরুত। হন্ত ভো নটাঃ শৃণুত। ভগবতশ্চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ শিবস্য স্বপ্ন আবিভূর্তমাদেশমাজ্ঞামাসাদ্য ললিতমাধবনাম্না স্বপ্রবন্ধেন স্বরচিতেন নাটকেন সাধনেন সেবিতে তদভিনীয়েত্যর্থঃ ॥

এর পরে গ্রন্থকার নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ করছেন—

আমি সেই শ্যাম নবঘনকে প্রণাম করি। মেঘ যেমন অষ্টদিককে বর্ষণের দ্বারা সিক্ত করে বনলতাকে মঞ্জরিত করে—তাতে বনের শোভা বৃদ্ধি পায়—কৃষ্ণও তেমনি শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা—এই আটজন সুন্দরীকে ঘন শ্যামরস পান করিয়ে তৃপ্ত করেন—এবং তাঁদের বক্ষে কুঙ্কুম কস্তুরির পত্রাঙ্কুর রচনা করে শোভা বর্দ্ধন করেন। মেঘ যেমন সূর্যকান্তি ও চন্দ্রপ্রভাকে আবরণ করে আকাশপথে মন্দগতিতে বিচরণ করে কৃষ্ণও তেমনি বৃষভানুনন্দিনী

তদভীষ্টদৈবতমভ্যর্থয়িষ্যে,—

৩। নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

(আকাশে) কিং ব্রবীষি?—'ভোঃ! হন্ত! কথমত্র মহাসাহসে কৃতাধ্যবসায়োঽসি?' ইতি। ভোঃ সত্যমিদং বিদাংকরবাণি, তথাপি পরবানস্মি। শ্রূয়তাম্,—

৪। কেয়ং সভা গুণবতী বত মুগ্ধরূপঃ, ক্বাহং জিতোঽস্মি গুরুণা গুরুগৌরবেণ।
আস্থা মমাদ্য শরণং শরণং গতানাং, দত্তোৎসবস্য করুণা করুণার্ণবস্য ॥

(পুরস্তাদবলোক্য) হন্ত ভোঃ কৃষ্ণপদারবিন্দভৃঙ্গাঃ! প্রসাদং বিদধত, ভবদ্বিধানামেব কৃপাবলম্বনেনাত্র নিরাতঙ্কমুদ্যতোঽস্মি; যতঃ,—

অভীষ্টদৈবতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামানম্।

শ্রীরাধিকাকেও চন্দ্র অপেক্ষাও উজ্জ্বলকান্তি চন্দ্রাবলীকে তাঁর বিশাল বক্ষে আলিঙ্গন করে ধীরপদ-বিক্ষেপে এই জগতে বিহার করছেন। ২।

এখানে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণও হয়েছে —বস্তু বলতে রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা প্রভৃতি গোপরামাতে কৃষ্ণের অনুরাগ এবং গোপবালাদেরও কৃষ্ণে অনুরাগ দুই-ই বুঝান হয়েছে।

নান্দীপাঠের পর—

সূত্রধার। আর বেশী বর্ণনার প্রয়োজন নেই—

(চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে) কি আশ্চর্য্য! যিনি নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনের রসমাধুর্য্য আস্বাদন করছেন যিনি প্রস্ফুটিতকমলদলশোভিত ব্রহ্মকুণ্ডের তীরবর্ত্তী ভূমির অধীশ্বর - এবং যিনি গোপী-শ্বর নামে খ্যাত সেই ভগবান চন্দ্রশেখর মহেশ্বরের স্বপ্নাদেশ লাভ করে দীপান্বিতা মহোৎসবে গিরি-রাজের আরাধনার জন্য রাধাকুণ্ডতটে মাধবী-মাধব মন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে বৈষ্ণববৃন্দ সমবেত হয়েছেন তাদের সেবার জন্য স্বরচিত ললিতমাধব নাটকখানি উপস্থাপিত করছি।

সেইজন্য প্রথমেই আমার ইষ্টদেবের চরণে প্রার্থনা করি—শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মনো-বাসনা পূর্ণ করুন, দ্বিজরাজ চন্দ্র যেমন আকাশে উদিত হয়ে চন্দ্রিমা বিকিরণ করে অন্ধকার বিনাশ করেন গৌরচন্দ্রও তেমনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে প্রেমামৃত সিঞ্চন করে জগতের অজ্ঞানতিমির নাশ করেন। চাঁদের সৌন্দর্য্য যেমন মনোমুগ্ধকর— গোরাচাঁদের রূপরাশিও তেমনি বিশ্বের মন হরণ করে। ৩॥

আকাশে। কি— কি বলছ? আচ্ছা, তুমি কেন এই অসমসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হলে?

সূত্রধার। আপনি যা বললেন তা সত্যিই। কিন্তু কি করব বলুন? আমি তো স্বাধীন নই— মহাদেবের আজ্ঞাধীন আমি। তবে শুনুন।

কোথায় এইসব গুণিজনের সভা, আর কোথায় বা এই অল্পবুদ্ধি রূপ (গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামি-পাদ)! তথাপি গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করেই আমি এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছি। যিনি শরণাগতকে আনন্দ দান করেন সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধুই আমার একমাত্র আশ্রয়। ৪।

৫। শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগবতাঃ সমন্তাদ্-বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপতয়া মৃদূনি জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি॥

(ইতি মূর্দ্ধন্যঞ্জলিমাধায়)—

৬। বক্তুং পারমহংস্যপদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্নেকঃ সোঽবততার বিশ্বগুরবে পূর্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

তদহং নিরবদ্যসঙ্গীতবিদ্যায়াং বিদ্যাধরীং মাননীয়াং মে নটবৃন্দেশ্বরীং বৃদ্ধাং রঙ্গে সন্নিধাপয়িতুমিচ্ছামি।

আকাশ ইতি বাণী জায়তে ইতি। তথাপীতি। শ্রীমহাদেবাধীনোঽস্মি। শান্তশ্রিয় ইত্যাদি। শান্তা পরানুদ্বেজিনী শ্রীর্জ্ঞানাদিসম্পত্তির্যেষাং তে নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। জ্যোতিংষি নক্ষত্রাণি কর্তৃণি দোষাবলীং রাত্রিশ্রেণীং পক্ষে দোষশ্রেণীমপরিতাপকতয়া বিভূষয়ন্তি তামপরিতাপিকাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। মৃদুত্বেন শান্তশ্রী বিষ্ণুপদভাক্ত্বেন পরম-ভাগবতত্বং তেষাং ব্যঞ্জিতম্। পক্ষে বিষ্ণুপদমাকাশম্। বিয়দ্বিষ্ণুপদং বাত্বিত্যমরকোষাৎ। দৃষ্টান্তনামালঙ্কারঃ। তল্লক্ষণম্। দৃষ্টান্তঃ পুনরেতেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিবিম্বনমিতি॥ ৫॥

বক্তুমিত্যাদি। তৃতীয়ঃ শ্রীসনাতনঃ। সনকাদীনাং তৃতীয়ত্বেন বিশ্বগুরুত্বম্। সাঙ্গভক্তিরসসঞ্চারিত্বেনাস্য পূর্ণত্বং ব্যঞ্জিতম্॥ ৬॥

মে মাননীয়াং বৃদ্ধাং মুখরাম্। রঙ্গে রঙ্গস্থলে। সন্নিধাপয়িতুং সঞ্চারয়িতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ॥

(সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)

হে কৃষ্ণপাদপদ্ম-মধুপগণ! আপনারা কৃপা করুন। আপনাদের কৃপাই একমাত্র সম্বল করে আমি আজ নিঃসঙ্কোচে এই অসম্ভব কাজে উদ্যত হয়েছি। কারণ—

আকাশে (বিষ্ণুপদে) নক্ষত্ররাজির কোমল কিরণ যেমন দোষাবলী অর্থাৎ রাত্রি সকলকে তাপিত না করে শুধু বিভূষিতই করে, তেমনি শান্তস্বভাব পরমভাগবতগণ গুণহীনকেও গুণী করে তোলেন॥ ৫॥

এখানে গ্রন্থকারের উক্তির তাৎপর্য্য হল—সজ্জন বৈষ্ণববৃন্দ কৃপাকরে তাঁর রচনার দোষ ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন। এটি শুধু তাঁর বৈষ্ণবোচিত দৈন্যেরই পরিচয়।

(এই বলে করযোড়ে মস্তক স্পর্শ করে)

পুরাকালে যিনি এই পৃথিবীতে পরমহংসগণকে ধর্ম্ম উপদেশ করবার জন্য সনকাদি চারজন আত্মারামচূড়ামণির মধ্যে তৃতীয় সনাতন নামে অবিভূ্ত হয়েছিলেন—অধুনা তিনিই একাকী ভাগবত-গণের মধ্যে সকল অঙ্গের সঙ্গে পরম গোপ্য ভক্তিরস সঞ্চার করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন—অতএব সেই পূর্ণস্বরূপ সনাতন নামধারী জগৎগুরুকে প্রণাম করি। সনকাদি মুনির মধ্যে তৃতীয় হিসাবে সনাতন বিশ্বগুরু আগেও ছিলেন—কিন্তু পূর্ণ ছিলেন না—আজ সাঙ্গভক্তিরস সঞ্চার করায় তাঁর পূর্ণত্ব সিদ্ধ হল॥ ৬॥

এখন আমার পরম পূজনীয়া নটবৃন্দেশ্বরী বৃদ্ধা—যিনি সঙ্গীতকলায় অত্যন্ত পারদর্শিনী সেই মুখরাকে এই রঙ্গভূমিতে আনতে ইচ্ছা করি।

প্রবিশ্য নটী —বচ্ছ, রঙ্গমঙ্গলসংবিহাণেণ সম্পদং অণহিণিইট্‌ঠমণি-সম্হি। ৯

সূত্রধারঃ—আর্য্যে কিমিত্যেবমুচ্যতে ? পশ্য পশ্য,

চকাস্তি শরদুৎসবঃ স্ফুরতি বৈষ্ণবানাং সভা
চিরস্ত গিরিরুদ্গিরত্যমলকীর্ত্তিধারাং হরেঃ।
কিমন্যদিহ মাধবো মধুরমূর্ত্তিরুদ্ভাসতে
তদেষ পরমোদয়স্তব বিশুদ্ধপুণ্যশ্রিয়ঃ ॥১০

নটী—বচ্ছ ! মহানুভাঅ-জনব্বসণ-সংভূদা এসা মে আদঙ্কসিঙ্খলা ণ কখু লোঅচরিয়া-সাহারণী। ১১

সূত্রধারঃ—আর্য্যে ! নিয়মিতমনৈকান্তিকানি ভবন্তি মহানুভাবানাং ব্যসনানি ॥ ১২

তথাহি—

বিপিনং যদি বা দিগন্তরাণি ত্রিদিবং বা গমিতং রসাতলং বা
স্বপদান্তিকমানয়ত্যবশ্যং ভগবান্ ভক্তজনং ন মোক্তুমীষ্টে ॥ ১৩

নটী মুখরাবেশধারিণী প্রবিশ্যাহ। বৎস, রঙ্গমঙ্গলসন্বিধানে সাংপ্রতমনভিনিবিষ্টমনাস্মি। বাসনান্তরেণ চিত্তাক্রান্তত্বাদিত্যুত্তরবাক্যানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯

চকাস্তীত্যাদি। চিরস্ত চিরকালং ব্যাপ্য। মাধবনামা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিঃ। উদ্ভাসতে শোভতে তত্তস্মাত্তব বিশুদ্ধ-পুণ্যশ্রিয় এব পরমোদয়ো বর্ত্ততে। সৎসঙ্গস্ত বিশুদ্ধপুণ্যেনৈব ভবতীতি ধ্বনিতম্ ॥ ১০

নটী মুখরাহ। বৎস, মহানুভাবজনব্যসনসম্ভূতা এষা মে আতঙ্কশৃঙ্খলা ন খলু লোকচর্য্যা সাধারণী। ব্যসনং বিপত্তিঃ। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজ-কোপজে ইতি কোষাৎ ॥ ১১

সূত্রধর আহ। নিয়তং নিশ্চিতম্। অনৈকান্তিকানি অনিত্যানি ব্যসনানি বিপত্তয়ঃ। ১২

বিপিনমিত্যাদি। তমোময়েন প্রাচীনকর্ম্মণা বিপিনং গমিতং পশুত্বং প্রাপিতম্। রজোময়েন দিগন্তরাণি গমিতং নরত্বং প্রাপিতম্। সত্ত্বময়েন ত্রিদিবং গমিতং দেবত্বং প্রাপিতন্। অতিগর্হ্যপ্রাচীন-কর্ম্মণা রসাতলং গমিতং নারকিত্বং প্রাপিতম্। ভক্তজনং ভগবান্ স্বপদান্তিকমবশ্যমানয়তি। ন মোক্তুং ন

(নটীর প্রবেশ)

নটী। বৎস, এখন আমি রঙ্গমঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য মন স্থির করতে পাচ্ছি না। ৯

সূত্রধার। আর্য্যে এমন বলছেন কেন ? দেখুন ! দেখুন ! এই শারদ উৎসব শোভা পাচ্ছে। বৈষ্ণবগণের সভাও তেমনি শোভিত হয়েছে। এই গিরি শ্রীকৃষ্ণের অমল কীর্ত্তিধারা উদ্গীরণ করচ্ছে। অন্য কথা আর কি বলব এখানে মধুর মূর্ত্তি মাধবও উদ্ভাসিত হয়েছেন, অতএব এই শুভক্ষণ আপনার বিশুদ্ধ পূণ্যশ্রীর মহা উদয় বলিয়া মনে হয় ॥ ১০

মটী। বৎস, কোনও মহানুভব ব্যক্তির বিপদের জন্যই আমার এই আতঙ্কশৃঙ্খলা আমাকে বেষ্টন করেছে তাহা না হলে ইহা সাধারণ লোকাচারের জন্য নয়। ১১

সূত্রধর। আর্য্যে, মহানুভবদিগের বিপদ সব সময়ের জন্য থাকে না, ইহাই জগতের নিয়ম ॥ ১২

যেহেতু ভক্তজন যদি বনে অথবা দিগন্তরে কিম্বা আকাশে বা পাতালে গমন করেন ভগবান তাঁকে অবশ্যই স্বকীয় চরণতলে আনয়ন করেন, কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। (অথবা

নটী—পুত্ত! সচ্চং ভণাসি, তহবি সিণেহাণং কৃখু বিবেঅহারিণী পইদি ত্তি মুদ্ধম্হি ॥ ১৪

সূত্রধারঃ—আর্য্যে, কথয় কুত্র নিবদ্ধস্নেহাসি?

নটী—পুত্ত! অত্থি চারণউলনন্দনো কোবি কলাণিহী ণাম ॥ ১৫

সূত্রধারঃ—কস্তং ন জানীয়াৎ? যতঃ—

বরতাণ্ডববীথিপণ্ডিতো গুণশালী নবযৌবনোন্মুখঃ।
প্রথিতো ভুবি সঙ্গরাঙ্গনে রিপুভঙ্গোদ্ধুরধীঃ কলানিধিঃ ॥ ১৬

ত্যক্তুমীষ্টে। মুক্তিং দাতুং বা নেষ্টে ন বাঞ্ছতীত্যর্থঃ। কিন্তু নিজসেবকং করোতীত্যর্থঃ। অত্রাপ্যপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারঃ। শ্রীরাধিকাদিভক্তানাং চরিতে বক্তব্যে সামান্যভক্তানাং চরিতবর্ণনাৎ। অত্র সামান্যভক্তানাং চরিতং ব্যাখ্যাতম্। শ্রীরাধিকাদিভক্তবৃন্দস্ত বিপিনং খাণ্ডবাদিবনং দিগন্তরাণি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাদীনি ত্রিদিবং সূর্য্যমণ্ডলম্। রসাতলং জাম্ববদ্‌গৃহং বা গমিতং হরিমায়য়া প্রাপিতং ভগবান্ স্বপদান্তিকমবশ্যমানয়তি তন্মোক্তুং নেষ্টে ইতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৩

নটীতি। পুত্র, সত্যং ভণসি, তথাপি স্নেহানাং খলু বিবেকহারিণী প্রবৃত্তিরিতি মুগ্ধাস্মি ॥ ১৪

নটীতি মুখরাহ। পুত্র, অস্তি চারণকুলনন্দন কোঽপি কলানিধির্নাম। চারণা অত্র নটাঃ পক্ষে আভীরাশ্চ উপদেবে চারণঃ স্যাদাভীরে চ নটেঽপি চেতি বিশ্বকোষাৎ। চারণকুলেত্যাদিকং ভারতীবৃত্ত্যঙ্গানাং মুখান্তর্গতবীথ্যঙ্গভূতমুদ্‌ঘাত্যকমিদম্। তল্লক্ষণং যথা—পদানীত্যগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈস্তদুদ্‌ঘাত্যকমুচ্যতে ইতি। অত্র চারণকুলনন্দনপদং আভীরকুলনন্দনপদেন কলানিধিপদং শ্রীকৃষ্ণপদেন যোজিতম্। স তু কৃষ্ণোঽপি চতুঃষষ্টিকলানাং নিধিরাশ্রয়ঃ ॥ ১৫

বীথিঃ শ্রেণী। বীথ্যালিরাবলিঃ পঙ্‌ক্তিঃ শ্রেণী লেখাস্তু রাজয়ঃ ইত্যমরঃ। সঙ্গরাঙ্গনং যুদ্ধস্থানম্ ॥ ১৬

ভক্তজন যদি তমোময়অতীত কর্ম্মফলে বনে গমন করেন অর্থাৎ পশুযোনি প্রাপ্ত হন অথবা রজোময় কর্ম্ম নিবন্ধন দিগন্তরে যান অর্থাৎ নরত্ব প্রাপ্ত হন অথবা সত্ত্বময় কর্ম্ম করে স্বর্গে গমন করেন অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হন অথবা অতি গর্হিত কর্ম্ম হেতু রসাতলে গমন করেন অর্থাৎ নরকে গমন করেন) তথাপি ভগবান নিজের ভক্তজনকে কদাপি পরিত্যাগ করেন না, তাহাকে তিনি নিজ চরণকমলে আনয়ন করেন ॥ ১৩

নটী। পুত্র, তুমি ঠিক বলেছ, তবু স্নেহের মোহে মানুষেরা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। সেই স্নেহাতিশয্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি ॥ ১৪

সূত্রধার। আর্য্যে, বলুন ত আপনি কোথায় স্নেহযুক্ত হয়ে পড়েছেন?

নটী। পুত্র, চারণকুলনন্দন কলানিধি নামে কোনও এক ব্যক্তি আছেন অর্থাৎ গোপকুলের আনন্দদায়ক সকল কলায় কুশল কোনও এক লোক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আছেন ॥ ১৫

সূত্রধার। তাহাকে কে না জানে! কারণ, তিনি বহু প্রকার উত্তম নৃত্যকলায় সুশিক্ষিত, তিনি গুণশালী, নবকিশোর, জগতে প্রসিদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবিজয়ে দৃঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন, সকল কলায় পারদর্শী ॥ ১৬

নটী—বিহিণো আণুউল্লেণ উবথিদা ণত্তিণী বুড্‌ঢিআএ মএ সংভাবিদা, তারা ণাম লোওত্তরা কণ্ণআ তস্‌স দাতুং সঙ্কপ্পিদা ।১৭

সূত্রধারঃ—　　লোকে ধিক্কারভিয়া বিধিস্তথা সাধুবাদলোভেন।
　　মিথুনং মিথোঽনুরূপং ঘটয়তি দুর্ঘটমপি প্রসভম্ ॥১৮

নটী—ণং কৃখু অহিলসন্তেণ দেসাহিআরিণা কিরাদরাএণ ণচ্চণবিলোঅণছলাদো কলাণিহিং আআরিঅ ইমস্‌স পরাহবো অজ্‌ঝবসীঅদিত্তি । ১৯

সূত্রধারঃ—আর্য্যে ! মাং জ্যোতির্বিদং বিদ্ধি। তদস্য বর্ত্তমান-লগ্নানুসারেণ তত্ত্বং তে বর্ণয়ামি। (ইতি বিমৃশ্য সহর্ষম্) হন্ত ! মা তে চিন্তা ভূৎ।

তথাহি—　　নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
　　সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ২০

নটীতি মুখরাহ। বিধেরানুকূল্যেনোপস্থিতা নপ্ত্রী বৃদ্ধয়া ময়া সম্ভাবিতা। তারা নাম লোকোত্তরা কন্যকা তস্মৈ দাতুং সঙ্কল্পিতা। নপ্ত্রী তু দুহিতুঃ সুতা। সম্ভাবিতা লব্ধা। তারাপদং রাধাপদেন যোজিতম্। তস্মৈ কলানিধয়ে। ১৭

সূত্রেতি। প্রসভং বলাৎ। প্রসভং স্যাদ্বলাৎকার ইতি কোষাৎ। ১৮

নটীতি। এতাং খলু অভিলষতা দেশাধিকারিণা কিরাতরাজেন নর্ত্তনবিলোকনচ্ছলাৎ কলানিধিমাহূয় ইমস্য কৃষ্ণস্য পরাভবোঽধ্যবসীয়তে ॥ ১৯

সময় ইতি। তেন কলানিধিনা গুণবতি পূর্ণমনোরথ-নাম্নি সময়ে। নটতেত্যাগুপ্যুদ্ঘাত্যকতয়া সূত্রধারেণ যোজিতম্। ২০

নটী। বয়স আমার অনেক হয়েছে। বিধাতার বরেই এই নাতনীকে পেয়েছি। নাম তার তারা অর্থাৎ রাধা। কিন্তু এ তারা ত সাধারণ মেয়ে নয়—তাই সেই কলানিধি অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া তার যোগ্য পাত্র তো আর কাউকে দেখছি না—এই জন্য কৃষ্ণের হাতে এ কন্যাকে সমর্পণ করবার বাসনা করেছি ॥ ১৭

সূত্রধার। পরস্পর যোগ্য পাত্রপাত্রীর মিলন এ জগতে দুর্ঘট কিন্তু লোকে যাতে নিন্দা না করে শুধু প্রশংসাই করে এই জন্যই বিধাতা পুরুষ এখানে পরস্পর অনুরূপ পাত্র-কন্যার মিলন জোর করেই ঘটাচ্ছেন। ১৮

নটী। দেশাধিপতি কিরাত রাজ অর্থাৎ নৃশংস কংস এই কন্যাকে লাভ করবার জন্য নৃত্যদর্শনচ্ছলে কলানিধি কৃষ্ণকে আহ্বান করে তাঁকে পরাজিত করবার চেষ্টা করছে। ১৯

সূত্রধার। আর্য্যে ! আমি একজন জ্যোতিষী। তাই বর্ত্তমান লগ্ন বিচার করে আপনার কাছে খাঁটি কথাটাই বলছি। (ক্ষণকাল চিন্তা করে সানন্দে) বড়ই আনন্দের কথা। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কারণ—

কলানিধি নৃত্য করতে করতে এই খল কিরাত রাজকে (কংসকে) বধ করে শুভ লগ্নে তারার (শ্রীরাধার) পানি গ্রহণ করবেন ॥ ২০

(নেপথ্যে) হন্ত ! রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভিব্যক্তমুদাহর্ত্তুমসমর্থো 'নটতাকিরাতরাজম্'
ইত্যপদেশেন বোধয়ন্ ধন্যঃ. কোঽয়ং চিন্তাবিক্লবাং মামাশ্বাসয়তি ?

সূত্রধারঃ —(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য)—পশ্য, পশ্য,—

অম্বা সান্দীপনিমুনিপতেরত্র শিষ্যেতি সাধ্বী
যাতা লোকে পরিচয়মৃষের্বল্লকীবল্লভস্য।
কাশশ্রেণীধবলচিকুরা ব্যাহরন্তীহ গার্গীং
রঙ্গে ধন্যা প্রবিশতি পুরঃ সম্ভ্রমাৎ পৌর্ণমাসী ॥ ২১

তদেহি, তূর্ণমুত্তরভূমিকাং গ্রহীতুং প্রযাব । (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ ।) ॥ ২২

প্রস্তাবনা

—০—

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টা পৌর্ণমাসী ।)

পৌর্ণমাসী । ('হন্ত রাধামাধবয়োঃ' ইতি পঠিত্বা) বৎসে গার্গি ! শ্রূয়তাম্,—

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গিতদ্যুমণিজাসম্ভেদবেণীকৃতে
রাধায়াঃ স্মিতচন্দ্রিকাসুরধুনীপুরে নিপীয়ামৃতম্ ।
অন্তস্তোষতুষারসংপ্লবলবব্যালীঢ়তাপোচ্চয়াঃ
ক্রান্ত্বা সপ্ত জগন্তি সম্প্রতি বয়ং সর্ব্বোর্দ্ধমধ্যাস্মহে ॥ ২৩

নারদস্য শিষ্যেতি পরিচয়ং যাতা । কাশপদেন।কাশপুষ্পাণি লক্ষ্যন্তে । গার্গীং নান্দীমুখীম্ । সম্ভ্রমাৎ সম্ভ্রমং প্রাপ্য ।২১
প্রস্তাবনা প্রসঙ্গেন ভবেৎ কার্য্যস্য কীর্ত্তনম্ । অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে ॥ ২২
মুখসন্ধেরুপক্ষেপ নাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্ । উপক্ষেপলক্ষণম্,—উপক্ষেপস্তু বীজস্য সূচনং কথ্যতে বুধৈরিতি । অত্র

(নেপথ্যে) কি আশ্চর্য্য ! কংসরাজের ভয়ে স্পষ্ট করে বলতে না পেরে কে গো তুমি—ছলে এ কথা উচ্চারণ করলে যে কিরাতরাজকে (কংসকে) বধ করে কৃষ্ণ রাধার পাণিগ্রহণ করবেন ? আমি এ বিষয়ে চিন্তিত ছিলাম—তোমার বাক্যে আশ্বস্ত হলাম—তাই তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিই ।

সূত্রধার । (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে) দেখ, দেখ—

ঐ যে ভাগ্যবতী দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে এদিকে এগিয়ে আসছেন । ইনি সান্দীপনি মুনির জননী, বীণাবল্লভ দেবর্ষিপাদ নারদের শিষ্যা- জগতে সতী সাধ্বী বলে এঁর খ্যাতি আছে—মাথার চুলগুলি তাঁর কাশফুলের মত সাদা হয়ে গেছে । ২১

এখন চল আমরা পরবর্ত্তী বেশভুষা রচনা করার জন্য যাই । (এই বলে উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা ॥ ২২

—০—

(তারপর যথা নির্দ্দিষ্টা পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী । ('কি আশ্চর্য্য ! রাধামাধবের'—এইটুকু মাত্র উচ্চারণ করে) বৎসে নান্দীমুখি ! শোন—

শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ তরঙ্গ স্বরূপ শ্রীযমুনার সঙ্গে শ্রীরাধার হাস্যচন্দ্রিমারূপ সুরধুনীর মিলনে আজ

গার্গী—অজ্জে! অহিমন্নুণা রাহীএ উব্বাহো তুএ চ্চেঅ কারিদো। তহবি কিংত্তি পুণো বি হরিণা সমং অহিলসিজ্জই ? ২৪

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! মায়াবিবর্ত্তোঽয়ম্; নচেদ্বিরিঞ্চের্বরামৃতেন সমৃদ্ধৈর্বিন্ধ্যানগস্য তপঃপ্রসূনৈর্গু স্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতাকারি-মাধুরী-মকরন্দাং রাধিকাবৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্ জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত ? ॥ ২৫

গার্গী—কেরিসং তং বরামিঅং ? ২৬

পৌর্ণমাসী—　তদভীষ্টমেব ধূর্জ্জটি-জিত্বরজামাতৃকং বিন্ধ্য।
গুণবিস্মাপিতভুবনং ভবিতা তব বালিকাযুগলম্ ॥২৭

রাধাকৃষ্ণয়োরনুরাগবীজস্চনমুপক্ষেপঃ। দ্যুমণিজা যমুনা। সম্ভেদবেণীকৃতে মিলনেন যুগ্মত্বং প্রাপিতে। সংপ্লবং মজ্জনম্। ২৩

গার্গীতি। আর্য্যে! অভিমন্যুনা সহ রাধিকায়া উদ্বাহস্ত্বয়া এব কারিতঃ। তৎ কিমপি পুনরপি হরিণা সমম্ অভিলষ্যতে ? ২৪

মায়াবিবর্ত্তঃ (অন্যধর্মস্যান্যত্রারোপো বিবর্ত্তঃ)। সাদৃশ্যজ্ঞানেন শুক্তৌ রজতবন্মায়ায়াং শ্রীরাধায়া আরোপোঽয়ং কৃতঃ। চেদ্ যদি মায়াবিবর্ত্তো ন স্যাত্তর্হি কথং পৃথগ্জনো রাধিকাবৈজয়ন্তীং পাণৌ কুর্ব্বীত। পৃথগ্জনঃ পামরঃ। পাণিগৃহীত্রীং কুর্য্যাৎ। শ্লেষেণ পাণাবপি কথং কুর্ব্বীত। বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্জন ইত্যমরাৎ। পক্ষে মাধবাৎ পৃথগ্জনোঽন্যো জনঃ। ২৫

গার্গীতি। কীদৃশং তৎ বরামৃতম্ ? । ২৬

পৌর্ণ ইতি। বিন্ধ্যং প্রতি বিরিঞ্চের্বরামৃতং পৌর্ণমাস্যোক্তং ধূর্জটির্নীললোহিত ইত্যমরাৎ। ধূর্জটি-জিত্বরো জামাতা যস্মাত্তস্মাৎ। জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ। জামাতা বল্লভে সূর্য্যাবর্ত্তে চ দুহিতুঃ পতাবিত্যভিধানাৎ। ২৭

অপূর্ব্ব অমৃত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হয়েছে—সে অমৃত প্রাণভরে পান করে আমরা অন্তরে এত সন্তোষ লাভ করেছি যে আমাদের সমস্ত তাপ দূরীভূত হয়ে গেছে—সপ্তভুবনে আমাদের মত শান্তি ও আনন্দ-ভোগী আর যেন কেউ নেই ॥ ২৩

গার্গী ? আর্য্যে ! অভিমন্যুর (আয়ানের) সঙ্গে শ্রীরাধার বিয়ে তো আপনি ঘটিয়েছেন —তবে এখন আবার কেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন ঘটাবার ইচ্ছে করছেন ? ॥ ২৪

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! এ কেবল মায়ার বিবর্ত্তমাত্র অর্থাৎ যেমন সাদৃশ্য বশে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, ঠিক তেমনি মায়াতে শ্রীরাধার আরোপ মাত্র করা হয়েছে। তা না হলে শ্রীরাধাকে কি অন্য কোন সাধারণ জন (নীচ লোক) স্পর্শমাত্রও করতে পারে ? এ রাধা তো সাধারণ নন—তাঁর পরিচয় বলি শোন—ব্রহ্মার বর লাভ করে বিন্ধ্য পর্ব্বত বহু তপস্যা করে এই রাধা কন্যাকে লাভ করেছেন—শ্রীরাধিকা মাধবের হৃদয়কে স্নিগ্ধ করেন —মাধবমনোমোহিনী—পরমমাধুরীপরিপূর্ণা বৈজয়ন্তী তুল্য ॥ ২৫

গার্গী। ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন—সে কেমন বর ? ॥ ২৬

পৌর্ণমাসী। ব্রহ্মা বিন্ধ্য পর্ব্বতকে এই বর দিয়ে ছিলেন,— বিন্ধ্য! তুমি তোমার মনোমত দুটি কন্যা লাভ করবে—তাঁদের পতি এমন হবেন যে তিনি যুদ্ধে দেবাদিদেব শঙ্করকে পরাজিত করে নিজের গুণ-মহিমায় জগৎকে বিস্মিত করবেন। ২৭

গার্গী—পুত্তং মুক্কিঅ কণ্ণআ কহং বিঞ্চস্স অহিট্ঠা সংবুত্তা ? ২৮

পৌর্ণমাসী—জামাতৃসম্পদ্‌গর্ব্বিতস্য গৌরীপিতুর্গিরীন্দ্রস্য বিস্পর্দ্ধয়া । ২৯ ,

গার্গী—অম্মহে, সগোত্তুক্করিসং সোঢুং এসো ণ কৃখমো, জং পুরা মেরুং জেতুকামো বি কুম্ভজোণিং সম্মাণিঅ উণ ণ বড্‌ডিদো । ৩০

পৌর্ণমাসী—বাঢ়মীদৃগেব স্বভাবো মনস্বিনাম্ ।

গার্গী—কেণ রাহী বিঞ্চাদো গোউলং লম্ভিদা ? ৩১

পৌর্ণমাসী—জাতহারিণ্যা পূতনয়া ।

গার্গী—(সভয়ম্) অজ্জে ! জাদহরিণীহিং কৃখু বালআ ভুঞ্জীঅন্তি, তা দিট্‌ঠিআ উব্বরিদা কল্লাণী । ৩২

গার্গী'তি । পুত্রং মুক্ত্বা কন্যকা কথং বিন্ধ্যস্যাভীষ্টা সংবৃত্তা ? ২৮

পৌর্ণ ইতি । গৌরীপিতৃত্বেন গিরীন্দ্রস্য হিমালয়স্য ব্যঞ্জিতম্ । বিস্পর্দ্ধয়া মাৎসর্য্যেণেত্যর্থঃ । ২৯

গার্গী'তি । আশ্চর্য্যম্, স্বগোত্রোৎকর্ষং সোঢ়ুম্ এষ ন ক্ষমো যৎ পুরা মেরুং জেতুকামোঽপি অগস্ত্যং সম্মান্য পুনর্ন বর্দ্ধিতঃ । ৩০

কেন রাধিকা বিন্ধ্যতো গোকুলং লম্ভিতা ? ৩১

গার্গী'তি । আর্য্যে ! জাতহারিণীভিঃ খলু বালকা ভুঞ্জ্যন্তে তদ্দিষ্ট্যা উদ্বরিতা কল্যাণী । ৩২

গার্গী । পুত্র কামনা না করে বিন্ধ্য কন্যা প্রাপ্তির বাসনা করলেন কেন ? ॥ ২৮

পৌর্ণমাসী । গৌরীপিতা হিমালয় তাঁর জামাতৃ সম্পদে অত্যন্ত গর্বিত—সেই হিমালয়ের প্রতি স্পর্দ্ধা করেই বিন্ধ্যের এই কন্যা প্রার্থনা ॥ ২৯

গার্গী । কি আশ্চর্য্য ! এই বিন্ধ্য নিজ বংশের উৎকর্ষ কোনদিনই সহ্য করতে পারে না । এর আগেও একবার সুমেরুকে জয় করবার ইচ্ছে করে নিজের মস্তক উন্নত করেছিল । অবশেষে কুম্ভযোনি ঋষি অগস্ত্য তার গর্ব খর্ব করবার জন্য সামনে উপস্থিত হলে বিন্ধ্য মস্তক অবনত করে প্রণাম জানাল—তখন অগস্ত্য তাকে বললেন—তিনি যত- দিন আবার ফিরে না আসেন ততদিন পর্য্যন্ত যেন বিন্ধ্য মাথা না তোলে । অগস্ত্য ঋষি আর ফিরে আসেন নি—বিন্ধ্যও আর মাথা তুলতে পারে নি । এই ভাবে বিন্ধ্যের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছিল ॥ ৩০

পৌর্ণমাসী । হ্যাঁ, ঠিকই—মনস্বী ব্যক্তির স্বভাব এই রকমই হয়ে থাকে ।

গার্গী । বিন্ধ্যের নিকট হতে শ্রীরাধিকাকে গোকুলে নিয়ে এল কে ? ॥ ৩১

পৌর্ণমাসী । পুত্রহারিণী পূতনা ।

গার্গী । (সভয়ে) দেবি ! জাতহারিণী রাক্ষসী তো সাধারণতঃ বালকদের ভক্ষণ করে ফেলে—তার হাত থেকে এ কন্যা যে উদ্ধার পেয়েছে—এইটিই বড় সৌভাগ্যের বিষয় ॥ ৩২

পৌর্ণমাসী—পুত্রি ! লোকোত্তরাণাং কুমারাণাং সংহারায় কুমারীণাং পুনরপহারায়ৈব কংসেন সা নিযুক্তা ।

গার্গী—কধং এত্থ উহঅস্‌সিং রণ্ণা পউত্তং ? ॥ ৩৩

পৌর্ণমাসী—দেব্যা দেবকীবালিকায়া ব্যাহারেণ ।

গার্গী—কেরিসো ব্বাহারো ? ॥ ৩৪

পৌর্ণমাসী—যস্তঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে

যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদুঃ ।
আনন্দামৃতসিন্ধুভিঃ প্রণয়িণাং সন্দোহমান্দোলয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতীকন্দোঽদ্য চন্দ্রোদয়ে ॥ ৩৫

কিঞ্চ—
মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বো বা পরশ্বোঽথবা
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামষ্টৌ মহাশক্তয়ঃ ।
বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণিগ্রহীতা যয়োঃ ॥ ৩৬

গার্গীতি । কথমত্র উভয়স্মিন্ রাজ্ঞা প্রবৃত্তম্ ? ৩৩

পৌর্ণ ইতি । ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচ ইত্যমরাৎ ।

গার্গীতি । কীদৃশো ব্যাহারঃ ? ৩৪

পৌর্ণ ইতি । অরে কংস, যঃ পুরা জিতরূপঃ সন্ কালনেমিরূপস্য তে তবোত্তমাঙ্গং মস্তকং চক্রেণাহরৎ । ৩৫ অন্যদপ্যুক্তং দেব্যা তদাহ কিঞ্চেত্যাদিনা । গন্তারঃ গমিষ্যন্তি । অষ্টৌ রাধা চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা, ভদ্রা । তত্র তাস্বষ্টসু মধ্যে উভে স্বসারৌ রাধাচন্দ্রাবলৌ গুণবৃন্দমন্দিরতয়া বৃন্দিষ্ঠে প্রশস্তবৃন্দযুক্তে ।

পৌর্ণমাসী । পুত্রি ! অসাধারণ কুমারদের সংহারের জন্য এবং অসাধারণ কুমারীদের অপহরণের জন্য কংসরাজ পুতনাকে নিযুক্ত করেছিল ।

গার্গী । কংসরাজের এই দুটি কাজে প্রবৃত্তি কেন হল ? ॥ ৩৩

পৌর্ণমাসী । দেবকীকন্যা দেবীর বাক্য অনুযায়ীই কংসরাজের এই প্রবৃত্তি হয়েছে ।

গার্গী । সেই দেবী কন্যা কি বলেছিলেন ? । ৩৪

পৌর্ণমাসী । কংসের প্রতি দেবী কন্যার উক্তি—অরে কংস ! তুমি পূর্ব্বজন্মে যখন কালনেমি ছিলে তখন যিনি উন্নত চক্র দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, বিদগ্ধজন যার পাদপদ্ম দেবতাদেরও আরাধ্য বলে গ্রহণ করেন—এবং যিনি জগতের মুল স্বরূপ, তিনিই আজ আনন্দামৃত সমুদ্ররাশি দ্বারা প্রণয়িজনের আনন্দকে উদ্বেলিত করে চন্দ্রোদয়ে আবির্ভূত হয়েছেন ॥ ৩৫

দেবী আরও বলেছেন—

আমার চেয়েও উত্তম মাধুর্য্যমণ্ডিতা অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা—এঁরা কাল হোক বা পরশু হোক পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন । আবার

গার্গী — কা পউত্তী দুদিআত্র বহিনীএ ? ।।৩৭

পৌর্ণমাসী— রক্ষোঘ্নমন্ত্রকৃতিনাদ্রিপুরোহিতেন, বিত্রাসবিক্লবমতেঃ সমনুক্রুতায়াঃ।
আদ্যা ততঃ করতলাৎ কিল পূতনায়া, নদ্যাঃ প্লবে পরিপপাত বিদর্ভগায়াঃ ॥ ৩৮

গার্গী —অজ্জে ! দুর্ব্বাসসো বরেণ বিসহাণুনো ওরসী কণ্ণা রাহিত্তি কহং সব্বণ্ণো বি তাদো ভণাদি ? ॥ ৩৯

পৌর্ণমাসী—চন্দ্রভানুবৃষভানুরমণ্যোর্গর্ভতঃ কিল বিকৃষ্য নিনায় বালিকে কমলজার্থনয়া তে বিন্ধ্যদার-জঠরে হরিমায়া ॥ ৪০

গার্গী—(সাশ্চর্য্যম্) কিং পিদরেহিং ইদং জানীঅদি ? ।। ৪১

যূথয়োস্ত যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশ ইতি বক্ষ্যমাণ-নির্দ্দেশাৎ। অথবা বৃন্দারকস্য বৃন্দাবেশ ইষ্টে পরে। বৃন্দিষ্ঠে অতিশয়মনোজ্ঞে। বৃন্দারকঃ সুরশ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞেঽপি চ বাচ্যবদিতি কোষাৎ। যয়োঃ স্বস্রো রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ পাণৌ গৃহীতা ভর্ত্তা রাজেন্দ্রো ভবিতা বাণাসুরযুদ্ধে হরস্য জয়ী ভবিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৬

গার্গীতি। কা প্রবৃত্তিঃ বার্ত্তা দ্বিতীয়ায়া ভগিন্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ ? ৩৭

পৌর্ণ ইতি। অদ্রিপুরোহিতেন বিন্ধ্যপুরোধসা ॥ ৩৮

গার্গী। দুর্ব্বাসসো বরেণ উৎপন্না বৃষভানোরৌরসী কন্যা রাধেতি কথং সর্ব্বজ্ঞোঽপি তাতো ভণতি। ৩৯

পৌর্ণইতি। কমলজার্থনয়া ব্রহ্মা তস্যার্থনয়া তে চন্দ্রাবলীরাধিকে ॥ ৪০

গার্গীতি। পিতৃভ্যাং চন্দ্রভানুবৃষভানুভ্যাং ইদং রহস্যং জ্ঞায়তে ॥ ৪১

এই অষ্টমহাশক্তির মধ্যে দুটি ভগিনী বিশেষ গুণবতী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন—তাঁরা যূথেশ্বরী বলে পরিচিতা হবেন। এই দুইভগিনীকে যিনি বিবাহ করবেন তিনি রাজশ্রেষ্ঠ হবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকে পরাজিত করতে পারবেন। ৩৬

গার্গী। দ্বিতীয়া ভগনীর সংবাদ জানতে ইচ্ছা করি। ৩৭

পৌর্ণমাসী। জাতহারিণী পুতনা যখন দুটি কন্যাকে অপহরণ করে পলায়ন করছিল—তখন বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলে পুতনা অত্যন্ত ভীতা হয়—তখন তার হাত থেকে প্রথমা ভগিনী চন্দ্রাবলী বিদর্ভদেশপ্রবাহিনী স্রোতে পতিত হয়েছিলেন। ৩৮

গার্গী। আর্য্যে আমার পিতা (গর্গ) সর্ব্বজ্ঞ হয়েও কেন বলেন—রাধা দুর্ব্বাসা মুনির বরে বৃষভানুর ঔরসজাত কন্যা ? ।। ৩৯

পৌর্ণমাসী। পদ্মযোনি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে হরিমায়া চন্দ্রভানু ও বৃষভানুর পত্নীদ্বয়ের গর্ভ হতে আকর্ষণ করে এই দুই বালিকাকে বিন্ধ্যগিরির পত্নীর গর্ভে স্থাপন করেন ।। ৪০

গার্গী। (আশ্চর্য্য হইয়া) সেই দুই বালিকার দুই পিতা (চন্দ্রভানু ও বৃষভানু) তাঁদের এই কন্যা দুইটীর জন্মরহস্য কি অবগত ছিলেন ? ।। ৪১

পৌর্ণমাসী—অথ কিম্, স দুর্ব্বাসাঃ কথং নিজোপকারমনাবেদ্য বিশ্রাম্যতু ?

গার্গী—এদং সব্বং তুএ কধং বিণ্ণাদম্ ? ৪২

পৌর্ণমাসী—গুরোরুপদেশপ্রসাদেন,যেনাহং রাধায়ামাসঞ্জিতাস্মি। ৪৩

গার্গী—ণূণং ণিহদাএ রক্খসীএ সে কোলে এক্কা রাহিআ তুএ লদ্ধা। ৪৪

পৌর্ণমাসী—ন কেবলমেকা রাধিকা, পঞ্চাপ্যপরাঃ।

গার্গী—(সবিস্ময়ম্) কাও ক্খু তাও ? ৪৫

পৌর্ণমাসী—

রাধাসখীহ ললিতা ললিতাস্যচন্দ্রা, চন্দ্রাবলী সহচরী রুচিরা চ পদ্মা।
ভদ্রা চ ভদ্রচরিতা শিবদা চ শৈব্যা, শ্যামা চ ধামমুদিতা বিদিতাস্তবেমাঃ ॥ ৪৬

গার্গী—ইমাও কেণ গোঈণং সমপ্পিদাও ? ৪৭

গার্গীতি। এতৎ সর্বং ত্বয়া কথং বিজ্ঞাতম্ ॥ ৪২

পৌর্ণ ইতি। গুরোর্নারদস্য। যেন উপদেশেন। আসঞ্জিতা আসক্তীকৃতাস্মি ॥ ৪৩

গার্গীতি। নিহতায়া রাক্ষস্যাঃ তস্যাঃ ক্রোড়ে একা রাধিকা ত্বয়া লব্ধা। ৪৪

গার্গীতি। কাঃ খলু তাঃ। ৪৫

পৌর্ণ ইতি। ললিত আস্যচন্দ্রো যস্যা সা। তবেতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬

গার্গীতি। ইমাঃ কেন গোপীভ্যঃ সমর্পিতাঃ ॥ ৪৭

পৌর্ণমাসী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানতেন। দুর্ব্বাসা তাঁর নিজের উপকারের কথা না বলে থাকতে পারবেন কেন ?

গার্গী। আপনি কেমন করে এত কথা জানতে পারলেন ? ৪২

পৌর্ণমাসী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দেবর্ষিপাদ নারদের কৃপায়। তাই আমি শ্রীরাধাকে এত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখি। ৪৩

গার্গী। আপনি নিশ্চয় রাক্ষসীর কোল থেকে শ্রীরাধাকে লাভ করেছেন। ৪৪

পৌর্ণমাসী। কেবল একা শ্রীরাধা নন—আরও পাঁচটী কন্যাকে পেয়েছি।

গার্গী। (আশ্চর্য্যের সঙ্গে) সে পাঁচটী আবার কে ? ৪৫

পৌর্ণমাসী। পরমমনোজ্ঞা চন্দ্রবদনা শ্রীরাধার সখী ললিতা, চন্দ্রাবলীর সহচরী মনোলোভা পদ্মা, কল্যাণী ভদ্রা, মঙ্গলময়ী শৈব্যা এবং শ্যামকান্তিসম্পন্না শ্যামা—এরাই সেই পাঁচটি কন্যা। ৪৬

গার্গী। গোপীকাদের কাছে আবার এই কন্যাদের সমর্পন করলেন কে ? ৪৭

পৌর্ণমাসী— কুমারীণামাসাং নিভৃতমভিতঃ পঞ্চকমহং
বিভজ্যাভীরীভ্যস্ত্বরিতমথ রাধামধিগুণাম্।
সুতা তে জামাতুর্জরতি বৃষভানোরিতি মুদা
যশোদায়া ধাত্র্যাং রহসি মুখরায়ামঘটয়ম্॥ ৪৮

গার্গী—ফুড়ং রাহিআএ দুদিআ সহী বিসাহা চ্চেঅ গোউলুপ্পণ্ণা। ৪৯

পৌর্ণমাসী—নহি নহি, যদেষা কালিন্দীপূরেণ বাহ্যমানা জটিলয়া লেভে।

গার্গী—ণ জাণে, ণঈপূরেণ বাহিদা সা জেট্‌ঠা বিঞ্ঝকণ্ণআ কেণ লদ্ধা। ৫০

পৌর্ণমাসী—ভীষ্মকেণ।

গার্গী—অব্বো, দোণং বহিণীণং বিহডণকারিণীত্র ভবিদব্বদাএ ণিট্‌ঠুরদা! ৫১

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! পুনঃ সঙ্গমকারিণ্যাস্তস্যাঃ করুণা চাবধার্য্যতাম্।

গার্গী—কহং বিঅ? ৫২

পৌর্ণ ইতি। কুমারীণামিত্যাদি। অথানন্তরম্ ইত্যুক্তাহং রহসি মুখরায়াং রাধামঘটয়ম্ অর্পিতবতী। ইতীতি কিং? হে জরতি তে তব জামাতুর্বৃষভানোরিয়ং সুতেতি॥ ৪৮

গার্গীতি। স্ফুটং রাধায়াঃ দ্বিতীয়া সখী বিশাখা এব গোকুলোৎপন্না॥ ৪৯

গার্গীতি। ন জানে নদীপূরেণ বাহিতা সা জ্যেষ্ঠা চন্দ্রাবলী বিন্ধ্যকন্যা কেন লব্ধা॥ ৫০

অহো দ্বয়োর্ভগিন্যোঃ বিঘটনকারিণ্যা ভবিতব্যতায়াঃ নিষ্ঠুরতা॥ ৫১

গার্গীতি। কথমিব॥ ৫২

পৌর্ণমাসী। আমিই কুমারীদের মধ্যে এই পঞ্চকন্যাকে গোপীদের মাঝে ভাগ করে দিয়ে পরে গোপনে যশোদার ধাই মা মুখরাকে বললাম—জরতি! এই শ্রীরাধা কন্যাটির গুণের তুলনা নেই — ইনি তোমার জামাতা বৃষভানুরাজার কন্যা—তাই তুমিই এই মেয়েটিকে গ্রহণ কর। ৪৮

গার্গী। এখন নিশ্চিত বুঝতে পারছি—শ্রীরাধার দ্বিতীয়া সখী বিশাখাই গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৪৯

পৌর্ণমাসী। না, না—বিশাখা যমুনার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। জটিলাই তাঁকে পেয়েছেন।

গার্গী। বিন্ধ্যাচলের জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রাবলী, যিনি বিদর্ভগামিনী নদীর স্রোতে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে কে পেয়েছিলেন—তা তো জানতে পারলাম না। ৫০

পৌর্ণমাসী। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক তাঁকে পেয়েছিলেন।

গার্গী। হায়, হায়! দুই ভগ্নীর ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা! ৫১

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! আবার এই দুই ভগ্নী যখন একত্র মিলিত হয়েছেন—তখন আবার তাঁদের সেটি মহাভাগ্য বলেই জানবে।

গার্গী। সে আবার কেমন করে হ'ল? ৫২

পৌর্ণমাসী—সৈবেয়ং করালায়া নপ্ত্রী চন্দ্রাবলী, যা খলু পঞ্চবার্ষিকী গোবর্দ্ধনবিন্ধ্যয়োঃ কন্দরান্তরব্যেন জাম্ববতা বিন্ধ্যবাসিন্যা নিদেশন কুণ্ডিনাদাকৃষ্টা। ৫৩

গার্গী—(স্বগতম্) সুদং মএ তাদমুহাদো, জং চন্দহাণুপহুদীণং কণ্ণআ ভিস্‌সপহুদীণং কণ্ণআ একত্তা বি বিগ্‌গহাদিহিং ভিন্না জেব্ব ত্তি। তা বাঢ়ং এক্কবিগ্‌গহদাসংবিহাণং মাআএ চ্চেঅ পবঞ্চিদম্। হোদু, পচ্ছাদো জাণিস্‌সম্। কিং দাণিং তস্‌স রহস্‌সস্‌স উট্টঙ্কণেণ? (প্রকাশম্) ণূণং গোঅড্‌ঢণাদি-গোএহিং চন্দাঅলীপহুদীণং উব্বাহো বি মাআএ ণিব্বাহিদো। ৫৪

পৌর্ণমাসী—অথকিম্। পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা, যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিদুর্ঘটম্।

গার্গী—অদো ণ ক্‌খু অচ্চরিও অট্ঠাণং কণ্‌হে গরিট্‌ঠো অণুরাও। ৫৫

পৌর্ণমাসীতি। বিন্ধ্যবাসিনী যশোদাপুত্রী বসুদেবেন গোকুলান্নীতা কংসেন শিলায়াং নিক্ষিপ্তা তদ্ধস্তাদ্বিচ্যুতা সতী বিন্ধ্যাচলে স্থিতা। বিন্ধ্যবাসিন্যা দেবকীকন্যায়াঃ॥ ৫৩

গার্গীতি। শ্রুতং ময়া তাতমুখাৎ যৎ চন্দ্রভানুপ্রভৃতীনাং কন্যকা একত্বা অপি বিগ্রাহাদিভিঃ শরীরাদিভির্ভিন্না ইব। তৎ বাঢ়ং একবিগ্রহতাসংবিধানং মায়য়া এব প্রপঞ্চিতম্। ভবতু পশ্চাৎ জ্ঞাস্যামি। কিমিদানীং তস্য রহস্যস্যোট্টঙ্কনেন? নূনং গোবর্দ্ধনাদিগোপৈঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতীনাম্ উদ্বাহোঽপি মায়য়া নির্বাহিতঃ॥ ৫৪

গার্গীতি। অতো ন খলু আশ্চর্য্যম্ অষ্টানাং কৃষ্ণে গরিষ্ঠোঽনুরাগঃ॥ ৫৫

পৌর্ণমাসী। বাছা! যখন জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স পাঁচ বছর মাত্র, সেইসময় বিন্ধ্যবাসিনী দেবকীকন্যার আদেশে গোবর্দ্ধন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহাবাসী জাম্ববান বিদর্ভনগর থেকে তাঁকে নিয়ে আসেন—তিনিই এই করালার নাতনী চন্দ্রাবলী। ৫৩

গার্গী। (মনে মনে) আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে শুনেছিলাম—চন্দ্রভানু প্রভৃতি গোপগণের কন্যা আর ভীষ্মকাদির কন্যা—এঁরা তত্ত্বে একই—তাঁদের কেবল শরীরমাত্র ভিন্ন—এঁদের দুই দেহকে এক করে দেওয়ার কাজটি মায়াই করেছেন বুঝতে হবে। যাই হোক্—এ বিষয়ে পরে জানব। এখন আর এ কথা তুলবার দরকার নেই—(প্রকাশ্যে) গোবর্দ্ধন প্রভৃতি গোপগণের সঙ্গে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ মায়াই ঘটিয়েছেন—এ তো বেশ ভালভাবেই বুঝা যাচ্ছে। ৫৪

পৌর্ণমাসী। তা ছাড়া আর কি? গোপগণ যে নিজেদের কুমারীদের পতি বলে মনে করেন—এটি কেবল মমতামাত্র—কারণ এই সব কুমারীদের দর্শনও গোপদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব অর্থাৎ তাঁরা কখনও এই কন্যাদের ভার্য্যারূপে দেখতেও সমর্থ নন।

গার্গী। তবে এই আটজন কুমারীর যে কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তাও আশ্চর্য্য নয়। ৫৫

পৌর্ণমাসী—অষ্টানামিতি কিমুচ্যতে, গোকুলে কস্যাঃ খলু কুরঙ্গীদৃশস্তত্র নানুরাগঃ ?

গার্গী—সচ্চং ভণাসি, জং দাণিং সদুত্তরাইং সোলহ-গোউলকণ্ণআসহস্সাইম্—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"—এদং মন্তং জপন্তীহিং পঞ্চেহিং চন্দাঅলীপহুদীহিং সংগমিঅ উণ চণ্ডিঅং অচ্চন্তি। ৫৬

পৌর্ণমাসী— সা কামান্ পরিচরিতা কুমারিকাভিঃ, কামাখ্যা বিতরতি কামরূপদেবী।
ইত্যেনাং ব্রজহরিণীদৃশামুপাস্তে, বর্গোঽয়ং গুণবতি গর্গভাষিতেন॥ ৫৭

গার্গী—কেণ সূরারাহণে রাহী ণিউত্তা ? ৫৮

পৌর্ণমাসী—তব তাতেনৈব।

গার্গী—অজ্জে! সুদং মএ তাদমুহাদো, জং কণ্ণাণং ভাবিণা কন্তেণ সঙ্গমো বিপ্পওঅং উপ্পাদেই ত্তি। ৫৯

গার্গীতি। সত্যং ভণসি যদিদানীং শতোত্তরাণি ষোড়শকন্যাসহস্রাণি 'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ॥' এতন্মন্ত্রং জপন্তীভিঃ পঞ্চভিশ্চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিভিঃ সংগম্য পুনঃ চণ্ডিকামর্চ্চন্তি॥ ৫৬

পৌর্ণমাসীতি। পরিচরিতা পূজিতা কামরূপদেবী কামরূপে ক্রীড়তি॥ ৫৭

গার্গীতি। কেন সূর্য্যারাধনে রাধা নিযুক্তা॥ ৫৮

গার্গীতি। আর্য্যে! শ্রুতং ময়া তাতমুখাৎ যৎ কন্যানাং ভাবিনা কান্তেন সঙ্গমো বিপ্রয়োগমুৎপাদয়তীতি॥ ৫৯

পৌর্ণমাসী। আট কন্যার কথা কি বলছ? গোকুলে এমন কোন্ মৃগনয়নী সুন্দরী আছে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবতী নয়?

গার্গী। ঠিক কথাই বলেছেন। গোকুলে ষোলহাজার একশ গোপকন্যাকে নিয়ে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পাঁচজন কুমারী দেবী চণ্ডিকার অর্চ্চনা করেন—তাঁদের জপের মন্ত্র ছিল—"হে কাত্যায়নী! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! নন্দমহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন—আপনাকে প্রনাম করি। ৫৬

পৌর্ণমাসী। গর্গাচার্য্য বলেছেন,—কামনাপুরণকারিনী কামাখ্যা দেবীকে যদি কুমারীগণ আরাধনা করেন তাহলে তিনি তাঁদের সকল কামনা পূরণ করেন। ওগো গুণবতি এই জন্যই না ব্রজসুন্দরীরা কামাখ্যা দেবীর অর্চ্চনা করেন। ৫৭

গার্গী। শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত করেছেন কে? ৫৮

পৌর্ণমাসী। তোমার পিতাই তাঁকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন।

গার্গী। পিতার কাছে শুনেছি—যে ঐ সব কন্যাদের ভাবী কান্তের সঙ্গে মিলনের পর পুনরায় বিচ্ছেদ ঘটবে। ৫৯

পৌর্ণমাসী—বৎসে ! সম্যগিদমুক্তম্ ।

তেন ময়াপি তে কিশোরিকাশিরোরত্নে নিরোদ্ধুমভিমন্যু-গোবর্দ্ধনয়োর্জনন্যৌ জটিলা-ভারুণ্ডে নির্ব্বন্ধেন নিযুক্তে। ৬০

গার্গী—কহং দুবে সোঅরে তুমং ণ সংঘডেসি ? ৬১

পৌর্ণমাসী—সদা সঞ্চরতাং দুষ্টকংসচরাণাং বিতর্কশঙ্কয়া ।

গার্গী—ণং অপুব্বং বুত্তন্তং অন্নো কো বি জণো জাণই ? ৬২

পৌর্ণমাসী—নহি নহি, কিন্তু মদুপদেশবলাদেব কেবলং হরিরাময়োর্জনন্যৌ জানীতঃ।

(নেপথ্যে) মঞ্চাদুত্তিষ্ঠ পদ্মে মুকুটবিরচনং মুঞ্চ পিঞ্ছেন ভদ্রে
শ্যামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিণ্টি মা জাগুড়ানি ।
শারীপাঠাদ্বিশাখে ব্যুপরম কবরীসংস্ক্রিয়ামুঞ্চ শৈব্যে
পূর্ব্বাং বেবেষ্টি কাষ্ঠাং সুরভিখুরপুটীপাংশুপিষ্টাতপুঞ্জঃ ॥ ৬৩

বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ন্যায়াৎ। উক্তং তব তাতেনেতি শেষঃ ॥ ৬০

গার্গীতি। কথং দ্বে সহোদরে ত্বং ন সঙ্ঘটয়সি ॥ ৬১

গার্গীতি। এতদপূর্ব্ববৃত্তান্তম্ অন্যঃ কোঽপি জনো জানাতি ? ৬২

নেপথ্যে রঙ্গশালায়াম্। নেপথ্যং রঙ্গভূমৌ স্যান্নেপথ্যং চ প্রসাধনে। সখীনাং পরস্পরোক্তিরিয়ম্। মঞ্চঃ স্যাৎ ক্ষুদ্রখট্টায়ামিতি। দামানুবন্ধং মালারচনম্। জাগুড়ানি কুঙ্কুমানি। দিশস্ত ককুভঃ কাষ্ঠা ইত্যমরাৎ। পিষ্টাতঃ গন্ধচূর্ণঃ। পিষ্টাতঃ পটবাসস ইতি কোষাৎ ॥ ৬৩

পৌর্ণমাসী। বাছা ! ঠিক বলেছ। এই জন্যই তো আমি কিশোরীদের মুকুটমণি রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই জনকে আটকে রাখবার জন্য অভিমন্যু এবং গোবর্দ্ধনমল্লের জননী জটিলা ও ভারুণ্ডাকে আগ্রহভরে নিযুক্ত করেছি। ৬০

গার্গী। আর্য্যে ! আপনি এই দুই ভগ্নীকে একসঙ্গে মিলিত করছেন না কেন ? ৬১

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ! দুষ্ট কংসের সহচরেরা সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ভয়েই এ কাজ করতে পারছি না।

গার্গী। এই অদ্ভুত ঘটনা কি আর কেউ জানে ? ৬২

পৌর্ণমাসী। না, না—আর কেউই জানে না—কেবল আমি বলেছিলাম বলে কৃষ্ণ বলরামের জননী যশোদা ও রোহিণী—এই দুজন মাত্র এ ঘটনা জানেন।

(নেপথ্যে)

পদ্মে ! মঞ্চ (ছোট খাট) থেকে শয্যাত্যাগ কর, ওগো ভদ্রে ! তুমি আর ময়ুর পুচ্ছ দিয়ে মুকুট রচনা কর না, শ্যামে ! মালাগাঁথার আর দরকার নেই, ললিতে ! কুঙ্কুম চূর্ণ করে আর কি হবে ?

পৌর্ণমাসী—পশ্য পশ্য,

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ, পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ, প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ (ক)

গার্গী— (সংস্কৃতেন)

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ, কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা, বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ৬৪

(নেপথ্যে) ধন্যে কজ্জলমুক্তবামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদা
সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা।
গণ্ডোদ্যত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা
মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি ॥ ৬৫

গার্গীতি। হ্রিয়মিত্যাদি। পরিকরনাম মুখসন্ধ্যং গমিতম্। বীজস্য বহুলীকারো জ্ঞেয়ঃ পরিকরো বুধৈরিতি। অত্র বনাকর্ষণাদিনা অনুরাগবহুলীকরণাৎ পরিকরঃ। নিসৃষ্টার্থা লক্ষণম্—বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্ যুনোরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ইতি ॥ ৬৪

ধন্য ইত্যাদি সর্ব্বত্র সম্বোধনম্। এবং ভূতা সতী মাধবেতি সর্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৬৫

ওগো বিশাখে! শারিকাকে পড়ান এখন থামাও। আর শৈব্যে! তুমিও কবরী বন্ধন এখন বন্ধ কর। দেখছ না—ধেনুর দল ফিরে আসছে—তাদের গোধূলিতে সারা পূর্ব্বদিকটি ছেয়ে গেছে—আর তারই সুবাসে চারিদিক ভরপুর হয়ে গেছে। ৬৩

পৌর্ণমাসী। দেখ, দেখ,—এই ধূলিরাশি শ্রীহরিকেই লক্ষ্য করছে, আর সামনের অন্ধকারও হরির সঙ্গে মিলন সূচনা করছে—সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতিও ব্রজরামাদের এ পদ্ধতির কথা বলতে পারে না। এখানে 'রজ' ও 'তম' শব্দ দুটি দ্ব্যর্থক হয়েছে—রজোগুণ এবং তারচেয়ে আরও বেশী বাধক তমোগুণ কখনও ভগবান হরিকে উদ্দেশ করতে পারে না—কিন্তু ব্রজগোপীদের মার্গ সত্যই বিচিত্র। এখানে রজ (পক্ষে ধূলি) এবং তম (পক্ষে সন্ধ্যার অন্ধকার) হরিকেই সূচনা করছে—সর্ব্বজ্ঞ বেদশাস্ত্রের পক্ষেও এ খবর রাখা সম্ভব হয় নি। (ক)

গার্গী। সংস্কৃতভাষা অবলম্বনে—

উত্তমবংশজাতা মুরলীর ধ্বনিরূপা যে নিসৃষ্টার্থা দূতী (নায়ক নায়িকার মধ্যে যেকোন একজন এই দূতী নিযুক্ত করেন এবং দূতী যুক্তি দ্বারা উভয়ের মিলন সংঘটন করেন) লজ্জাকে অপহরণ ক'রে (যে লজ্জা গৃহ ছেড়ে বনগমনের পথে বাধক) রাধাকে গৃহ হইতে বনগমনে আকর্ষণ করে, তার জয় হোক —জয় হোক্। ৬৪

(বেশগৃহে)

ওগো ধন্যে। তুমি বাম নয়নে কাজল না পরে, পাদ্মে! তুমি চরণে অঙ্গদ পরিধান করে, সারঙ্গি!

গার্গী—

নীলম্বররুইধারী, ফুড়িদো গোবোড়ুচক্কবালেণ।
সিদগোমণ্ডলমহুরো, মাহুরচন্দো পরিপ্‌ফুরই ॥ ৬৬

পৌর্ণমাসী—(সানন্দম্)

বিভ্রন্নীলচ্ছবিমবিষমামগ্রহস্তেন যষ্টিং
জুষ্টশ্রোণীতটরুচিরসৌ পীতপট্টাংশুকেন।
নিন্দন্নিন্দীবরমবিরলোৎসর্পিভিঃ কান্তিপূরৈ-
রাভীরীণামিহ বিহরতি প্রেমলক্ষ্মীবিবর্ত্তঃ ॥ ৬৭

গার্গীতি। নীলাম্বররুচিধারী স্ফুরিতো গোপোড়ুচক্রবালেন। সিতগোমণ্ডলমধুরো মাথুরচন্দ্রঃ পরিস্ফুরতি। নীলাম্বর আকাশঃ। পক্ষে বলদেবঃ। রুচিঃ কান্তিঃ পক্ষে অভিলাষঃ। গাঃ কিরণানি পান্তি যান্যুড়ূনি তেষাং চক্রবালেন মণ্ডলেন। পক্ষে গোপা এব উড়ূনি তেষাং চক্রবালেন সমূহেন। সিতং শুক্লং যদ্গোমণ্ডলং কিরণসমূহস্তেন মধুরঃ। পক্ষে সিতং স্নেহবন্ধং যদ্গোমণ্ডলং সুরভীসমূহস্তেন মধুরঃ। মথুরাসম্বন্ধি চন্দ্রঃ। পক্ষে মধুর ইত্যস্য সংস্কৃতং মাধুর্য্যং তদ্যুক্তশ্চন্দ্রঃ সুধাংশুঃ ॥ ৬৬

পৌর্ণমাসী। বিভ্রদিত্যাদি। অবিষমাং ঋজ্বীম্। পীতপট্টাংশুকেন জুষ্টং যৎ শ্রোণীতটং তেন রুচির্যস্য সঃ আভীরাণাং প্রেমলক্ষ্মীবিবর্ত্তঃ প্রেমৈব লক্ষ্মীঃ তস্যাঃ বিবর্ত্তো দুগ্ধস্য দধীব পরিণতঃ। যদ্বা বিবর্ত্তশ্চেষ্টা তদ্ধেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎকার্য্য কারণয়োরভেদঃ ॥ ৬৭

তুমি এক চরণে নূপুর বাজিয়ে, পালি! তুমি স্খলিত মেখলায়, লবঙ্গি তুমি এক গালে তিলক রচনা করে, কমলে! তুমি নয়নে আলতা পরে যেন ছুটে যেও না—কারণ, মুরলীর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি এখানথেকে এখনও অনেক দূরেই ধ্বনিত হচ্ছে। ৬৫

গার্গী। ঐ যে অদূরে মাথুরচন্দ্র (কৃষ্ণ) শোভা পাচ্ছেন—চন্দ্রপক্ষে—নীল আকাশের নীলিমা যার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে—কিরণশোভিত নক্ষত্রমণ্ডল যাকে ঘিরে রয়েছে এবং যার শুভ্র চন্দ্রিমা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে—সেই মনোহর চন্দ্র শোভা পাচ্ছেন।

কৃষ্ণপক্ষে—নীলাম্বর অর্থাৎ বলদেবের কান্তি অর্থাৎ অভিলাষাদি যিনি ধারণ করেন, গোপেরাই যাঁর একান্ত সঙ্গী, সিত অর্থাৎ স্নেহবদ্ধ ধেনুমণ্ডল যাকে পরিবৃত করে আছে সেই মথুরামণ্ডলের পরম মধুর চন্দ্র (কৃষ্ণচন্দ্র) বিরাজ করছেন। ৬৬

পৌর্ণমাসী। (সানন্দে)—

আহা! ব্রজগোপিকার প্রেমের মূর্ত্তি শ্রীহরি বিহার করছেন। অঙ্গে তাঁর শ্যামনীলিমচ্ছটা, হাতে তার সরল যষ্টি, কটিতটে পীতবসন—সর্ব্বদিক্ ব্যাপী অঙ্গকান্তিতে নীলোৎপলও লজ্জা পাচ্ছে। ৬৭

তদাবাং যশোদামাসাদয়াব। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

অঙ্কমুখম্ (৬৮)

—০—

(ততঃ প্রবিশতি বয়স্যৈরুপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ।)

কৃষ্ণঃ—সখে মধুমঙ্গল! পশ্য পশ্য,

অতনুতৃণকদম্বাস্বাদশৈথিল্যভাজা-মবিরলতরহম্বারম্ভতাম্যন্মুখীয়ম্।

চটুলিতনয়নশ্রীরাবলী নৈচিকানাং, পথি সুবলিতকণ্ঠী গোকুলোৎকণ্ঠিতাভূৎ॥ ৬৯

মধুমঙ্গলঃ—দিট্ঠিআ বচ্ছলাহিং সুরহীহিং কন্তারব্ভমণখিণ্ণে এথ বম্হণে কারুণ্ণং বিরইদম্। ৭০

রামঃ—পশ্যত, পশ্যত

গত্বা পুরস্ত্রিচতুরাণি জবাৎ পদানি, পশ্চাদ্বিলোকয়তি হন্ত তিরঃশিরোধি।

বৎসোৎকরাদপি বকীমথনে গরিষ্ঠ,-প্রেমানুবন্ধবিধুরং পথি ধেনুবৃন্দম্॥ ৭১

অঙ্কমুখলক্ষণমাহ বাহিনীপতিঃ। যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা। তদঙ্কমুখমিত্যাহুর্বীজস্যোত্থাপনং চ যদিতি। বীজমত্র কারণম্॥ ৬৮

অতনুতৃণেত্যাদি। বিচারনাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—বিচারস্ত্বেকসাধ্যস্য বহুসাধনবর্ণনমিতি। অত্রোৎকণ্ঠিতত্বরূপসাধ্যস্য সাধনানি তৃণাস্বাদশৈথিল্যাদীনি। কশ্চিত্ত বিচারঃ পূর্ববাক্যৈর্যদ-প্রত্যক্ষার্থদর্শনমিত্যাহ অত্রাপ্যেতদেবোদাহরণম্। অতনোর্মহতস্তৃণকদম্বস্য শস্পনমূহস্যাস্বাদে শৈথিল্যং ভজন্তি যা স্তাঃ। অবিরলতরা অতিনিবিড়া যা হম্বা হম্বা রবাস্তাসামারম্ভে তাম্যদ্ গ্লানং মুখং যস্যাঃ সা। চটুলিতানি চঞ্চলানি যানি নয়নানি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা॥ ৬৯

দিষ্ট্যা বৎসলাভিঃ সুরভীভিঃ কান্তারভ্রমণখিন্নে অত্র ব্রাহ্মণে কারুণ্যং বিরচিতম্॥ ৭০

রাম ইতি। জবাৎ জবং কৃত্বা। শিরোধি গ্রীবা। বিধুরন্ত পরিক্লিষ্টঃ ইতি। ৭১

আমরা দুজনে এখন তবে মা যশোমতীর কাছে যাই—(এই বলে দুজনে প্রস্থান করলেন)॥

অঙ্কমুখ অর্থাৎ কারণের উত্থাপন। ৬৮

(সখাগণের দ্বারা সেবিত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ, ধেনুগুলির অবস্থা দেখ—তৃণগুচ্ছের আস্বাদনে তাদের আর আদর নেই—অনবরত হাম্বারব করায় বুঝা যাচ্ছে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—নয়ন তাদের চঞ্চল, সুবলিত কণ্ঠের শোভা মন হরণ করে—গোকুলে যাওয়ার জন্য তাদের উৎকণ্ঠার আর সীমা নেই। ৬৯

মধুমঙ্গল। আমার পক্ষে এটি পরম সৌভাগ্যের কথা—স্নেহশীলা গাভীর দল আমার মত এই ব্রাহ্মণের প্রতি করুণা করেছে—তাৎপর্য্য হল গাভীদের গোকুলে যাওয়ার উৎকণ্ঠায় ..আমাকেও আর বনে বন ঘুরতে হবে না—যশোদা মায়ের রন্ধনশালায় গিয়ে রসনা পরিতৃপ্ত করতে পারব। ৭০

রাম। দেখ, দেখ—একবার চেয়ে দেখ—

ধেনুর দল দু চার পা এগিয়ে গিয়েই ঘাড় বেঁকিয়ে আবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে—বাছুরদের ওপর এদের অত্যন্ত স্নেহ, তবু ঐ বাছুরদের চেয়েও পুতনাশত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহের মাত্রা বেশী। তাই পাছে স্নেহশিথিল হয় এই ভয়ে তারা পথের মাঝেই বড় কাতর হয়ে পড়েছে। ৭১

কৃষ্ণঃ (প্রতীচীমবেক্ষ্য) —

বিচলিতুমসমর্থং ব্যোম্নি মুক্তপ্রতিষ্ঠে সময়বিপরিণামাদ্বীর্য্যবিস্রংসনেন।
শিথিলতরকরেণালম্ব্য ভাণ্ডীরচূড়াং চরমগিরিশিখায়াং লম্বতে ভানুবিম্বম্ ॥ ৭২

রামঃ—পশ্যত পশ্যত,

বিপুলোৎপলিকাকূটৈ র্গিরিকূটবিড়ম্বিভির্নিবিড়ম্।
বয়মভজাম করীষক্ষোদপরীতং ব্রজাভ্যর্ণম্ ॥ ৭৩

তদদ্য কালিন্দীমবগাঢ়াঃ প্রগাঢ়পরিশ্রান্তিমুৎসারয়ামঃ। (ইতি সখিভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ) (অ)

কৃষ্ণঃ— সখে মধুমঙ্গল ! পশ্য পশ্য,

দ্রবন্নবিধূপলপ্রকরদত্তপাদ্যঃ শশী, সরত্নতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্পিতার্ঘক্রিয়ঃ।
হরিৎপরিজনেরিতস্ফুটতরোড়ুপুষ্পাঞ্জলিঃ, স্ফুরত্তনুরুদঞ্চিতস্মররসোর্ম্মিরুন্মীলতি ॥ ৭৪

মুক্তপ্রতিষ্ঠে ইতি মুক্তা প্রতিষ্ঠা আশ্রয়তা যেন তস্মিন্। বিপরিণামাৎ ক্ষয়াৎ। বিস্রংসনেন বিধ্বংসনেন হ্রাসেন। ৭২

বিপুলেতি। উৎপলিকা করীষঃ উৎপলা ইতি প্রসিদ্ধা। করীষক্ষোদানি উৎপলিকাচূর্ণানি। কালিন্দীমবগাঢ়াঃ কালিন্দ্যামবগাহং কুর্ব্বন্তঃ ॥ ৭৩

দ্রবন্নিত্যাদি। শশী চন্দ্রমা। উন্মীলয়ত্যুদয়তীত্যম্বয়ঃ। দ্রবতা নবীনেন বিধূপলপ্রকরেণ চন্দ্রকান্তসমূহেন দত্তং পাদ্যং যস্মৈ সঃ। সরত্নৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরুচ্ছলতা জলধিনা কল্পিতার্ঘক্রিয়া যস্য সঃ। হরিদ্ভির্দিগ্‌ভিরেব পরিজনৈরীরিতোঽর্পিতঃ স্ফুটতরাণামুড়ূনামেব পুষ্পাণামঞ্জলি র্যস্মিন্ সঃ। উদঞ্চিতা স্মররসানামূর্ম্মির্যস্মাৎ সঃ ॥ ৭৪

কৃষ্ণ—(পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করে)

পশ্চিমগগনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—এখানে অস্তগামী সূর্য্যের উপর এক বৃদ্ধব্যক্তির ধর্ম আরোপ করা হয়েছে। বয়সে প্রবীণ ব্যক্তি যেমনবীর্য্য হারা হয়ে শিথিল করে (হস্তে) যষ্টি অবলম্বন করে চলে—সূর্য্যও তেমনি আশ্রয়শূন্য আকাশমণ্ডলে দিবাবসানে মন্দীভূত কিরণে ভাণ্ডীরবৃক্ষ অবলম্বন ক'রে অস্তাচলকে আশ্রয় করেছে। ৭২

রাম—দেখ, দেখ—সামনে পর্ব্বতপ্রমাণ উৎপলিকার (ঘুঁটে) স্তূপ দেখা যাচ্ছে—আর শুষ্ক গোময়চূর্ণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—এর থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে—আমরা ব্রজভূমির কাছে এসে পড়েছি। ৭৩

তবে চল,—পরিশ্রম শান্তির জন্য যমুনাসলিলে অবগাহন করি। (এই বলে সখাদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।) (অ)

কৃষ্ণ—সখে মধুমঙ্গল ! দেখ, দেখ –

কি সুন্দররূপেই না চন্দ্রোদয় হচ্ছে—চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয়ে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে পাদ্য নিবেদন

মধুমঙ্গলঃ—পিঅবঅস্‌স ! কিং ইমিণা বরাএণ কলঙ্কিণা চন্দেণ ? পেক্‌খ লদাজালম্বরে নিক্কলঙ্কাইং সোলহচন্দমণ্ডলসহস্‌সাইং উম্মীলিদাইম্ ! ৭৫

কৃষ্ণঃ—(সমীক্ষ্য)—সখে ! সম্যগাথ। বহুধা সাম্যেঽপি বাঢ়মেকেন কর্ম্মণা মুষিতোঽয়মোষধীশঃ। তথা হি—

নবনবসুধাসম্বাধোঽপি প্রিয়োঽপি দৃশাং সদা
সরসিজবনীং ম্লানাং কুর্ব্বন্নপি প্রভয়া স্বয়া।
শুচিরপি কলাপূর্ণোঽপ্যুচ্চৈঃ কুরঙ্গধরঃ শশী
ব্রজমৃগদৃশাং বক্ত্রৈরেভিঃ সুরঙ্গধরৈর্জিতঃ ॥ ৭৬

মধুমঙ্গলঃ—ভো বঅস্‌স ! জুত্তং উক্কণ্ণোঽসি জং দক্‌খিণেণ কলম্বকুড়ুঙ্গং কাবি আকড্‌ঢণমন্তং পঢ়েদি ॥ ৭৭

কৃষ্ণঃ—সেয়ং দীব্যতি শৈব্যায়াঃ পাবিকা বিশ্বপাবিকা। বেণুর্যদ্বিভ্রমারম্ভে স্তম্ভমালম্বতে মম ॥ ৭৮

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য, কিম্ অনেন বরাকেন কলঙ্কিনা চন্দ্রেণ, পশ্য লতাজালাম্বরে নিষ্কলঙ্কানি ষোড়শচন্দ্রমণ্ডল-সহস্রাণি উন্মীলিতানি। ৭৫

একেন কর্ম্মণা সুরঙ্গধরণেন গোপীমুখৈরয়ং চন্দ্রো মুষিতো নির্জ্জিতঃ॥ বহুধা সমত্বমেককর্ম চ দর্শয়তি তথাহীতি।

নবনবেত্যাদি। অতিশয়নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং,—বহূন্ গুণান্ কীর্ত্তয়িত্বা সামান্যত্বেন সংশ্রিতান্। বিশেষঃ কীর্ত্ত্যতে যত্র জ্ঞেয়ঃ সোঽতিশয়ো বুধৈরিতি। অত্র মুখচন্দ্রয়োঃ সুধাসংবাধোঽপীত্যাদি সামান্যগুণকীর্ত্তনানন্তরং মুখে সুরঙ্গত্বকীর্ত্তনং বিশেষ ইতি জ্ঞেয়ম্। নবনবসুধাভিঃ সম্বাধো নিবিড়োঽপি। শুচিঃ শ্বেতঃ পক্ষে উজ্জ্বলঃ। কলাঃ ষোড়শঃ পক্ষে চতুঃষষ্টিঃ। কুরঙ্গো মৃগবিশেষ এব কুৎসিতরঙ্গস্তং ধরতীতি কুরঙ্গধরঃ॥ ৭৬

মধু ইতি। ভো বয়স্য ! যুক্তম্ উৎকর্ণোঽসি যৎ দক্ষিণেন কদম্বকুঞ্জং কাপি আকর্ষণমন্ত্রং পঠতি। ৭৭

কৃষ্ণ ইতি। পাবিকা ক্ষুদ্রবংশরূপা। বিশ্বপাবিকা বিশ্বশোধিকা যস্যাঃ পাবিকায়া বিভ্রমস্য বাদ্যবিলাসস্যারম্ভে সতি মম বেণু স্তম্ভমালম্বতে॥ ৭৮

করছে—রত্নাকর উচ্ছ্বসিত সরত্ন তরঙ্গ দিয়ে তার চরণ ধৌত করে দিচ্ছে—এবং দিগ্‌বধূরা তারকাপুষ্পে তার পুষ্পাঞ্জলি রচনা করছে—মনে হচ্ছে, চন্দ্র আজ কন্দর্প রসতরঙ্গে ভূষিত হয়ে শোভাপাচ্ছে। ৭৪

মধুমঙ্গল—প্রিয়সখে ! এই কলঙ্কী ক্ষুদ্র চন্দ্রে আর কি প্রয়োজন ? ঐ দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর লতাজালরূপ আকাশে গোপীরূপ নিষ্কলঙ্ক ষোড়শ সহস্র চন্দ্রমণ্ডল উদিত হয়ে রয়েছে। ৭৫

কৃষ্ণ—(সুনিপুণভাবে দেখে) সখে ! ঠিকই বলেছ—নানা দিক্ দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও একটি বিশেষ কারণে চন্দ্র তাদের কাছে লজ্জা পাচ্ছে। সে বিষয়টি হল—

নব নব নিবিড় সুধা ক্ষরণ করায় চন্দ্রমা সকলেরই নয়নরঞ্জন। চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারার স্পর্শে কমলগুলি ম্লান হয়ে যায়—শুভ্রবর্ণ শশী ষোড়শ কলায় পূর্ণ, কিন্তু এঁর একটি দোষ, ইনি কুরঙ্গধর অর্থাৎ হরিণলাঞ্ছিত তাই ব্রজসুন্দরীদের সুরঙ্গধারি বদনের কাছে সর্ব্বদা চন্দ্র পরাজয় স্বীকার করে। ৭৬

মধুমঙ্গল বয়স্য ! তুমি যে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছ—তা ঠিকই হয়েছে। কারণ, ঐ কদম্বকুঞ্জের অদূরে দক্ষিণদিকে কোন এক সুন্দরী আকর্ষণমন্ত্র পাঠ করছে। ৭৭

কৃষ্ণ—তাই তো—এই যে শৈব্যা তার বিশ্বপাবনী ক্ষুদ্র বংশীবাদন করছে—সে বাদনে আমার বেণু স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ৭৮

(ইত্যগ্রতো গত্বা সৌৎসুক্যম্)—

তুম্বীফলস্তনীয়ং, প্রবালসুষমাধরা কলোল্লসিতা।
হরতি ধৃতিং মম ভদ্রা, নববল্লরী বল্লকী চাস্যাঃ ॥ ৭৯

মধুমঙ্গলঃ—বঅস্‌স! অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং মজ্ঝেজমুণং কাবি কচ্ছবী কুণ্ কুণাএদি ॥ ৮০

কৃষ্ণঃ—(সস্মিতম্)—

স্মরকেলিনাট্যনান্দীং, শব্দব্রহ্মশ্রিয়ং মুহুর্দধতী।
বহতি মুদং মে মহতী,—মিহ মহিতা শ্যামলা-মহতী ॥ ৮১

তুম্বীফলেত্যাদি। ভদ্রা নাম যূথেশ্বরী। অস্যা বল্লকী বীণা চ মম ধৃতিং হরতি। তুম্বীফলবৎ স্তনৌ যস্যাঃ সা। প্রবালবৎ সুষমা পরমা শোভাযয়োস্তাদৃশাবধরাবধরৌষ্ঠৌ যস্যাঃ সা। পক্ষে প্রবালস্য নিজদণ্ডস্য সুষমাং ধরতীতি সা। বীণাদণ্ডঃ প্রবালঃ স্যাদিতি কোষাৎ। সুষমা পরমা শোভেত্যমরাৎ। কলাভিরুল্লসিতা। পক্ষে কলেনোল্লসিতা ॥ ৭৯

মধু ইতি। বয়স্য! আশ্চর্য্যম্ আশ্চর্য্যম্ মধ্যে যামুনং যমুনায়া মধ্যে কাপি কচ্ছপী কুনকুনায়তি। কচ্ছপী বীণা। পক্ষে কমঠী। কুনকুনশব্দং করোতি কুনকুনায়তি ॥ ৮০

কৃষ্ণঃ। স্মরকেলীত্যাদি। শ্যামলায়া মহতী বীণা মম মহতী মুদং বহতি। মহিতা শ্রেষ্ঠা। শব্দাত্মকব্রহ্মণঃ শ্রিয়ং শোভাং প্রপূরয়তী। কীদৃশীং? স্মরকেলিরূপস্য নাট্যস্য নান্দী মঙ্গলপাঠস্তাম্। ৮১

(এই বলে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে)

আহা! ভদ্রা এবং ভদ্রার বীণা দুই সমান। কি আশ্চর্য্য! বীণার যেমন দুইদিকে দুটি তুম্বীফল—ভদ্রারও তেমনি তুম্বীফলসদৃশ দুটি বক্ষোজ শোভা পাচ্ছে। ভদ্রার অধরোষ্ঠ প্রবালের মত রাঙা টুকটুকে—আর বীণাও প্রবাল অর্থাৎ নিজের দণ্ডে সুশোভিত প্রবালরত্নখচিত। ভদ্রা যেমন কলাবিদ্যায় উল্লাসিনী, বীণাও তেমনি কল অর্থাৎ অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে ভূষিত। অতএব ভদ্রা বল্লবী (গোপী) এবং বল্লকী (বীণা) এই দুটিই আমার ধৈর্য্য হরণ করছে। ৭৯

মধুমঙ্গল—সখে! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! যমুনার মধ্যে কোন একটি কচ্ছপী (বীণা) কুন্ কুন্ শব্দ করছে। ৮০

কৃষ্ণ—(একটু হেসে)

সখে! শ্যামলার সুমধুর বীণার ঝঙ্কার আমার মনকে মাতোয়ারা করে তুলেছে। এ যেন কন্দর্পকেলিনাট্যের মঙ্গলাচরণরূপ শব্দব্রহ্মের শোভা ধারণ করেছে। ৮১

(ইতি পরিক্রম্য সহর্ষম্)—

কলশিঞ্জিতকলয়ারা,—দবিকলয়া মে প্রমোদকল্লোলম্।
পদ্মা-কলাবিনিলয়া, বলয়াঃ কলয়াম্বভূবুরলম্॥ ৮২

(ইতি পরিতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্) সখে! কথমত্রাপ্য নোন্মীলতি চন্দ্রাবলীপরিমলঃ? তদ্বামতঃ করালাগৃহোপান্তবাটিকামাসাদয়াবঃ। (ইতি পরিক্রামতি) (আ)

মধুমঙ্গলঃ—(পুরোঽবলোক্য)—এসা উবণন্দপুত্তস্স সুহদ্দস্স বহূ কুন্দলদিআ ইদো আঅচ্ছদি॥ ৮৩

(প্রবিশ্য) কুন্দলতা—কণ্হ! অআলে পফুল্লং বঞ্জুলং কীস ণ সলাহসি? ৮৪

কৃষ্ণঃ—(দৃশং ক্ষিপন্নাত্মগতম্)—নূনং চন্দ্রাবলীচরণচাতুরীচমৎকারোঽয়ম্। (ইতি সোৎকণ্ঠমভিনন্দ্য)

এতানি বঞ্জুলবনান্তরুদঞ্চিতানি কাদম্বকূজিতকদম্ববিড়ম্বিতানি।
মন্দ্রাণি কর্ণকুহরং মম নন্দয়ন্তি, চন্দ্রাবলীকনকনূপুরশিঞ্জিতানি॥ ৮৫

কলশিঞ্জিতেত্যাদি। পদ্মায়াঃ কলাবী প্রকোষ্ঠৌ নিলয়ৌ যেষাং তে বলয়া মে মম প্রমোদকল্লোলং কলয়াম্ব-ভূবুরুৎপাদয়ামাসুঃ। কয়া, কলানি মধুরাণি যানি শিঞ্জিতানি তেষাং কলয়া কৌশলেন। অবিকলয়া পূর্ণয়া। কলাবীতি প্রকোষ্ঠঃ স্যাদিতি হারাবলী। কলাভিঃ শিল্পৈরুল্লসিতা। যদ্বা কলা লক্ষ্মী স্তম্ভিতাঽপ্যুল্লসিতা। কলা স্যান্মূলবিবৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রকে। ষোড়শাংশে চ চন্দ্রস্য কমলা কালমানয়োরিতি মেদিনী॥ ৮২

মধু ইতি। এষা উপানন্দপুত্রস্য সুভদ্রস্য বধূ কুন্দলতিকা অত্রাগচ্ছতি। ৮৩

কুন্দলতা। কৃষ্ণ! অকালে প্রফুল্লম্ বঞ্জুলং অশোকং কস্মান্ন শ্লাঘসে? ৮৪

কৃষ্ণ ইতি। আত্মগতং মনসি চিন্তিতম্। কাদম্বঃ কলহংসঃ। ৮৫

(এই বলে ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে)

অদূরে পদ্মার প্রকোষ্ঠে বলয় সমূহের অব্যক্ত মধুর ধ্বনি আমাকে বড়ই আনন্দ দিচ্ছে। ৮২

(এই বলে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)

সখে! এখনও কেন চন্দ্রাবলীর কোন সৌরভ পাচ্ছি না—তবে চল, এখন আমরা করালার গৃহসংলগ্ন উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করি।

(এই বলে দুজনে অগ্রসর হলেন) (আ)

মধুমঙ্গল—(সামনের দিকে তাকিয়ে) এই যে উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের বধূ কুন্দলতিকা এই দিকেই আসছে। ৮৩

(কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা—কৃষ্ণ! অসময়ে অশোকতরুকে প্রফুল্ল দেখে তুমি কেন প্রশংসা করছ না? ৮৪

কৃষ্ণ—(দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বগত) অশোকতরু! এই যে ফুলে ফুলে ভরে গেছে—এ নিশ্চয়ই চন্দ্রাবলীর চরণমাধুরীস্পর্শে।

কুন্দলতা—সুন্দর ! ভারুণ্ডাএ গব্ভঘরে ণিরুদ্ধাবি চন্দাঅলী মএ চাহুরীপবন্ধেণ কড্‌ঢিদা ॥ ৮৬

কৃষ্ণঃ—ভারুণ্ডয়া কথমকাণ্ডে কার্কশ্যমারব্ধম্ ? ৮৬ক

কুন্দলতা—ণ কেঅলং ভারুণ্ডাএ, জডিলাপহুদীহিং বি সব্ববুড্‌ঢিআহিং ॥ ৮৭

(পদ্ময়া সহ প্রবিশ্য)

চন্দ্রাবলী (সংস্কৃতেন)—

রচয়তু মম বৃদ্ধা তর্জ্জনং দুর্জ্জনী সা, কবলয়তু কুলেন্দুং কোঽপি দুর্ব্বাদরাহুঃ ।

সহচরি পরিহর্ত্তুং নাক্ষিভৃঙ্গৌ ক্ষমেতে মধুরিপুমুখপদ্মালোকমাধ্বীকলোভম্ ॥ ৮৮

কৃষ্ণঃ—(চন্দ্রাবলীমাসাদ্য সানন্দম্)—

নীতস্তন্বি মুখেন তে পরিভবং ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া
বিভ্যদ্বিষ্ণুপদং জগাম শরণং তত্রাপ্যধৈর্য্যং গতঃ ।
আসাদ্য দ্বিজরাজিতাং বিজয়িনঃ সেবার্থমস্যোজ্জ্বল-
শ্চন্দ্রোঽয়ং দ্বিজরাজতা-পদমগাত্তেনাসি চন্দ্রাবলী ॥ ৮৯

কুন্দলতা । সুন্দর ! ভারুণ্ডায়াঃ গর্ভগৃহে নিরুদ্ধাপি চন্দ্রাবলী ময়া চাতুরীপ্রবন্ধেন কর্ষিতা । ৮৬

কুন্দলতা । ন কেবলং ভারুণ্ডয়া জটিলাপ্রভৃতিভিরপি সর্ব্ববৃদ্ধাভিঃ । ৮৭

চন্দ্রাবলী । রচয়ত্বিত্যাদি । বৃদ্ধা মম তর্জ্জনং রচয়তু যতঃ সা দুর্জ্জনী । দুর্বাদ এব রাহুঃ মধুরিপোর্মুখমেব পদ্মং তস্যালোক এব মাধ্বীকং তস্মিন্ যো লোভস্তম্ । ৮৮

কৃষ্ণঃ । নীতস্তন্বীত্যাদি । নিরুক্তং নাটকভূষণমিদম্ । তল্লক্ষণম্,—? নিরুক্তনম্ নিরবদ্যোক্তির্নাম্নার্থস্য প্রসিদ্ধয়ে ইতি । অত্র চন্দ্রাবলী নাম নিরুক্তম্ । হে তন্বি ! অয়ং চন্দ্রস্তে তব মুখেন কর্ত্রা ভ্রূক্ষেপবিক্রীড়য়া করণেন পরিভবং

(এই বলে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করে)

আহা কি চমৎকার ! চন্দ্রাবলীর চরণকমলের নূপুরধ্বনি যেন এই অশোক কাননের কলহংসের রবকেও মাধুর্য্যে হার মানিয়েছে—আর আমার কর্ণকুহরে যেন সুধাবর্ষণ করছে । ৮৫

কুন্দলতা—সুন্দর ! ভারুণ্ডার ঘরে চন্দ্রাবলী অবরুদ্ধা ছিলেন—আমিই কৌশল করে সেখান থেকে তাকে বার করে এনেছি । ৮৬

কৃষ্ণ—অযথা ভারুণ্ডা কেন এমন নির্দয় ব্যবহার করল ? ৮৬ক

কুন্দলতা—শুধু ভারুণ্ডাই যে তা নয়—জটিলা প্রভৃতি সকলবৃদ্ধাই ! ৮৭

(পদ্মার সঙ্গে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী—(সংস্কৃত ভাষায়)

দুষ্টা ভারুণ্ডা আমাকে যত তিরস্কারই করুক না কেন, আর রাহুর চন্দ্রকে গ্রাসকরার মত যত অপবাদই আমার পবিত্র কুলকে কলঙ্কিত করুক না কেন, তবু আমার নয়নভ্রমর দুটি কিছুতেই ঐ মধুরিপু কৃষ্ণের বদনকমল দর্শনরূপ মধুপানের লোভ পরিত্যাগ করতে পারছে না । ৮৮

কৃষ্ণ—(চন্দ্রাবলীর কাছে গিয়ে সানন্দে)

ওগো সুন্দরি ! তোমার মুখচন্দ্রের ভ্রূভঙ্গি চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতিকেও হারমানিয়েছে—

কুন্দলতা—

মোত্তিমসরমজ্ঝট্‌ঠিঅ, রঅণে পড়িবিম্বদন্তসম্বলিদা।
তুহ হিঅঅং নিউণা মে, জাআ চন্দাঅলী জাদা ॥ ৯০

কৃষ্ণঃ—(স্মিতং কৃত্বা)—কুন্দলতিকে ! কথং তে যাতা চন্দ্রাবলী ? (খ)

কুন্দলতা—গোউলজুঅরাঅ !

গোঅড্‌ঢণো ক্‌খু ইমাএ অলিও সামী, অম্‌হ দেঅরো চ্চেঅ সচ্চো ॥ ৯১

চন্দ্রাবলী—(সভ্রূভঙ্গমপবার্য্য)—ধিট্‌ঠে ! কুন্দলদা চ্চেঅ ভমরাকড্‌ঢিণী হোদি ॥ ৯২

কুন্দলতা—দেঅর ! এসা ণিউঞ্জঘরিণী কধেদি, ছইল্লো ণ ক্‌খু এসো বুন্দাঅণভমরো জং পফুল্লাং পউমালীং ণ পিবেদি ॥ ৯৩

নীতঃ সন্ বিভ্যৎ সন্ বিষ্ণুপদমাকাশং শরণং জগাম। তত্রাকাশেঽপি অধৈর্য্যমস্থিরতাং গতঃ সন্ বিজয়িনোঽস্য সেবার্থং দ্বিজরাজিতাং দন্তশ্রেণিতামাসাদ্য তত্তাদাত্ম্যং প্রাপ্য দন্তশ্রেণী ভূত্বোজ্জ্বলঃ সন্ দ্বিজরাজতাপদং চন্দ্রত্বং পক্ষে দন্তেষু রাজত্বপদমগাৎ। তেন হেতুনা ত্বং চন্দ্রাবলী দন্তরূপা চন্দ্রাণামাবলির্যস্যাং সাসি। ৮৯

কুন্দ ইতি। মৌক্তিকহারমধ্যস্থিতরত্নে প্রতিবিম্বসম্বলিতা। তব হৃদয়ং নিপুণা মে যাতা চন্দ্রাবলী যাতা। ৯০

কুন্দ ইতি। গোকুলযুবরাজ ! গোবর্দ্ধনঃ খলু অস্যাঃ অলীকস্বামী। অস্মদ্দেবর এব সত্যঃ। ৯১

চন্দ্রাবলী। অপবার্য্য কর্ণে লগিত্বাহ। ধৃষ্টে, কুন্দলতৈব ভ্রমরাকর্ষিণী ভবতি। কুন্দলতা কুন্দপুষ্পলতা। পক্ষে তন্নাম্নী সুভদ্রস্য বধূস্ত্বম্। ভ্রমরো ভৃঙ্গঃ পক্ষে ভ্রমণশীলঃ কৃষ্ণঃ। ৯২

কুন্দ ইতি। দেবর ! এষা নিকুঞ্জগৃহিণী কথয়তি ছবিলঃ ন খলু এষ বৃন্দাবনভ্রমরো যৎ প্রফুল্লাং পদ্মালীং ন পিবতি। পক্ষে পদ্মায়া আলীং সখীং চন্দ্রাবলীম্। আলী সখী বয়স্যেত্যমরাৎ। ছবিলঃ বিদগ্ধঃ ॥ ৯৩

তাই তো চাঁদ ভয় পেয়ে আকাশপথে শরণ নিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও থাকতে না পেরে তোমার বদনের সেবা করবে বলে অবশেষে তোমার দন্তরাজিরূপে এসে দ্বিজরাজত্ব অর্থাৎ চন্দ্রত্ব লাভ করেছে। তাই তো তোমার 'চন্দ্রাবলী' নাম সার্থক হয়েছে। ৮৯

কুন্দলতা—কৃষ্ণ ! তোমার বক্ষের মুক্তাহারের রত্নমধ্যে আমার দেবরপত্নী সুনিপুণা চন্দ্রাবলী প্রতিবিম্বিতা হয়েছেন। ৯০

কৃষ্ণ—(একটু হেসে) ওগো কুন্দলতে ! চন্দ্রাবলী আবার কেমন করে তোমার দেবরপত্নী হলেন ?(খ)

কুন্দলতা—গোকুলযুবরাজ ! সত্যিকথা বলতে কি, গোবর্দ্ধনমল্ল তো চন্দ্রাবলীর আসল স্বামী নন, তুমিই তার প্রকৃত স্বামী। তুমি তো আমার দেবর, তাই চন্দ্রাবলী আমার দেবরপত্নী। ৯১

চন্দ্রাবলী—(ভ্রূভঙ্গের সঙ্গে নিরস্ত করে) ধৃষ্টে ! আমি কেন, কুন্দলতাই তো ভ্রমরকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ সুভদ্রবধূ কুন্দলতিকতাই ভ্রমণশীল কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেছে। ৯২

কুন্দলতা—দেবর ! এই নিকুঞ্জগৃহিণী বলছেন যে, বৃন্দাবনের ভ্রমর সুরসিক নন, কারণ, তিনি প্রস্ফুটিত পদ্মালী (পদ্মশ্রেণীকে) পান করেন না। অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভ্রমর কৃষ্ণ রসিকচূড়ামণি নন। কারণ, তিনি পদ্মার আলী আর্থাৎ সখী চন্দ্রাবলীর লাবন্যভরা যৌবন ভোগ করেন না। ৯৩

পদ্মা—অলিআসংসিনি ! চিট্ঠ চিট্ঠ। জঙ্গলসঞ্চারিণো ভমরস্স বিসাহা-সহঅরী চ্চেঅ সুলহা, ণ কৃখু অমিঅউপ্পণ্ণা পউমালী ॥ ৯৪

কুন্দলতা—চন্দাঅলি ! বিদিদাউদাসি। কীস লজ্জেসি ? তা অলংকরেহি পীণুত্তুঙ্গথণবন্ধুণা অপ্পণো হারেণ হরিবকৃখথলং ॥ ৯৫

চন্দ্রাবলী—(সাভ্যসূয়ম্) কুন্দলদিএ ! ণিঅকণ্ঠট্ঠিদাএ এক্কাঅলীএ তুমং চ্চেঅ অলংকরেহি ॥ ৯৬

কুন্দলতা—মাহব ! থবইণীং করেহি চন্দাঅলীএ কণ্ণলদিঅং ॥ ৯৭

চন্দ্রাবলী—হলা ! পিঅজণপেক্খণ-পজ্জুস্সুঅস্স বইন্দণন্দণস্স মগ্গে ণ কৃখু পড়িবন্ধিণী হোহি ॥ ৯৮

কুন্দলতা—সহি ! কা অণ্ণা তুঅত্তো ইমসস্ পিআ ? ৯৯

পদ্মেতি। অলীকাশংসিনি ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। বিপিনসঞ্চারিণো ভ্রমরস্য বিশাখা সহচরী এব সুলভা। ন খলু অমৃতোৎপন্না পদ্মালী। পক্ষে পদ্মায়া আলীং চন্দ্রাবলীম্। আলী সখী বয়স্যেত্যমরাৎ। পক্ষে পদ্মালিঃ কমলশ্রেণী। পক্ষে বিশাখা শাখারহিতা সহচরী ঝিণ্টী। পক্ষে বিশাখায়াঃ সহচরী শ্রীরাধা। অমৃতে জলে উৎপন্না পদ্মালিঃ কমলশ্রেণী। পক্ষে সুধোৎপন্না পদ্মায়া আলী চন্দ্রাবলী সুখেন লভ্যা ন তু যত্নলভ্যা ইত্যাত্মনঃ উৎকর্ষাক্ষেপণম্ ॥ ৯৪

কুন্দ ইতি। চন্দ্রাবলি, বিদিতাকূতাসি কস্মাল্লজ্জসে তদলং কুরু পীনোতুঙ্গস্তনবন্ধুনা আত্মনো হারেণ হরিবক্ষঃস্থলম্। ৯৫

চন্দ্রেতি। কুন্দলতিকে ! নিজকণ্ঠস্থিতয়ৈকাবল্যা ত্বমেব অলঙ্কুরু। ৯৬

কুন্দেতি। মাধব ! স্তবকিনীং কুরু চন্দ্রাবল্যাঃ কর্ণলতিকাম্। ৯৭

চন্দ্রেতি। সখি ! প্রিয়জনপ্রেক্ষণপর্য্যুৎসুকস্য ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মার্গে ন খলু প্রতিবন্ধিনী ভব। ৯৮

কুন্দেতি। সখি ! কা অন্যা ত্বত্তঃ অস্য প্রিয়া ? ৯৯

পদ্মা—হে মিথ্যাভাষিণি ! থাম থাম, বনে বনে ঘুরে বেড়ায় যে ভ্রমর সে অমৃতজাত (জলজাত) পদ্মের সন্ধান কোথায় পাবে ? বরং বিশাখা সহচরী অর্থাৎ শাখাহীন ঝিণ্টী পুষ্পই তার পক্ষে সুলভ। অর্থাৎ বিপিনবিহারী কৃষ্ণ (ভ্রমর) পদ্মালী চন্দ্রাবলীর সঙ্গ পেতে পারে না, কিন্তু বিশাখা সহচরী শ্রীরাধার সঙ্গই তার পক্ষে সহজলভ্য।) এখানে পদ্মা নিজ সখী চন্দ্রাবলীর উৎকর্ষই খ্যাপন করছে)॥৯৪

কুন্দলতা - চন্দ্রাবলি ! তোমার মনের কথা তো জানতে পেরেছি আর কেন লজ্জা করছ ? এখন তোমার বক্ষের হার দিয়ে হরিবক্ষকে অলঙ্কৃত কর। ৯৫

চন্দ্রাবলী—(অসূয়াভরে) কুন্দলতিকে ! আমাকে আর বলছ কেন ? তোমারই কণ্ঠের একাবলী হার দিয়ে তুমিই হরি বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত কর না ! ৯৬

কুন্দলতা—মাধব ! তুমি চন্দ্রাবলীর কর্ণলতিকাকে পুষ্পিতা কর। ৯৭

চন্দ্রাবলী—সখি ! প্রিয়জনকে দেখবার জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত উৎসুক--তার পথে বাধা সৃষ্টি কর না। ৯৮

কুন্দলতা—সখি ! তোমা ছাড়া এঁর আবার অন্য কে প্রিয়তমা আছে ? ৯৯

পদ্মা—অই রাহাসহি ! বিরমেহি। ১০০

কৃষ্ণঃ— সরোজাক্ষি পরোক্ষং তে কদাপি হৃদয়ং মম।
ন স্প্রষ্টুমপ্যলং বাধা রাধা ত্বাক্রম্য গাহতে॥ ১০১

(ইতি সশঙ্কং বাধারাধয়োর্বিপর্য্যাসং পঠতি।) (ক)

পদ্মা—মহাপুরিসা ক্খু ণ জাতু অসচ্চভাসিণো হোন্তি। ১০২

(নেপথ্যে) কুন্দলদে। সাহু সাহু, সচ্চং ণ জাণসি পত্থরপুঞ্জকঢোরং গোঅডঢণং। ১০৩

কুন্দলতা—হদ্ধী হদ্ধী। ভারুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডিমাণং কুণদি। ১০৪

চন্দ্রাবলী—(সত্রাসম্)—সহি পউমে। সদ্দূলীব্ব গজ্জদি বুডঢিআ, তা অবসপ্পম্হ।১০৫

(ইতি পদ্মায়া সহ নিষ্ক্রান্তা)

কুন্দলতা—অহং গোউলেসরীং অণুসরিস্সং। ১০৬ (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

পদ্মেতি। অয়ি রাধা সখি। বিরম। ১০০

কৃষ্ণ ইতি। সরোজাক্ষীত্যাদি, ভ্রংশনাম নাটকভূষণমিদং। তচ্চ দ্বিপ্রকারম্। তত্রোক্তরপ্রকারলক্ষণং কথয়ন্তি বুধা ভ্রংশং বাচ্যাদন্যতরদ্বচ ইতি। আক্রম্য হঠাদিত্যর্থঃ। অথবা রাধাহৃদয়মাক্রম্য ব্যাপ্য যা বর্ত্ততে ইত্যস্যাঃ হৃদয়স্পর্শোঽবকাশাভাব. সূচিতঃ। বাধেতি বাচ্যে রাধেত্যুক্তম্। ১০১

অগ্রে রাধাং পশ্চাদ্বাধাং পঠতি। (ক)

পদ্মেতি। মহাপুরুষাঃ খলু ন জাতু কদাচিৎ অসত্যভাষিণো ভবন্তি। ১০২

(নেপথ্যে) কুন্দলতে ! সাধু, সাধু, সত্যঃ ন জানাসি প্রস্তরপুঞ্জকঠোরং গোবর্দ্ধনম্। পর্ব্বতমিব গোবর্দ্ধনমল্লম্। ১০৩

কুন্দেতি। হা ধিক্, হা ধিক্ ! ভারুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডিমানং করোতি। চণ্ডিমানং প্রচণ্ডতাং পক্ষে চণ্ডিত্বম্। ১০৪

চন্দ্রেতি। সখি পদ্মে ! শার্দ্দূলীব গর্জ্জতি বৃদ্ধা, তৎ অপসর্পাবঃ। ১০৫

কুন্দেতি অহং গোকুলেশ্বরীম্ অনুসরিষ্যামি। ১০৬

পদ্মা—ওগো রাধাসখি ! থাম, থাম। ১০০

কৃষ্ণ—ওগো পদ্মপলাশলোচনে ! তোমার অসাক্ষাতে রাধা কখনও আমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না—রাধা কিন্তু জোর করেই প্রবেশ করেন। ১০১

(এই বলে সশঙ্কে বাধা এবং রাধা এই দুটি বিপরীত ভাবে অর্থাৎ আগে রাধা পরে বাধা এইভাবে পাঠ করলেন।)

পদ্মা—মহাপুরুষেরা কখনও অসত্য কথা বলেন না। ১০২

(নেপথ্যে)

সাধু,সাধু—কুন্দলতে ! সত্যিই তুমি কি জান না যে গোবর্দ্ধনমল্ল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মতই কঠিন। ১০৩

কুন্দলতা—হায়, হায় ! ক্রুদ্ধা ভারুণ্ডা আবার অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগল। ১০৪

চন্দ্রাবলী—(সভয়ে) সখি পদ্মে ! বৃদ্ধা ব্যাঘ্রীর মতই গর্জ্জন করছে। চল, আমরা এখনই চলে যাই। ১০৫

(এই বলে পদ্মার সঙ্গে চন্দ্রাবলী প্রস্থান করলেন।)

কুন্দলতা—আমি গোকুলেশ্বরী যশোদারাণীর কাছে যাই। ১০৬

(এই বলে কুন্দলতাও চলে গেলেন।)

কৃষ্ণঃ—(পুরো গত্বা সৌৎসুক্যম্)—

মনস্যয়ং সৌমনসস্য ধন্বন,-স্তনোতি টঙ্কারকদম্বসম্ভ্রমম্।
অনঙ্গখেলাখুরলীবিশৃঙ্খলঃ, স্খলদ্বিশাখাকলমেখলারবঃ॥

(সব্যতো নিভাল্য)—সখে! সত্যমাহ কুন্দলতা, যদদ্য রাধামাধুর্য্যমপি নানুভূয়তে। তদহমম্বামেব সংভাবয়েয়ম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) ১০৭

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী-গার্গী-রোহিণ্যাদিভিরাবৃতা যশোদা।)

যশোদা—হন্ত সহি রোহিণি! ণ জাণে, কীস বিলম্বই বচ্ছো। ১০৮

(প্রবিশ্য) কুন্দলতা (সস্মিতম্)—অম্ব! মা বিসীদ; সো কৃখু সুবিমাণাহিং অম্বরালম্বিণীহিং বিন্দারঅরমণীহিং হসিদপুপ্ফবরিসেন উবাসিজ্জন্তো বিলম্বদি। ১০৯

কৃষ্ণ ইতি। মনস্যয়মিতাদি, সৌমনসস্যেত্যনেন ধনুষঃ কামকার্ম্মুকত্বমানীতম্। অনঙ্গক্রীড়াভ্যাসে নির্গলঃ। খুরল্যভ্যাসঃ, অভ্যাসঃ খুরলী যোগেত্যিতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ॥ ১০৭

যশোদেতি। হন্ত সখি রোহিণি! ন জানে কস্মাৎ বিলম্বতি বৎসঃ। ১০৮

প্রবিশ্য কুন্দেতি। অম্ব! মা বিষীদ; স খলু সুবিমানাভিরম্বরালম্বিনীভি র্বৃন্দারকরমণীভির্হসিতপুষ্প বর্ষেণোপাস্যমানো বিলম্বতে। শোভনানি বিমানানি রথানি যাসাং তাভিঃ। ব্যোমযানং বিমানেহস্ত্রীতি কোষাৎ। পক্ষে বিগতমানাভিস্ত্যক্তপরিমলাভি র্বা। অম্বরালম্বিনীভিরাকাশমাশ্রিতাভিঃ, পক্ষে অম্বরাণি বস্ত্রাণি সম্যক্ পরিদধাতীভিঃ। বৃন্দারকরমণীভিঃ, পক্ষে মনোজ্ঞরমণীভিঃ। বৃন্দারকঃ সুরশ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞেহপি চ বাচ্যবদিতি কোষাৎ। হ স্ফুটং সিতানি পুষ্পাণি। যদ্বা হসিতানি বিকসিতানি পুষ্পাণি। পক্ষে হসিতান্যেব পুষ্পাণি তেষাং বর্ষেণ উপাস্যমানঃ-পক্ষে সমীপে স্থাপ্যমানঃ॥ ১০৯

কৃষ্ণ। (একটু এগিয়ে এসে সাগ্রহে)

আহা! মদনক্রীড়া বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল—বিশাখার স্খলিত মেখলার সুমধুর ধ্বনি আমার অন্তরে কামদেবের ধনুর টঙ্কারের মতই ভয় উৎপাদন করছে।

(বামদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)

সখে! কুন্দলতা ঠিকই বলেছে—সত্যিই তো আজ শ্রীরাধার মাধুর্য্য তেমন করে তো অনুভব করতে পারছি না। তবে আমি গিয়ে জননীর সন্তোষ বিধান করি। ১০৭

(এই বলে প্রস্থান করলেন)

(তারপর পৌর্ণমাসীদেবী, গার্গী ও রোহিণী প্রভৃতির সঙ্গে যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। হায়! সখি রোহিণি! বুঝতে পারছি না—কি জন্য বাছা কৃষ্ণ আমার আসতে এত দেরী করছে। ১০৮

কুন্দলতা। (প্রবেশ করে হাসতে হাসতে) মা! আপনি দুঃখ করবেন না। আকাশে বিমানে চড়ে দেববধূরা যাচ্ছেন—তাঁরা হাস্যকুসুম বর্ষণ করে কৃষ্ণের পূজা করছেন কিনা—তাই তাঁর আসতে দেরী হচ্ছে। ১০৯

রোহিণী—দিট্‌ঠং মএ তহিং দিঅহে দোণং কুমারীণং সোন্দেরং পেক্‌খিঅ বিন্দারঅসুন্দরীও অচ্ছরাও বি বিমচ্ছরাও হোন্তি। ১১০

যশোদা—ভঅবদি! চন্দাঅলী ণঅমালিআ রাহা মাহবী অ সব্বাও মহ আসাও গুণসোরহপূরেণ পূরেই; তথবি বচ্ছো বিঅ বচ্ছা লহুঈ ণেত্তভিঙ্গং সোন্দেরমঅরন্দেণ আণন্দেই। ১১১

পৌর্ণমাসী—গোকুলেশ্বরি! সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচারঃ। ১১২

গার্গী—কুন্দলদে! কীস তুম্‌হেহিং সদা গৌউলেসরীঘরে রাহী ণিজ্জই? ১১৩

যশোদা—তাএ সক্কিআইং বথূইং উবভুঞ্জাণো জণো দীহাউ হোই ত্তি দুব্বাসেণ দিণ্ণবরং রাহিঅং সুণিঅ আআরেমি। ১১৪

পৌর্ণমাসী—গোকুলেশ্বরি! কৃষ্ণমাশঙ্ক্য জটিলা খিদ্যতে। ১১৫

রোহিণীতি। দৃষ্টং ময়া তস্মিন্ দিবসে দ্বয়োঃ কুমার্য্যোশ্চন্দ্রাবলীরাধয়োঃ সৌন্দর্য্যং প্রেক্ষ্য বৃন্দারকসুন্দর্য্যঃ অপ্সরসোঽপি বিমৎসরা ভবন্তি। সৌন্দয্যেণ পরাভূতত্বাৎ। ১১০

যশোদেতি। ভগবতি! চন্দ্রাবলী নবমালিকা রাধা মাধবী চ সর্ব্বা মম আশাঃ গুণসৌরভ্যপূরেণ পূরয়তি, তত্রাপি বৎস ইব বৎসা লঘ্‌বী রাধা সৌন্দর্য্যমকরন্দেন আনন্দয়তি আশা দিশঃ পক্ষে সর্ব্বাভিলাষান্॥ ১১১

পৌর্ণেতি। গোকুলেশ্বরি! সর্ব্বেষাং গোকুলবাসিনামীদৃগেব সমুদাচারঃ।

সম্যগুৎকৃষ্টাচারঃ। সর্ব্বগোকুলবাসিন এবমেব মন্যন্তে ইত্যর্থঃ॥ ১১২

গার্গীতি। কুন্দলতে! কস্মাৎ যুষ্মাভিঃ সদা গোকুলেশ্বরীগৃহে রাধা নীয়তে? ১১৩

যশোদেতি। যশোদাপ্রসঙ্গমবাপ্যাহ, ত্বয়া সৎকৃতানি বস্তূনি উপভুঞ্জানঃ দীর্ঘায়ুর্ভবতি। দুর্ব্বাসসা দত্তবরাং রাধিকাং শ্রুত্বা আকারয়ামি আহ্বানং করোমি। ১১৪

রোহিনী। আমিও একদিন দেখেছি যে রাধা এবং চন্দ্রাবলী—এই দুই কুমারীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে দেববধূ অপ্সরাগণও মৎসরশূন্য হয়েছিল। ১১০

যশোদা। ভগবতি! চন্দ্রাবলী নব মালিকা এবং শ্রীরাধা মাধবী,—এরা দুজনেই গুণ ও সৌরভ দ্বারা আমার সকল আশা পূরণ করছে—কিন্তু তার মধ্যে আবার বাছা কৃষ্ণের মত বাছনি শ্রীরাধা তার রূপমাধুরী দ্বারা সদাই আমার নয়নভ্রমরের আনন্দ বর্দ্ধন করে। ১১১

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি! গোকুলবাসী মাত্রেই এই ইচ্ছাই করে থাকেন। ১১২

গার্গী। কুন্দলতে! তোমরা কেন রোজ রোজ গোকুলেশ্বরীর গৃহে রাধাকে নিয়ে যাও? ১১৩

যশোদা। রাধার হাতের তৈরী সামগ্রী ভোগ করলে পরমায়ু বেড়ে যাবে—এই বরই শ্রীরাধাকে দুর্ব্বাসা ঋষি দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে পর্য্যন্ত তাকে ডাকিয়ে আনি। ১১৪

পৌর্ণমাসী। ব্রজেশ্বরি! শ্রীকৃষ্ণের কাছেই রাধাকে নিয়ে আসছে এই মনে করে জটিলা বড় খেদ করে থাকে। ১১৫

যশোদা—(বিহস্য) থণন্ধঅম্মি বচ্ছে কো ক্‌খু তাএ সঙ্কাএ ওসরো ? ১১৬

কুন্দলতা—(নীচৈঃ)—সচ্চং চ্চেঅ থণন্ধও রাউলাণীএ পুত্তও, জং গিরীন্দং কন্দুএদি। ১১৭

পৌর্ণমাসী—(দৃষ্ট্বা সহর্ষম্)—

প্রথয়ন্ জগদণ্ডমণ্ডলী, মুকুটারোহণযোগ্যতামসৌ।
স্ফুরতি ব্রজরাজগেহিনী, খনিজন্মা পুরতো হরিন্মণিঃ ॥ ১১৮

(প্রবিশ্য) কৃষ্ণঃ—মাতঃ! উন্মার্জ্জয় সাশ্রুণী লোচনে, পুরস্তাদেষোঽস্মি। ১১৯

রোহিণী—(দীপাবল্যা নীরাজ্য সংস্কৃতেন)—

বিন্যস্য বর্ত্মনি গবাং নয়নে কথঞ্চি,-ন্নীতাতিদীর্ঘদিবসোত্তরযামযুগ্মাম্।
হা বৎস বৎসলতরাং ভবদেকবন্ধুং, সন্ধুক্ষয়স্ব জননীমুপগূহনেন ॥ ১২০

কৃষ্ণঃ—(মাতুরুৎসঙ্গে উত্তমাঙ্গমাধায়)—অম্ব! দেহি মে মণিমণ্ডনম্। (ইতি বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়তি) ॥ ১২১

যশোদেতি। স্তনন্ধয়েঽস্মিন্ বৎসে কঃ খলু তস্যাঃ শঙ্কায়াঃ অবসরঃ অবকাশঃ ॥ ১১৬

কুন্দেতি। সত্যমেব স্তনন্ধয় রাজ্ঞ্যাঃ পুত্রঃ যৎ গিরীন্দ্রং কন্দুকয়তি কন্দুকবৎ করোতি। ১১৭

বিন্যস্যেত্যাদি। কথঞ্চিন্নীতং কষ্টেন ক্ষপিতমতিদীর্ঘদিবসস্যোত্তরং যামযুগ্মং যয়া তাম্। সন্ধুক্ষয় সিঞ্চয়। উপগূহনেন মুখেন অর্থাৎ ক্রোড়ারোহণেন আনন্দয় ইতি ভাবঃ। ১২০

যশোদা। (ঈষৎ হাস্য করে) দুধের বাছা কৃষ্ণ আমার—তার সম্বন্ধে আবার শঙ্কার অবসর কোথায় ? ১১৬

কুন্দলতা। (নিম্নস্বরে) রাজ্ঞীর (যশোদারাণীর) সন্তান দুধের বাছাই বটে—ইনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকেও কন্দুকের মত ব্যবহার করেছেন। ১১৭

পৌর্ণমাসী। (অবলোকন করে সহর্ষে)

খনিই যেমন নীলকান্তমণির জন্মস্থান, ব্রজেশ্বরী যশোদারাণীও তেমনি নীলমণি কৃষ্ণের জননী। এই হরি ভুবনমণ্ডলের মুকুটচূড়ামণি, এই যে তিনিই সম্মুখে বিরাজমান। ১১৮

(প্রবেশ করে)

কৃষ্ণ। মা'গো! চোখ দুটির জল মুছে ফেল। এই তো আমি তোমার সামনেই এসেছি। ১১৯

রোহিণী। (দীপালোকে আরতি করে) (দেব ভাষায়)—

বাছা! তোমার জননী তোমারই প্রতীক্ষায় ধেনুদের ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে দুই প্রহর কাল অপেক্ষা করছিলেন। তাই এখন তুমি মায়ের কোলে উঠে তাঁকে আনন্দিত কর। ১২০

কৃষ্ণ। (মায়ের কোলে মাথা রেখে) মাগো! আমাকে মণিময় ভূষণে সাজিয়ে দাও। (এই বলে বাল্যলীলা প্রকাশ করলেন।) ১২১

পৌণমাসী—

নিচুলিতগিরিধাতুস্ফীতপত্রাবলীকা,-নখিলসুরভিরেণূন্ ক্ষালয়ন্তির্যশোদা।
কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বীকমধ্যে,-স্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি ॥ ১২২

কুন্দলতা—(সনর্মস্মিতম্)—কণ্হ! পিবেহি রাউলাণীএ থণ্ণামিঅং, জং কুড়ুঙ্গে কুড়ুঙ্গে বহূণং কেলীণং পসঙ্গেণ কিলিন্তোসি। ১২৩

যশোদা—বচ্ছে! কীস হসসি? পেক্খ, অজ্জবি কোমারং ণ অদিক্কন্তং, তা কো ক্খু দোসো থণপাণে? ১২৪

কুন্দলতা—ভঅবদি! সচ্চং কধেদি রাউলাণী, জং অজ্জ এসো বালাণং মণ্ডলেণ মহারাসে কীলদি। ১২৫

যশোদা—ভঅবদি! কো ক্খু মহারাসো ণাম? ১২৬

(কৃষ্ণঃ সাপত্রপং ভ্রূভঙ্গেণ কুন্দলতামবলোকতে।)

পৌর্ণেতি। নিচুলিতেত্যাদি। নিচুলিতা আচ্ছাদিতা। গিরিধাতুনাং স্ফীতপত্রাবলী যৈস্তান্ ॥ ১২২

কুন্দেতি। কৃষ্ণ! পিব রাজ্ঞ্যাঃ স্তনামৃতং যস্মাৎ কুঞ্জে বহূনাং পক্ষে বধূনাং কেলীনাং প্রসঙ্গেন ক্লিষ্টোঽসি। ১২৩

যশোদেতি। বৎসে! কস্মাৎ হসসি, পশ্য অদ্যাপি কৌমারং ন অতিক্রামতি তস্মাৎ কঃ খলু দোষঃ স্তনপানে? ১২৪

কুন্দেতি। ভগবতি! সত্যং কথয়তি রাজ্ঞী, যদদ্যৈষ বালানাং বালকানাং পক্ষে স্ত্রীণাং মণ্ডলেন মহারাসে ক্রীড়তি। ১২৫

যশোদেতি। ভগবতি! কঃ খলু মহারাসো নাম? ১২৬

পৌর্ণমাসী। কৃষ্ণ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডলে মা গৈরিক ধাতু দিয়ে তিলক রচনা করে দিয়েছিলেন তা গাভী সকলের খুরোত্থিত ধূলিতে ঢেকে গেছে—জননী যশোদা সেই ধূলি নিজের পবিত্র স্তনক্ষীরে সস্নেহে ধুয়ে দিচ্ছেন। ১২২

কুন্দলতা। (পরিহাস মাখা একটু হাসি হেসে)—

কৃষ্ণ! নিকুঞ্জমন্দিরে (গোপবালাদের সঙ্গে) নানাতর ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ক্লান্ত হয়েছ—তাই এখন রাণী যশোমতীর স্তন্যামৃত আকণ্ঠ পান করে তৃপ্ত হও। ১২৩

যশোদা। হাস্‌ছ কেন বাছা? দেখ না, আজও তো তুমি বালকই রয়েছ—তবে স্তনপান করতে দোষ কি? ১২৪

কুন্দলতা। ভগবতি! রাণীমা ঠিক কথাই বলেছেন—আজ তোমার এই বালক বালিকাদের সঙ্গে মণ্ডল রচনা করে মহারাসলীলা করছেন। ১২৫

যশোদা। ভগবতি! 'মহারাস' কাকে বলে? ১২৬

(শ্রীকৃষ্ণ লজ্জায় ভ্রূভঙ্গি করে কুন্দলতার দিকে তাকালেন।)

পৌর্ণমাসী—(স্মিতং কৃত্বা)—গোপেশ্বরি ! লাস্যলীলাবিশেষঃ । ১২৭

কুন্দলতা—(অপবার্য্য)—

তিণ্হাউলা চওরী, পঞ্জরিআ-সংজদা চিরং জলই
পাঅং বঞ্জুলকুঞ্জে, তারাহীস পসারেহি ॥ ১২৮
(কৃষ্ণঃ ভ্রূসংজ্ঞয়া স্বীকারং নাটয়তি)

(নেপথ্যে) ত্বন্মুখেন্দ্বনবলোকনোদ্গত,-স্ফারতাপভরধূপিতাত্মনঃ।
এহি বৎস মম দেহি শীতলং, ক্ষিপ্রমত্র পরিরম্ভচন্দনম্ ॥ ১২৯

কৃষ্ণঃ—পুরস্তাদেষ মস্তাবুকমাশংসন্নাবুকস্তিষ্ঠতি,তদেনমানন্দয়ামি । ১৩০
(ইতি যশোদাদিভিরাবৃতো নিষ্ক্রান্তঃ)

কুন্দেতি। কর্ণে লগিত্বাহ—তৃষ্ণাকুলা চকোরী পঞ্জরিকা সংযতা চিরং জ্বলতি। পাদং বঞ্জুলকুঞ্জে তারাধীশ! প্রসারয় পাদং কিরণং পক্ষে চরণম্। তারাধীশশ্চন্দ্রঃ পক্ষে তস্মাৎ রাধাধীশঃ। তৃষ্ণাকুলেত্যাদি দূত্যং নাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—দূত্যং তু সহকারিত্বং দুর্ঘটে কার্য্যবস্তুনীতি। অত্র জটিলায়াঃ প্রাতিকূল্যেন দুর্ঘটে রাধারঙ্গকার্য্যে কুন্দলতায়াঃ সহকারিত্বং দূত্যম্ । ১২৮

(নেপথ্যে ব্রজরাজাহ ।)

কৃষ্ণ ইতি। ভাবুকং মঙ্গলং, ভাবুকং ভবিকং ভব্যমিতি কোষাৎ। আবুকো জনকঃ । ১৩০

পৌর্ণমাসী। (একটু হেসে) গোপেশ্বরি ! 'মহারাস' একটি বিশেষ নৃত্যলীলা । ১২৭

কুন্দলতা। (শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে)

তারাধীশ! পিঞ্জরে আবদ্ধা চকোরী চন্দ্রের সুধাপানে আকুলা হয়ে নিরন্তর সন্তাপ ভোগ করছে। তাই তাড়াতাড়ি তুমি বঞ্জুল কুঞ্জে পাদ প্রসারণ কর। তারাধীশ শব্দের একটি অর্থ চন্দ্র অপর অর্থটি হল কৃষ্ণ। চন্দ্রপক্ষে অর্থ, চকোরী চন্দ্রিমা পানের জন্য তৃষ্ণার্ত্তা, তাই ওগো চন্দ্র তুমি অশোককুঞ্জে পাদ অর্থাৎ কিরণ প্রসারণ কর। আর কৃষ্ণপক্ষে অর্থ হল, চকোরী রাধারাণী কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠীতা অতএব হে কৃষ্ণ, তুমি অশোককুঞ্জে পাদ অর্থাৎ চরণ নিক্ষেপ কর। ১২৮

এখানে জটিলার প্রতিকূলতায় দুর্ঘট রাধামিলনকার্য্যে কুন্দলতার সহায়তাই পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গি দ্বারা স্বীকৃতি জানালেন।

(নেপথ্যে)

বাছা! তোমার চন্দ্রবদন দর্শন না করে আমি শরীরে বড় তাপ পাচ্ছি। তাই শীঘ্র এসে তোমার আলিঙ্গনরূপ সুশীতল চন্দন লেপনে আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দাও। ১২৯

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে আমার সামনে আমার হিতৈষী পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এখন তাঁর কাছে যাই—তিনি আমাকে পেয়ে আনন্দিত হবেন। ১৩০

(এই বলে মা যশোদার সঙ্গে চলে গেলেন।)

কুন্দলতা—(পরিক্রম্য) দিট্‌ঠিআ বাণীরবণে ললিদাএ রাহী আণীঅদি। ১৩১

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধা রাধা)

রাধা—হলা ললিদে! পসংসীঅদু এসা, তুএ উবথিদা ক্খণদা, জাএ তুম্হাণং কা বি সুহাসা অঙ্কুরীঅদি। ১৩২

ললিতা—রঞ্জেদি ত্তি রঅণী ভণীঅদি। ১৩৩

কুন্দলতা—(উপসৃত্য) ললিদে! অজ্জ রঅণীমুহে ঈসিহসিদেণ কড়ক্খকুবলএণ ফুডং তুম্হেহিং ণ অচ্চিদো কণ্হো। ১৩৪

রাধা—(সরোমাঞ্চম্) ললিদে! কো ক্খু কণ্হো ত্তি সুণীঅদি, জেণ কেঅলং কণ্ণস্য চ্চেঅ অদিধীহোন্তেন উম্মত্তীকিজ্জম্হি? ১৩৫

কুন্দলতা—সহি! এসো লোওত্তরস্স বথুণো ণিসগ্গো, জং ক্খু সব্বদা উবভুঞ্জিজ্জন্তং বি অভুত্তপুব্বং জেব্ব হোদি। ১৩৬

কুন্দেতি। দিষ্ট্যা বকুলকাননে ললিতয়া রাধা আনীয়তে। ১৩১

রাধেতি। সখি ললিতে! প্রশংস্যতাং এষা উপস্থিতা ক্ষণদা। যয়া যুষ্মাকং কাপি সুখাশা অঙ্কুরায়তে। ১৩২

ললিতেতি। রঞ্জয়তীতি রজনী ভণ্যতে। ১৩৩

কুন্দেতি। ললিতে! অদ্য রজনীমুখে ঈষদ্ধসিতেন কটাক্ষকুবলয়েন স্ফুটং যুষ্মাভিঃ ন অর্চিতঃ কৃষ্ণঃ। ১৩৪

রাধেতি। ললিতে! কঃ খলু কৃষ্ণ ইতি, যেন কেবলং কর্ণস্যৈবাতিথিভবতা উন্মত্তী ক্রিয়েহম্। ১৩৫

কুন্দেতি। সখি! এষ লোকোত্তরস্য বস্তুনো নিসর্গো যৎ সর্বদা উপভুজ্যমানমপি অভুক্তপূর্বমেব ভবতি। ১৩৬

কুন্দলতা। (ফিরে এসে) কি সৌভাগ্য! বকুল বনে ললিতা শ্রীরাধাকে নিয়ে এসেছেন। ১৩১

(তারপর ললিতার সঙ্গে শ্রীরাধা প্রবেশ করিলেন।)

শ্রীরাধা। প্রিয়সখি ললিতে! আজকের এই যে রজনী—একে তুমি সম্বর্দ্ধনা কর—এই রজনীতে তোমাদের সুখের আশার উদয় হচ্ছে। ১৩২

ললিতা। 'রঞ্জয়তি'—এ কথার মানে হল যে আনন্দ দেয়—তাই তো রাত্রিকে রজনী বলা হয়। ১৩৩

কুন্দলতা। (কাছে এসে) ললিতে! বেশ বুঝতে পারছি যে আজ সন্ধ্যায় তোমরা হাসিভরা আঁখি-কমল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা কর নি। ১৩৪

শ্রীরাধা। (পুলকভরে) ললিতে! এই কৃষ্ণ কে? যিনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে আমাকে পাগল করে তুললেন। ১৩৫

কুন্দলতা। সখি! অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এই রকম। কারণ, তাকে সর্ব্বদা ভোগ করলেও মনে হয় যেন কখনও ভোগ করা হয় নি। ১৩৬

ললিতা—কুন্দলদে ! ণ কেঅলং লোওত্তররস্স বত্থুণো, কিন্তু গাঢ়াণুরাঅস্স বি, জেণ ণিঅগোঅরো জণো ক্খণে ক্খণে অপুরবো অপুরবো করীঅদি। ১৩৭

রাধা—ললিদে ! অদিণ্ণুত্তরা কীস অণ্ণং ভণাসি ? ১৩৮

ললিতা—(সংস্কৃতেন)

নবাম্বুধরমণ্ডলী-মদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা
সখি স্থিরপতিব্রতানিকর-নীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৩৯

রাধা—(সাস্রম্) কুন্দলদে ! অবি ণাম ইমস্স একস্স বি হদণেত্তস্স মগ্‌গং ক্খণং পি ণারোহিস্সদি সো মে ধণ্ণস্স কণ্ণস্স অদিধী ? ১৪০

কুন্দলতা—অই তিণ্হাউলে ! কল্লংপদোসারম্ভে বিসাহাএ তুমং তিণা সঙ্গমিদা সি। ১৪১

ললিতেতি। কুন্দলতে ! ন কেবলং লোকোত্তরস্য বস্তুনো গাঢ়ানুরাগস্যাপি যেন নিজগোচরো জনো ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব অপূর্ব ক্রিয়তে। ১৩৭

রাধেতি। ললিতে ! অদত্তোত্তরা কস্মান্ন ভণসি ? ১৩৮

রাধেতি। একস্যাপি হতনেত্রস্য মার্গং ক্ষণমপি নারোহিষ্যতি স মে ধন্যস্য কর্ণস্যাতিথিঃ। সমাধাননাম মুখ-সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—বীজস্য পুনরাধানং সমাধানমিহোচ্যতে ইতি। অত্র স্বয়ং রাধয়া পুনরনুরাগস্য বীজাধানং কৃতম্। ১৪০

কুন্দেতি। অয়ি তৃষ্ণাকুলে ! কল্য প্রদোষারম্ভে বিশাখয়া ত্বং তেন সঙ্গমিতাসি। ১৪১

ললিতা। কুন্দলতে ! শুধু যে অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এই রকম তা নয়—গাঢ় অনুরাগের স্বভাবও ঠিক এই রকম। কারণ নিজ অনুরাগী জনকে হাজার ভালবেসেও যেন মনে হয় কিছুই প্রীতি করা হল না। ১৩৭

শ্রীরাধা। ললিতে ! আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলছ কেন ? ১৩৮

ললিতা। (দেবভাষায়)

যাঁর অঙ্গের শ্যামল কান্তি নূতন মেঘের দলের কান্তিরও গর্ব্ব খর্ব্ব করে সেই নব কিশোর ব্রজ-রাজকুলনন্দন বিরাজ করছেন। ওগো সুন্দরি ! তাঁরই বংশীধ্বনি স্থির পতিব্রতা রমণীদের নীবিবন্ধন ছেদন করে কৌতুক করে সেই বংশীধ্বনির জয় হোক্ জয় হোক্। ১৩৯

শ্রীরাধা। (অশ্রু বিসর্জ্জন করে) সখি কুন্দলতে ! যিনি আমার কর্ণপথের অতিথি হলেন, তিনি কি ক্ষণকালের জন্যও আমার নয়নপথে উপস্থিত হবেন ? অর্থাৎ তুমি যাঁর নাম শুনিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলে—তাঁর দর্শন কি আমি একটিবারের জন্যও পাব ? ১৪০

কুন্দলতা। সই ! তুমি যে দেখছি উৎকণ্ঠায় একেবারে আকুল হয়ে পড়েছ ! গতকাল সন্ধ্যার সময়ই তো বিশাখা তোমাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত করিয়েছিল। ১৪১

রাধা—সাহু সুমরাইদং পিঅসহীএ, জং এক্কবারং চ্চেঅ বিজ্জুলিআবিলাসো বিঅ সো তুম্হাণং গোউলজুঅরাও নেত্তচমক্কারআরী সংবুত্তো ইমস্স মন্দভাইণো জনস্স। ১৪২

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণ—কলবিঙ্ককলং কলঙ্কয়ন্তী, ললিতাকঙ্কণঝঙ্কৃতির্বরেয়ম্।

মম চেতসি বেতসীনিকুঞ্জং, সময়া সঙ্গময়াঞ্চকার রঙ্গম্॥ ১৪৩

(পুনরুৎকর্ণো ভবন্ সপুলকম্)—

মধুরিমলহরীভিস্তম্ভয়ত্যম্বরে যা, স্মরমদসরসানাং সারসানাং রুতানি।

ইয়মুদয়তি রাধাকিঙ্কিণীঝঙ্কৃতির্মে, হৃদি পরিণময়ন্তী বিক্রিয়াড়ম্বরাণি॥ ১৪৪

রাধা—(সচমৎকারং সংস্কৃতেন)—

কুলবরতনুধর্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্, সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।

যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা, মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি? ১৪৫

রাধেতি। সাধু স্মারিতম্। প্রিয়সখ্যা যদেকবারমেব বিদ্যুতো বিলাস ইব যুষ্মাকং গোকুলযুবরাজঃ নেত্রচমৎকারী সংবৃত্তঃ। ইমস্য মন্দভাগ্যস্য জনস্য। ১৪২

কৃষ্ণ ইতি। কলবিঙ্কঃ চটকঃ তস্য স্বরম্! বেতসি-নিকুঞ্জ-সমীপে মম চেতসি রঙ্গং সঙ্গময়াঞ্চকার রঙ্গং সঙ্গমিতবতী। ১৪৩

মধুরিমেত্যাদি॥ প্রাপ্তিনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং,—প্রাজ্ঞৈঃ সুখস্য সংপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিরিত্যভিধীয়তে ইতি। অত্র রাধাকিঙ্কিণীঝঙ্কৃতিশ্রবণাৎ কৃষ্ণস্য সুখপ্রাপ্তিঃ। সারসানাং জলচরপক্ষিবিশেষাণাং। মে হৃদি বিক্রিয়াড়ম্বরাণি বিকার-প্রাগল্ভ্যানি পরিণময়ন্তীতি পরিণামং প্রাপয়ন্তী। ১৪৪

কুলবরেত্যাদি। পরিভাবনানাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং,—শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনেতি। কুলবরেত্যাদি স এব কিমিত্যাদি-পদাভ্যাং কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ। মরকতমণি-তয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যামসৌন্দর্য্যপুরৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি পূরয়তীত্যর্থঃ। কুলবয়তনু বরাঙ্গনা, নিশিতঃ শাণিতঃ টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ। চিনোতি রচয়তি। ১৪৫

শ্রীরাধা। প্রিয়সখি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল মনে করিয়েছ—তোমাদের গোকুল যুবরাজ বিদ্যুৎচমকের মত একবারই মাত্র আমার মত হতভাগিনীর দৃষ্টিপথে এসেছিলেন—অর্থাৎ চকিতের মত একবারমাত্র তাঁকে দর্শন করেছি। ১৪২

(তারপর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, এ যে দেখছি, ললিতার উৎকৃষ্ট কঙ্কণধ্বনি যার কাছে চটকপাখীর রবও হার মানে, এই সুমধুর ধ্বনিই বেতসিকুঞ্জসমীপে আমার চিত্তকে উদ্বেল করে তুলতে লাগল। ৪৩

(পুনরায় উৎকর্ণ হয়ে পুলক ভরে)

আহা! যে নিজের মাধুর্য্য তরঙ্গে আকাশপথের কন্দর্পমদমত্ত সারসপাখীর দলের কলরবকেও স্তম্ভিত করে—সেই শ্রীরাধার কিঙ্কিণীর ঝঙ্কার আমার হৃদয়ে বিকার ঘটিয়েছে। ৪৪

শ্রীরাধা। (বিস্ময়ের সঙ্গে—) (সংস্কৃত ভাষায়)

সুমুখি! সম্মুখে এ আবার কোন বিশ্বকর্ম্মা শোভা পাচ্ছেন? যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘকটাক্ষরূপ বাণে কুলবধূগণের ধর্ম্ম রূপ পাষাণ ভেদ ও লক্ষ মরকত মণি দ্বারা গোষ্ঠপ্রদেশ রচনা করছেন? ৪৫

ললিতা—হলা ! সো এসো দে পরাণণাধো । ১৪৬

রাধা—(সোন্মাদং পুনঃ সংস্কৃতেন)—

স এষ কিমু গোপিকাকুমুদিনীসুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুলস্ফুরিতযৌবরাজ্যোৎসবঃ ?
স এষ কিমু মন্মনঃপিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরি দৃশোর্দ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ? ১৪৭

কৃষ্ণঃ—(সাশ্চর্য্যম্)—

অসকৃদসকৃদেষা কা চমৎকারবিদ্যা, মম রসলহরীভিস্তর্ষমন্তস্তনোতি ।
বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায়তাপাঙ্গলীলা,-মধুরিমপরিবাহা কাপি কল্যাণবাপী ॥

(পুনর্নিরূপ্য) কথং সত্যমেব ! তথাহি—

যস্যাং শৈবলমঞ্জরী বিরচিতাসঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ং
ফুল্লং পঙ্কজপঞ্চকঞ্চ বিসযোর্যুগ্মং চ মূলেন তম্ ।
উন্মীলত্যতিচঞ্চলঞ্চ শফরীদ্বন্দ্বং ব্রজে ভ্রাজতে
সেয়ং শুদ্ধতরানুরাগপয়সা পূর্ণা পুরো দীর্ঘিকা ॥ ১৪৮

ললিতা । সখি ! এষ তে প্রাণনাথঃ । ১৪৬

স এষেত্যাদি । পুষ্পাকরো বসন্তঃ । অমৃতান্যত্র পূর্বোক্তসুধাতীর্থোদকমধুনি । ১৪৭

অসকৃদসকৃদিত্যাদি । ইদমপি পরিভবনামসন্ধ্যঙ্গম্ । কৃষ্ণস্য চমৎকারাধ্যাযকত্বাৎ । এষা রাধিকা বিদ্যাত্বেন বাপীত্বেন চাধ্যবসিতা । রসলহর্য্যঃ শৃঙ্গারপরম্পরা এব জলতরঙ্গাঃ তাভিঃ দীর্ঘাপাঙ্গলীলৈব মধুরিম্নাং পরিবাহ উচ্ছ্বাসো যস্যাঃ সা ।

বাপীত্বেন তাং প্রতিপাদয়তি—

যস্যামিত্যাদি । রোমাবলীনাং শৈবলমঞ্জরীত্বেন কুচদ্বয়ো রথাঙ্গদ্বয়ত্বেন হস্তদ্বয়পাদদ্বয়মুখস্য পঙ্কজপঞ্চকত্বেন বাহুলতয়োর্মৃণালত্বেন নেত্রয়োঃ শফরীদ্বন্দ্বত্বেনাধ্যবসানাদয়ং প্রথমোক্তিনামালঙ্কারঃ । তল্লক্ষণং—নির্গীর্য্যাধ্যবসানাঞ্চ প্রকৃতস্য পরেণ যদিতি । শুদ্ধতরানুরাগা এব পয়াংসি বাপীত্যন্বেয়ম্ । ১৪৮

ললিতা । সখি ! ইনিই তোমার প্রাণেশ্বর । ১৪৬

শ্রীরাধা । (উন্মাদের মত) পুনরায় দেবভাষায়—

সখি ! এই চন্দ্রমাই কি গোপীকুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করেন ? ইনিই কি সেই গোকুলের যৌবরাজ্যের উৎসব ? ইনিই কি আমার মানস-কোকিলের আনন্দভরা বসন্ত ? ওগো তন্বি ! ইনি যে আমার নয়নদুটিকে অমৃত তরঙ্গ দিয়ে সেচন করতে লাগলেন । ১৪৭

শ্রীকৃষ্ণ । (আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে)

এ কি বিস্ময়কারিণী বিদ্যা ? যিনি বার বার তাঁর রসতরঙ্গমালা দিয়ে আমার অন্তরের অভিলাষকে বাড়িয়ে তুলছেন । ও বুঝতে পেরেছি—ইনি আমার কল্যাণ-দীর্ঘিকা—যাঁর দীর্ঘকটাক্ষ লীলা মাধুর্য্য জলতরঙ্গের মত নিয়ত উচ্ছলিত হচ্ছে ।

রাধা—হলা ! ণ জাণে কীস ঘুন্নিদম্হি, তা দেহি মে হত্থাবলম্বম্। ১৪৯

ললিতা—সহি ! বীসদ্ধা হোহি। (ইতি রাধাভুজং স্কন্ধে নিদধাতি) ১৫০

কৃষ্ণঃ—(সন্নিধায়)—

সমীক্ষ্য তব রাধিকে বদনবিম্বমুদ্ভাস্বরং
ত্রপাভরপরীতধীঃ শ্রয়িতুমস্য তুল্যশ্রিয়ম্।
শশী কিল কৃশীভবন্ সুরধুনীতরঙ্গোক্ষিত-
স্তপস্যতি কপর্দ্দিনঃ স্ফুটজটাটবীমাশ্রিতঃ॥ ১৫১

(ইত্যুপসর্পতি)

রাধেতি॥ সখি! ন জানে কস্মাৎ ঘূর্ণিতাস্মি তস্মাদ্দেহি হস্তাবলম্বম্। ১৪৯

ললিতেতি। বিশ্রব্ধা ভব, নাত্র সাধ্বসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ১৫০

সমীক্ষ্যেত্যাদি। বিলোভননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং,—নায়কাদিগুণানাং যদ্বর্ণনং তদ্বিলোভনমিতি। অত্র রাধাসৌন্দর্য্যগুণবর্ণনং বিলোভনম্। উদ্ভাস্বরং দেদীপ্যমানম্। অস্য মুখস্য, উক্ষিতঃ স্নাতঃ। কপর্দ্দিনঃ হরস্য। ১৫১

(পুনরায় দেখে) তাই তো সত্যি নাকি ?
হ্যাঁ—ঠিকই তো বলেছি—

আহা ! এই দীর্ঘকায় লোমাবলীই শৈবাল স্বরূপ, কুচযুগল চক্রবাকযুগলের মত, হাতদুখানি, দুখানি চরণ এবং বদনমণ্ডল—এই পাঁচটি হল পদ্ম, দুটি বাহু মৃণালের মত এবং নয়নদুটি চঞ্চল মৎস্যের মত শোভা পাচ্ছে। তাই তো বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার—এই দীর্ঘিকা বিশুদ্ধ অনুরাগবারি দ্বারা পূর্ণ হয়ে ব্রজপুরে বিরাজ করছে। ১৪৮

শ্রীরাধা। সখি ! আমার সমস্ত শরীর যেন ঘুরছে—কেন এমন হচ্ছে কিছু তো বুঝতে পারছি না—আমার হাত ধর। ১৪৯

ললিতা। সখি ! শান্ত হও, ভয় পেও না—(এই বলে শ্রীরাধার হাতখানি নিজের কাঁধে রাখলেন) ১৫০

শ্রীকৃষ্ণ। (কাছে গিয়ে)

ওগো রাধে ! তোমার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দর্শন করে আকাশের চাঁদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছেন—তাই কেমন করে তোমার বদন শোভাকে লাভ করবেন—এই আশায় গঙ্গায় অবগাহন করে দেবাদিদেব শঙ্করের জটা-কানন আশ্রয় করে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন [শঙ্করমস্তকে গঙ্গা বিরাজ করেন সেখানে চন্দ্র অবস্থান করেন তাই মহাদেবের এক নাম চন্দ্রশেখর—আর চন্দ্রের ক্ষীণতা হল কলার ক্ষয়—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্যে এইটিই বুঝান হয়েছে।] (এই বলে নিকটে গমন করতে লাগলেন) ১৫১

রাধা—(দৃগন্তেনাভিস্মৃচ্য)—ললিদে! রক্খেহি মং। ১৫২

কৃষ্ণঃ— মীলিতং মীলিতেনায়ং বিন্দন্ ফুল্লেন ফুল্লতাম্।
অপাঙ্গেনাতিকৃষ্ণেন কৃষ্ণস্তব বশীকৃতঃ॥ ১৫৩

রাধা—(সগদগদম্)— কুন্দলদে! ণিবারীঅদু এসো সুন্দরুত্তংসো, জং গুরুপরাহীণম্হি মন্দভাইণী। ১৫৪

(প্রবিশ্য) জটিলা—অরে মহামোহণ! ধম্মমগ্গাদো পাড়িদং তুএ সব্বং চ্চেঅ গোউলবালাউলং কেঅলং মহ পুত্তপুণ্ণেণ বহুডিআ উব্বরিদত্থি, তা ণামগহণস্স বি একং রক্খেহি। ১৫৫

(ইতি রাধামাদায় দ্বাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা।)

কৃষ্ণঃ—প্রস্থিতা প্রিয়া, তদহং গবাং সন্তালনায় প্রযামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।) ১৫৬

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকে সায়মুৎসবো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ॥১

রাধেতি। অভিস্মৃচ্য কৃষ্ণং দর্শয়িত্বা। ললিতে! রক্ষ মাম্। ১৫২

কৃষ্ণ ইতি। ম্লানং ম্লানেন। কৃষ্ণং মমাতিক্রান্তেন অতিশ্যামেন বা। ১৫৩

রাধেতি। কুন্দলতে! নিবার্য্যতাং এষ সুন্দরোত্তংসঃ যৎ গুরুপরাধীনাস্মি মন্দভাগিনী। ১৫৪

জটিলেতি। অরে মহামোহনা! ধর্মমার্গাৎ পাতিতং সর্বমেব ত্বয়া গোকুলবালাকুলং কেবলং মম পুত্রপুণ্যেন নববধূটিকা উদ্বৃত্তাস্তি তস্মান্নামগ্রহণায়াপি একাং রক্ষ। ১৫৫—১৫৬

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ॥

শ্রীরাধা। (দৃষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে) ললিতে! আমাকে বাঁচাও। ১৫২

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার শ্যামল অপাঙ্গের ম্লানতা আমাকে ম্লান এবং প্রফুল্লতা আমাকে প্রফুল্লিত করেছে। ওগো মনোমোহিনি! তোমার কৃষ্ণাপাঙ্গ এই কৃষ্ণকে যে বশীভূত করে ফেলল। ১৫৩

শ্রীরাধা। (গদ্গদস্বরে) কুন্দলতে! এই ভুবনসুন্দরকে নিষেধ কর। আমার ভাগ্য যে বড় মন্দ—গুরুজনের শাসনের অধীনে যে আমাকে সবসময় থাকতে হয়। ১৫৪

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ওরে মহামোহন! তুই তো গোকুলের এমন কোন বালা নেই যাকে ধর্মপথ থেকে পতিত করিস নি—কেবল আমার পুত্রের পুণ্যবলেই আমার বধূটি মাত্র বাকী আছে—তাই গোকুলে সতী নাম বজায় রাখতে আমার বধূকেও রক্ষা কর্। ১৫৫

(এই বলে শ্রীরাধার হাত ধরে ললিতা ও কুন্দলতার সঙ্গে জটিলা প্রস্থান করল।)

শ্রীকৃষ্ণ। আমার প্রিয়া তো চলে গেলেন—তাই আমিও ধেনুদের একত্র করবার জন্য যাই।১৫৬

এই বলে সকলেই প্রস্থান করলেন।

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধব নামক নাটকে সায়ম্ উৎসব নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা)

বৃন্দা—(নভোমণ্ডলমবলোক্য)—

ন্যঞ্চন্ কুঞ্চিতকান্তিরিচ্ছতি শশী যস্যাঃ পতির্ব্বারুণীং
প্রাপ্য স্বৈরমগৌরবং গুরুরপি গ্লানিং পরামঞ্চতি।
সর্ব্বোঽপ্যেষ কৃশীভবন্নুডুপরিবারস্তিরোধিৎসতে
যামিন্যাঃ ক্ষয়লক্ষণং বিধিবশাদস্যাঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে॥ (ক)

(পরিক্রম্য)

রজনি-বিপরিণামে গর্গরীণাং গরীয়ান্, দধিমথনবিনোদাদুদ্ভবন্নেষ নাদঃ।
অমরনগরকক্ষাচক্রমাক্রম্য সদ্যঃ, স্মরয়তি সুরবৃন্দান্যব্ধিমন্থোৎসবস্য॥ (খ)

এবং সায়ন্তনোৎসবং বর্ণয়িত্বা নৈশান্তিকং তং বর্ণয়তি বৃন্দাদিবচনেন। বৃন্দাহ—ন্যঞ্চন্নিত্যাদি। ন্যঞ্চন্নধো গচ্ছন্, কুঞ্চিতকান্তিঃ রাত্রেঃ পরিণামত্বাৎ যস্যা যামিন্যাঃ। বারুণীং পশ্চিমদিশং পক্ষে কাদম্বরীং যস্য গুরুরপি বৃহস্পতিঃ। যস্যা উড়ু এব পরিবারঃ। জাত্যৈকত্বং, অস্যা যামিন্যা বিধিবশাৎ তৎ পত্যাদীনাং বারুণ্যাদিপ্রাপ্তিলিঙ্গাৎ ক্ষয়চিহ্নং লক্ষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। (ক)

রজনীতি। গর্গরীণাং মন্থনপাত্রাণাং, মন্থনী গর্গরী সমে ইত্যমরঃ। কক্ষাচক্রং প্রকোষ্ঠসমূহং। স্মৃত্যর্থধাতোঃ কর্মণি ষষ্ঠী। (খ)

(তারপর বৃন্দা প্রবেশ করলেন।)

বৃন্দা। (আকাশের দিকে তাকিয়ে)

যামিনীপতি চন্দ্রের চন্দ্রিমা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে—গুরু বৃহস্পতিও যখন নিস্প্রভ হয়ে আসছেন—আর আকাশের নক্ষত্রমালা ক্ষীণতনু হয়েছে তাদের আর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে না—এর থেকেই বেশ বুঝতে পারছি দৈববশে যামিনীর ক্ষয়দশা উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ রাত্রি শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। (ক)

(প্রত্যাবর্তন করে)

আহা! রাত্রির অবসানে ঐ যে দধিমন্থনলীলা আরম্ভ হয়েছে—তাতে দধিমন্থন পাত্রের (গর্গরী) গুরুতর শব্দ শোনা যাচ্ছে—সে শব্দ স্বর্গে পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবতাদের সমুদ্রমন্থনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। (খ)

(পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী)

করোতি দধিমন্থনং স্ফুটবিসর্পিফেনচ্ছটা-
বিচিত্রিতগৃহাঙ্গনং গহনগর্গরী-গর্জ্জিতম্ ।
মুহুর্গুণবিকর্ষণপ্রবণতাক্রমাকুঞ্চিত-
প্রসারিতকরদ্বয়ী ক্বণিতকঙ্কণং মালতী । (গ)

(পার্শ্বতো বিলোক্য সস্মিতম্)—

উত্তাম্যন্তী বিরমতি তমঃস্তোমসম্পৎপ্রপঞ্চে
ন্যঞ্চন্মূর্দ্ধা সরভসমসৌ স্রস্তবেণীবৃতাংশা ।
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দৃশোর্দ্বন্দ্বমল্পং ক্ষিপন্তী
কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং বিশতি চকিতা বক্ত্রমাবৃত্য পালী ॥ (ঘ)

করোতীত্যাদি। বিপ্রকর্ষণঞ্চ প্রবণতা চ বিপ্রকর্ষণপ্রবণতে মুহুর্বারং বারং যে বিকর্ষণপ্রবণতে তদর্থং ক্রমেণ আকুঞ্চিতঞ্চ প্রসারিতঞ্চ করদ্বয়ং যস্যাঃ সা টীত্বাদীপ্ । তথাচ প্রবণঃ ক্রমনিম্নোর্ব্যাং প্রহ্বেনা তু চতুষ্পথে ইত্যমরঃ। দৃষ্টনাম নাটকভূষণমিদম্ । তল্লক্ষণং—জাত্যাদিবর্ণনং ধীরৈর্দৃষ্টমিত্যভিধীয়তে ইতি। অত্র দধিমন্থনক্রিয়াস্বভাববর্ণনং দৃষ্টম্ । মালতী দধিমন্থনং করোতীত্যন্বয়ঃ ॥ (গ)

উত্তাম্যন্তী দুঃখিতা সতী। তমস্তোম এব সম্পৎ সুখদায়কত্বাৎ। তস্যা বিস্তারে চকিতা ভীতা সতী। পচি বিস্তারে। (ঘ)

(সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন)

এই যে মালতী দধিমন্থন করছেন—কিন্তু ক্রমে ক্রমে খুব বেগে বারে বারে রজ্জু আকর্ষণ করার ফলে তার হাতদুটির সঙ্কোচ ও প্রসারণ হওয়ায় হাতের কাঁকন বেজে উঠছে—সে শব্দের সঙ্গে দধিমন্থন পাত্রের শব্দ মিলে গভীর গর্জ্জনের মত শোনাচ্ছে—আর এদিকে দধিমন্থনের ফেনার রাশি গৃহাঙ্গনের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কত চিত্র বিচিত্র শোভাই না ধারণ করেছে। (গ)

(পাশের দিকে চেয়ে একটু হেসে)

নিশি প্রভাত হওয়ায় আনন্দপ্রদ তমোরাশি চলে গেছে—তার ফলে গোপীর চিত্ত দুঃখিত। তাঁদের বেণী স্খলিত হয়েছে—তাঁরা মস্তক অবনত করে ধীরপদে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আঁচলে মুখ ঢেকে চকিতভাবে কুঞ্জ হতে গোষ্ঠে প্রবেশ করেছেন—তাঁদের মনে এই আশঙ্কা দিনের আলোয় যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে—তাই অঙ্গের বিলাসচিহ্ন গোপন করে কুঞ্জ থেকে সঙ্কুচিত হয়ে গোষ্ঠে গমন করছেন। (ঘ)

(পুনরন্যতো বিলোক্য সাশ্চর্য্যম্)—

শ্রোণ্যাং নাভীসরোজপ্রবরসহচরং বিভ্রতীয়ং দুকূলং
শ্রীবৎসোৎসঙ্গসঙ্গপ্রণয়িনমুরসি স্ফারমাসজ্য হারম্।
উত্তংসং ন্যস্য কর্ণে মকরপরিচিতং পত্রভঙ্গং বহন্তী
গণ্ডে চক্রাঙ্কপাণি-প্রণিহিতময়তে শ্যামলা গোকুলায়॥ (৬)

(পুনরন্যতঃ সমীক্ষ্য সখেদম্)—

অশিথিলকবরিকা রাগিবিম্বাধরশ্রী,-রপরিলুলিতলীলাপত্রবল্লীবিলাসা।
অমুদিতমুখকান্তিঃ সদ্ম পদ্মা প্রপেদে, স্ফুটমিয়মলসাঙ্গী বিপ্রলব্ধা বভূব॥ ১

(নেপথ্যে)

ফুল্লত্যারান্নববিচকিলে কেলিকুঞ্জেঽস্য ফুল্লা
শেফালীনাং স্খলতি কুসুমে হন্ত চণ্ডাল বালা।
মীলত্যুচ্চৈঃ কুবলয়বনে মীলিতাক্ষী কিলাসীদ্
বাচ্যং কিং বা পরমুপহসীর্মা প্রণামচ্ছলেন॥ ২

ইয়ং শ্যামলা শ্রোণ্যাং কট্যাং। কৃষ্ণস্য নাভীসরোজসহচরং দুকূলং বিভ্রতী উরসি হারমাসাদ্য কর্ণে উত্তংসং ন্যস্য গণ্ডে পত্রভঙ্গং বহন্তী গোকুলায় অয়তে গচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষসি দক্ষিণাবর্ত্তরোমাবলিঃ। (৬)

বিপ্রলব্ধাং বর্ণয়তি। ইয়ং পদ্মা ঈদৃশী সতী সদ্ম প্রপেদে। অতঃ স্ফুটং বিপ্রলব্ধা বভূবেত্যন্বয়ঃ। কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ। ১

পদ্মাসুহৃদঃ কৃষ্ণম্ আহুঃ। ফুল্লেতি নবমল্লিকায়াং, শেফালিকা তু সুবহা ইত্যমরঃ। চণ্ডাল স্খলিতব্রতী,

---

(পুনরায় অন্যদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্যে সঙ্গে)

ওমা একি! শ্যামলা যে শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্মের সহচর পীতাম্বর কটিদেশে ধারণ করে, বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃসংলগ্ন শ্রীবৎসচিহ্নের ক্রোড়স্থ হার পরিধান করে, কানে মকরকুণ্ডল পরে এবং কৃষ্ণের নিজের হাতের রচনা করা পত্রাবলী গণ্ডে ধারণ করে স্বাধীনভর্তৃকার মত গোকুলে গমন করছেন। (শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণবক্ষে শ্বেত রোমরাজিকে শ্রীবৎসচিহ্ন বলে) (৬)

(পুনরায় অন্যদিকে তাকিয়ে খেদের সঙ্গে)

হায়! হায়! পদ্মার কবরী যে আলুলায়িত হয় নি দেখতে পাচ্ছি। অধরের রক্তিমা উজ্জ্বল রয়েছে। তিলকও যেমন তেমনি রয়েছে—এতটুকু ম্লান হয় নি। কিন্তু মুখকমলটি যেন বিষাদে মলিন—অঙ্গে অঙ্গে তার অলসতায় ভরপুর। এ সব দেখে মনে হচ্ছে এই পদ্মা বিপ্রলব্ধা হয়ে ঘরে ফিরে আসছে। (বিপ্রলব্ধা—প্রিয়সঙ্গম না হওয়ায় যে নায়িকার হৃদয় ব্যথিত হয়েছে তাকে বিপ্রলব্ধা বলে) ১

(নেপথ্যে পদ্মার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন)

ওগো কৃষ্ণ। অদূরে যখন মল্লিকাফুলগুলি ফুটে উঠেছিল তখন আমার সখী প্রফুল্লিতা

বৃন্দা—নূনমসৌ পদ্মনাভে পদ্মাসুহৃদামুপালম্ভঃ। ৩

(নেপথ্যে)—অহমুল্মুকপুঞ্জধর্মিণা, হৃদি চিন্তানিচয়েন চর্চ্চিতা।

ভুবি হন্ত নিবিশ্য জাগ্রতী কথমপ্যক্ষপয়ং ক্ষপামিমাম্॥ ৪

বৃন্দা—কথমিহ ভগবতী পৌর্ণমাসী পুরস্তাদভিবর্ত্ততে! ৫

(প্রবিশ্য) পৌর্ণমাসী ('অহমুল্মুকপুঞ্জ' ইতি পঠিত্বা)—কথমগ্রতোঽসৌ বনদেবী? তদেনামাসাদয়ামি ৬

বৃন্দা—(প্রণম্য) ভগবতি! কিমিদানীং তব চিন্তানিদানম্? ৭

মীলতি মুদ্রণং প্রাপ্নুবতী সতী। প্রণামচ্ছলেন ইমাং মোপহসীঃ, মাযোগেঽড়ভাবঃ। ক্রোধনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—ক্রোধস্তু মনসো দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাদিতি। অত্র পদ্মাসখীনাং হরয়ে ক্রোধঃ। বাচ্যমিতি অর্থাত্ত্বয়া সহ অপরং বাচ্যং প্রসঙ্গং কিম্। অধুনা তু ত্বয়া সহ বাক্যস্য কিমপি প্রয়োজনম্ নাস্তীতি ভাবঃ। ২

পৌর্ণেতি। উপালম্ভ ইতি, সনিন্দ্যবাক্যঃ। যঃ সনিন্দ উপালম্ভঃ, উল্মুকপুঞ্জঃ জ্বলৎকাষ্ঠপুঞ্জঃ। কথমপি কষ্টেন। ৩-৭

হয়েছিলেন—শিউলিফুলগুলি যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল তখন আমার সখী মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিলেন এবং কুমুদফুলগুলি যখন মুদ্রিত হয়েছিল তখন ঐ বালা নয়নদুটি মুদেছিলেন—এর পরে তোমাকে আর কি বলব বল? প্রণামচ্ছলে যেন এঁকে আর উপহাস কর না—এই আমার অনুরোধ। ২

বৃন্দা। মনে হচ্ছে পদ্মার সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করছে। ৩

(বেশগৃহে)

হায়! জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চিন্তারাশি যেন আমার চিত্তকে দহন করছে—এই অবস্থায় মাটিতে বসে জেগে জেগেই সারারাত কোনওরকমে কষ্ট করে কাটিয়েছি। ৪

বৃন্দা। ওমা একি! ভগবতী পৌর্ণমাসী যে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! ৫

পৌর্ণমাসী। (প্রবেশ করে—"অহমুল্মুকপুঞ্জ"—এই শ্লোক পাঠ করে) বনদেবী বৃন্দা এখানে কেমন করে উপস্থিত হয়েছেন? তবে তাঁর কাছেই যাই। ৬

বৃন্দা। (প্রণাম করে) ভগবতি! আপনার এত চিন্তার কারণ কি? ৭

পৌর্ণমাসী—বৎসে ! সন্দিষ্টাস্মি নগরান্মন্ত্রিচক্রচূড়ামণিনা তেনোদ্ধবেন ; যথা—স কিল ভোজকুলকালিমা তুষ্টভূপতিররিষ্টকেশিনাবাহূয় সাদরমাদিদেশ,—'হন্ত সখায়ৌ ! কুমারীহারিকা পূতনা নন্দগোকুলে কেনাপি দিব্যবালকেন মর্দ্দিতেতি সর্ব্বতঃ কিংবদন্তী। তেন কুমারস্য পরমাত্যন্তিকীনাং মমাপদাং নিদানস্য সম্পদাং কিল কুমারিকায়াশ্চ তত্রাবস্থিতিরিতি তর্কয়ামি। তচ্চ গোকুলং সংপ্রতি বাঢ়ং বৃন্দাবনমবগাঢ়মিত্যতো ভবদ্ভ্যাং যত্নেন তত্ত্বমবধারণীয়ম্' ইতি। ৮

বৃন্দা—ততস্ততঃ ? ৯

পৌর্ণমাসী—ততশ্চ রাধামাধবয়োরদ্ভুতানুভাবমনুভূয় লব্ধসম্ভাবনেন কেশিনা নিবেদিতযাথার্থ্যঃ পার্থিবো রাধানুরোধেন গোকুলমবরোদ্ধুং স্বয়মুদ্যতোঽভূৎ। ১০

বৃন্দা —(সত্রাসম্) ততস্ততঃ ? ১১

স কিলেতি। ভোজকুলকালিমা ভোজকুলাঙ্গারঃ। পরমাত্যন্তিকীনাং সম্পদাং নিদানস্য কুমারিকায়া ইতি কুমারিকাবিশেষণত্বেঽপি নিদানস্য নপুংসকত্বমজহল্লিঙ্গত্বাৎ। বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ, অত্র গোকুলে ইত্যতোঽনাবরণাদ্ধেতোঃ। যত্নেন সাবধানতয়া। ৮

পৌর্ণেতি। অনুভাবং প্রভাবম্। লব্ধসম্ভাবনেন লব্ধপ্রতীতিনা নিবেদিতং যাথার্থ্যং যস্মৈ সঃ। ৯-১১

পৌর্ণমাসী। বাছা ! মন্ত্রিপ্রবর উদ্ধব মথুরা নগরী থেকে এসে আমাকে বললেন—ভোজবংশের কলঙ্ক কংস রাজা বৃষাসুর ও কেশীদানবকে সাদরে আহ্বান করে বলেছে—ওহে—তোমরা আমার অত্যন্ত সুহৃদ্—কুমারিহারিকা পূতনা নন্দগোকুলে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে কোন একটি অপ্রাকৃত শিশু ঐ পূতনার প্রাণসংহার করেছে—সবাই এই কথাই বলছে। অতএব সেই কুমারের পরম সম্পদের নিদান এবং আমার পরম বিপদের 'কারণস্বরূপ সেই কুমারিকাও সেই গোকুলে বাস করছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

এখন আবার গোকুলের নাম হয়েছে বৃন্দাবন—অতএব তোমরা এ বিষয়ে আগেথেকে ভালকরে খবর নেবে। ৮

বৃন্দা। তারপর ? তারপর ? ৯

পৌর্ণমাসী। তারপর কেশী বৃন্দাবনে এসে রাধামাধবের অতুলনীয় প্রভাব অনুভব করেছে এবং সেটি দৃঢ় বিশ্বাস করে কংসরাজকে গিয়ে জানিয়েছে—তার ফলে রাজাও শ্রীরাধার জন্য সমস্ত গোকুলভূমি অবরোধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ১০

বৃন্দা। (ভীতভীতভাবে) তারপর ? তারপর ? ১১

পৌর্ণমাসী—ততশ্চারিষ্টেনাম্নস্থত্য রাধাপাণিবন্ধপ্রবাদে নিবেদিতে সোঽয়মধুনা শিথিলীকৃতাশঙ্কঃ শঙ্খচূড়াখ্যমাত্মনঃ সুহৃত্তমং দুষ্টযক্ষং কুমারীমাহর্ত্তুং নিযুক্তবান্। ১২

বৃন্দা—স্থানে খল্বিয়ং তব চিন্তা ; তথ্যমেষা দুষ্টেনাক্রান্তা ত্রিলোকীমের সন্তাপয়েৎ।

যতঃ, বিদ্যোতন্তে গুণপরিমলৈর্যাঃ সমস্তোপরিষ্টা-
তাঃ কস্যার্ত্তিং দধতি ন খলস্পর্শদগ্ধাঃ কুমার্য্যঃ ?
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মনুপমাং ক্লান্তিমাসাদয়ন্তী
মন্দাক্রান্তা ভবতি জগতঃ ক্লেশদাত্রী হি চিত্রা ॥ ১৩

কুন্দলতা—(প্রবিশ্য সংভ্রান্তা)

ভঅবদি ! অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। ১৪

পৌর্ণমাসী—কিং তদাশ্চর্য্যম্ ? ১৫

কুন্দলতা—দিট্‌ঠো মএ গোঅড্‌ঢণমল্লস্‌স মন্দিরপেরন্তে উজ্জোদন্তো-কিরণমালী। ১৬

বিদ্যোতন্ত ইত্যাদি। হেত্ববধারণনাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—নিশ্চয়ো হেতুনাঽর্থমতং হেত্ববধারণমিতি। অত্র চিত্রাদর্শনোপবৃংহিতত্বেন সর্ব্বগণোত্তমস্ত্রীত্বঃখরূপেণ হেতুনা সর্ব্বজনত্বঃখস্য নিশ্চয়াৎ হেত্ববধারণম্। মন্দেন দুষ্টেনাক্রান্তা, পক্ষে মন্দেন শনৈশ্চরেণাক্রান্তা। চিং চেতনাং ত্রায়য়তে ইতি চিত্রা শ্রীরাধা, পক্ষে চিত্রানাম্নী তারা। ১৩

কুন্দেতি। ভগবতি ! আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যম্। ১৪

কুন্দেতি। দৃষ্টো ময়া গোবর্দ্ধনমল্লস্য মন্দিরপ্রান্তে উদ্যোতমানকিরণমালী সূর্য্যঃ। ১৬

পৌর্ণমাসী। তারপর বৃষাসুর (অরিষ্ট) যখন গিয়ে কংসরাজকে এই কথা নিবেদন করল—যে শ্রীরাধার বিবাহ হয়ে গেছে—তখন কংসের শ্রীরাধার গ্রহণবিষয়ে আর কোন শঙ্কাই রইল না—তখন নিজেরই পরম বন্ধু দুষ্ট শঙ্খচূড় যক্ষকে কুমারী হরণ করতে নিযুক্ত করেছে। ১২

বৃন্দা। এ চিন্তা আপনার যথার্থই হয়েছে—দুষ্ট যদি শ্রীরাধাকে আক্রমণ করে তাহলে ত্রিলোকীকেই সন্তাপ দেবে।

কারণ—যে সব কুমারীর গুণসৌরভে চারিদিক সুরভিত হয়ে ওঠে, দুর্জ্জন যদি তাঁদের স্পর্শ করে তাপ দেয়—তাতে কে না মনে দুঃখ পাবে ? অর্থাৎ তাতে সকলেই মানসিক ব্যথায় কাতর হবে।

আর বেশী কি বলব ? দুরাচার যদি তাঁদের আক্রমণ করে পুনঃ পুনঃ দুঃখ দেয়—তাহলে তাঁরা নিজেরা কষ্ট পেলে সমস্ত জগতের প্রাণেও সে তাপের স্পর্শ লাগবে। ১৩

(ভীতভাবে কুন্দলতার প্রবেশ)

কুন্দলতা। ভগবতি ! আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! ১৪

পৌর্ণমাসী। সে আবার কি আশ্চর্য্য ? ১৫

কুন্দলতা। আমি দেখে এলাম—গোবর্দ্ধনমল্লের মন্দিরের কাছে সূর্য্যদেবের উদয় হয়েছে। ১৬

বৃন্দা—(সানন্দম্) ভগবতি ! মা কুরু চিন্তাম্, যদেষ রাধায়াশ্চিরমারাধনেন মিত্রস্য বৃষভানোঃ সৌহৃদেন চানুরঞ্জিতো ভানুরেনাং রক্ষিতুমাসেদিবান্। ১৭

পৌর্ণমাসী—নায়ং ভানুঃ, কিন্তু স এব কংসস্য পক্ষো যক্ষো ভবিষ্যতি। ১৮

কুন্দলতা—ইক্‌খণবিক্‌খোহণেহিং মউহপুঞ্জেহিং দুল্লক্‌খো এসো জক্‌খো ত্তি ণ সংভাবীঅদি। ১৯

পৌর্ণমাসী—সাংক্রামিকমিদং ময়ূখচক্রম্, ন তু নৈসর্গিকম্। ২০

কুন্দলতা—কুদো তং সংকন্তং ? ২১

পৌর্ণমাসী—চূড়ামণিতঃ। ২২

বৃন্দা—কুতস্তন্মহারত্নমবাপ্তম্ ? ২৩

পৌর্ণমাসী—কুবেরস্য মহাকোষমণ্ডপরক্ষিণামধ্যক্ষেণামুনা তদাধারপ্রাণধারকমপনীতম্। ২৪

বৃন্দেতি। অকারণে কারণমাহ যদিতি। এষঃ সূর্য্যঃ অনুরঞ্জিতঃ অনুরক্তঃ। এনাং রাধাম্। ১৭

কুন্দেতি। ঈক্ষণবিক্ষোভনৈঃ ময়ূখপুঞ্জৈঃ দুর্লক্ষ্য এষ যক্ষ ইতি ন সম্ভাব্যতে। ১৯

পৌর্ণেতি। সাংক্রামিকম্ সাংসর্গিকম্। সংক্রমঃ প্রতিবিম্বঃ, তত্র ভবং সাংক্রামিকম্। ২০

কুন্দেতি। কুতস্তৎ সংক্রান্তম্ ? ২১

পৌর্ণেতি। অমুনা শঙ্খচূড়েন তৎ রত্নং আধারস্য ধারণকর্ত্তুঃ প্রাণধারকং প্রাণপোষকং অপনীতং মূষিতম্। ২৪

বৃন্দা। (আনন্দের সঙ্গে) দেবি ! আর কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ শ্রীরাধার বহুদিনের আরাধনার ফলে এবং আপনার পরম মিত্র বৃষভানুরাজার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকায় অনুরাগী হয়ে সূর্য্যদেব স্বয়ং শ্রীরাধাকে রক্ষা করতে এসেছেন। ১৭

পৌর্ণমাসী। ইনি ভানু নন—বোধহয় এ কংসের পক্ষপাতী সেই যক্ষ। ১৮

কুন্দলতা। ঐ ব্যক্তি যে কিরণচ্ছটা বিস্তার করেছে—তা চোখের বিক্ষোভ সৃষ্টি করে—তাই ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্যও করা যাচ্ছে না—সুতরাং একে যক্ষ বলে তো মনে হয় না। ১৯

পৌর্ণমাসী। এ কিরণমালা ধার করা—স্বাভাবিক নয়। ২০

কুন্দলতা। কোথা থেকে এ তেজঃ লাভ করল ? ২১

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণির কাছ থেকে। ২২

বৃন্দা। কোথায় এই মহারত্ন পেল ? ২৩

পৌর্ণমাসী। শঙ্খচূড় ছিল কুবেরের কোষাগারের রক্ষীদের অধ্যক্ষ ; সকল রত্নের মধ্যে মুখ্য যে এই প্রাণধারক মণি—সে-ই এটি অপহরণ করেছে। ২৪

বৃন্দা—আর্য্যে ! চণ্ডরশ্মেরদ্য বাসরে তস্য মণ্ডপমবশ্যং গমিষ্যতি রাধিকা ; ততস্ত্বয়া নিষিধ্যতাম্। ২৫

কুন্দলতা—বৃন্দে ! সা মন্দিরাদো চিরং তথ চলিদথি। ২৬

পৌর্ণমাসী—কুন্দলতে ! ততস্ত্বয়া তূর্ণমুপায়েনাস্যাঃ সন্নিধৌ নিধীয়তামঘভেদী ; বয়মপি সঙ্কর্ষণং সন্নিকর্ষয়িতুং প্রযামঃ। ২৭

(ইতি বৃন্দয়া সহ নিষ্ক্রান্তা।)

বিষ্কম্ভকঃ

—০—

কুন্দলতা—(পরিক্রম্য) জডিলাললিদাবিসাহাহিং বেঢ়িজ্জন্তী এসা আঅচ্ছদি রাহী। ২৮

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টা রাধা)

শ্রীরাধা—(স্বগতম্) হিঅঅ ! মা উত্তম্ম ; এথ্থ দুগ্ঘডং দে পিঅপেক্খণং। ২৯

বৃন্দেতি। চণ্ডরশ্মেঃ সূর্য্যস্য। ২৫

কুন্দেতি। বৃন্দে ! সা মন্দিরাৎ চিরং তত্র চলিতাস্তি। ২৬

পৌর্ণেতি। অঘভেদী শ্রীকৃষ্ণঃ। ২৭

বিষ্কম্ভকো ভবেদ্ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচকঃ ॥

কুন্দেতি। জটিলাললিতাবিশাখাভিঃ বেষ্ট্যমানা এষা আগচ্ছতি। ২৮

রাধেতি। হৃদয় ! মা উত্তপস্ব উৎকণ্ঠয়া মা ক্ষীণীভব, অত্র দুর্ঘটং তে প্রিয়প্রেক্ষণম্। ২৯

বৃন্দা। আর্য্যে, আজ তো সূর্য্যদেবের দিন—তাই শ্রীরাধা নিশ্চয়ই সূর্য্যমণ্ডপে আসবেন। অতএব আপনি গিয়ে তাঁকে নিষেধ করুন। ২৫

কুন্দলতা। বৃন্দে ! তিনি অনেক আগেই ঘর থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছেন। ২৬

পৌর্ণমাসী। কুন্দলতে ! তবে তুমি তাড়াতাড়ি যেমন করে হোক্ শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাও, আমরাও বলদেবকে পাঠাবার জন্য যাচ্ছি। ২৭

(এই বলে বৃন্দার সঙ্গে প্রস্থান করলেন)

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎ বস্তুর অংশসূচক সমাপ্তি।

কুন্দলতা। (ফিরে এসে) এই তো জটিলা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে শ্রীরাধা আসছেন। ২৮

(তারপর ঐ অবস্থায় শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (মনে মনে) হৃদয় ! তুমি আর উৎকণ্ঠায় ক্ষীণ হয়ো না, কারণ এখানে প্রিয়দর্শন কিছুতেই ঘটতে পারে না। ২৯

কুন্দলতা—রাহি ! মঙ্গলেণ সঙ্গবে চ্চেঅ সঙ্গদাসি । ৩০

জটিলা—(সরোষম্) চবলে ! 'রাহি রাহি' ত্তি মা ফুড়ং ভণাহি, সুণিঅ কণ্‌হো আঅমিস্‌সদি । ৩১

ললিতা—(সস্মিতম্) সাহু ভণাদি অজ্জা । ৩২

জটিলা—ললিদে ! সূরমণ্ডবং লেবিতুং অগ্‌গদো জামি । ৩৩

(ইতি পরিক্রামতি)

শ্রীরাধা—কুন্দলদে ! অবি ণাম জাণাসি, সো অম্হাদিসীণং হুল্লহদংসণো, তুম্হ দেঅরো কহিং ণিবসেদি, কহিং বা কীলদি ত্তি ? ৩৪

কুন্দলতা—অই লোলুহে ! রত্তিন্দিণং জেব্ব তিণা সমং রমসি, তহবি এব্বং উক্কণ্ঠসি ! ৩৫

কুন্দেতি। রাধে ! মঙ্গলে সঙ্গবে এব সঙ্গতাসি। সঙ্গবঃ কালঃ প্রাতঃকালানন্তরং ষট্‌ঘটীকাত্মকঃ। ৩০

জটিলেতি। চপলে ! 'রাধে' 'রাধে' ইতি মা স্ফুটং ভণ, শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ আগমিষ্যতি। ৩১

ললিতেতি। সাধু ভণতি আর্য্যা। ৩২

জটিলেতি। ললিতে ! সূর্য্যমণ্ডপং লেপিতুম্ অগ্রতো যামি। ৩৩

রাধেতি। কুন্দলতে ! অপি নাম জানাসি, কৃষ্ণঃ অস্মদৃশীনাং দুর্লভদর্শনঃ তব দেবরঃ, কস্মিন্ নিবসতি, কুত্র বা ক্রীড়তীতি ? ৩৪

কুন্দেতি। অয়ি লোলুপে ! রাত্রিন্দিবমেব তেন সমং রমসে, তথাপি এবং উৎকণ্ঠসে। ৩৫

কুন্দলতা। ওগো রাধে ! পরম মঙ্গল মুহূর্ত্তে তুমি এখানে এসে পড়েছ। ৩০

জটিলা। (ক্রোধভরে) দুষ্ট ! 'রাধে' 'রাধে'—এ নাম বারবার স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে বলো না—কারণ এই রাধা নাম শুনতে পেলে শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই থাকুক না কেন—এখানে এসে উপস্থিত হবে। ৩১

ললিতা। (একটু হেসে ফেলে) আর্য্যে ! ভাল কথা বলেছেন। ৩২

জটিলা। ললিতে ! সূর্য্যমণ্ডপ লেপন করবার জন্য আমি আগে যাচ্ছি। ৩৩

(এই বলে জটিলা প্রস্থান করলেন।)

শ্রীরাধা। ওগো কুন্দলতে ! তুমি কি জান—তোমার দেওর শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় আছেন ? যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া আমাদের কাছে একরকম দুর্ল ভ—তিনি এখন কোথায়ই বা লীলা করছেন—সে খবরও কি তুমি জান ? ৩৪

কুন্দলতা। রাধে ! তুমি যে অবাক করলে ! শ্রীকৃষ্ণমিলনে তোমার এ কি অপরূপ লোলুপতা ! দিনরাত যাঁর সঙ্গে বিহার করছ—তবু তাঁর জন্য তোমার এত উৎকণ্ঠা ! ৩৫

শ্রীরাধা —হলা ! অলং ইমিণা উবহাসেণ। ধণ্ণাও ক্খু তুম্হে, জাহিং অণিআরিদং অচ্ছিপুডাইং ভরিঅ উণ উণ সো অচ্চরিও অমিঅপূরো পীঅদি ; অকিদপুণ্ণলেসাণং উণ অম্হাণং সুণিদুং পি সুদুল্লহো এসো। ৩৬

কুন্দলতা—রাহে ! এসো জেব্ব অমিঅসাঅরে ণিমগ্গাণং তিণ্হাবহো বাহারো। ৩৭

শ্রীরাধা—অই পরদুক্খাণহিণ্ণে ! এক্কং সচ্চং ভণাহি, অবি ণাম সো ক্খু ধণ্ণো মুহুত্তো ঘডিস্সদি, জহিং সিবিণেবি তস্স ক্খণদংসণলাহসংভাবণা মে সুলহা হুবিস্সদি। অধবা কিং দুল্লহে অত্থে লালসাএ ?

কুন্দলদে ! পসীদ পসীদ, অণুকম্পেহি, অণুকম্পেহি, অজ্জ সা ক্খু সামলা কোমুদী জেণ পীদা, তং জেব্ব পুণ্ণবন্তং অপ্পণো বামলোঅণঞ্চলং এত্থ খিণ্ণে মন্দভাইণি জণে ক্খণং অপ্পেহি। ৩৮

রাধেতি। সখি! অলম্ অনেন উপহাসেন। ধন্যাঃ খলু যূয়ং যভিঃ অনিবারিতম্ অক্ষিপুটানি ভৃত্বা পুনঃ পুনঃ স আশ্চর্য্যামৃতপূরঃ পীয়তে, অকৃত-পুণ্যলেশানাং পুনঃ অস্মাকং শ্রোতুমপি সুদুর্লভ এষঃ। ৩৬

কুন্দেতি। রাধে! এষ এবামৃতসাগরে নিমগ্নানাং তৃষ্ণাবহো ব্যাবহারঃ। ৩৭

রাধেতি। অয়ি পরদুঃখানভিজ্ঞে! একং সত্যং ভণ, অপি নাম স খলু ধন্যো মুহূর্ত্তো ঘটিষ্যতি, যস্মিন্ স্বপ্নেঽপি তস্য ক্ষণদর্শনলাভসম্ভাবনা মে সুলভা ভবিষ্যতি। অথবা কিং দুর্লভে অর্থে লালসয়া ? কুন্দলতে! প্রসীদ, প্রসীদ, অনুকম্পয়, অনুকম্পয়, অদ্য সা খলু শ্যামলা কৌমুদী যেন পীতা, তমেব পুণ্যবন্তমাত্মনো বামলোচনাঞ্চলমেতস্মিন্ খিন্নে মন্দভাগিনিজনে ক্ষণমর্পয়। ধীনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—দৃষ্টার্থসিদ্ধিপর্য্যন্তা চিন্তা ধীরিতি কথ্যতে ইতি। যথা—কুন্দলতে! প্রসীদ প্রসীদ ইত্যারভ্য আণেহি এক্কং বিঅক্খণং বন্ধণম্মিত্যেতৎ পর্য্যন্তং বাক্যার্থমুদাহরণম্। অত্র রাধিকায়া উৎকণ্ঠাদর্শনাৎ জটিলাসমক্ষমেব বিপ্রবেশেন কৃষ্ণপ্রবেশে চিন্তনং কুন্দলতায়া ধীঃ। ৩৮

শ্রীরাধা। সই ! আমি কি তোমার উপহাসের পাত্র ! সত্যি, তোমাদের ভাগ্যের সীমা নেই। কারণ অনিমেষ নয়নপুটে বার বার সেই অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণামৃত প্রাণভরে পান করছ—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি বড়ই মন্দভাগ্য—এমন কোন পুণ্যই করি নি যাতে কৃষ্ণনাম আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ৩৬

কুন্দলতা। কিশোরীজী ! অমৃতসাগরে যারা নিরন্তর ডুবে আছে তাদের তৃষ্ণা এমনই হয় বটে ! ৩৭

শ্রীরাধা। ওলো কুন্দলতে ! তুমি তো পরের দুঃখ বোঝ না। একটি সত্য কথা বলো ত, সেই সুসময় কখন আসবে ? যখন স্বপ্নেও সেই দুর্ল ভদর্শন কৃষ্ণের একটিবারও দেখা পাব ? অথবা যা একান্ত দুর্ল ভ তার সম্বন্ধে লোভ করলেই বা লাভ কি ? কুন্দলতে ! আমায় করুণা কর—করুণা কর—যে নয়নে আজ শ্যামামৃত পান করেছ—তোমার সেই বামনয়নের কোণে আমার মত হতভাগিনী দীনজনের দিকে একটিবাবের জন্যও চাও। ৩৮

কুন্দলতা—(সাভ্যসূয়মিবালোক্য) অলং পরপুরিসে গিজ্ঝন্তীহিং তুম্হেহিং সহ বাআএ বি সংমীসণেণ। (ইতি ধাবন্তী জটিলামুপেত্য) অজ্জে! কধং পঢ়মং বম্হণং ণ মগ্গেসি, জো ক্খু সূরং পূআবইস্সদি? ৩৯

জটিলা—বচ্ছে! সচ্চং কহেসি! তা পসীদ, আণেহি একং বিঅক্খণং বম্হণং। ৪০

কুন্দলতা—জধা ভণাদি অজ্জা। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) ৪১

ললিতা—হলা রাহি! পেক্খ, লেবিদং অজ্জাএ মণ্ডবং, তা বন্দেহি ভঅবন্তং সূরং। (ক)

শ্রীরাধা—(সূর্য্যং প্রণম্য) দেঅ! দেক্খাবেহি অহিট্ঠং। ৪২

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গল কুন্দলতাভ্যামনুগম্যমানো বিপ্রবেশঃ কৃষ্ণঃ।)

শ্রীকৃষ্ণঃ—(পুরো রাধাং পশ্যন্নপবার্য্য)—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা॥ ৪৩

কুন্দেতি। অলং পরপুরুষে গৃধ্নন্তীভিঃ যুষ্মাভিঃ সহ বাচাপি সম্মীলনেন। (ইতি ধাবন্তী জটিলাং গত্বা) আর্য্যে! কথং প্রথমং ব্রাহ্মণং ন মৃগয়সে যঃ খলু সূর্য্যং পূজয়িষ্যতি। ৩৯

জটিলেতি। বৎসে! সত্যং কথয়সি, তস্মাৎ প্রসীদ, আনয় একং বিচক্ষণং ব্রাহ্মণম্। ৪০

কুন্দেতি। যথা ভণতি আর্য্যা। ৪১

ললিতেতি। সখি রাধে! পশ্য, লেপিতম্ আর্য্যয়া মণ্ডপং, তস্মাৎ বন্দয় ভগবন্তং সূর্য্যম্। (ক)

রাধেতি। (সূর্য্যং প্রণম্য) দেব! দর্শয়াভীষ্টম্। ৪২

কৃষ্ণ ইতি। বিহারসুরদীর্ঘিকেত্যাদি। গুণকীর্ত্তননাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং—লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহূনাং যত্র নামভিঃ। একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনমিতি। অত্র সুরদীর্ঘিকাদিশব্দৈ রাধা সংশব্দনং

কুন্দলতা। (যেন অসূয়া ভরে দর্শন করে) পরপুরুষে মন মজে আছে তোমাদের—তোমাদের সঙ্গে কথা বলারই বা কি প্রয়োজন? (এই বলে তাড়াতাড়ি জটিলার কাছে গিয়ে বললেন) আর্য্যে! যিনি সূর্য্যপূজা করাবেন—এমন একজন ব্রাহ্মণ আগে ঠিক করেন নি কেন? ৩৯

জটিলা। বাছা! ঠিক বলেছ,—কিছু মনে করো না—একজন ভাল দেখে ব্রাহ্মণ নিয়ে এস। ৪০

কুন্দলতা। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। (এই বলে প্রস্থান) ৪১

ললিতা। রাই! দেখ, দেখ! আর্য্যা কেমন মণ্ডপ লেপন করেছেন। চল, আমরা দেব দিবাকরকে প্রণাম করি। (ক)

শ্রীরাধা। (সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে) দেব! অভীষ্টবস্তু দর্শন করাও। ৪২

তারপর মধুমঙ্গল ও কুন্দলতার অনুগমন করে ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (সামনে শ্রীরাধাকে দেখে মনে মনে বললেন)

শ্রীরাধা—(দূরতঃ কৃষ্ণমীষদালোক্য জনান্তিকং সংস্কৃতেন)—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্বনভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ ?
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥ ৪৪

(পুনরবেক্ষ্য) হদ্ধী হদ্ধী, পমাদো পমাদো ! ললিদে ! পেক্খ, পেক্খ, ণং বম্হআরিণং দট্ঠুণ বিক্খুহিদং মে হদহিঅঅং, তা ইমস্স মহাপাবস্স অগ্গিপ্পবেসো জেব্ব পরাঅচিত্তং । ৪৫

ললিতা—হলা ! সচ্চং কধেসি ; তা ণূণং সবণ্ণত্তণং ভামেদি । ৪৬

গুণকীর্ত্তনম্। সুরদীর্ঘিকা মন্দাকিনী, ভেদভাক্ পরম্পরিতরূপকালঙ্কারোঽয়ম্ । আলানাং জয় কুঞ্জরস্তেত্যাদিবৎ, সুরদীর্ঘিকা গঙ্গা । ৪৩

রাধেতি। সহচরীত্যাদি। বিধাননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—সুখদুঃখকরং যত্তু তদ্বিধানং বুধা বিদুরিতি। অত্র রাধায়াঃ কৃষ্ণবুদ্ধ্যা বিপ্রবুদ্ধ্যা বা সুখদুঃখকথনাদ্বিধানম্। সহচরি! হরিরেষেতি রাধাবাক্য-সমাপ্তিপর্য্যন্তম্। মাদ্যন্ যো মতঙ্গজস্তদ্বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ। ৪৪

হা ধিক্ হা ধিক্ ! প্রমাদঃ প্রমাদঃ ! ললিতে ! পশ্য পশ্য, এনং ব্রহ্মচারিণং দৃষ্ট্বা বিক্ষুব্ধং মে হতহৃদয়ং, তস্মাৎ অস্য মহাপাপস্য অগ্নিপ্রবেশ এব প্রায়শ্চিত্তম্। ৪৫

ললিতেতি। সখি! সত্যং কথয়, তস্মাৎ নূনং সবর্ণত্বং ভ্রময়তি কৃষ্ণস্য বর্ণতুল্যমিত্যর্থঃ। ৪৬

যিনি আমার মনোরূপ মতঙ্গজের বিহারের সুরধুনী গঙ্গা, যিনি আমার লোচন-চকোরদুটির শরৎকালের ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রপ্রভা—আর যিনি আমার বক্ষঃরূপ গগনতটের অলঙ্কার—সুন্দর তারকারাজি—যেন হারাবলী—ঠিক এদের মতই আজ আমি বড়ই অভিলাষ নিয়ে শ্রীরাধাকে পেয়েছি। ৪৩

শ্রীরাধা। (দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণকে একটু দেখে মনে মনে সংস্কৃতভাষায় বললেন—) সখি ! মদমত্ত হস্তীর মত মহাপরাক্রমশালী নির্ভীক নবঘনশ্যাম এই নবীন যুবকটি কে ? কোথা থেকেই বা ইনি বৃন্দাবনে এলেন ? ইনি যে দেখছি নিজের চঞ্চলদৃষ্টিরূপ চোরকে দিয়ে আমার হৃদয় ধনাগার থেকে ধৈর্য্যধন অপহরণ করছেন। ৪৪

(পুনরায় দেখে)

হায় ! হায় ! এ কি ! এ কি ! ললিতে ! দেখ, দেখ,—এই ব্রহ্মচারীকে দর্শন করে আমার হতহৃদয়ে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে—তাই আমার মনে হয় এই মহাপাপ যদি অগ্নিতে প্রবেশ করে তাহলেই তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে। ৪৫

ললিতা। সখি ! ঠিক বলেছ—যাই হোক্—আমার মনে হয় এটি নিশ্চয় সজাতি ভ্রম। ৪৬

শ্রীরাধা—(পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন)—

সহচরি হরিরেষ ব্রহ্মবেশং প্রপন্নঃ
কিময়মিতরথা মে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা।
শশধরমণিবেদী স্বেদধারাং প্রসূতে
ন কিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদীমন্তরেণ॥ ৪৭

বিশাখা—হলা ! মহুরং মন্তেসি, মাহবো চ্চেঅ এসো। ৪৮

কুন্দলতা—অজ্জে জডিলে ! এদং সত্থাহিণ্ণং পেক্খ বম্হণ-জুঅলং। ৪৯

মধুমঙ্গলঃ—জডিলে ! সূরপূআবিহাণে বিঅড্ঢোম্হি, তা উবণেহি পঢ়মং খণ্ডলড্ডুআইং। ৫০

জটিলা—অরে চঞ্চলবম্হণা ! তুমং কণ্হস্স সহঅরোসি, তা ইদো অবেহি। এসো চ্চেঅ সোম্মসামলা পইদী বড়ুও পূআবইস্সদি বহূঅং। ৫১

শ্রীকৃষ্ণঃ—হন্ত জরদাভীরি ! তস্য রাজপুরে শ্রয়মাণস্য দুর্লীলস্য গোপরাজসূনোরেব কিং বটুকোঽয়ং সখা, তদ্‌যুক্তমস্য নিষ্কাশনম্। ৫২

জটিলা—অজ্জ ! সিগ্ঘং অগ্ঘাবেহি মিহিরং। ৫৩

রাধেতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ, চন্দ্রকান্তমণিনা নির্মিতা। ৪৭

বিশাখেতি। সখি ! মধুরং মন্ত্রয়সি, মাধব এব এষঃ। ৪৮

কুন্দেতি। আর্য্যে ললিতে ! এতৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞং পশ্য ব্রাহ্মণযুগলম্। ৪৯

মধুমঙ্গলেতি। জটিলে ! সূর্য্যপূজাবিধানে বিদগ্ধোঽস্মি; তস্মাৎ উপানয় প্রথমং খণ্ডলড্ডুকানি। ৫০

জটিলেতি। তস্মাৎ ইতো দূরীভব, এষ সৌম্যশ্যামলপ্রকৃতির্বটুকঃ পূজয়িষ্যতি বধূম্। ৫১

জটিলেতি। আর্য্য ! শীঘ্রমর্ঘ্যাপয় মিহিরম্ পূজয় সূর্য্যমিত্যর্থঃ। অর্ঘ্যঃ পূজাবিধৌ মূল্যে ইতি মেদিনী। ৫২-৫৩

শ্রীরাধা (পুনরায় দেখে সংস্কৃত ভাষায় বললেন)

সই ! ইনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হরি, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করে এখানে এসেছেন। তা না হলে আমার হৃদয় এমন অভিভূত হবে কেন ? কারণ কুমুদ্বন্ধু চন্দ্রের চন্দ্রিমা স্পর্শ ছাড়া কি কখনও চন্দ্রকান্তমণির তৈরী বেদী গলতে পারে ? ৪৭

বিশাখা। সখি ! তোমার বিচার ঠিকই। ইনি সত্যিই মাধব। ৪৮

কুন্দলতা। আর্য্যে জটিলে ! এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুজনকে নিয়ে এসেছি—দেখুন। ৪৯

মধুমঙ্গল। জটিলে ! আমি সূর্য্যপূজায় বিশেষ পণ্ডিত—তাড়াতাড়ি—কিছু মিষ্টি নাড়ু নিয়ে এস দেখি। ৫০

জটিলা। ওরে দুষ্টু বামুন ! তুই তো সেই কৃষ্ণের সখা—তুই এখানথেকে সরে যা—সরে যা। এই শ্যামলকান্তি বালকটাই ঠিক বামুন বটে, এই বধুকে পূজা করাবে। ৫১

শ্রীকৃষ্ণ। হায় হায় ! ওগো বৃদ্ধ গোপিকে ! রাজপুরীতে যে ব্রজরাজনন্দনের দুর্লীল বলে খ্যাতি আছে—এই ব্রাহ্মণবালকটা তারই সখা, অতএব একে এখানথেকে দূর করে দেওয়াই তো উচিত। ৫২

জটিলা। আর্য্য ! তুমি তাড়াতাড়ি সূর্য্যদেবের পূজা কর। ৫৩

শ্রীকৃষ্ণঃ—(রাধামপাঙ্গেনালিঙ্গ্য) কল্যাণি ! কিন্নাম্নসি ? ৫৪

জটিলা। (কৃষ্ণস্য কর্ণে) এব্বং ণেদং। ৫৫

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সাদ্ভুতমিব) হন্ত, সৈব খল্বিয়ং পুণ্যবতী, তর্হি বিশ্রুতমস্যাঃ পাতিব্রত্যম্। ৫৬

জটিলা—একাএ মহ বহূডিআএ জেব্ব রক্‌খিদা গোউলস্‌স কিত্তী। ৫৭

শ্রীকৃষ্ণঃ—পতিব্রতে ! তাম্রকুণ্ডীং গৃহাণ, মন্ত্রমুদাহরামি। ৫৮

(রাধা সোৎকম্পং তথা করোতি) ৫৯

শ্রীকৃষ্ণঃ—

নিভৃতমরতিপুঞ্জভাজি রাধে, ত্বদধর-বর্দ্ধিতচাপলে চলাক্ষি।
চটুলয় কুটিলাং দৃগন্তলক্ষ্মী,-ময়ি কৃপণে ক্ষণমোঁ নমঃ সবিত্রে॥ ৬০

জটিলা—কুন্দলদে ! অস্সুদপুব্বা এসা কেরিসী রিচা বড়ুএণ পঢ়িজ্জই ? ৬১

জটিলেতি। এবং নেদম্। ৫৫

জটিলেতি। একয়া মম বধূটিকয়া এব রক্ষিতা গোকুলস্য কীর্ত্তিঃ। ৫৭

কৃষ্ণ ইতি। অর্থাত্তব কটাক্ষলবায় সবিত্রে নম ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা মনুষ্যলীলয়া উক্তমেতৎ অন্যথা সূর্য্যস্য বন্দনীয়ঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধের্দোষাপত্তিঃ। ৬০

জটিলেতি। কুন্দলতে ! অশ্রুতপূর্ব্বা কীদৃশী ঋক্ বটুকেন পঠ্যতে ? ৬১

শ্রীকৃষ্ণ। (কটাক্ষ দ্বারা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করে)
কল্যাণি ! তোমার নাম কি ? ৫৪

জটিলা। (শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে) এ কথা বলো না। ৫৫

শ্রীকৃষ্ণ। (যেন আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে) আহা ! তাইতো ! ইনি সেই পুণ্যবতী, এঁর পাতিব্রত্য-ধর্মের কথা অনেক শুনেছি। ৫৬

জটিলা। গোকুলের কীর্ত্তি বলতে যা তা আমার বধূ একাই রক্ষা করেছে। ৫৭

শ্রীকৃষ্ণ। তাম্রকুণ্ড গ্রহণ কর—আমি মন্ত্র পাঠ করি। ৫৮

শ্রীরাধা। (কম্পিত ভাবে তাম্রকুণ্ড গ্রহণ করলেন) ৫৯

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে ! তোমার অধর দর্শন করে আমার চাঞ্চল্যই বাড়ছে—তাতে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। অতএব ওগো চপলাক্ষি ! আমার মত দীনজনের প্রতি তোমার কুটিল নয়নের শোভা একবার নিক্ষেপ কর। সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। (অর্থাৎ তোমার কটাক্ষকরুণা লাভের জন্যই সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। ৬০

জটিলা। এই ব্রাহ্মণ একি মন্ত্র পাঠ করল ? এমন মন্ত্র তো আগে কখনও শুনি নি। ৬১

মধুমঙ্গলঃ—(সাট্টহাসম্) বু ড্‌ঢিএ ! আহীরীবুদ্ধিআ তুমং রীরী-গীদং চ্চেঅ জাণাসি, অম্হবেঅস্স তুমং কাসি ? তা সুণাহি, কোস্থুমেসবীএ সাহাএ তইঅবগ্‌গস্স ললণাসুহঅরী রিচা এসা। ৬২

(সর্ব্বাঃ স্মিতং কুর্ব্বন্তি) ৬৩

জটিলা—(সলজ্জম্) হোত্থু, সুট্‌ঠু পূআবেহি, পুত্তও মে গোকোডীসরো হোদু। ৬৪

শ্রীকৃষ্ণঃ— অর্চ্চিতার্চ্চাধুনা ধন্যে ত্বমর্ঘ্যং কুরু ভাবতঃ।
অম্বরোদ্ভাসিনে গাঢ়মুদা রাজীববন্ধবে॥ ৬৫

(রাধা সম্ভ্রমং নাটয়তি।) ৬৬

মধুমঙ্গলেতি। বৃদ্ধে! আভীরী মুগ্ধা, ত্বং 'রীরী'শব্দমেব জানাসি, অস্মদ্বেদস্য ত্বং কাসি? তস্মাচ্ছৃণু, কৌস্থুমেষব্যাঃ শাখায়াস্তৃতীয়বর্গস্য ধর্ম্মাদিষু তৃতীয়স্য কামস্য ললনাশুভকরী ঋগেষা প্রত্যুপন্নমতির্নাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং—তাৎকালিকী চ প্রতিভা প্রত্যুপন্নমতির্মতেতি। অত্র মধুমঙ্গলস্য প্রতিভা। ৬২

জটিলেতি। ভবতু সুষ্ঠু পূজয় পুত্রো যেন গোকোটীশ্বরো ভবতু। ৬৪

কৃষ্ণ ইতি। অর্চা প্রতিমা অর্চ্চিতা ত্বয়েতি শেষঃ। অম্বরমাকাশং, পক্ষে বস্ত্রং পীতবস্ত্রং পূর্ব্বস্মিন্ ভাসিতং শীলং যস্য সঃ। পরোণেদ্ভাসিত ইতি স তস্মৈ। রাজীববন্ধবে সূর্য্যায়, পক্ষে জীববন্ধবে জীবনমিত্রায় মহ্যম্। গাঢ়মুদা অতিহর্ষেণ, পক্ষে গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা উদারা ত্বং ভাবতোঽর্ঘ্যং পূজাবিধিং কুরু। ৬৫

মধুমঙ্গল। (উচ্চহাস্য করে) বৃদ্ধে! তোমার গোপজাতির বুদ্ধি কি না—তাই এ রকম কথা বলছ। তুমি কেবল গাভীকে আহ্বান করবার জন্য রীরী শব্দে গান করতে জান—আমাদের বেদ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কতটুকু? তবে বলি শোন। এই যে মন্ত্র পাঠ করা হল—এ হল কৌস্থুমেষবী শাখার তৃতীয়বর্গের ললনাশুভকরী ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র।

পক্ষান্তরের অর্থ হচ্ছে কন্দর্প বৃক্ষশাখার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে তৃতীয় বর্গ যে কাম, তারই এই মন্ত্র—এ মন্ত্র শুনতে পেলে রমণীদের বড় আনন্দ হয়। ৬২

(সকলে হাসতে লাগলেন) ৬৩

জটিলা। (সলজ্জভাবে) যাই হোক্। তুমি এখন ভালকরে পূজা কর—আমার পুত্র যেন কোটি গাভীর অধীশ্বর হয়। ৬৪

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্যে! প্রতিমা পূজা তো করা হল, এখন এসে ভক্তিভরে গগনে উদিত পদ্মবন্ধু সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দান কর। ৬৫

শ্রীরাধা। (লজ্জাবোধ করতে লাগলেন) ৬৬

কুন্দলতা—(সংস্কৃতেন)

সম্প্রতি কন্যারাশে,-রূপভোগং কুর্ব্বতে পুরঃস্থায়।
মিত্রায় চিত্রমর্ঘ্যং, কুরু সুস্মিত-পুণ্ডরীকেণ॥ ৬৭

(রাধা দৃগন্তেন হরিং পশ্যতি।) ৬৮

শ্রীকৃষ্ণঃ—　সবিতুঃ সমাপ্তিমাপ্তঃ, পূজাবিধিরেষ সুষ্ঠু কল্যাণি।
ইষ্টং নন্দয় দেবং, সরাগসুমনোবরাঞ্জলিনা॥ ৬৯

(রাধা বন্ধূককুসুমাঞ্জলিং ক্ষিপতি) ৭০

মধুমঙ্গলঃ—জড়িলে! মিট্‌ঠং পক্কণ্ণং দক্‌খিনা দিজ্জউ। অম্হে অচ্ছিদ্দং বাহরেম্হ। ৭১

শ্রীকৃষ্ণঃ—অরে পাত্রেসমিত বাচাট-বটো! তিষ্ঠ, গোকুলবাসিনাং মৈত্রীলাভ এব মে দক্ষিণা। ৭২

কুন্দেতি। কন্যারাশেঃ, পক্ষে কন্যাসমূহস্য। মিত্রায় সূর্য্যায়, পক্ষে কৃষ্ণায় মহ্যম্। সুস্মিতং কমলং তেন, পক্ষে সুস্মিতমেব পুণ্ডরীকং তেন। ৬৭

কৃষ্ণ ইতি। সবিতুঃ সূর্য্যস্য, ইষ্টং দেবং সূর্য্যম্। পক্ষে ইষ্টং স্বানুকূল্যবিষয়ং দেবং ক্রীড়াপরং মাম্। সরাগাঃ সুমনোবরাঃ পুষ্পশ্রেষ্ঠাস্তেষামঞ্জলিনা। পক্ষে সানুরাগঃ সুষ্ঠু মনসো বরাঞ্জলিনা। ৬৯

মধুমঙ্গলেতি। জটিলে! মিষ্টং পক্কান্নং দক্ষিণা দীয়তাম্। বয়ম্ অচ্ছিদ্রং ব্যাহরামঃ। ৭১

কৃষ্ণ ইতি। পাত্রেসমিত ভোজনমাত্রতৎপরঃ পেটুক ইতি নীচোক্তিঃ। স পাত্রে সমিতোৎপন্ন-ভোজনাম্মিলিতো নয়েত্যমরাৎ। ৭২

কুন্দলতা। (সংস্কৃত ভাষায়)

এখন সূর্য্যদেব কন্যারাশি ভোগ করছেন—তাই প্রস্ফুটিত কমল দিয়ে এঁর বিচিত্র অর্ঘ্য রচনা কর।

শ্লেষের পক্ষে অন্য অর্থ—সম্প্রতি কন্যাসমূহকে ভোগ করছেন—এমন যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তোমার সামনে রয়েছেন—তাঁকে তোমার বিকশিত হাস্যকমল দ্বারা সুন্দর অর্ঘ্য প্রদান কর। ৬৭

শ্রীরাধা। (নয়নকোণ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন) ৬৮

শ্রীকৃষ্ণ। কল্যাণি! সূর্য্যদেবের পূজা খুব ভালভাবেই পরিসমাপ্তি হল—এখন তুমি সুন্দর রক্তকুসুমের অঞ্জলি দিয়ে ইষ্টদেবকে আনন্দিত কর। পক্ষে অনুরাগে রাঙ্গা কুসুমের অঞ্জলি দাও। ৬৯

শ্রীরাধা। (বাঁধুলীপুষ্পের অঞ্জলি দান করলেন।) ৭০

মধুমঙ্গল। জটিলে! সুমিষ্ট পক্কান্ন দক্ষিণা দাও।—আমরা যেন প্রাণভরে তার ব্যবহার করতে পারি। ৭১

শ্রীকৃষ্ণ। আরে পেটুক বাচাল ব্রাহ্মণবালক! তুমি কেবল ভোজন করতেই পটু—কিন্তু আমি যদি গোকুলবাসীদের মিত্রতা লাভ করতে পারি তাহলে সেইটিই হবে আমার পরম দক্ষিণা। ৭২

জটিলা—(সহর্ষম্) ভো বড়ুরাঅ ! মহ ঘরং সমাঅচ্ছ, তথ ইট্ঠ-ভোঅণং বম্হণাণং ভুঞ্জাবিঅ মণিমুদ্দিআ মএ দাদব্বা । ৭৩

মধুমঙ্গলঃ—(সহর্ষম্) অজ্জে ! সুদবকখরা হোহি, জং ইট্ঠভোঅনং বম্হণাণং দাতুকামাসি । ৭৪

শ্রীকৃষ্ণঃ—বৃদ্ধে ! ভোজয়ামুং বটুকম্ ; অহং তু পৌর্ণমাসীমাসাদ্য গুরোর্গর্গস্য সন্দিষ্টমাবেদয়িষ্যামি । ৭৫

কুন্দলতা—কীরিসং তং ? ৭৬

শ্রীকৃষ্ণঃ—মাতঃ পূর্ণিমে ! যা ভবত্যাঃ প্রেমপাত্রী বৃষভানুপুত্রী, তস্যাঃ সংশয়োঽস্য মহানিতি কল্পতরুমূলে সা রক্ষোঘ্নমন্ত্রেণভিমন্ত্র্যতামিতি । ৭৭

কুন্দলতা—(সব্যথমিবাপবার্য্য) অজ্জে ! দিট্ঠিআ দিট্ঠিগোঅরো এসো কপ্পরুক্খো , তা তুমং গতুঅ ভঅবদীং এথ পথাবেহি বড়ুং বি ভুঞ্জাবেহি । অম্হে ণং গগ্গসিক্খং ক্খণং রক্খেম্হ । ৭৮

জটিলেতি । ভো বটুরাজ ! মম গৃহং সমাগচ্ছ, তত্র ইষ্টভোজনং ভুঞ্জয়িত্বা মণিমুদ্রিকা ময়া দাতব্যা । ৭৩

মধুমঙ্গলেতি । আর্য্যে ! সুতপস্করা ভব, সপ্তপুত্রবতী, সপ্তস্বঃ সুতপস্করেতি কোষাৎ । যদ্ ইষ্টং ভোজনং ব্রাহ্মণানাং দাতুকামাসি । ৭৪

কুন্দেতি । কীদৃশং তম্ । ৭৬

কুন্দেতি । কর্ণে লগিত্বাহ । আর্য্যে ! দিষ্ট্যা দৃষ্টিগোচর এষ কল্পবৃক্ষঃ, তস্মাৎ ত্বং গত্বা ভগবতীমত্র প্রস্থাপয় । বটুমপি ভোজয় । বয়মেনং গর্গশিষ্য ক্ষণং রক্ষামঃ । ৭৮

জটিলা । (আনন্দিত হয়ে) ওহে বটুরাজ ! আমার ঘরে এস । আমি তোমাকে সেখানে ভাল করে ভোজন করিয়ে মণিমুদ্রা দান করব । ৭৩

মধুমঙ্গল । (সহর্ষে) আর্য্যে ! তোমার যখন ব্রাহ্মণকে প্রীতি করে ভোজন করাবার জন্য এত ইচ্ছা হয়েছে তখন তুমি সাতপুত্রের জননী হবে । ৭৪

শ্রীকৃষ্ণ । বৃদ্ধে ! এই ব্রাহ্মণবালককে ভোজন করাও । আমি দেবী পৌর্ণমাসীর কাছে গিয়ে গুরুদেব গর্গাচার্য্যের আদেশ নিবেদন করি । ৭৫

কুন্দলতা । সে আবার কি আদেশ ? ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ । মা গো পূর্ণিমে ! আপনার যে পরম প্রেমপাত্রী বৃষভানুনন্দিনী, আজ তাঁর মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে । তাই তাঁকে কল্পতরুমূলে রেখে রক্ষোঘ্ন মন্ত্র দিয়ে অভিমন্ত্রিত করবেন । ৭৭

কুন্দলতা । (ব্যথা পেয়েই যেন জটিলার কাণে কাণে বললেন)

আর্য্যে । সৌভাগ্যক্রমে সামনেই কল্পবৃক্ষ রয়েছে—তাই আপনি ঘরে গিয়ে দেবী পৌর্ণমাসীকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন আর এই ব্রাহ্মণবালককে ভোজন করাবেন । আমরা এই গর্গের শিষ্যকে আরও কিছুক্ষণ এখানে রাখব । ৭৮

(জটিলা বটুনা সহ নিষ্ক্রান্তা)। ৭৯

কুন্দলতা—(সস্মিতম্) রাহি ! দেহি পরিতোসিঅং জং সুট্‌ঠু তুল্লহং দে অত্তথিদং মএ নিব্বাহিদং। ৮০

রাধা—(বক্রমবেক্ষ্য) কুন্দলদিএ ! কিং মে অত্তথিদং ? ৮১

কুদলতা। অই ! কীস ভুঅং ভঙ্গুরেসি, জং সুরারাহণং ভণামি। ৮২

শ্রীকৃষ্ণঃ—কুন্দলতে ! দাপয় দক্ষিণাম্, সাঙ্গোঽস্তু পদ্মিনীদয়িতযাগঃ। ৮৩

কুন্দলতা—রাহে ! রইকম্মাহিণ্ণো আআরিও তুএ দক্‌খিণাএ অণুরঞ্জীঅদু। ৮৪

কুন্দেতি। রাধে! দেহি পারিতোষিকং যৎ সুষ্ঠু দুর্লভং তে অভ্যর্থিতং ময়া নির্ব্বাহিতম্। পরিতোষাদ্দীয়তে যৎ তদুক্তং পারিতোষিকম্। শিরোফা ইতি লোকে ভাষা। এবমঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ সুশ্লিষ্ঠরূপকশ্রিয়ঃ। শরীরং বস্তুলং কুর্য্যাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূষণৈঃ স্ফুটমিতি। নাটকলক্ষণে ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণান্যুক্তানি, তন্মধ্যে উদাহরণং নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লষণং,—বাক্যং যদ্‌গূঢ়তুল্যার্থং তদুদাহরণমিতি। অত্র জং সুট্‌ঠেত্যাদিবাক্যং গূঢ়তুল্যার্থত্বাদুদাহরণম্॥ ৮০

রাধেতি। কুন্দলতিকে! কিং মে অভ্যর্থিতম্? ৮১

কুন্দেতি। অয়ি! কস্মাৎ ভ্রুবং ভঙ্গুরয়সি, যস্মাৎ সূর্য্যারাধনং ভণামি। ৮২

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। কুন্দলতে! পদ্মিনীদয়িতস্য সূর্য্যস্য যাগঃ পূজা। পক্ষে পদ্মিনীনাং দয়িতস্য প্রিয়স্য মম পূজা। ৮৩

কুন্দেতি। রাধে! রবিকর্মাভিজ্ঞ আচার্য্যস্ত্বয়া কর্ত্র্যা দক্ষিণয়া দক্ষিণাদানেনানুরজ্যতাম্। পক্ষে রতিকর্মাভিজ্ঞ আকারিতঃ, ত্বয়া দক্ষিণয়া সরলয়া ভূত্বা যমনুরজ্যতামনুরাগবিষয়ঃ ক্রিয়তাম্। ৮৪

(জটিলা বটু অর্থাৎ মধুমঙ্গলের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।) ৭৯

কুন্দলতা। (হেসে) রাধে! আমাকে এবারে পুরস্কার দাও। কারণ, আমিই তো তোমার মনের দুরাশা পূরণ করেছি। ৮০

শ্রীরাধা। (কটাক্ষ নিক্ষেপ করে) কুন্দলতিকে! কেন আমার প্রার্থিত বিষয়টি কি—একবার বলত শুনি? ৮১

কুন্দলতা। সখি! ভ্রূকুটি করছ কেন? আমি তো তোমার সূর্য্যপূজার কথাই শুধু বলছি। ৮২

শ্রীকৃষ্ণ। কুন্দলতে! পদ্মিনীনাথ সূর্য্যদেবের পূজা তো শেষ হল—এখন আমাকে দক্ষিণা দেওয়াও। অপরপক্ষে পদ্মিনী অর্থাৎ গোপীর দয়িত অর্থাৎ প্রিয় যে আমি সেই আমার পূজা সমাধা হল। ৮৩

কুন্দলতা। রাধে! পূজা তো সমাধা হল—এইবার যিনি সূর্য্যপূজা করালেন সেই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট কর। অপরপক্ষে প্রেমাস্পদের প্রতি অনুকূলা হয়ে অনুরাগিণী হও। ৮৪

বিশাখা—(স্মিত্বা) কুন্দলদে ! দক্খিণাদাণাহিণ্ণাএ তুএ চ্চেঅ দিজ্জউ দক্খিণা, জাএ বিণুউণো অপ্পণো দেঅরো পুরোহিদো আহরিদো। ৮৫

ললিতা—বিসাহে ! ণুণং এসো পূআবিদাএ কুন্দলদাএ দিণ্ণাহিট্ঠদক্খিণো আআরিও। ৮৬

শ্রীকৃষ্ণঃ—ললিতে ! পূজ্যেয়ং প্রজাবতী, তদস্যাং নাচার্য্যকমাচর্য্যতে। ৮৭

শ্রীরাধা—হলা ললিদে ! সাহু পূঅণং নিব্বাহিদং, তুম্হেহিং তা অজ্জবি কিং পড়িক্খীঅদি ? ৮৮

শ্রীকৃষ্ণঃ— স্মরবোধনানুবন্ধী, ক্রমবিস্তারিতকলাবিলাসভরঃ।
ক্ষণদাপতিরিব দৃষ্টেঃ, ক্ষণদায়ী রাধিকাসঙ্গঃ॥ ৮৯

বিশাখেতি। কুন্দলতে ! দক্ষিণাদানাভিজ্ঞয়া ত্বয়ৈব দীয়তাং দক্ষিণা। যয়া বিনিপুণ আত্মনো দেবরঃ পুরোহিত আহৃতঃ। পক্ষে দক্ষিণানাং যোষিতাং দানেঽভিজ্ঞয়া ত্বয়া হৃত্যৈব দক্ষিণা যোষিদ্দীয়তাম্। বয়ন্ত বামা নত্বদধীনা ইত্যর্থঃ। যয়া ত্বয়াত্মনঃ স্বস্য পুরোহিতঃ শৃঙ্গারদানেন প্রথমং হিতকারী পুরা রতিহিণ্ডকত্বে নো হিতো বা বিচিত্যান্বিষ্য বিজ্ঞায় বা আহৃতঃ। ৮৫

ললিতেতি। বিশাখে ! নূনমেষ কারিতপূজয়া কুন্দলতয়া দত্তাভীষ্টদক্ষিণঃ আচার্য্যঃ। অথবা দত্তাস্যাভীষ্টা দক্ষিণা যস্মৈ সঃ। অথবা দত্তাভীষ্টদক্ষিণঃ সন্ আকারিতঃ। ৮৬

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। ললিতে ! প্রজাবতী ভ্রাতৃজায়া পুত্রাদিমতী বা। পক্ষে প্রকৃষ্টজাতৃমতী সত্যভামা ভামেতিবৎ জাতৃশব্দেন চোচ্যতে। আচার্যকমাচার্য্যত্বম্। ৮৭

শ্রীরাধেতি। সখি ললিতে ! সাধুপূজনং নির্ব্বাহিতং যুষ্মাভিঃ, অদ্যাপি কিং প্রতীক্ষ্যতে। ৮৮

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। ক্ষণদাপতিশ্চন্দ্রঃ ক্ষণদায়ী উৎসবপ্রদঃ। ৮৯

বিশাখা। (একটু হেসে) কুন্দলতে ! তুমি তো দক্ষিণাদানে খুব পটু—তাই দক্ষিনা কিন্তু তোমাকেই দিতে হবে। কারণ তুমি বেছে বেছে নিজের দেওরটিকেই পৌরহিত্য করতে ডেকে এনেছ। ৮৫

ললিতা। বিশাখে ! আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি যে কুন্দলতা পূজা করিয়ে আচার্য্যকে তাঁর অভীষ্ট দক্ষিণা ঠিক ঠিকই দিয়েছে। ৮৬

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে ! ইনি তো আমার বৌদি, তাই তিনি আমার পূজনীয়া, তাহলে আমি তাঁর কেমন করে আচার্য্য হতে পারি ? ৮৭

শ্রীরাধা। সখি ললিতে ! তোমরা তো ভালভাবেই পূজা শেষ করেছ। তবে আর দেরী করছ কেন ? ৮৮

শ্রীকৃষ্ণ। মরি ! মরি ! শ্রীরাধার রসমাধুরী যে ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে—তাতে আমার চিত্তে কন্দর্পস্মৃতিই জেগে উঠছে। আর বেশী কি বলব—নিশাপতি চাঁদ যেমন সকলকে আনন্দ দান করে ঠিক তেমনি শ্রীরাধার সঙ্গ আমার বড় নয়নাভিরাম হয়ে উঠল। ৮৯

(নেপথ্যে) দুর্ল্লভঃ পুণ্ডরীকাক্ষ বৃত্তস্তে বিপ্রকর্ষতঃ। ৯০

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সব্যথমুচ্চৈঃ) ভোঃ! কোঽয়ং দুর্ল্লভঃ? ৯১

(পুনর্নেপথ্যে) যত্নাদন্বিষ্যমাণোঽপি বল্লবৈঃ পশুমণ্ডলঃ॥ ৯২

শ্রীকৃষ্ণঃ—ললিতে! পশূনাকলয্য কল্পিত-নিজাকল্পো যাবদহমুপসীদেয়ম্, তাবত্তত্র রত্নসিংহাসনে প্রিয়াং প্রাপয়। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) ৯৩

ললিতা হলা! পুরদো পাঅং ধারেহি। ৯৪

শ্রীরাধা—ললিদে! পসীদ পসীদ, সুট্‌ঠু সঙ্কাউলম্হি। (ইতি সংস্কৃতেন)—

গতপ্রায়ং সায়ং চরিত-পরিশঙ্কী গুরুজনঃ
পরীবাদস্তুঙ্গো জগতি সরলাহং কুলবতী।
বয়স্যস্তে লোলঃ সকল-পশুপালী-সুহৃদসৌ
তদা নম্রং যাচে সখি রহসি সঞ্চারয় ন মাম্॥ ৯৫

(নেপথ্যে) দুর্লভ ইত্যাদি। অর্থস্য তু প্রাধানস্য সূচকম্। যদাগন্তুকভাবেন পতাকাস্থানকং হি তৎ। তত্তু দ্বিপ্রকারম্, তুল্যসংবিধানং তুল্যবিশেষণঞ্চ। পূর্ব্বং ত্রিধা, অর্থসম্পত্তিরূপম্ শ্লিষ্টং শ্লিষ্টোত্তরঞ্চ। তত্র শ্লিষ্টস্য লক্ষণং, বচসাতিশয়ং শ্লিষ্টং কাব্যবন্ধরসাশ্রয়ং। পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতং। অত্র ভবিষ্যতো রাধাসঙ্গদুর্লভত্বস্য সূচনাদিদং শ্লিষ্টং নাম পতাকাস্থানকম্। বিপ্রকর্ষতো বিয়োগতোঽর্থাদ্রাধিকাসঙ্গো দুর্ল্লভো বৃত্তো জাত ইত্যর্থস্য বল্লবৈর্যত্নাদন্বিষ্যমানঃ পশুমণ্ডলে দুর্ল্লভোবৃত্ত ইত্যর্থস্যাপি বোধকত্বাৎ। ৯২

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। কল্পিত-নিজাকল্পঃ কৃতনিজবেশঃ উপসীদেয়ং সমীপমাগচ্ছেয়ম্। ৯৩

ললিতেতি। সখি! পুরতঃ পাদং বিধেহি। ৯৪

শ্রীরাধেতি। ললিতে! প্রসীদ প্রসীদ, সুষ্ঠু শঙ্কাকুলাস্মি। ৯৫

(নেপথ্যে)

ওগো পুণ্ডরীকাক্ষ! বিরহের জন্য সত্যিই সেটি দুর্ল্লভ হল। (ভবিষ্যতে যে রাধার সঙ্গ দুর্ল্লভ হবে এইটিই এই বাক্যে সূচিত হচ্ছে—এখানে শ্লিষ্ট নামে পতাকাস্থান হয়েছে।) ৯০

শ্রীকৃষ্ণ। (দুঃখিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে) ওহে! এই দুর্ল্লভ কে? ৯১

(পুনরায় নেপথ্যে)

গোপেরা সযত্নে পশুদের অন্বেষণ করলেও— ৯২

শ্রীকৃষ্ণ। ললিতে! আমি যতক্ষণ না পশুদের দেখে সুসজ্জিত হয়ে ফিরে আসি ততক্ষণ তুমি রত্নসিংহাসনে প্রিয়তমাকে বসিয়ে রাখ। (এই বলে প্রস্থান করলেন) ৯৩

ললিতা। সখি! সামনে এগিয়ে চল। ৯৪

শ্রীরাধা। ললিতে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও,—আমি বড় ভয় পাচ্ছি।

(এই বলে সংস্কৃতভাষায়)

সখি! সন্ধ্যা তো প্রায় যায় যায়; গুরুজনেরা সাধারণতঃ চরিত্রে দোষারোপ করেন। তুমি তো জান জগতে আমার কলঙ্কও খুব রটেছে, আমি তো সরলা কুলবধূ—তোমার সখাটি কিন্তু ভারি

কুন্দলতা—রাহে ! জাণে, অক্খলিদং তুম্হ সদীব্বদং ; তা অলং সঅং বিক্খাবিদেণ। ৯৬

বিশাখা—(সপ্রণয়াভ্যসূয়ম্) কুন্দলদে ! কা ক্খু অবরা তুমং বিঅ বংসীএ তিণ্ণিসঞ্ঝং আঅড্ঢীঅদি ? ৯৭

কুন্দলতা—(সনর্ম্মস্মিতং সংস্কৃতেন)—

দদামি সদয়ং সদা বিশদবুদ্ধিরাশীঃশতং
ভবাদৃশি পতিব্রতাব্রতমখণ্ডিতং তিষ্ঠতু।
শ্রুতে নিখিলমাধুরীপরিণতেঽপি বেণুধ্বনৌ
মনঃ সখি মনাগপি ত্যজতি বো ন ধৈর্য্যং যথা॥ ৯৮

(ইতি সর্ব্বাঃ কল্পদ্রুমমনুসরন্তি।)

(প্রবিশ্য) শ্রীকৃষ্ণঃ। সাচিলোচনতরঙ্গিতভঙ্গী,-বাগুরামিহ বিতত্য মৃগাক্ষী।
রাধিকেয়মধিকস্বরভঙ্গং, দ্রাগ্ ববন্ধ মম চিত্তকুরঙ্গম্॥ ৯৯

কুন্দেতি। রাধে ! জানামি অস্খলিতং তব সতীব্রতং তৎ অলং স্বয়ং বিখ্যাপিতেন। ৯৬

বিশাখেতি। কুন্দলতে ! কা খলু অপরা ত্বমিব বংশিকয়া ত্রিসন্ধ্যম্ আকৃষ্যতে ? ৯৭

কুন্দেতি। দদামীত্যাদি। ভেদো নাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—বীজস্যোত্তেজনং ভেদো—যদ্বা সংঘাত-ভেদনমিতি। অত্র কুন্দলতয়া রাধাপ্রেম্ন উত্তেজনাদ্ভেদনাচ্চাত্মনস্তাভ্যো ভেদঃ। ৯৮

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। সাচি বক্রমালোচনস্য তরঙ্গিতভঙ্গী—কটাক্ষপরম্পরা। সৈব বাগুরা মৃগবন্ধনপাশবিশেষঃ। বাগুরা মৃগবন্ধিনীতি, অধিকস্বরেণ ভঙ্গো যস্য তম্। যেন স্বরেণাকৃষ্টস্তস্মাদধিক-স্বরেণাস্য ভঙ্গঃ প্রসিদ্ধঃ। অধিক-স্বররঙ্গমিতি পাঠান্তরম্। মূলপাঠে রূপকম্, পাঠান্তরে উপমা। ৯৯

চঞ্চল আর অনেক গোপরমণীই তার বন্ধু—তাই সবিনয়ে প্রার্থনা করি—আর আমাকে নির্জ্জন নিরালায় নিয়ে যেও না। কারণ সেখানে বিপদ ঘটতে পারে। ৯৫

কুন্দলতা। রাধে ! আমি তোমার পাতিব্রত্যের কথা ভালভাবেই জানি, তাই নিজে আর নাইবা প্রকাশ করলে ! ৯৬

বিশাখা। (ঈর্ষাভরে) কুন্দলতে ! তোমার মত আর কে আছে বল, যে বংশীতে ত্রিসন্ধ্যা আকৃষ্ট হয় ? ৯৭

কুন্দলতা। (পরিহাস করে দেবভাষায়)—

বিশাখে ! আমি নিরন্তর মনে প্রাণে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের বিশুদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম যেন অটুট্ অক্ষুণ্ণ থাকে। আরও বলি—নিখিল মাধুর্য্যের সার যে বংশীধ্বনি তা শুনেও যেন তোমাদের মন এতটুকু ধৈর্য্যহারা না হয়। ৯৮

(এই ভাবে পরিহাস করতে করতে সকলেই কল্পবৃক্ষের নিকটে গেলেন)

(তারপর শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করে বললেন)

আহা ! মৃগনয়না শ্রীরাধা যেন তার কুটিললোচনের কটাক্ষরূপ মৃগবন্ধনের পাশ বিস্তার করে অধিক স্বরে আর ভঙ্গ হয় সেইরূপ আমার মনোহরিণকে চকিতে বেঁধে ফেলল। ৯৯

শ্রীরাধা—(অপবার্য্য) কুন্দলদে ! পেক্‌খ সোহগ্‌গং গুঞ্জাবলীএ। (ইতি সংস্কৃতেন)—

কঠোরাঙ্গী কামং জগতি বিদিতা নীরসতয়া
নিগূঢ়ান্তশ্ছিদ্রা ত্বমতিমলিনা চাসি বদনে।
তথাপ্যুচ্চৈর্গুঞ্জাবলি বিহরসে বক্ষসি হরে-
র্জনানাং দোষং বা ন হি কমনুরাগঃ স্থগয়তি ? ১০০

কুন্দলতা—(নীচৈঃ) রাহে ! তুহ কঢোরথণমণিবিনিদ্ধুদাত্র এদাএ কুদো এত্থ থেরিঅং বরাগীএ ? ১০১

(নেপথ্যে)

দনুজদমনবক্ষঃপুষ্করে চারুতারা জয়তি জগদপূর্ব্বা কাপি রাধাভিধানা।
যদিয়মপহরন্তী তত্র নক্ষত্রমালামপি তিরয়তি ধাম্না সদ্‌গুণৌ পুষ্পবন্তৌ॥ ১০২

শ্রীরাধেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, কুন্দলতে ! পশ্য সৌভাগ্যং গুঞ্জাবল্যাঃ। অপ্রাণিনীর্ষয়া স্বস্য মহাভাবাখ্য-রতিবিশেষো ব্যঞ্জিত ইতি জ্ঞেয়ম্। ১০০

কুন্দলতে। রাধে ! তব কঠোরস্তনমণিবিনির্ধূতায়াঃ অস্যাঃ কুতোঽত্র স্থৈর্য্যং বরাক্যাঃ। ১০১

(নেপথ্যে) দনুজেত্যাদি॥ পুষ্করেঽম্বরে রাধাভিধানা কাপি চারুতারা সুন্দরতারকা অনুরাধা জয়তি। কথম্ভূতা, জগতি অপূর্ব্বা আশ্চর্য্যা। পক্ষে পুষ্করে পদ্মে। চারুতাং রাতীতি চারুতারা। যস্মাদিয়ং অত্রাম্বরে নক্ষত্রমালা-মশ্বিন্যাদিনক্ষত্রশ্রেণীম্। পক্ষে সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈর্গ্রথিতাং মালাম্। সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতি-মৌক্তিকৈরিত্যমরাৎ। অপহরন্তীতি তিরস্কুর্ব্বন্তী সতী ধাম্নাং কান্ত্যা পুষ্পবন্তৌ তিরয়তি তিরস্করোতি চন্দ্রসূর্য্যৌ। একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরাবিত্যমরাৎ। পক্ষে প্রশস্তপুষ্পবন্তৌ মালাবিশেষৌ। সন্তৌ গুণাস্তমোনাশ-কত্বাদয়ো যয়োস্তৌ। পক্ষে সন্তৌ প্রশস্তৌ গুণৌ সূত্রে যয়োস্তৌ। সূর্য্যস্ত উড়োরুদয়াৎ প্রাগেব তিরোদধাতি। চন্দ্রস্ত কৃষ্ণপক্ষে প্রসিদ্ধমেব তিরোধানমিতি জ্ঞেয়ম্। ১০২

গুঞ্জাবলি ! তোমার অঙ্গ অতি কঠোর এবং রসহীন তুমি—এই বলেই জগতে তোমার খ্যাতি আছে—তার ওপর তোমার মাঝখানে ঘন ছিদ্র আছে, বদনও তোমার অত্যন্ত মলিন—এত দোষথাকা সত্ত্বেও হরিবক্ষে তুমি শোভা পাচ্ছ, এইটিই আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হয়। কিন্তু তা হবেই না বা কেন ? হৃদয়ের অনুরাগ যে কোন দোষই দেখতে দেয় না। ১০০

কুন্দলতা। (ধীরস্বরে) রাধে ! তোমার কঠোর বক্ষোমণি দ্বারা আহত হওয়ায় এই গুঞ্জাবলি কি করে এখানে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারবে ? ১০১

(নেপথ্যে)

দৈত্যদমনকারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোরূর গগনে জগতের অতুলনীয়া কোন এক অপূর্ব্বশ্রী শ্রীরাধানাম্নী তারা জয়যুক্ত হোন্। এই শ্রীরাধিকা তারা আকাশের অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রমালাকে দীপ্তিতে পরাজিত করেও নিজের কান্তিতে চন্দ্র ও সূর্য্যকে তিরস্কৃত করছেন।

কুন্দলতা—(নেপথ্যাভিমুখমালোক্য) বুন্দে ! দোণ্ণং জেব্ব সুরচন্দাণং তিরোহাণং ভণন্তী তুমং তারাএ মাহপ্পে অণহিণ্ণাসি ; জং পরাহূদ-সুরলক্খস্স চন্দাঅলীণাধস্স বি উবরি ইমাএ পোরিসং ফুড়ং লক্খীঅদি। ১০৩

সখ্যৌ। কুডিলে ! অলিঅং হসন্তী কিংত্তি পিঅসহীং লজ্জাবেসি ? ১০৪

কুন্দলতা। (সংস্কৃতেন)

ত্রপাং ত্যজ কুড়ুঙ্গকং প্রবিশ সন্তু তে মঙ্গলা—
ন্যনঙ্গসমরাঙ্গনে পরমসাংযুগীনা ভব।
বিবস্বদুদয়ে ভবদ্বিজয়কীর্ত্তিগাথাবলী-
পুরঃ সখি মুরদ্বিষঃ সহচরীভিরুদ্গীয়তাম্॥ ১০৫

কুন্দেতি। বৃন্দে ! দ্বয়ো সূর্য্যচন্দ্রয়োরেব তিরোধানং ভণন্তী তং তারায়াঃ মাহাত্ম্যে অনভিজ্ঞাসি যৎ পরাভূত-সূর্য্যলক্ষস্য চন্দ্রাবলীনাথস্যাপি উপরি অস্যা পুরুষায়িতচরিতং স্ফুটং লক্ষ্যতে। চন্দ্রাবলীনাথস্য প্রসিদ্ধস্য শ্লেষেণ কৃষ্ণস্যোপরীতি ভাবঃ। ১০৩

ললিতাবিশাখে আহতুঃ। কুটিলে ! অলীকং হসন্তী কস্মাৎ প্রিয়সখীং লজ্জয়সি। ১০৪

কুন্দেতি। ত্রপামিত্যাদি। করণনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—প্রস্তুতার্থসমারম্ভং করণং পরিচক্ষত ইতি। অত্র প্রস্তুতক্রীড়ারূপস্যার্থস্য সমারম্ভকথনাৎ করণম্। কুড়ুঙ্গকং কুঞ্জম্, সাংযুগীনা জেত্রী, সাংযুগীনো রণে সাধুরিত্যমরাৎ। বিবস্বদুদয়ে প্রাতঃকালে। ১০৫

পক্ষে—সাতাশটি মুক্তায় গাঁথা নক্ষত্রমালা শ্রীরাধার বক্ষে শোভা পাচ্ছে। সদ্গুণৌ পুষ্পবন্তৌ বলতে গুণবান্ চন্দ্রসূর্য্যের একত্র উদয়কে বুঝাচ্ছে। পক্ষে সুন্দর সূতায় গাঁথা মালাবিশেষকে বুঝাচ্ছে। ১০২

কুন্দলতা। (বেশ গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করে) বৃন্দে ! সূর্য্য চন্দ্র—এই দুটির মাত্র পরাভবের কথা বলছ,—তুমি তারার (শ্রীরাধার) মহিমার কথা জান না তাই এরকম বলছ। কারণ এই রাধা তারা তাঁর নিজ তেজে লক্ষ লক্ষ সূর্য্যকে পরাভূত করেছেন এবং চন্দ্রাবলীনাথের ওপরেও তাঁর পৌরুষের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে চন্দ্রাবলীনাথ বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝান হয়েছে। ১০৩

ললিতা ও বিশাখা। ওগো কুটিলে ! মিছামিছি হেসে প্রিয়সখিকে লজ্জা দিচ্ছ কেন ? ১০৪

কুন্দলতা। (সংস্কৃত ভাষায়)

রাধে ! লজ্জা ছেড়ে এবার কুঞ্জে প্রবেশ কর—এতে তোমার মঙ্গলই হবে। তুমি কন্দর্পযুদ্ধে জয়ী হবে। প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সখীরা তোমার এ বিজয় কীর্ত্তিগাথা উদাত্তকণ্ঠে গান করুক। ১০৫

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্মিতং কৃত্বা)

অন্তস্তর্ষং জগতি তৃষিতৈঃ কামমাচম্যমানঃ
শৈত্যাধারঃ সুমধুররসো বিচ্ছিনত্ত্যেব সর্ব্বঃ।
কেয়ং রাধাবদনশশিনঃ কান্তিপীযূষধারা
যা ভূয়িষ্ঠাং প্রথয়তি মুহুঃ পীয়মানাপি তৃষ্ণাম্ ? ১০৬

শ্রীরাধা—(অপবার্য্য সংস্কৃতেন)—

চলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদন্তর্ভয়ং
কুলস্থিতিরলঙ্ঘ মে মনসি তাবদুন্মীলতি।
চলন্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতফুল্লগণ্ডস্থলং
ন যাবদপরোক্ষতামিদমুপৈতি বক্ত্রাম্বুজম্॥ ১০৭

কুন্দলতা—সুন্দর ! এত্থ রঅণসীহাসনে রাহিঅং আরোহেহি। ১০৮

(শ্রীকৃষ্ণস্তথা করোতি।)

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। অন্তস্তর্ষমিত্যাদি। জগতি শৈত্যাধারো যো মধুররসঃ স সর্ব্বস্তৃষিতৈরাচম্যমানঃ সন্ কামমন্তস্তর্ষং বিচ্ছিনত্ত্যেব। রাধিকাবদনশশিনঃ কেয়ং কান্তিপীযূষধারা। যা পীয়মানাপি মুহুর্ভূয়িষ্ঠাং তৃষ্ণাং প্রথয়তীত্যন্বয়ঃ। বিশেষোক্তিনামালঙ্কারঃ। ১০৬

শ্রীরাধেতি। চলাক্ষীত্যাদি। উদ্ভেদনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—বীজস্য তু য উদ্ঘাটঃ স উদ্ভেদ ইতি স্মৃত ইতি। অত্র অনুরাগবীজস্য স্বমুখেনৈবোদ্‌ঘাটাদুদ্ভেদঃ। যাবদিদং বক্ত্রাম্বুজমপরোক্ষতাং নোপৈতি তাবদন্তর্ভয়ং স্ফুরতীত্যন্বয়ঃ। ১০৭

কুন্দেতি। সুন্দর ! অত্র রত্নসিংহাসনে রাধিকাম্ আরোপয়। ১০৮

শ্রীকৃষ্ণ। (একটু হেসে)—

আহা ! জগতে যত শীতল মধুর রসবস্তু আছে সেই সমস্ত রস যদি অতি তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিরা পান করে তাহলে তাদের অন্তরের তৃষ্ণাও চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়—কিন্তু শ্রীরাধার বদনচাঁদের চন্দ্রিমারূপ অমৃতধারা কেমন তা জানি না—যা মুহুর্মুহু পান করলেও পুনরায় তা তৃষ্ণার মাত্রা বেশী করে বাড়িয়েই দেয়। ১০৬

শ্রীরাধা। (চুপি চুপি সংস্কৃতভাষায়)

ওগো চপলাক্ষি ! আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পঙ্কজনয়নের চঞ্চল-মকরকুণ্ডলস্ফুরিতগণ্ডস্থল শোভী মুখপদ্মখানি দেখতে না পাই ততক্ষণ আমার মনে গুরুজন থেকে আন্তরিক ভয় স্ফূর্ত্তি পায় —আর কুলমর্য্যাদা লঙ্ঘনের আশঙ্কাও হৃদয়ে উদিত হতে থাকে। (অভয়কে না পাওয়া পর্য্যন্ত ভয় থাকা তো স্বাভাবিক।) ১০৭

কুন্দলতা। সুন্দর ! এই রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধাকে আরোহণ করাও। ১০৮

শ্রীকৃষ্ণ। (তাই করলেন)

ললিতা—হলা ! তক্কিস্‌সদি জণো তা থম্‌হেহি সংখউড়ারঅং। ১০৯

(প্রবিশ্য) শঙ্খচূড়ঃ—(লতান্তরে স্থিত্বা) গোঅড্‌ঢণবণ্ণিদলক্‌খণা কুমরী এসা রঅণসীহাসনে রেহই, তা ওসরং জানিঅ অপ্‌পণো কম্মং অনুচিট্‌ঠিস্‌সং। ১১০

শ্রীকৃষ্ণঃ—প্রিয়ে ! ক্ষণমলঙ্ক্রিয়তাং মদূরুগারুত্মতপীঠম্। ১১১

শ্রীরাধা—গোউলজুঅরাঅ ! তুম্‌হাদিসাণং পুরিসুত্তমাণং ণ জুত্তং কুলবালিআণং ধম্মবিদ্ধংসণং। ১১২

(নেপথ্যে) হা ণত্তিণি রাহিএ ! চিরং কহিং গদাসি ? ১১৩

শ্রীকৃষ্ণঃ। কুন্দলতে ! কথমিয়ং মুখরা বিলপতি ? ১১৪

ললিতেতি। সখি ! তর্কিষ্যতি জনো তস্মাৎ স্তম্ভয় শঙ্খচূড়ারবম্। শঙ্খস্য চূড়াশ্চূড়ীতি প্রসিদ্ধা বলয়াস্তাসাং রবম্। পক্ষে তন্নামযক্ষস্য রবম্। ১০৯

শঙ্খচূড় ইতি। গোবর্দ্ধনবর্ণিতলক্ষণা কুমারী এষা রত্নসিংহাসনে রাজতে; তৎ অবসরং জ্ঞাত্বা কর্মানুষ্ঠানং করিষ্যামি।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। গারুত্মতপীঠম্ ইন্দ্রনীলমণিপীঠম্। ১১১

শ্রীরাধেতি। গোকুলযুবরাজ ! যুষ্মদৃশানাং পুরুষোত্তমানাং ন যুক্তং কুলবালিকানাং ধর্মবিধ্বংসনম্। ১১২

(নেপথ্যে) হা নপ্ত্রি রাধে ! চিরং কুত্র গতাসি ? ১১৩

ললিতা। সই ! পাছে লোকে কিছু বলে তাই শঙ্খচূড় অর্থাৎ শাঁখার (চুড়ী) শব্দকে নীরব কর। পক্ষে শঙ্খচূড় নামক যক্ষের রব। ১০৯

(শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খচূড়। (লতান্তর থেকে) গোবর্দ্ধনমল্ল যে লক্ষণ বলেছিল—ঠিক সেই লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি এই রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা কুমারীর মধ্যে রয়েছে—তাহলে অবসর বুঝে আমার কর্ত্তব্য করি। ১১০

(এই বলে লতাজালের মধ্যে লুকিয়ে রইল)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে ! কিছুক্ষণের জন্য আমার উরুরূপ মরকতমণির আসন গ্রহণ করে তাকে শোভিত কর। ১১১

শ্রীরাধা। ওহে গোকুল যুবরাজ ! তোমাদের মত পুরুষোত্তমদের কি আমাদের মত কুলবালাদের ধর্ম নষ্ট করা সাজে ? ১১২

(নেপথ্যে) হায় ! হায় ! ও নাত্‌নি রাধিকে ! তুমি এতক্ষণ ধরে কোথায় গিয়ে রইলে ? ১১৩

শ্রীকৃষ্ণ। কুন্দলতে ! মুখরা বিলাপ করছে কেন ? ১১৪

কুন্দলতা—(বিহস্য) মোহন ! জহিং তুম্হাদিসো ণিউঞ্জণাঅরো লীলাবাঙ্গং তরঙ্গেদি, তহিং বুড্‌ঢিআণং বিলাবস্‌স কা ক্‌খু দরিদ্দদা ? ১১৫

(প্রবিশ্য) মুখরা—(পুরো রাধামাধবৌ পশ্যন্তী স্বগতম্) হা হদ দেবব ! ণং হরিঅন্দণং উজ্ঝিঅ এসা কপ্‌পলদা কীস তুএ এরণ্ডং লম্ভিদা ? (প্রকাশম্) হা বচ্ছে ! ইমস্‌স জেবব লম্পডচূড়ামণিণো কীলাকুরঙ্গী সংবুত্তাসি। ১১৬

ললিতা—(সালীকম্) অজ্জে ! পেক্‌খ, এসো কণ্‌হো মোট্টিমং অম্হবিড়ম্বণং করেদি। ১১৭

মুখরা—অরে রঅণারীঅ ! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ। ১১৮

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) কঠোরেয়ং জরতী, তদহমন্তর্হিতো ভবেয়ম্। ১১৯

কুন্দেতি। মোহন ! যস্মিন্ ত্বাদৃশো নিকুঞ্জনাগরো লীলাপাঙ্গং তরঙ্গয়তি, তস্মিন্ বৃদ্ধানাং বিলাপস্য কা খলু দরিদ্রতা। ১১৫

মুখরেতি। স্বগতং মনসি ব্রবীতীত্যর্থঃ। হা হত দৈবং ! এতং হরিচন্দনং ত্যক্ত্বা এষা কল্পলতা কস্মাৎ ত্বয়া এরণ্ডং লম্ভিতা প্রাপিতা। হা বৎসে ! অস্যৈব লম্পটচূড়ামণেঃ ক্রীড়াকুরঙ্গী সংবৃত্তাসি, এরণ্ডমভিমন্যুরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্নেহপাত্রম্ অতঃ স্নেহেনেদমুক্তং কৌতুকং প্রকাশয়িতুমাহ বৎসে। ১১৬

ললিতেতি। আর্য্যে ! পশ্য এষ কৃষ্ণো বলাদস্মদ্‌বিড়ম্বনং করোতি। দাক্ষিণ্যনাম নাটকভূষণমিদম্, তল্লক্ষণং,—দাক্ষিণ্যন্তু ভবেদ্বাচা পরচিত্তানুবর্তনমিতি। অত্র ললিতায়া মুখরাচিত্তানুবৃত্তির্দাক্ষিণ্যম্। ১১৭

মুখরেতি। অরে রতনারীক ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ১১৮

কুন্দলতা। (হেসে) মোহন ! যেখানে তোমার মত নিকুঞ্জনাগরেন্দ্র লীলমাধুর্য্যে অপাঙ্গ তরঙ্গ বিস্তার করছেন—সেখানে বৃদ্ধাদের আর বিলাপকরা ছাড়া কি গতি আছে বল ? ১১৫

(মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। (সামনে রাধামাধবকে দেখে মনে মনে)

হা বিধাতঃ তোমার পোড়া কপাল ! এই হরিচন্দনকে ত্যাগ করে কেন তুমি এরণ্ডবৃক্ষে কল্পলতাকে সমর্পণ করলে ? অর্থাৎ হরিচন্দনরূপকৃষ্ণকে ত্যাগ করে শ্রীরাধাস্বরূপ কল্পলতাকে এরণ্ড বৃক্ষরূপ অভিমন্যুর সঙ্গে কেন মিলিত করালে ? (প্রকাশ্যে বললেন) ওগো বাছা ! লম্পটচূড়ামণির ক্রীড়াপুতলী হলে কেন ? (কৃষ্ণ মুখরার বিশেষ স্নেহের পাত্র তাই মুখরা স্নেহে এ কথা বলছেন) ১১৬

ললিতা। (মিছামিছি বললেন) আর্য্যে দেখুন। দেখুন ! এই শ্রীকৃষ্ণ জোর করে আমাদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করছেন। ১১৭

মুখরা। ওরে লম্পট ! থাম্ থাম্। ১১৮

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) এই বৃদ্ধা ভারি নিষ্ঠুর—যাই, আমি লুকিয়ে থাকি। (এই বলে গোপনভাবে রইলেন) ১১৯

মুখরা—(সাক্রোশম্) ললিদে! ধরেহি ধরেহি ণং ধুত্তঅং। ১২০

ললিতা—হুঁ, এণ্‌হিং কিংত্তি পলাএসি? ১২১

মুখরা—(ধাবন্তী পুরঃ কুঞ্জমাসাদ্য সতর্জ্জনম্) দিট্‌ঠিআ লদ্ধোসি, রে কুরুঙ্গাঅলী-ভুঅঙ্গ! দিট্‌ঠিআ লদ্ধোসি। ১২২

শ্রীকৃষ্ণঃ (সাতঙ্কমাত্মগতম্) হন্ত! ঘনান্ধকারে কথমন্ধকল্পয়াপি জরত্যা দৃষ্টোঽস্মি? ১২৩

(মুখরা শিরঃ সঞ্চাল্য সঞ্চাল্য মুহুর্নিভালয়তি।) ১২৪

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) নূনমাকাশকুসুমদৃষ্টিরেবাসৌ জরত্যাঃ। ১২৫

মুখরা—অম্মো! তিমিরপুঞ্জো জেব্ব এসো। ১২৬

(শ্রীকৃষ্ণঃ স্মিতং করোতি) ১২৭

মুখরা—(অন্যতো গত্বা) হুঁ দাণিং জেব্ব লদ্ধোসি। (পুনর্নিভাল্য সশঙ্কম্) রে ধুত্তআ! বারাহ-ণারসীহাদিবহুরূবোসি ত্তি সচ্চং পোণ্ণমাসীএ কহিজ্জসি, জং ইমিণা ভাণুভাস্সুরেণ ভীসণরূবেণ মং ভীসঅন্তো নিক্কমসি। ১২৮

মুখরেতি। ললিতে! ধারয় ধারয় এনং ধূর্তকম্। ১২০

ললিতেতি। হুঁ ইদানীং কিমিতি পলায়সি। হুঁমুঙ্গিশ্চাহ হুঁমিতি স্বীকারে। মুখরাবাক্যং স্বীকৃত্য কৃষ্ণং প্রত্যাহেত্যর্থঃ। ১২১

মুখরেতি। তিমিরপুঞ্জং কৃষ্ণং মত্বা। কুরঙ্গাবলী-ভুজঙ্গ! দিষ্ট্যা লব্ধোঽসি। কুরঙ্গাবলীভুজঙ্গ কোটরাবলী-সর্পঃ। কুরঙ্গঃ কোটরোঽস্ত্রিয়ামিতি কোষঃ। পক্ষে কুঞ্জাবলীস্থাসু কামুক। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীবল্লক্ষাণা, কামুকে সর্পে ইতি কোষঃ। ১২২

মুখরা। (আক্রোশের সঙ্গে) ললিতে! এই ধূর্ত্তকে ধরত ধরত। ১২০

ললিতা। (মুখরার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) হুঁ, এখন কোথায় পালাচ্ছ? ১২১

মুখরা। (দৌড়ে গিয়ে সামনের কুঞ্জে প্রবেশ করে তর্জ্জন করে বললেন) ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছি। আরে কুরঙ্গাবলীভুজঙ্গ! অর্থাৎ কোটরাবলী-সর্প! কুরঙ্গ অর্থে কোটর। অপরপক্ষে কুঞ্জে থাকা কামুক! এইবার তোকে ভাগ্যক্রমে পেয়েছি। ১২২

শ্রীকৃষ্ণ। (ভয় পেয়ে মনে মনে) বুড়ী তো প্রায় চোখে দেখতেই পায় না। হায়! হায়! সে কেমন করে আমাকে এই অন্ধকারে দেখতে পেল? ১২৩

মুখরা। (মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার দেখতে লাগল) ১২৪

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) বৃদ্ধার দৃষ্টি তো আকাশ কুসুমের মত মনে হচ্ছে। ১২৫

মুখরা। ওমা! এ যে দেখছি ঘন অন্ধকার। ১২৬

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন) ১২৭

মুখরা। (অন্যদিকে গিয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবারে ঠিক ধরেছি। (আর একবার দেখে শঙ্কার সঙ্গে) আরে ধূর্ত্ত! তুই বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অনেক অনেক রূপ ধারণ করে থাকিস্ পৌর্ণমাসী

শঙ্খচূড়ঃ—দিট্‌ঠিআ মুত্তীভূদবিক্কমচক্কবালস্‌স বালস্‌স দিট্‌ঠীবঞ্চিদা। ১২৯

সর্ব্বাঃ—(সমীক্ষ্য সত্রাসম্) অজ্জে! পরিত্তাহি পরিত্তাহি। ১৩০

মুখরা—(সরোষম্) রে সামলা! ন জুত্তং ক্‌খু এদং। ১৩১

ললিতা—হা হদবুদ্ধিএ! ঈদিসং দারুণং বি কণ্‌হং আসংকেসি? ১৩২

শঙ্খচূড়ঃ—সুহিত্তমস্‌স কংসভূবইণো কামং অবঞ্‌ঝং কাত্তুং ণং সসীহাসণং জেব্ব পোমিণিঅং সিরে ঘেত্তূণ নইস্‌সং। ১৩৩

সর্ব্বাঃ।—(সব্যামোহম্) হা কণ্‌হ! কুদোসি? ১৩৪

মুখরেতি। শঙ্খচূড়ং কৃষ্ণং মত্বাহ। হুঁমিদানীমেব লব্ধোঽসি। রে ধূর্ত! বরাহনরসিংহাদিবহুরূপোঽসীতি, সত্যং পৌর্ণমাস্যা কথ্যতে, যৎ অনেন ভানুনা ভীষণরূপেণ ভীষয়ন্তো নিষ্ক্রমসি।

শঙ্খচূড়েতি। দিষ্ট্যা মূর্ত্তীভূতবিক্রমচক্রবালস্য কৃষ্ণাখ্যবালকস্য দৃষ্টি বঞ্চিতা। ১২৯

সর্ব্বেতি। আর্য্যে! পরিত্রাহি পরিত্রাহি। ১৩০

মুখরেতি। রে শ্যামলা! ন যুক্তং খলু এতৎ। ১৩১

ললিতেতি। হা হতবুদ্ধিকে। ঈদৃশং দারুণমপি কৃষ্ণম্ আশঙ্কসে। ১৩২

শঙ্খচূড় ইতি। সুহৃত্তমস্য কংসভূপতেঃ কামম্ অবন্ধ্যং কর্ত্তুং এনাং সসিংহাসনামেব পদ্মিনীং শিরসি গৃহীত্বা নয়িষ্যে। ১৩৩

সর্ব্বা ইতি। হা কৃষ্ণ! কুতোঽসি? ১৩৪

দেবী এ কথা ঠিকই বলেছেন—কারণ এখন সূর্য্যের মত ভীষণ তেজস্বী রূপ ধারণ করে আমাকে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেলি। ১২৮

শঙ্খচূড়। আমার কি সৌভাগ্য! এই বালক কৃষ্ণ যেন মূর্ত্তিমান বিক্রম--কিন্তু আমি তার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখতেই পায়নি। (এই বলে কুমারী হরণ করবার জন্য যেতে লাগল) ১২৯

সকলে। (দেখে, ভয় পেয়ে) আর্য্যে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। ১৩০

মুখরা। (ক্রোধের সঙ্গে) ওরে শ্যামলা! এমন কাজ তো ভাল নয়। ১৩১

ললিতা। হায় বৃদ্ধে! তোমার বুদ্ধি কি লোপ পেল? এমন নিষ্ঠুর ব্যক্তিকেও কৃষ্ণ বলে মনে করছ? ১৩২

শঙ্খচূড়। প্রিয়বন্ধু কংসরাজার বাসনা পূরণ করবার জন্য সিংহাসনসমেতই এই পদ্মিনীকে মাথায় করে নিয়ে যাই। ১৩৩

(এই বলে ঠিক সেই কাজ করবার জন্য চলে গেল)

সকলে। (আর্ত্তভাবে) হায় হায়! কৃষ্ণ! তুমি কোথায় আছ? ১৩৪

শ্রীকৃষ্ণঃ—(কুঞ্জান্নিষ্ক্রম্য সবিষাদম্)—

আনীতাসি ময়া মনোরথশতব্যগ্রেণ নির্ব্বন্ধতঃ
পূর্ণং শারদপূর্ণিমাপরিমলৈ র্বৃন্দাটবীকন্দরম্।
সদ্যঃ সুন্দরি শঙ্খচূড়কপটপ্রাপ্তোদয়েনাধুনা
দৈবেনাদ্য বিরোধিনা কথমিতস্ত্বং হন্ত দূরীকৃতা ?

(ইতি সংরম্ভেণ পরিক্রামন্)—আর্য্যে ! মা ভৈষীঃ, এষ নেদীয়ানস্মি। ১৩৫

মুখরা। (সাস্রম্) চন্দমুহ ! বিজয়লচ্ছীএ সঅংবরিদো হোহি। ১৩৬

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সাটোপম্)—রে রে দুষ্ট !

রাধাপরাধিনি মুহুস্ত্বয়ি যন্ন শাস্তিং শক্নোমি কর্ত্তুমখিলাং গুরুরেষ খেদঃ।
সর্ব্বাঙ্গীণেয়মভিধাবতি লুপ্তধর্মা ত্বাং মুক্তিকালরজনী বত কিং করিষ্যে ?

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) ১৩৭

কৃষ্ণ ইতি। আনীতাসীত্যাদি। নির্ব্বন্ধত আগ্রহাৎ, শারদপূর্ণিমায়াং যে পরিমলা মনোহরগন্ধাস্তৈঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলে গন্ধে জনমনোহরে ইত্যমরঃ। শঙ্খচূড়স্য কপটেন ছলেন প্রাপ্ত উদয়ো যেন স তেন। সংরম্ভেণ ক্রোধোদ্ভূতমাটোপেন। এষ নেদীয়ান্ অহং নিকটোঽস্মি। ১৩৫

মুখরেতি। চন্দ্রমুখ ! বিজয়লক্ষ্ম্যা স্বয়ংবরিতো ভব।

কৃষ্ণ ইতি। রাধাপরাধিনীত্যাদি। মুখাদিসন্ধিস্বঙ্গানামশৈথিল্যায় সর্ব্বতঃ। সন্ধ্যন্তরাণি যোগ্যানি তত্র তত্রৈকবিংশতিঃ। সন্ধ্যন্তরৈকবিংশত্যন্তরে দণ্ডনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—দণ্ডস্ত্ববিনয়াদীনাং দৃষ্ট্যা শ্রুত্বা চ তর্জ্জনমিতি। অত্র শঙ্খচূড়তর্জ্জনং দণ্ডঃ। অখিলাং সমগ্রাং মুক্তিরূপা কালরজনী। ১৩৭

শ্রীকৃষ্ণ। (কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বিষণ্ণভাবে)

প্রিয়ে! আজ আমি বড় আশা করে বড় আগ্রহে এই শারদপূর্ণিমার চন্দ্রিমা বাসিত শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জ মন্দিরে তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু বিধাতা আজ বাম তাই কপট শঙ্খচূড়ের বেশে সে-ই যেন এসে হঠাৎ তোমাকে এই স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল—এটি কেমন করে সম্ভব হল আমি তো বুঝতে পারছি না।

(এই বলে সক্রোধে ভ্রমণ করতে লাগলেন)

আর্য্যে ! ভয় পেও না, ভয় পেও না—এই আমি এসে পড়েছি। ১৩৫

মুখরা। (রোদন করতে করতে) ওগো চন্দ্রবদন ! বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং তোমাকে বরণ করুন। ১৩৬

শ্রীকৃষ্ণ। (গর্ব্বভরে) ওরে দুষ্ট ! রাধাকে অপহরণ করে তুই যে অপরাধ করেছিস্—সেই অত্যন্ত দুরাচার তোর যতক্ষণ প্রচণ্ড শাস্তিবিধান করতে না পারছি ততক্ষণ আমার অন্তরের খেদ মিটবে না। সর্ব্বধর্মবিনাশী কালরাত্রির কবলে তুই পড়েছিস্ –আমি আর এ বিষয়ে কি করব ? ১৩৭

(এই বলে শঙ্খচূড়ের কাছে গেলেন)

কুন্দলতা—ললিদে ! পেক্‌খ পেক্‌খ, এসো হদাসো রাহিঅং উজ্ঝিঅ কণ্‌হেণ জোব্ধুং বিক্কমেদি। ১৩৮

(নেপথ্যে) স্থূলস্তালভুজোন্নতির্গিরিতটীবক্ষাঃ ক যক্ষাধমঃ

ক্বায়ং বালতমালকন্দলমৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ ?

নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতাপটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে

হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগস্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥ ১৩৯

(সর্ব্বাঃ সমাকর্ণ্য ব্যামোহং নাটয়ন্তি ।)

(প্রবিশ্যাপটীপেক্ষপেণ পৌর্ণমাসী) ১৪০

পৌর্ণমাসী—পুত্রি ললিতে ! মা ব্যথিষ্ঠাঃ, ক্ষিপ্রং খলস্ফুলিঙ্গমেতং লব্ধনির্ব্বাণং জানীহি। ১৪১

(নেপথ্যে) দোর্দণ্ডাটোপভঙ্গীবিকটরিপুবপুর্ঘট্টনা-দর্দ্দুরূঢ়ঃ

ক্রীড়ন্নুদ্দণ্ডদংষ্ট্রাঙ্কুরকুটিলতটোচ্চণ্ডতুণ্ডান্তরস্য ।

দিব্যচ্চণ্ডাংশুবিম্বপ্রতিভটমটবীমণ্ডলে দণ্ডকোট্যা

ব্যাকর্ষন্ পিঞ্ছচূড়ো হরতি মুকুটতঃ শঙ্খচূড়স্য রত্নম্ ॥ ১৪২

কুন্দেতি। ললিতে ! পশ্য পশ্য, এষ হতাশো রাধিকাং ত্যক্ত্বা কৃষ্ণেন যোদ্ধুং ক্রামতি। সংশয়নাম নাটক-ভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্,—অনিশ্চয়ান্তং তদ্বাক্যং সংশয়ঃ স নিগদ্যতে ইতি। অত্র সংশয়েনৈব বাক্যসমাপ্তেঃ সংশয়নাম নাটকভূষণম্। ১৩৮

পৌর্ণেতি। পুত্রি ললিতে ! স্ফুলিঙ্গম্ অগ্নিকোণম্। স্ফুলিঙ্গপক্ষে নির্ব্বাণঃ শান্তিঃ, খলপক্ষে মুক্তিঃ। ১৪১

(নেপথ্যে) দোর্দণ্ডেত্যাদি। পিঞ্ছচূড়ঃ শ্রীকৃষ্ণোঽটবীমণ্ডলে শঙ্খচূড়স্য মুকুটতো রত্নং দণ্ডকোট্যা ব্যাকর্ষন্ সন্ হরতীত্যন্বয়ঃ। দর্দ্দুরূঢ়ঃ প্রগল্ভঃ, জম্বুকাঃ শৃগালাঃ। ১৪২

কুন্দলতা—ললিতে ! দেখ, দেখ, এই হতাশ যক্ষ (শঙ্খচূড়) শ্রীরাধাকে ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য শক্তি প্রকাশ করছে। ১৩৮

(নেপথ্যে)

কোথায় এই স্থূলতালবৃক্ষের মত উন্নতবাহু ও পর্ব্বততটের মত বিস্তৃতবক্ষঃস্থল অধম যক্ষ শঙ্খচূড় আর কোথায়ই বা এই কিশোর তমালবৃক্ষের মত কোমল ও কামদেবের মত কমনীয় শিশু ! তার ওপর আবার এখানে এর কোন উপযুক্ত সাহায্যকারীকেও তো দেখতে পাচ্ছি না—হায় গোষ্ঠেশ্বরি ! জানি না, আজ তোমার তপস্যার ফল কেমন ফলবে ! ১৩৯

(সকলে এ কথা শুনে বিষণ্ন হলেন)

(বসন-আবৃতা হয়ে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ) ১৪০

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে ! আর দুঃখ করো না—এই খল স্ফুলিঙ্গ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হবে। ১৪১

(নেপথ্যে)

ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাহুবলে শত্রুধ্বংস করে গর্ব্বিত হয়েছিলেন—বনের মাঝে ভ্রমণ

পৌর্ণমাসী—দিষ্ট্যা রত্নাকৃষ্টিমিষাদয়মাকৃষ্টজীবো ব্যধায়ি। তেনাদ্য বৃন্দাটবীজম্বুকানাং পারণোৎসবায় সম্পৎস্যতে। (পুনর্নিরূপ্য সহর্ষম্) পশ্যত পশ্যত, বিচ্যুতরক্ষোঽয়ং যক্ষো ভঙ্গমঙ্গীচকার। ১৪৩

(পুনর্নেপথ্যে) মুষ্টিনা ঝটিতি পুণ্যজনোঽয়ং হন্ত পাপবিনিবেশিতচেতাঃ।
পুণ্ডরীকনয়নেন সখেলং দণ্ডিতঃ সকলজীবিতবিত্তম্॥ ১৪৪

পৌর্ণমাসী—(পুরো দৃষ্ট্বা সানন্দম্)—
বিকটসমরধাটী-ধৃষ্টতাধ্বংসিতারি র্বিলুঠদমলচূড়শ্চণ্ডিমাড়ম্বরেণ।
কৃতকুসুমবিসর্গৈঃ স্বর্গিভিঃ শ্লাঘ্যমানো মধুরিপুরয়মক্ষ্ণোর্মোদমাবিষ্করোতি॥ ১৪৫

পৌর্ণেতি। মিষাৎ ছলাৎ আকৃষ্টজীবঃ আকৃষ্টপ্রাণঃ কৃষ্ণেন ব্যধায়ি। সম্পৎস্যতে সম্যক্ ভবিষ্যতি। বিচ্যুতা রক্ষা রক্ষারূপমণির্যস্মাৎ সঃ। ১৪৩

(পুনর্নেপথ্যে) মুষ্টিনেত্যাদি বধনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্,—বধস্তু জীবিতদ্রোহক্রিয়া স্যাদাততায়িন ইতি, অত্র শঙ্খচূড়বধঃ। পুণ্ডরীকনয়নেনায়ং পুণ্যজনঃ সকলজীবিতবিত্তং মুষ্টিনা দণ্ডিতঃ দণ্ডির্দ্বিকর্মকঃ। পুণ্যজনো গৌণকর্ম জীবিতরূপবিত্তং মুখ্যকর্ম। পুণ্যজনাৎ জীবিতবিত্তমাকৃষ্টমিত্যর্থঃ। ১৪৪

পৌর্ণেতি। বিকটা যা সমরধাটী সমরে আক্রমণং, বলাদাক্রমণং ধাটীত্যমরঃ। তস্যা যা ধৃষ্টতা প্রাগল্ভ্যং তয়া ধ্বংসিতো হরির্যেন সঃ। চণ্ডিমাড়ম্বরেণ ক্রোধারম্ভেণ বিলুঠন্ত্যমলা চূড়া যস্য সঃ। ১৪৫

করতে করতে শঙ্খচূড়ের মুকুট থেকে সূর্য্যের তেজের মত তেজোময় রত্নটি দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে আকর্ষণ করে হরণ করলেন। সুদীর্ঘ দন্তাঙ্কুরে ও বিরাট মুখগহ্বরে শঙ্খচূড়কে ভয়ানক দেখাচ্ছিল। ১৪২

পৌর্ণমাসী। আহা কি সৌভাগ্য ! শ্রীকৃষ্ণ রত্ন আকর্ষণ করবার ছলে যে শঙ্খচূড়ের জীবনও আকর্ষণ করলেন দেখছি ! যাই হোক্, আজ তাহলে বৃন্দাবনের শৃগালদলের মহাসমারোহে পারণোৎসব হবে।

(পুনরায় ভালকরে দেখে সহর্ষে)

দেখ, দেখ, রক্ষামণি ছাড়া হওয়ায় এই যক্ষের মৃত্যু হয়ে গেল। ১৪৩

(পুনরায় নেপথ্যে)

কি আশ্চর্য্য ! পুণ্ডরীকাক্ষ খেলাচ্ছলে শুধু মুষ্টি আঘাতে কত তাড়াতাড়ি এই পাপ যক্ষের সমস্ত জীবন নিঃশেষ করে দিলেন। ১৪৪

পৌর্ণমাসী। (সামনে দৃষ্টিপাত করে আনন্দের সঙ্গে)—

আহা ! শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গনে বিশেষ পারদর্শী—তার প্রভাবে শত্রুকে বিনাশ করে ক্রোধে উন্মত্ত হওয়ায় তাঁর সুন্দর চূড়া ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে। স্বর্গবাসী দেবতারাও পুষ্পবর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করছেন। ইনি আমার নয়নযুগলকে আনন্দে আপ্লুত করলেন। ১৪৫

বিশাখা—ভঅবদি ! পেক্খ সুগহিদণামং রামং অগ্‌গে কদুঅ সব্বে সহঅরা সমাঅদা। ১৪৬

পৌর্ণমাসী—পুরুষোত্তমেন দত্তোঽয়ং রামায় রমণীয়ো মণীন্দ্রঃ। ১৪৭

ললিতা—পেক্খ, বঅস্‌সউলং পথাবিঅ একো জেব্ব মাহবো রাহিঅং অণুসপ্পদি। ১৪৮

পৌর্ণমাসী—পশ্য, পশ্য—

ভয়বাধিততরাধিকোপগূঢ়ঃ প্রচলাগ্রপ্রচলাক-চারুচূড়ঃ।
বদনোল্লসিত-শ্রমাম্বুবৃন্দঃ সবিধং সুন্দরি বিন্দতে মুকুন্দঃ॥ ১৪৯

(প্রবিশ্য যথানির্দ্দিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণঃ)

হা নেত্রনিন্দিত-কলিন্দসুতারবিন্দ গোবিন্দ গোকুলপুরন্দরনন্দনাত্ত।
মাং রক্ষ রক্ষ তরসেতি কৃতার্ত্তনাদাং রাধামধীরনয়নাং ন হি বিস্মরামি॥ ১৫০

পৌর্ণমাসী—(পরিক্রম্য) যশোদামাতরুৎখাতচিন্তাশল্যাস্মি কৃতা। (ইতি সরাধং মাধবমালিঙ্গতি)। ১৫১

বিশাখেতি। ভগবতি! পশ্য সুগৃহীতনামানং রামমগ্রে কৃত্বা সর্ব্বে সহচরাঃ সমাগতাঃ। অসৌ সুগৃহীতনামা স্যাৎ প্রাতরুত্থায় যং স্মরেদিতি কোষঃ। ১৪৬

ললিতেতি। পশ্য বয়স্যকুলং প্রস্থাপ্য এক এব মাধবো রাধিকাম্ অনুসর্পতি। ১৪৮

পৌর্ণেতি! হে সুন্দরি! মুকুন্দঃ সবিধং নিকটং বিন্দতি প্রাপ্নোতি ভয়েন বাধিতা যা রাধিকা তয়োপগূঢ়ঃ প্রচলাগ্রেণ প্রচলাকেন ময়ূরপুচ্ছেন চারুশ্চূড়া যস্য সঃ। ১৪৯

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। নেত্রাভ্যাং নিন্দিতে কলিন্দসুতায়া অরবিন্দে কমলে যেন তৎ সম্বোধনম্। ১৫০

বিশাখা। ভগবতি! দেখুন দেখুন—সুগৃহীত নামক বলদেবকে অগ্রে করে সখাগণ উপস্থিত হয়েছেন। (প্রাতঃকালে যাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করে শয্যাত্যাগ করা হয়—তাঁকে সুগৃহীতনামা বলে ১৪৬

পৌর্ণমাসী। এই যে রমণীয় মণিটি দেখছ—এটি পুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণ) বলরামকে দিয়েছেন। ১৪৭

ললিতা। দেখুন—মাধব সখাদের বিদায় দিয়ে একাই শ্রীরাধার অনুসরণ করছেন। ১৪৮

পৌর্ণমাসী। সুন্দরি! দেখ, দেখ! ভয়কাতরা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করে মুকুন্দ আমাদের দিকেই আসছেন। তাঁর মাথার ময়ূরপাখার চূড়াটি ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হয়েছে—শ্রান্তির ফলে তাঁর বদনে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তাতে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। ১৪৯

(যথানির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। হায়, হায়! ভয়বিহ্বলা শ্রীরাধার সেই অবস্থাটি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—হা প্রস্ফুটিতপঙ্কজনয়ন! হা গোবিন্দ! হা গোকুল-রাজনন্দন—আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর! রক্ষা কর—শ্রীরাধার কণ্ঠের এই আকুল আর্ত্তনাদ আজও আমার কাণে বাজছে। ১৫০

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রমা করে) ওগো যশোদানন্দন! এতক্ষণে আমি চিন্তামুক্ত হলাম। (এই বলে শ্রীরাধার সঙ্গে মাধবকে আলিঙ্গন করলেন।) ১৫১

মুখরা—(পাণিভ্যাং হরিং নির্মঞ্জ্য) বীর ! আরাহিআ দে রাহিআ দিট্ঠিআ রক্খিদা। ১৫২

(প্রবিশ্য) মধুমঙ্গলঃ—পিঅবঅস্স এসো মণিন্দো রামেণ রাহিআএ দিণ্ণো। ১৫৩

শ্রীকৃষ্ণঃ—কৌস্তুভস্য কুটুম্বং মণীনাং·গ্রামণীরয়ং রাধাগ্রৈবেয়কতামর্হতি। ১৫৪

ললিতা—জধা দিসদি ভবং। ১৫৫

শ্রীকৃষ্ণঃ—তদাগচ্ছত, দুষ্টবিজয়েনামুনা পিতরাবানন্দয়াম। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ১৫৬

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকে শঙ্খচূড়বধো

নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ॥

মুখরেতি। বীর ! আরাধিতা তে রাধিকা দিষ্ট্যা রক্ষিতা। ১৫২

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য ! এষ মণীন্দ্রো রামেন রাধিকায়ৈ দত্তঃ। ১৫৩

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। কৌস্তুভতুল্যমণীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽয়ম্, রাধাগ্রৈবেয়কতাং কণ্ঠভূষণতাম্। ১৫৪

ললিতেতি। যথা দিশতি ভবান্। ১৫৫

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকে শঙ্খচূড়বধো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

মুখরা। (হাত দুখানি দিয়ে শ্রীহরির মুখারবিন্দ মার্জন করে) বীর ! বড় ভাগ্যগুণে আজ শ্রীরাধা তোমার দ্বারা রক্ষিতা হয়েছে। ১৫২

(মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য ! বলরাম শ্রীরাধাকে এই মণিটি উপহার দিয়েছেন। ১৫৩

শ্রীকৃষ্ণ। কৌস্তুভের মতই মূল্যবান এই মণিটি শ্রীরাধার কণ্ঠভূষণ হলে তার উপযুক্ত সার্থকতা হবে। ১৫৪

ললিতা। তোমার আদেশ যথাযথ পালিত হবে। ১৫৫

শ্রীকৃষ্ণ। তবে চল—আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাই। দুষ্ট যক্ষের বিনাশ হয়েছে—এই সংবাদ দিয়ে পিতামাতাকে আনন্দিত করি। (এই বলে প্রস্থান করলেন) ১৫৬

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকে শঙ্খচূড়বধ নামক

দ্বিতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়া সহ সঙ্কথয়ন্তী পৌর্ণমাসী) ১

পৌর্ণমাসী—হন্ত, কথমুপক্রান্তোঽয়মন্তিমস্তামসীমুহূর্ত্তঃ ? পশ্য পশ্য—

দূরাৎ খরাংশু-শরভস্য পরিস্ফুরন্তীং বিস্ফূর্জ্জিতৈরুদয়শৈলতটীং বিলোক্য।
ত্রাসাদসৌ বিশতি চন্দনপিণ্ডপাণ্ডুরস্তাচলং মৃগকলঙ্কমৃগাধিরাজঃ ॥ ২

বৃন্দা—ভগবতি ! মথ্যমানস্যেব মহাম্ভোনিধের্গম্ভীরং কমপি কোলাহলসংরম্ভমাকর্ণ্য সম্ভ্রমেণাগতাস্মি। তৎ কথ্যতাং কিমেতদিতি। ৩

পৌর্ণমাসী—পুত্রি বৃন্দে ! নেদঞ্চ তে কর্ণয়োঃ প্রাঙ্গণমধিরূঢ়ম্ ? ৪

বৃন্দা—ভগবতি ! কিং তন্নাম ? ৫

পৌর্ণেতি। বিন্দুপ্রকৃতি-যত্নাবস্থাভ্যাং যোগঃ প্রতিমুখসন্ধিঃ। স চাত্র তৃতীয়চতুর্থয়োরঙ্কয়োর্দর্শিতঃ। তত্র বিন্দুলক্ষণং,—ফলে প্রধানে বীজস্য প্রকৃষ্টোক্তৈঃ ফলান্তরৈঃ বিচ্ছিন্নে যদবিচ্ছেদকারণং বিন্দুরিষ্যতে। যথাত্র কৃষ্ণস্য পুরগমনাদিনা মুখ্যফলবিচ্ছিন্নে তেনৈব সমাশ্বাসনম্। এতাস্তূর্ণং ন যাত কিয়তীত্যাদি। অথ যত্নাবস্থালক্ষণম্,—যত্নাবস্থাফলপ্রাপ্তাবৌৎসুক্যেন তু বর্ণনং—যথা—তৃতীয়েঽঙ্কে রাধায়া কৃষ্ণান্বেষণম্। চতুর্থেঽঙ্কে চ কৃষ্ণস্য গন্ধর্ব্বকৃত-নৃত্যাদৌ রাধাবলোকনোদ্যমঃ। প্রতিমুখসন্ধিলক্ষণম্—যথা—ভবেৎ প্রতিমুখম্ দৃশ্যাদৃশ্যং বীজপ্রকাশনম্। বিন্দু-প্রয়োগোপগমাদঙ্গান্যস্য ত্রয়োদশ। বীজং প্রেমা। তৎ কদাচিদ্দৃশ্যং কদাচিৎ অদৃশ্যং ভবতি। অঙ্গানি-যথা—বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধুতং শমনর্ম্মণী। নর্ম্মদ্যুতিঃ প্রগয়নম্ বিরোধাঃ পর্য্যুদাসনম্। পুষ্পং বজ্রং পরিন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি। আগতোঽয়ং ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ। ত্রাসহেতুমাহ, দুরাদিতি। খরাংশুঃ সূর্য্যঃ স এব শরভঃ অষ্টপদী সিংহজয়ি-জন্তুবিশেষঃ, তস্য বিস্ফূর্জিতৈঃ প্রকাশৈঃ। মৃগকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ স এব সিংহঃ। ২

বৃন্দেতি। তৎ কথ্যতামিতি এতৎকোলাহলকারণং কিম্। ৩

(তারপর বৃন্দার সঙ্গে আলাপ করতে করতে পৌর্ণমাসী দেবী প্রবেশ করলেন।) ১

পৌর্ণমাসী। হায়, হায় ! এখনি কেন ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত উপস্থিত হল ? দেখ, দেখ—পূর্ব্বদিকে উদয়াচলে সিংহবিজয়ী শরভজন্তুর মত সূর্য্য উদিত হয়ে কিরণমালা বিস্তার করেছেন—তার ফলে সকল দিক্ আলোকিত হয়েছে—তাই দেখে সিংহরূপী চন্দ্র ভয় পেয়ে শ্বেতচন্দনের মত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে অস্তাচলে প্রবেশ করেছেন। ২

বৃন্দা। কি এক গভীর কোলাহল শুনলাম—তাতে মনে হচ্ছিল বুঝি সাগর মন্থন হচ্ছে—তাই তো আমি ভয়ে ছুটে এলাম—ভগবতি ! কৃপা করে বলুন না—এ কিসের শব্দ ? ৩

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে ! এ বৃত্তান্ত এখনও তোমার কর্ণগোচর হয় নি। ৪

বৃন্দা। ভগবতি ! সে কি বৃত্তান্ত ? ৫

পৌর্ণমাসী—বলীবর্দ্দদানবমর্দ্দনবর্দ্ধিতরোষপর্ব্বতং পূর্ব্বেদ্যুরপূর্ব্ববিক্রমেণ কেশিনমুৎপাট্য গোষ্ঠমধিতিষ্ঠতি শিখণ্ডাবতংসে কংসেনানুশিষ্টঃ স খলু গান্ধিনেয়ো নন্দস্য মন্দিরমাসেদিবান্, স চ রাজোপজীবী রাজীববন্ধৌ পূর্ব্বপর্ব্বতমধিরূঢ়ে সপূর্ব্বজং পূর্ব্বদেবারিং পুরং নেষ্যতি। ৬

বৃন্দা—(ক্ষণং তুষ্ণীং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্য চ সবৈক্লব্যম্।—)

বনভুবি নবকুঞ্জং কস্য হেতোর্বিধাস্যে, ধৃতরুচি রচয়িষ্যাম্যত্র বা পুষ্পতল্পম্।
সুরভিমসময়ে বা বল্লিমুৎফুল্লয়িষ্যে, যদি নয়তি মুকুন্দং গান্ধিনেয়ঃ পুরায় ॥ ৭

পৌর্ণমাসী—(সব্যথম্)—

ক্রন্দন্তীনাং প্লুতবিরুতিভির্বিভ্যতীনাং বিভাতাৎ
কুপ্যন্তীনামসকৃদসকৃদ্গান্ধিনীনন্দনায়।
হা ধিগ্ দৈবং কুবলয়দৃশাং জাগ্রতীনাং সমগ্রা
ব্যগ্রাক্ষীণাং ক্ষণবদভিতস্তামসীয়ং ব্যরংসীৎ ॥ ৮

পৌর্ণেতি। পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বদিবসে, গোষ্ঠং গোকুলম্। অনুশিষ্ট আজ্ঞপ্তঃ গান্ধিনেয়ঃ অক্রূরঃ। রাজোপজীবী রাজদূতঃ। রাজীববন্ধৌ সূর্য্যে। সপূর্ব্বজং সরামং পুরং মথুরাম্। ৬

বৃন্দেতি। অত্র নবকুঞ্জে সুরভিং সুগন্ধম্, অসময়ে অকালে। ৭

পৌর্ণেতি। প্লুতবিরুতিভির্দীর্ঘশব্দৈঃ। বিভাতাৎ তামসী নিশা। নিশা দুর্গা চ তামসীতি কোষঃ। তমিস্রা তামসী রাত্রিরিত্যমরশ্চ। ব্যরংসীৎ বিরতাভূৎ। ৮

পৌর্ণমাসী। বৃষাসুরের বধ শ্রবণ করে কেশিদানব ভয়ঙ্কর ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছিল। গতকল্য শিখণ্ডচূড় কৃষ্ণ সেই কেশিদানবকে নিহত করে যেই গোকুলে প্রবেশ করেছেন অমনি কংসরাজার আদেশে গান্ধিনীনন্দন অক্রূর রথে চড়ে নন্দমহারাজের মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অক্রূর তো রাজদূত—পূর্ব্বাচলে সূর্য্যদেব আরোহণ করলেই—অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে দানবারি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সে মধুপুরে চলে যাবে। ৬

বৃন্দা। (কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিহ্বলভাবে বললেন।)

হায়, হায়! অক্রূর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরে নিয়ে যায়—তাহলে আর কিসের জন্য বনভাগে নূতন কুঞ্জ রচনা করব? আর কেনই বা তাতে মনমোহন কুসুম শয্যা বিস্তার করব? আর অসময়ে সুরভি লতাকে প্রফুল্লিত করেই বা কি লাভ? ৭

পৌর্ণমাসী। (ব্যথাভরা কণ্ঠে)

কি যে বেদনা! প্রভাত হবে এই আশঙ্কা করে গোপরামাগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে করতে বার বার অক্রূরের প্রতি আক্রোশ করছেন। অরে বিধাতঃ! তোকে ধিক্! কমলনয়নাগণ উৎকণ্ঠিত লোচনে জেগে থাকতে থাকতেই যেন মুহূর্ত্তকালের মত সর্ব্বতোভাবে এই রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল! ৮

বৃন্দা—(সাস্রম্)

লব্ধভ্রমেণ হরতা হরি-শর্ব্বরীশং, বিন্যস্যতা চ বিরহক্লমকালকূটম্।
হা গান্ধিনীতনুজমন্দরভূধরেণ বিক্ষোভিতঃ পৃথুলগোকুলসাগরোঽয়ম্॥ ৯

পৌর্ণমাসী—বৎসে! তদিতো গোপেন্দ্রগোপুরমেবানুসরাবঃ।

(ইতি পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী সবাষ্পম্)—

যত্রামঙ্গলসম্পদং ন কুরুতে ব্যগ্রা তদাত্বোচিতাং
বাৎসল্যৌপয়িকঞ্চ নোপনয়তে পাথেয়মুদ্ভ্রান্তধীঃ।
ধূলীজালমসৌ বিলোচনজলৈর্জম্বালয়ন্তী পরং
গোবিন্দং পরিরভ্য নন্দগৃহিণী নীরন্ধ্রমাক্রন্দতি॥ ১০

বৃন্দা—শৈব্যায়াঃ সখিজল্পিতং কিমাকর্ণিতমার্য্যয়া? ১১

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! কীদৃশমিদম্? ১২

বৃন্দা—

ন নির্ঘোষান্মন্যে নিশময়সি ঘোষস্য করুণান্
বিমুগ্ধে ত্বং দগ্ধামিহ যদনুবধ্নাসি মথনম্।
জপন্ কর্ণোৎসঙ্গে সখি কিমপি দূতঃ ক্ষিতিপতে
র্মুকুন্দং মন্দাত্মা নগরগমনায় ত্বরয়তি॥ ১৩

পৌর্ণেতি। যাত্রেতি, তৎকালস্তু তদা তৎ। ঔপয়িকং যোগ্যং, পাথেয়ং পথিভোগ্যং, জম্বালয়ন্তী পঙ্কিলং কুর্ব্বন্তী। নন্দগৃহিণী যশোদা নিরন্তরং রোদিতি। ১০

বৃন্দেতি। মন্যেঽহং ঘোষস্য নির্ঘোষান্ উচ্চশব্দান্ করুণান্ করুণরসকার্য্যান্ ন নিশময়সি ন শৃণোষি। যদ্‌যস্মাদ্দগ্ধাং মথনমনুবধ্নাসীত্যন্বয়ঃ। ১৩

বৃন্দা। (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে)

হায়, হায়! ভ্রমণযুক্ত অক্রূররূপ মন্দর পর্ব্বত বিস্তৃত গোকুল সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে চিরবিরহবেদনাময় কালকূট গরল ঢেলে দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র হরণ করে নিয়ে গেল। ৯

পৌর্ণমাসী। বৎসে! চল, এখান থেকে গোপরাজের পুরদ্বারে যাই।

(এই বলে ফিরে এসে সামনের দিকে দেখে অশ্রু বিসর্জ্জন করে)

এই যে নন্দরাণী কৃষ্ণের ভাবী বিরহে এতই আকুল হয়েছেন যে যাত্রার কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানই করতে পারছেন না—বিভ্রান্ত হয়ে বাৎসল্য স্নেহে কোন পাথেয় সঞ্চয়ও করে দিতে পারছেন না—শুধু নয়নের অবিরল ধারায় ধূলিকে পঙ্কিল করছেন—আর গোবিন্দকে আলিঙ্গন করে নিরন্তর রোদন করছেন। ১০

বৃন্দা। আর্য্যে! শৈব্যাকে সখী যা বলেছে—তা কি আপনি শুনেছেন। ১১

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! সে আবার কি? আমি তো কিছু শুনি নি। ১২

বৃন্দা। শৈব্যার প্রতি সখীর উক্তি—বিমুগ্ধে! আমার মনে হচ্ছে—তুমি গোপপল্লীর করুণ-

পৌর্ণমাসী—বৎসে ! শৈব্যাবিমোহতস্ত্বং বিক্লবা শ্যামলাবিলাপে নাভিজ্ঞাসি । ১৪

বৃন্দা—তথ্যং ব্রবীষি, তদেতং বর্ণয় । ১৫

পৌর্ণমাসী— ভানোর্বিম্বে ত্বরিতমুদয়প্রস্থতঃ প্রস্থিতেঽস্মৌ
যাত্রানান্দীং পঠতি মুদিতঃ স্যন্দনে গান্ধিনেয়ঃ ।
তাবত্তূর্ণং স্ফুট খুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খনন্তো
যাবন্নামী হৃদয় ভবতো ঘোটকাঃ স্ফোটকাঃ স্যুঃ ॥ ১৬

বৃন্দা—শৃণুবঃ কিং পরিদেবয়তি ভদ্রা । ১৭

(নেপথ্যে)— তুবরন্তো তুহ দইদো, সঅঙ্গণীড়ং পুরো সমারুহই ।
তহবি ণ পরাণসউণে, হদঙ্গণীড়ং পরিচ্চঅসি ॥ ১৮

পৌর্ণেতি । উদয়প্রস্থতঃ উদ্গতে । হে হৃদয় ! খুরপুটৈঃ ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খনন্তঃ সন্তোঽমী ঘোটকা যন্তবতঃ স্ফোটকা ন স্যুস্তাবৎ স্বয়ং স্ফুটং বিদীর্ণং ভবেত্যর্থঃ । স্ফুটধাতোস্তোদাদিকত্বাচ্চ, অত্র বিশেষণনামালঙ্কারস্য তৃতীয়ভেদঃ । অন্যৎ প্রকুর্ব্বতঃ কার্য্যমশক্যস্যান্যবস্তুনস্তথৈব করণং চেতি বিশেষস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি স্মরণাৎ । ক্ষৌণীপৃষ্ঠং খননং কুর্ব্বতাং ঘোটকানামশক্যস্য হৃদয়স্ফোটনস্য কারকতয়োক্তত্বাচ্চ । ১৬

বৃন্দেতি । পরিদেবয়তি বিলপতি । ১৭

(নেপথ্যে) তুবরন্তঃ ত্বরমাণঃ তব দয়িতঃ রথাঙ্গস্থানং পুরঃ সমারোহতে । তথাপি ন প্রাণশকুনে হতাঙ্গনীড়ং পরিত্যজসি । শতাঙ্গস্য রথস্য নীড়মুপবেশনস্থানম্ । প্রাণশকুনে পরাণপক্ষিন্ হতং সুখরাহিত্যান্মৃতকতুল্যং যদঙ্গং তদেব নীড়ং পক্ষিনিবাসস্থানম্ । ১৮

-রসবিলাপ শুনতে পাচ্ছ না—তোমার চিত্ত শুধু দধিমন্থনেই নিবিষ্ট হয়ে আছে । সখি ! কংসরাজার দূত পাপাত্মা অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কি কথা বলে তাঁকে মথুরা নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ? ১৩

পৌর্ণমাসী । বৎসে ! শৈব্যার মোহ শুনে তো তুমি বিহ্বলা হয়েছ ! শ্যামলার বিলাপ বিষয়ে কিছু শুনেছ কি ? ১৪

বৃন্দা । আপনি যদি সত্যি সত্যি তা জানেন—তাহলে বর্ণন করুন । ১৫

পৌর্ণমাসী । শ্যামলা বলছেন—ওগো হৃদয় ! যে পর্য্যন্ত উদয়াচলে সূর্য্যদেব উদিত না হন, যে পর্য্যন্ত অক্রূর রথে আরোহণ করে যাত্রামঙ্গল গাথা পাঠ করতে আরম্ভ না করেন—এবং যে পর্য্যন্ত রথের ঘোড়াগুলি খুর দিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করতে আরম্ভ না করে—তার আগে তুমি শীঘ্র বিদীর্ণ হও । ১৬

বৃন্দা । ওদিকে ভদ্রা আবার কি বিলাপ করছে—আসুন আমরা শুনি । ১৭

(নেপথ্যে ভদ্রার উক্তি)

ওগো প্রাণপাখী ! তোমার প্রিয় তো দ্রুতগতিতে রথনীড়ে অর্থাৎ রথের উপর আরোহণ করেছেন, তবু তুমি কেন এই মৃতপ্রায় দেহনীড় ত্যাগ করছ না ? ১৮

পৌর্ণমাসী—(বামতো দৃষ্ট্বা) বৎসে ! মাধবস্য মাধ্যাহ্নিকং দাম নির্মিমাণায়াং চন্দ্রাবল্যাং শল্যার্পিণী পদ্মাব্যাহৃতিরাকর্ণ্যতাম্ । ১৯

(নেপথ্যে) অধ্যারূঢ়ো রহমিহ পুর, সঙ্গরঙ্গী রহঙ্গী
হা পুপ্ফাণং তহবি চটুলে গণ্ঠণুক্কণ্ঠিদাসি ।
আহীরীণং বহিরি গহিরুক্কোসদীহা বিলাবা
কিং দে চন্দাঅলি ণ পরিদো কণ্ণকূঅং বিসন্তি ? ২০

পৌর্ণমাসী—(সোদ্বেগম্)

আলীব্যলীকবচনেন মুহুর্বিহস্তা হস্তারবিন্দবিগলদ্গ্রথিতার্দ্ধমাল্যা ।
হা হন্ত হন্ত কিমপি প্রতিপন্নতন্দ্রা চন্দ্রাবলী কিল দশান্তরমারুরোহ ॥ ২১

বৃন্দা—পশ্য, পশ্য, বিবশামেব চন্দ্রাবলীং স্যন্দনাগ্রতো নিধায় শোচতি পদ্মা । ২২

পৌর্ণেতি । শল্যার্পিণী শল্যার্পণকারিণী । ব্যাহৃতিঃ উক্তিঃ । ১৯

(নেপথ্যে) । অধ্যারূঢ়ো রথমিহ পুরা সঙ্গরঙ্গী রথাঙ্গী, হা পুষ্পাণাং তদপি চটুলে ! গ্রন্থনোৎকণ্ঠিতাসি । আভীরীণাং বধিরি ! গভীরোৎক্রোশদীর্ঘা বিলাপাঃ কিন্তে চন্দ্রাবলি ! ন পরিতঃ কর্ণকূপং বিশন্তি । ২০

পৌর্ণেতি । ব্যলীকবচনেন অপ্রিয়-বচনেন । বিহস্তা অনবস্থিতা । দশান্তরং মূর্চ্ছা । ২১

বৃন্দেতি স্যন্দনাগ্রতঃ রথাগ্রে । ২২

পৌর্ণমাসী । (বামদিকে দৃষ্টিপাত করে) বাছা ! চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্নকালের অঙ্গ-ভূষণের জন্য ফুলমালা রচনা করছিলেন—এমন সময় পদ্মা এসে তাকে যে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে—তা বলি শোন—১৯

(নেপথ্যে পদ্মার উক্তি)

ওগো চটুলে ! চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরা যাবার জন্য উৎসুক হয়ে রথে উঠেছেন—হায় ! হায় ! এখনও তুমি পুষ্পমালা গাঁথায় ব্যস্ত আছ ? হায় ! বধিরে চন্দ্রাবলী ! আহীরীদের অন্তরের গভীর শোকের মূর্চ্ছনা যে দীর্ঘ-বিলাপ—তা কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি ? ২০

পৌর্ণমাসী । (উদ্বেগের সঙ্গে)

আহা ! পদ্মার মুখে বার বার এইরকম অপ্রিয় মর্মভেদী বাক্য শুনে চন্দ্রাবলী এতই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যে তাঁর পদ্মহস্ত থেকে অর্দ্ধগ্রথিতা পুষ্পমালা খসে পড়ল । হায় ! হায় ! চন্দ্রাবলী যে আকুলা হয়ে কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হলেন—অর্থাৎ মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূতলে পতিত হলেন । ২১

বৃন্দা । দেখুন, দেখুন ! বিবশাঙ্গী চন্দ্রাবলীকে রথের সামনে রেখে পদ্মা কেমন শোক করছে । ২২

(নেপথ্যে) কৃখণবধেহি হদাসে তিলং বি ণঅণঞ্চলং পআসেহি।
হন্ত তুবরেই তুরঅং ণিক্করুণো গান্দিণীপুত্তো ॥ ২৩

পৌর্ণমাসী—হন্ত বৎসে ! রাধিকামপশ্যন্তী বাঢ়মাকুলাস্মি। ২৪

বৃন্দা—(দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য) হা ধিক্, পশ্য, পশ্য,—

ন বক্তুং নাবক্তুং পুরগমনবার্ত্তাং মুরভিদঃ
ক্ষমন্তে রাধায়ৈ কথমপি বিশাখাপ্রভৃতয়ঃ।
সমন্তাদাক্রান্তা নিবিড়জড়িমশ্রেণিভিরিমাঃ
পরং কর্ণাকর্ণিব্যবহৃতিমধীরং বিদধতি ॥ ২৫

পৌর্ণমাসী—(সখেদম্)

যস্যালোকসুখে কৃতেন নিমিষৈরাক্ষিপ্যমাণে মনাক্
প্রত্যূহেন বরাক্ষি সদ্বিরহিতাস্ত্বং নৌষি মীনীরপি।
তস্মিন্ বিন্দতি মাধবে মধুপুরীং দৈবান্ন জানীমহে
হা রাধে প্রণয়ানুবিদ্ধমনসঃ কা তে গতির্ভাবিনী ॥ ২৬

(নেপথ্যে)। ক্ষণমবধারয় হতাশে ! তিলমপি নয়নাঞ্চলং প্রকাশয়।
হন্ত ! ত্বরয়তি নিষ্করুণো গান্ধিনীপুত্রঃ। ২৩

বৃন্দেতি। ন বক্তুমিত্যাদি। কেচিত্তু নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমপঠিত্বা তৎস্থানে তাপনং পঠন্তি। তল্লক্ষণং,—উপায়দর্শনং যত্তু তাপনং ন ম তদ্ভবেদিতি। অত্র রাধা-সখীনামুপায়দর্শনং তাপনম্। ২৫

পৌর্ণেতি। যস্যেতি। প্রত্যূহেন বিঘ্নেন। নিমেষরহিতাঃ মীনপত্ন্যঃ। ২৬

(নেপথ্যে পদ্মার উক্তি)

ওগো আমার ভাগ্যবিড়ম্বিতে ! কিছুক্ষণের জন্যও অন্ততঃ চেতন হয়ে চোখ মেলে তাকাও! আহা কি বেদনা ! নিষ্ঠুর অক্রূর আবার যে রথের ঘোড়াগুলিকে তাড়াতাড়ি সাজাচ্ছে। ২৩

পৌর্ণমাসী। হায় বাছা ! আমি যে শ্রীরাধাকে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। ২৪

বৃন্দা। (ডানদিকে দৃষ্টিপাত করে) হায় ধিক্ ! দেখুন, দেখুন ! বিশাখা প্রভৃতি সখীরা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না—অথচ হতবাক্ হয়ে কেবল ধীরে ধীরে চুপি চুপি কথা বলছে। ২৫

পৌর্ণমাসী। (সখেদে)

ওগো সুনয়নে ! শ্রীকৃষ্ণদর্শন সুখের পথে নিমেষের ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে তাকে তুমি সহ্য করতে পার না—তখন নিমেষশূন্য মৎসীর ভাগ্যকে তুমি প্রশংসা কর—হে রাধে ! আজ তোমার সেই প্রিয়তম মাধব মধুপুরী চলে গেলে তোমার ভাগ্যে যে ভবিষ্যৎ দশা কি ঘটবে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। ২৬

বৃন্দা—পশ্য, পশ্য, সমন্তাদাকস্মিকেন কোলাহলেন কুরঙ্গীব তরঙ্গিতদৃষ্টিরেষা বহির্বীথীমাসসাদ রাধা। ২৭

পৌর্ণমাসী—হা কষ্টম্! স্ফুটং দিব্যোন্মাদময়ীমুদ্ঘূর্ণামাপন্নতে রাধিকা যদিয়মসম্বন্ধভূয়িষ্ঠামনেক-ভাষাময়ীং ভারতীমুদ্গিরতি। ২৮

(নেপথ্যে)　　বঅণরবইণন্দণং সবন্ধুং রহপবরোবরি পেক্‌খিঅ প্‌ফুরন্তং।
স্খলতি মম বপুঃ কথং ধরিত্রী ভ্রমতি কুতঃ কিমমী নটন্তি নীপাঃ? ২৯

পৌর্ণমাসী—শৃণুবঃ কিমাহ ললিতা। ৩০

(নেপথ্যে) সহি রাহে! মা বিসীদ্, পব্বদপরিক্কমোবক্কমো এসো। ৩১

পৌর্ণমাসী—শ্রূয়তাং বৎসায়া ব্যাহৃতিঃ। ৩২

পৌর্ণেতি। দিব্যোন্মাদস্য লক্ষণমুজ্জ্বলনীলমণাবুক্তম্, এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যাপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতি স্মৃতঃ। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহুধা মতা ইতি। উদ্ঘূর্ণালক্ষণং তত্রৈবোক্তং স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতমিতি। দিব্যোন্মাদময়ীং দিব্যোন্মাদকৃতাম্। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। অসম্বন্ধভূয়িষ্ঠাসম্বন্ধবহুলান্। অনেকভাষাময়ীং প্রাকৃতসংস্কৃতরূপাম্। ২৮

(নেপথ্যে)। ব্রজনরপতিনন্দনং সবন্ধুং রথপ্রবরোপরি প্রেক্ষ্য স্ফুরন্তম্। স্খলতীত্যাদিকাং সংস্কৃতময়ীমিতি জ্ঞেয়ম্। প্রাগয়নং নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং, উত্তরোত্তরবাক্যন্তু ভবেৎ প্রাগয়নং পুনরিতি॥ ২৮

(নেপথ্যে)। সখি রাধে! মা বিষীদ পর্ব্বতপরিক্রমোপক্রমঃ এষঃ। এষঃ পর্ব্বতঃ পরিক্রান্তমারব্ধ ইত্যর্থঃ। ২৯

বৃন্দা। দেখুন, দেখুন। হঠাৎ চারিদিকে কোলাহলধ্বনি শুনে শ্রীরাধা হরিণীর মত চকিত-দৃষ্টিতে বাইরের পথে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ২৭

পৌর্ণমাসী। হায়, হায়! এ যে দেখছি—শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ভ্রান্ত দশা উপস্থিত হল। কারণ শ্রীরাধা এখন নানারকম অসম্বদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। ২৮

(নেপথ্যে শ্রীরাধার উক্তি)

সই! বন্ধুর সঙ্গে ব্রজরাজনন্দনকে রথের ওপরে শোভা পেতে দেখে আমার অঙ্গ কেন স্ফুরিত হচ্ছে? আর কেনই বা পৃথিবীটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে? আবার কদমগাছগুলিই বা কেন সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল। ২৯

পৌর্ণমাসী। এখন ললিতা কি বলছে, চল একবার শুনে আসি। ৩০

(নেপথ্যে ললিতার উক্তি)

রাই সখি! দুঃখ করো না! পর্ব্বত অতিক্রম করার এই তো সবে সুরু। ৩১

পৌর্ণমাসী। ললিতার কথা শুনে শ্রীরাধা কি বলছেন—শোন। ৩২

(নেপথ্যে) সহচরি পরিজ্ঞাতং সত্যঃ সমস্তমিদং ময়া
পটিমপটলৈস্ত্বং নিহ্নোতুং কিয়ৎ প্রভবিষ্যসি ?
বিরম কৃপণে ভাবী নায়ং হরের্বিরহক্লমো
মম কিমভবন্ কণ্ঠে প্রাণা মুহুর্নিরপত্রপাঃ ? ৩৩

বৃন্দা– ভগবতি ! বিবক্ষুরিব বিশাখা লক্ষ্যতে। ৩৪

(নেপথ্যে) তং বিদ্ধংসিঅ কংসং রত্তিমুহে তুহ মেলিস্সই প্পণই।
সহি মা ঘুম্ম বিলক্খা ক্খমাবদীণং ধুরীণাসি ॥ ৩৫

পৌর্ণমাসী– সমাকর্ণয় বরবর্ণিনীবর্ণিতম্। ৩৬

(নেপথ্যে) নাশ্বাসনং বিরচয় ত্বমিদং হতাশে শুষ্যন্মুখী মম গুণং পরিকীর্ত্তয়ন্তী।
দূরাদমার্দ্দবভৃতোঽপি মুহুঃ ক্ষমায়াঃ কুক্ষিং বিদারয়তি পশ্য রথাঙ্গনেমিঃ ॥ ৩৭

(নেপথ্যে রাধাহ)। পটিমপটলৈঃ চাতুরীসমূহৈঃ। নিহ্নোতুং গোপয়িতুম্। কৃপণে জনে ইতি সম্বোধনং সপ্তম্যন্তং বা। ৩৩

(নেপথ্যে) তং বিধ্বংস্য কংসং রাত্রিমুখে মিলিষ্যতি প্রণয়ী। সখি! মা ঘূর্ণর বিলক্ষা ক্ষমাবতীনাং ধুরীণাসি। অত্র বিলক্ষা বিস্ময়ান্বিতা, বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত ইত্যমরঃ। ৩৫

পৌর্ণেতি। বরবর্ণিন্যা শ্রীরাধায়া বর্ণিতং ভাষিতম্। ৩৬

(নেপথ্যে)। মার্দ্দবভৃতোঽপি কঠিনায়া অপি ক্ষমায়া ধরিত্র্যাঃ। পক্ষে ক্ষমায়া ধৈর্য্যস্য। কুক্ষিম্ উদরং, রথাঙ্গনেমিঃ চক্রধারঃ। ৩৭

(নেপথ্যে শ্রীরাধার উক্তি)

সই! এখন আমি তো সব কথাই জানতে পেরেছি। চালাকি করে তুমি কি আর কিছু গোপন করতে পারবে? ওগো অকরুণ! ভয় পেওনা হরি-বিরহ ব্যাথা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কারণ আমার যে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে তারা কি এতই নির্লজ্জ হবে যে আমার এই দেহত্যাগ করে যাবে না? অর্থাৎ হরি-বিরহে আমার এই দেহত্যাগ-ব্যাথা আমাকে আর ভোগ করতে হবে না। ৩৩

বৃন্দা। ভগবতি! বিশাখাকে দেখে মনে হচ্ছে—ইনি যেন কিছু বলবেন। ৩৪

(নেপথ্যে বিশাখার উক্তি)

সখি! ক্ষমশীলা নারীদের তুমি মুকুটমণি—তাই অধীর হয়ো না। প্রেমাস্পদ তোমার অসুর কংসকে বধ করে সন্ধ্যাকালে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবেন—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। ৩৫

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! শ্রীরাধা কি বলছেন—শোন। ৩৬

(নেপথ্যে শ্রীরাধার উক্তি)

হায় আশাহতে বিশাখে! এমনিতর আমার গুণ গেয়ে গেয়ে শুষ্কমুখে আমাকে আর প্রবোধ দিও না—দেখ, দেখ! ঐ রথের চাকা ধরণীর বুকে চিরে চিরে চলেছে। ৩৭

পৌর্ণমাসী—অহহ রাজীবনেত্রযাত্রা-বিত্রাসিতচেতাঃ কামপ্যবৈর্য্যদীক্ষামুরীচকার চকোরাক্ষী। ৩৮

বৃন্দা—
ক্ষণং বিক্রোশন্তি বিলুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিততৃণা
ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধিকুহরে ? ৩৯

পৌর্ণমাসী—(সাস্রম্)—হা হন্ত ! হন্ত !
ন হি ন্যস্তা দৃষ্টিঃ ক্ষণমধরপালীপরিমলে
যয়া কংসারাতেঃ প্রিয়সহচরীণামপি পুরঃ।
গুরূণামপ্যগ্রে যদকলিতলজ্জাবলিরভূ—
দিয়ং রাধা সদ্যস্তদিহ মম চেতো গ্লপয়তি ॥ ৪০

(পুনর্নিরূপ্য)—
রথিনঃ পথি পশ্যতঃ সখেদং বত রাধাবদনং মুরান্তকস্য।
কিরতো নয়নে ঘনাশ্রুবিন্দূনরবিন্দে মকরন্দবৎ ক্রমেণ ॥ ৪১

বৃন্দেতি। শতাঙ্গস্য রথস্য। পুরতঃ অগ্রে। বাষ্পগ্রস্তাম্ অশ্রুযুক্তাম্। দশনোত্তম্ভিততৃণা দশনৈরুত্তম্ভিতানি তৃণানি যয়া সা। করুণাম্ভোধিকুহরে কারণ্যসমুদ্রবিলে। কুহরং শুষিরম্। শুষিরং বিবরং বিলমিত্যমরঃ। ৩৯

পৌর্ণেতি পালীরশ্রু,স্কপণ্ড ক্তিষু। অকলিতলজ্জাবলিঃ অস্বীকৃতলজ্জাশ্রেণী। ৪০

পৌর্ণেতি। পুনরিতি। রথিনো রথমারূঢ়স্য সখেদং যথা স্যাত্তথা রাধাবদনং পশ্যতো মুরান্তকস্য নয়নে অরবিন্দ-মকরন্দবৎ ঘনাশ্রুবিন্দুন্ কিরত ইত্যন্বয়ঃ। ৪১

পৌর্ণমাসী। আহা ! পঙ্কজনয়ন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রায় ব্যাকুলহৃদয়ে চকোরনয়নী শ্রীরাধা যে কোন্ এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় পড়লেন—অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে ভূলুণ্ঠিতা হয়েছেন ! ৩৮

বৃন্দা। আহা। শ্রীরাধা মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করতে করতে রথের সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছেন। আবার কিছুক্ষণ বা সজলনয়নে শ্রীহরির মুখের পানে চেয়ে আছেন—আবার কথনও কখনও বা বলরামের সামনে দন্তে তৃণ ধরে দৈন্য প্রকাশ করছেন। হায়, হায় ! এঁর এই উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে কার না হৃদয় দুঃখে গলে যাচ্ছে ! ৩৯

পৌর্ণমাসী। (জলভরা চোখে) আহা কি দুঃখ, কি কষ্ট রে !

যে লজ্জাশীলা শ্রীরাধা আগে সখীদের সামনেও কখনও শ্রীকৃষ্ণের মুখের পানে চাইতেন না—সেই রাধিকা আজ কিনা সব শালীনতা হারিয়ে গুরুজনের সামনেও শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছেন। হায়, হায় ! এ দৃশ্য দেখে আজ আমার চিত্ত ব্যথায় ভরে যাচ্ছে। ৪০

(পুনরায় দেখে)

রথে যেতে যেতে পথের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ব্যাথাতুর মুখকমলখানি দর্শন করে বার বার অশ্রুপাত করতে লাগলেন—ঠিক যেন মনে হচ্ছে পদ্ম থেকে মধু ক্ষরণ হচ্ছে। ৪১

বৃন্দা—ভগবতি ! নূনং কুমারীণাং প্রাণাঃ প্রাণেশ্বরেণ সার্দ্ধমেবাদ্য প্রযাস্যন্তি। ৪২

পৌর্ণমাসী—পুত্রি ! হরেঃ সন্দেশহরং পশ্য, পশ্য,

এতাস্তূর্ণং নয়ত কিয়তীরাত্তি মিশ্রাস্তমিস্রা
ভাবী ভব্যাঃ পুনরপি ময়া মঙ্গলঃ সঙ্গমো বঃ।
ইত্থং দীর্ঘৈরঘবিজয়িনা হন্ত সন্দানিতোঽভূ–
দাশাপাশৈঃ সরসিজদৃশাং প্রাণসারঙ্গসঙ্ঘঃ ॥ ৪৩

বৃন্দা—(সব্যথম্)—

ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং বনমপি ন ময়ূরাস্তাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্তি।
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায় ॥ ৪৪

পৌর্ণেতি। হে ভব্যাঃ। এতাস্তমিস্রা রাত্রীস্তূর্ণং নয়ত ক্ষিপত। বাষ্পমিশ্রত্বেন দিবসানামপি রাত্রিত্বয়াধ্যবসানং কৃতম্। পুনর্ময়া সহ বো যুষ্মাকং মঙ্গলঃ সঙ্গমো ভাবী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সন্দানিতো বদ্ধঃ। সারঙ্গসঙ্ঘঃ মৃগসমূহঃ। ৪২

বৃন্দেতি। ইন্দিন্দিরাণাং ভ্রমরাণাম্। রথাঙ্গাঃ চক্রবাকাঃ। পত্তনায় পুরায়। ৪৩

পৌর্ণেতি। অদ্বীপে দ্বীপরহিতে। স্যন্দননেমিনা নির্মিতো যো মহাসীমন্তো রেখাবিশেষস্তস্য দম্ভাৎ। সর্ব্বং সহয়াপি ভুবা দূরং ব্যাপ্যেদং নির্ভরং বিদীর্ণমভূৎ। ভাবে ক্তঃ। ৪৪

বৃন্দা। ভগবতি। অবস্থা দেখে মনে হয়, শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপবালাদের প্রাণ আজ নিশ্চয়ই তাদের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই চলে যাবে। ৪২

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ! শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাবহ দূতের দিকে একবার চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—

ওহে শান্তস্বভাবা ব্রজবালার দল ! তোমরা কোনওরকমে কষ্ট স্বীকার করে এই বিরহরজনী কাটিয়ে দাও। ভবিষ্যতে আবার আমার সঙ্গে তোমাদের শুভ মিলন হবে। আহা ! এইভাবে পাপহারী মধুসূদন আশাজাল বিস্তার করে পদ্মলোচনা গোপবালাদের প্রাণরূপ মৃগকে যেন বেঁধে রাখলেন। ৪৩

বৃন্দা। (অন্তত দুঃখিত হয়ে)

আজ গোবিন্দবিরহে ব্রজভূমির কি অবস্থা হয়েছে—গোকুল ছেড়ে মাধব আজ মধুপুরে (মথুরায়) গেছেন—তাই ভ্রমর আজ মধুপানে বিরত হয়েছে—ময়ূরেরা আজ আর নেচে নেচে বনের শোভা বাড়াচ্ছে না আহা কি দুঃখ। চকোরও চকোরীর সঙ্গে আর মিলিত হচ্ছে না। ৪৪

পৌর্ণমাসী—(নেমিবর্ত্মানুস্থৃত্য সখেদম্) অহহ !

অন্বীপে ক্ষিপতী সমস্তজগতীমস্তোকশোকাম্বুধৌ
রাধা সংভৃতকাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনম্।
যেন স্যন্দননেমিনির্মিতমহাসীমন্তদম্ভাদিদং
হা সর্ব্বংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভুবা ॥ ৪৫

বৃন্দা—হা কষ্টম্ ! হা কষ্টন্ !

পুরঃ ক্বচন ধাবতি স্ফুরতি চিত্রিতেব ক্বচিৎ
তনোতি হসিতং ক্বচিৎ ক্বচন তীব্রমাক্রন্দতি।
ইয়ং প্রলপতি ক্বচিৎ ক্বচন মৌনমালম্বতে
মুকুন্দবিরহোদ্গতৈর্মুহুরধীরধীরাধিভিঃ ॥ ৪৬

(নেপথ্যে). ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব চন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ?
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষথি-
নিধির্মম সুহাত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্ ॥ ৪৭

বৃন্দেতি। মুকুন্দবিরহাদুদ্গতৈরাধিভি র্মনঃপীড়াভিরধীরধীঃ সতী ক্বচন ধাবতীত্যাত্মন্বয়ঃ। চিত্রিতেব স্তব্ধেব আক্রন্দতি রোদিতি। ৪৫

নেপথ্যে রাধাহ, অত্যৎকণ্ঠয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য বিয়োগজনকং বিধিং নিন্দতি। ৪৬

পৌর্ণেতি। মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ। কারুণ্যড়ম্বরং কারুণ্যাধিক্যম্। পথ্যা হিতকারিণী। ৪৭

পৌর্ণমাসী। (রথের চাকার দাগ দেখতে দেখতে সখেদে)

হায় ! শ্রীরাধা কাতরভাবে এমনই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছেন যে তাতে নিখিল বিশ্ব যেন তাঁর দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছে। আহা-হা ! আর বেশী কি বলব, রথের চাকাগুলি যে গভীর দাগ কেটে কেটে চলে গেছে তা যেন মেদিনীর বুকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করে দিয়ে গেছে। ৪৫

বৃন্দা। আহা ! এ কি হল ! এ কি হল !

মুকুন্দ বিরহব্যথায় শান্তস্বভাবা শ্রীরাধাও ধৈর্য্যহারা হয়ে কখনও সামনে দৌড়ে যাচ্ছেন আবার কখনও বা নিশ্চয় নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছেন ! আহা কি যে দুঃখ ! কখনও হাসছেন, কখনও বা কাঁদছেন, আবার কখনও বা প্রলাপ বকছেন আবার কখনও বা মৌন হয়ে আছেন। ৪৬

(নেপথ্যে শ্রীরাধার উক্তি)

ওগো সখি ! বল, বল—নন্দকুল-চন্দ্রমা আজ কোথায় ? কোথায় সেই ময়ূরপুচ্ছধারী ? যাঁর বেণুনিনাদ মন্ত্রের মত রমনীকুলকে আকর্ষণ করে তিনি কোথায় ? অঙ্গকান্তিতে যাঁর ইন্দ্র-

পৌর্ণমাসী – ধিক্ কষ্টম্ ! মূর্ত্তমেতদ্দুর্নিবারং কারণ্যডেম্বরং পরিলম্বতে, তদিতস্তূর্ণং মে প্রস্থিতিঃ পথ্যা। ৪৮

বৃন্দা – ভগবতি ! মুখরামত্র সন্নিধাপয়িতুমিচ্ছামি। (ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে।) বিষ্কম্ভকঃ ৪৯

(ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামাশ্বাস্যমানা রাধা)

শ্রীরাধা। (সক্রন্দম্) নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভনিতি
র্ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।
হরের্বক্ষঃ পীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুটদন্তর্ম্মম মনঃ॥ ৫০

বিষ্কম্ভেতি। ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচক ইতি। ৪৮

রাধেতি। নিপীতেতি। প্রথমং বিধূতং নাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্ বিধূতং কথিতং দুঃখমভীষ্টার্থানবাপ্তিত ইতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনালিঙ্গনাদ্যনবাপ্ত্যা দুঃখং 'বিধূতম্'। ঘনং নিবিড়ং যথা স্যাত্তথা মমান্তর্মনো লুঠৎ সৎ স্ফুটতি বিদীর্য্যতি। ৪৯

বিশাখেতি। সখি ! কৃষ্ণস্য প্রত্যাগমনসন্দেশং জানন্ত্যপি ঈদৃশে বেদনানল-ঝলৎকারে আত্মানং পরিক্ষিপন্তী কস্মাৎ সখীনাং প্রণান্ কারীষেণ রন্ধয়সি। কারীষ উৎপলিকাগ্নিঃ। ৫০

নীলমণির ছটা কোথায় তিনি ? সখি, বল বল—রাসরসে নৃত্যচপল সেই রাসবিহারী আজ কোথায় ? কোথায় আমার সেই প্রাণসঞ্জীবনী—আমার প্রিয়তম অমূল্যনিধি—তিনি আজ কোথায় ? হে বিধাতঃ ! তোমাকে ধিক্ ! ধিক্ ! ৪৭

পৌর্ণমাসী। হায় ! এ যে শোকের পাথার বয়ে যাচ্ছে—আমি আর সইতে পারছি না—তাই এখনই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। ৪৮

বৃন্দা। ভগবতি ! এখানে মুখরাকে আনতে ইচ্ছা করি। ৪৯

(এই বলে দুজনেই চলে গেলেন)

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ কাজের অংশমাত্র সূচনা)

(তারপর ললিতা ও বিশাখা শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে প্রবেশ করলেন।)

শ্রীরাধা। (রোদন করতে করতে)

সুমুখি ! কেবলই মনে হচ্ছে আমি যেন প্রাণভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমধুর রসালাপ শুনি নি-- নিঃসঙ্কোচে তাঁর মুখকমলের সৌন্দর্য্যসুধা পান করি নি—আর প্রেমভরে তাঁর বিশাল বক্ষঃ আলিঙ্গন করি নি—তাই সখি গো ! এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার মর্ম্মস্থল যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ৫০

বিশাখা। হলা! কণ্‌হস্‌স পচ্চাঅমণসন্দেসং জানন্তী বি ঈরিসে বেঅণাণল-ঝলক্কারে অপ্পাণং পক্‌খিবন্তী কীস সহীণং পন্নাণং করীসেণ রন্ধেসি? ৫১

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

চেতঃ খিন্নজনে হরেঃ পরিণতং কারুণ্যবীচীভরৈ-
রিত্যাভীর-নতভ্রুবাং সখি ভবেদালোকসম্ভাবনা।
মর্ম্মগ্রন্থি-নিকৃন্তনব্যসনিনী তং তাদৃশং বৈরিণী
ক্রূরেয়ং বিরহব্যথা ন সহতে মদ্ভাগধেয়োৎসবম্ ॥ ৫২

(ইত্যার্ত্তিং নাটয়ন্তী)

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণে
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥ ৫৩

শ্রীরাধেতি। হরেশ্চেতঃ কারুণ্যবীচীভরৈঃ খিন্নজনে পরিণতং সদয়ত্বম্ ইতি। ইতীতি পাঠে ক্রিয়াপদমুহ্যম্। উন্মত্তায়াস্তস্যা অসম্বন্ধবাক্যত্বাৎ। এতীতি পাঠে ইতি পদমুহ্যম্। তাদৃশং মদ্ভাগ্যোৎসবম্ ইয়ং বিরহব্যথা ন সহতে ইত্যন্বয়ঃ। বিরোধনাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—যত্তু ব্যসনমায়াতি বিরোধঃ স নিগদ্যতে ইতি। অত্র ষষ্ঠ এব বিরোধাগমনেন বিরোধঃ। দর্শনসম্ভাবনা চেত্তদা কথং শোচসীত্যত্রাহ মর্ম্মেত্যাদি ॥ ৫২

শ্রীরাধেতি। উত্তাপীতি। তৈজসদ্রবীকরণপাত্রম্। তস্য পাকোঽর্ভকঃ পুটাহ্যুৎক্ষিপ্তো যঃ কশ্চিদবয়-বস্তস্মাৎ। ক্ষোভণো মোহকারী। দম্ভোলেঃ বজ্রাৎ। বিসূচিকা ব্যাধিবিশেষঃ। ৫৩

বিশাখা। সখি রাধে! তুমি তো জান, শ্রীকৃষ্ণ আবার ফিরে আসবেন তবে কেন এমন করে বেদনানলে আত্মাহুতি দিয়ে সখীদেরও ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে মারছ? ৫১

শ্রীরাধা। সখি! শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়খানি করুণায় ভরা—তাই ব্রজসুন্দরীদের কখনও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন সম্ভাবনা হতে পারে। কিন্তু সই! বিরহবেদনা বড়ই ক্রূরস্বভাবা—সে মর্মস্থলকে ছেদন করে দেয়—তাই সে পরম শত্রুর মত আমার সৌভাগ্যের আতিশয্য সহ্য করিতে পারছে না। ৫২

(এই বলে অত্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করতে লাগলেন।)

আহা কি কষ্ট! শ্রীকৃষ্ণের বিরহভোগে যে বেদনা, তার তাপ পুটপাকের চেয়েও বেশী—(পুটপাক—মাটির হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দিয়ে চারিপাশে প্রলেপ দেওয়া হয়—ভিতরে কবিরাজী ভেষজ বা ধাতুঘটিত ঔষধ সিদ্ধ হয়—এতে তাপ একটুও বাইরে প্রকাশ পায় না অথচ ভিতরে তাপ অত্যন্ত তীব্র হয়—একে পুটপাক বলে) এ বিরহযাতনা কালকূট বিষ অপেক্ষাও মোহজনিকা, বজ্র অপেক্ষাও কঠিন—তীক্ষ্ণ অস্ত্র অপেক্ষাও মর্মকে তীব্রভাবে ছেদন করে—বিসূচিকা রোগবিশেষের চেয়েও জ্বালাময়। তাই বলি হে সখি! ঐ ব্যথা তার নিজের জোরেই আমার মর্মছেদন করছে ৫৩

(ইতি মুক্তকণ্ঠং রোদিতি ।)

(নেপথ্যে) অদ্য প্রাণপরার্দ্ধতোঽপি দয়িতে দূরং প্রযাতে হরৌ
হা ধিগ্ দুঃসহশোকশঙ্কুভিরভূদ্বিদ্ধান্তরা রাধিকা ।
তেনাস্যাঃ প্রতিষেধমার্য্যচরিতে ত্বং মা কৃথা মা কৃথাঃ
ক্ষীণেয়ং ক্ষণমত্র সুষ্ঠু বিলুঠত্যার্ত্তস্বরং রোদিতু ॥ ৫৪

ললিতা । (নেপথ্যাভিমুখমালোক্য স্বগতম্) বৃন্দে ! সাহু সাহু, জং ণিবারণুম্মুহী মুহরা তুএ ণিবারিদা । ৫৫

শ্রীরাধা । (পুনশ্চক্রবাকীং বিলোক্য সাভ্যর্থনম্)—

ইয়মুপগতা প্রাচীতস্ত্বং রথাঙ্গি ততো হরি-
স্তব পদমগাদস্মোরস্য প্রবৃত্তিমুদীরয় ।
বিলয়তি রথক্লান্তিং হন্ত প্রভোঃ পথি তস্য কঃ
প্রণয়তি জনঃ কো বা পত্রাঙ্কুরাদিপরিক্রিয়াম্ ? ৫৬

(নেপথ্যে) বৃন্দাহ, হে আর্য্যচরিতে মুখরে ! উপন্যাসনাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গ-মিদম্ । তল্লক্ষণং-যুক্তিভিঃ সহিতো যোঽর্থ উপন্যাসঃ স উচ্যতে ইতি । অত্র যুক্তিমদর্থঃ প্রকট এব । ৫৪

ললিতেতি । বৃন্দে ! সাধু, সাধু, যন্নিবারণোন্মুখী মুখরা ত্বয়া নিবারিতা ॥ ৫৫

শ্রীরাধেতি । ইয়মিতি । রথাঙ্গি হে চক্রবাকি ! প্রবৃত্তিং বার্ত্তাম্ উদীরয় কথয় । বিলয়তি নাশয়তি । ক্লান্তিং শ্রান্তিং,—প্রণয়তি করোতি ॥ ৫৬

(এই বলে মুক্তকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন)

(নেপথ্যে বৃন্দার উক্তি)

ওগো সুশীলে মুখরে ! হায় ! হায় ! আজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম হরি দূরে চলে যাওয়ায় শ্রীরাধা অন্তরে দুঃসহ শোক ভোগ করছেন । শোক-শলাকা তাঁর হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে । তুমি তাকে আর নিষেধ করোনা । এই তন্বী কিছুক্ষণ অন্তত ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে আর্ত্ত হয়ে রোদন করুন্ । ৫৪

ললিতা । (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করে) বৃন্দে ! তুমি যে মুখরাকে নিবারণ করার কাজ হতে নিবৃত্ত করলে সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই । ৫৫

শ্রীরাধা । (পুনরায় চক্রবাকী দেখে সাদরে বললেন)

ওগো চক্রবাকী ! এই তো তুমি পূর্বদিক থেকে আসছ, তাহলে মনে হচ্ছে তুমি হরিকে দর্শন করে এসেছ—তাই বল না লক্ষীটি, হরি-এখন কি করছেন ? পথের মাঝে তাঁর রথশ্রান্তি কে দূর করে দিচ্ছে ? আর কেই বা তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলের অলকা তিলকের সংস্কার করে দিচ্ছে ? ৫৬

ললিতা। পিঅসহি! বিওইণী-ণিউরম্ব কুড়ুম্বং কড়ম্বসাহিসিহরে মহুরাপত্থাণুক্কণ্ঠিদং ৰিঅ পেক্খ বলিপুট্‌ঠরাঅং। ৫৭

শ্রীরাধা। (সশ্লাঘম্)—

ভ্রাতর্বায়সমণ্ডলীমুকুট হে নিষ্ক্রম্য গোষ্ঠাদিতঃ
সন্দেশং বদ বন্দনোত্তরমমুং বৃন্দাটবীন্দ্রায় মে।
দগ্ধুং প্রাণপশুং শিখী বিরহভূরিন্ধে মদঙ্গালয়ে
সান্দ্রং নাগরচন্দ্র ভিন্ধি রভসাদাশার্গলাবন্ধনম্ ॥ ৫৮

(সব্যতঃ শারিকামবেক্ষ্য)—

ন বেদ্মি সখি শারিকে যদসি তস্য দূতী হরে-
রিদং প্রথমতঃ স্ফুটং কথয় মুঞ্চ ৰার্ত্তাং পরাম্।
স পিষ্টকটুকণ্টকঃ সখিভিরাবৃতো বর্ত্ততে
রথো রথ ইতি ব্রুবন্ কিমধুনা প্রতীচীমুখঃ ? ৫৯

ললিতেতি। প্রিয়সখি! বিয়োগিনী-নিকুরম্বকুটম্বং কদম্বশাখি-শিখরে মথুরাপ্রস্থানোৎকণ্ঠিতমিব পশ্য বালপুষ্ট-রাজম্। বলিপুষ্টাঃ কাকাস্তেষাং রাজানম্ ॥ ৫৭

শ্রীরাধেতি। ভ্রাতরিতি। বন্দনাদুত্তরং বিরহজন্মনা বহ্নিঃ দীপ্যতে। ভিন্ধি ছিন্ধি রভসাৎ শীঘ্রম্ ॥ ৫৮

শ্রীরাধেতি। ন বেদ্মি ইতি। পিষ্টঃ চূর্ণীকৃতঃ কটুকণ্টকঃ উগ্রশত্রুঃ ক্ষুদ্রশত্রৌ চ কণ্টকঃ ইতি কোষঃ। অধুনা কিং প্রতীচী মুখঃ সন্ রথোরথ ইতি ব্রুবন্ বর্ত্তত ইত্যন্বেয়ম্ ॥ ৫৯

ললিতা। প্রিয়সখি! কদম্বগাছের অগ্রভাগে কেমন করে কাক-রাজটি বসে আছে, দেখ দেখ! তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন বিরহিণীদের আত্মীয়স্বরূপ হয়ে মথুরা যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। ৫৭

শ্রীরাধা। (প্রশংসাধ্বনি করে) ওগো ভাই বায়স-মুকুটমণি!

তুমি গোষ্ঠ থেকে গমন করে বৃন্দাবনচন্দ্রকে বন্দনা করে আমার এই কথা ক'টি তাঁকে বলো—"ওগো নগরচূড়ামণি! তোমার বিরহাগ্নি প্রাণপশুকে দগ্ধ করবার জন্য আমার অঙ্গরূপ আলয়ে আশ্রয় নিয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে—কিন্তু প্রাণপশুটি আশাপাশময় অর্গল বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—তাই বাইরে আসতে পারছে না—তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই আশাপাশরূপ অর্গলটি ছেদন করে দাও। (অর্থাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণ ফিরে আসবেন এই আশা বুকে নিয়ে আজও প্রাণধারণ করা সম্ভব হয়েছে।) ৫৮

(বামদিকে শারিকা পক্ষিণীকে দেখে)

ওগো সখি শারিকে! তুমি যে হরির দূতী—আমি তাতো জানি না। যাই হোক্! এখন অন্য সব কথা ছেড়ে সত্যি কথা বলত—শ্রীকৃষ্ণ কি এখন ক্ষুদ্র শত্রু বধ করে সখাদের মাঝে রথ রথ—এই কথা বলতে বলতে এখনও কি পশ্চিম দিকে মুখ করে আছেন ? ৫৯

ইতি বিক্রোশন্তী সশঙ্কম্)—

কিং জপ্পিস্সদি সম্পদং গুরুঅণো হা বৈণবং কাম্বতং
জুত্তিং সোঅহরং সুণামি ণ কহং হা নর্ম্মভঙ্গী ক সা ?
কিং ধারেমি ণ ধেরিঅং কখণমহং হা প্রাণনাথঃ ক মে
কণ্ঠং মুঞ্চধ রে পরাণহদআ হা ধিঙ্ ন দৃষ্টো হরিঃ ॥ ৬০

বিশাখা। (অপবার্য্য) ললিদে ! তুরিঅং কুণ কম্পি উবাঅং জেণ এসো পরাণবিদ্দোহী পিঅসহীএ বেঅণাতরঙ্গো কখণং বি সিঢ়িলীঅদি। ৬১

ললিতা। (রাধামুপেত্য সংস্কৃতেন)—

আশঙ্কেমহি পঙ্কজাক্ষি কুতুকী নির্ম্মায় মায়াং ক্রমা-
দক্রূরাদিময়ীং হরিঃ পরিহসত্যস্মান্ কলাবানলম্।
মোক্তুং ন ক্ষমতে কদাপি যদয়ং বৃন্দাটবীকন্দরং
শক্যঃ প্রেক্ষিতুমঞ্জসা সখি স চেৎ কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে ॥ ৬২

শ্রীরাধেতি। কিং জল্পিষ্যতি সাম্প্রতং গুরুজনো হা বৈণবম্। কাম্বতং যুক্তিং শোকহরং শৃণোমি ন কথং হা নর্ম্মভঙ্গী ! ক সা। ধৈর্য্যং কিং ন ধারয়ামি। হন্ত হৃদয়ে হা প্রাণনাথঃ ! ক মে কণ্ঠং মুঞ্চত রে প্রাণহতকা ! হা ধিঙ্ ! ন দৃষ্টো হরিঃ। পদ্যস্যাস্যানেকময়ত্বং দীব্যোন্মাদ-জনিতত্বাৎ। ৬০

বিশাখেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, ললিতে ! ত্বরিতং কুরু কমপি উপায়ং যেন এষঃ প্রাণবিদ্রোহী প্রিয়সখ্যা বেদনাতরঙ্গঃ ক্ষণমপি শিথিলায়তে। ৬১

ললিতেতি। আশঙ্কেতি। কুতকী হরিঃ ক্রমাদক্রূরাদিময়ীং মায়াং নির্ম্মায়াস্মাকমলং পরিহসতি যস্মাদয়ং কদাপি বৃন্দাটবীকন্দরং মোক্তুং ন ক্ষমতে যদি কুঞ্জান্তরে মৃগ্যতে তর্হ্যঞ্জসা প্রেক্ষিতুং শক্যঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ॥ ৬২

(এই বলে রোদন করতে করতে ভয়ের সঙ্গে)

হায় ! হায় ! এখন গুরুজনই বা আমাকে কি বলবেন ? বেণুনিনাদও তো আর কানে প্রবেশ করে না, শোকের প্রলেপ স্বরূপ যুক্তিই বা আর শুনতে পাই না কেন ? আর সেই পরিহাস কথাই বা কোথায় গেল ? আমি এখন কেমন করে ধৈর্য্য ধারণ করি ? হায় ! হায় ! আমার প্রাণেশ্বর এখন কোথায় ? হরিকে তো দেখতে পেলাম না ! ওরে আমার নিলর্জ্জ প্রাণ, যত তাড়াতাড়ি পারিস্ আমার কণ্ঠ ত্যাগ করে বেরিয়ে যা। ৬০

বিশাখা। (কানে কানে) ললিতে ! তাড়াতাড়ি কোন উপায় স্থির কর যাতে প্রিয়সখীর প্রাণের এই বেদনাতরঙ্গ কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত প্রশমিত হয়। ৬১

ললিতা। (শ্রীরাধার নিকট গিয়ে সংস্কৃতভাষায়)

ওগো কমলনয়নে শ্রীরাধে ! আমাদের মনে হচ্ছে কৌতুকপ্রিয় হরি অক্রূর প্রভৃতিকে দিয়ে মায়া তৈরী করে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত পরিহাস করছেন। তা, না হলে তাঁর পক্ষে কি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করা সম্ভব ? তাই বলি সখি ! তুমি যদি অন্য কোন কুঞ্জে তাঁকে অন্বেষণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পাবে। ৬২

বিশাখা। ললিদে! সাহু, সাহু, সচ্চং বিঅক্খণাসি। ৬৩

শ্রীরাধা। হন্ত সখ্যৌ! নাসম্ভাব্যমিদম্, তন্মৃগয়েমহি। ৬৪

(ইতি পরিক্রম্য পুরঃ কুরঙ্গীর্বিলোকয়ন্তী সবাষ্পমুচ্চৈঃ)

হরি হরি ভবতীভিঃ স্বান্তহারী হরিণ্যো হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি।
যদনুরণিতবংশীকাকলীভির্মুখেভ্যঃ সুখতৃণকবলা বঃ সামিলীঢ়াঃ স্খলন্তি ? ৬৫

(ইত্যন্ততো গত্বা সাট্টহাসম্)—

অলে মোলি চ্ছিপ্পং ভণ পলিহলন্তী কুডিলদং
কুড়ঙ্গে গূঢ়ঙ্গো ণিবসই কহিং পিঞ্ছমউলী ?
নবাম্ভোদশ্রেণীস্তনিতগণতোঽপ্যর্ব্বুদগুণং
পিঅং ভো তুম্হাণং মুরলিজণিদং জস্স্ রণিদম্॥ ৬৬

বিশাখা। (সোদ্গ্রীবমবেক্ষ্য)—এসা পিঅসহীএ কুণ্ডণিউঞ্জে গুঞ্জাঅলী দীসই। ৬৭

বিশাখেতি। ললিতে! সাধু সাধু, সত্যং বিচক্ষণাসি॥ ৬৩

শ্রীরাধেতি। স্বান্তহারী হরিঃ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী চক্রে। সুখকারি-তৃণকবলাস্তৃণগ্রাসাঃ। সামিলীঢ়া অর্দ্ধচর্ব্বিতাঃ॥ ৬৫

অরে ময়ূরি! ক্ষিপ্রং ভণ পরিহরন্তী কুটিলতাং কুঞ্জে গূঢ়াঙ্গো নিবসতি কুত্র পিঞ্ছমৌলী। নবাম্ভোদশ্রেণী-স্তনিতগণতোঽপ্যর্বুদগুণম্। প্রিয়ং ভো! যুষ্মাকং মুরলীজনিতং যস্য রণিতম্॥ ৬৬

বিশাখেতি। এষা প্রিয়সখ্যাঃ কুণ্ড-নিকুঞ্জে গুঞ্জাবলী দৃশ্যতে॥ ৬৭

বিশাখা। ললিতে! তুমি সত্যই খুব ভাল কথা বলেছ! তোমার বুদ্ধি তারিফ না করে পারছি না। ৬৩

শ্রীরাধা। ওগো ললিতে বিশাখে! তোমরা যা, বললে তা সম্ভব হতে পারে। তবে তাই চল! আমরা গিয়ে তাকে অন্বেষণ করি। ৬৪

(এই বলে ফিরে এসে হরিণীদের দেখে জলভরা চোখে উচ্চকণ্ঠে বললেন)

হরি হরি! ওগো বনের হরিণীরা! তোমরা কি সেই নয়নভিরাম হরিকে তোমাদের দৃষ্টিপথের অতিথি করেছ—অর্থাৎ তাকে কি তোমরা দেখেছ ? মনে হচ্ছে তার বংশীনিনাদ তোমাদের কাণে প্রবেশ করেছে এবং সেই আনন্দের অনুভূতিতে তোমাদের মুখের তৃণ গ্রাস অর্দ্ধচর্ব্বিত হয়ে মুখ থেকে খসে পড়েছে। ৬৫

(এই বলে একটু এগিয়ে গিয়ে অট্টহাসি হেসে)

ওরে ময়ূরি! কপটতা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বল্ দেখি, ময়ূরপুচ্ছধারী হরি নিজেকে লুকিয়ে কোন্ কুঞ্জে রয়েছেন ? তাঁর মুরলিধ্বনি যে নবনীরদশ্রেণীর ধ্বনির চেয়েও অর্ব্বুদগুণে তোমাদের প্রিয়। ৬৬

বিশাখা। (উদ্গ্রীব হয়ে দেখে) এই যে রাধাকুণ্ডের তীরের কুঞ্জবনে গুঞ্জাবলী দেখছি। ৬৭

শ্রীরাধা। (সম্ভ্রমেণাদায় জিঘ্রন্তী সোৎকম্পম্)—

মণিরাজরুচা বিরাজিতা দনুজারেঃ স্ফুরিতাসি বক্ষসি।
ইহ কিং লুঠসি ত্বমাকুলা সখি গুঞ্জাবলি কুঞ্জবর্ত্মনি ? ৬৮

ললিতা। মগ গণাহিণিবেসেণ অবিণ্ণাদ-মগ গাও অম্হে কধং সহিথলী-পেরন্তং পত্তম্হ ? ৬৯

শ্রীরাধা। হা প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (ইত্যৌৎসুক্যমভিনীয়) বিশাখে! তামদৃষ্টপূর্ব্বাং বল্লভিত-বল্লবেন্দ্রনন্দনাং চন্দ্রাবলীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ৭০

বিশাখা। সা কৃখু করালাএ মন্দিরে সন্দাণিদা কৃখিণদি। ৭১

শ্রীরাধা। তদমুং গিরীন্দ্রমেব গৌরবেণ গিরাং পাত্রং করবাণি। (ইতি পবিক্রম্য সের্ষ্যম্) বিশাখে! কুতঃ সাম্প্রতং মাং প্রতারয়সি, যদগ্রে দেবী চন্দ্রাবলী ? ৭২

ললিতেতি। মার্গণাভিনিবেশেন অবিজ্ঞাতা মার্গগ্রামা বয়ং কথং সখীস্থলী-প্রান্তং প্রাপ্তা স্মঃ। সখীস্থল্যাঃ সখীখরা ইত্যাখ্যস্য গ্রামস্য নিকটমিত্যর্থঃ॥ ৬৯

শ্রীরাধেতি। বল্লভঃ প্রিয় ইবাচরিতো বল্লবেন্দ্রনন্দনো যয়া॥ ৭০

বিশাখেতি। সা খলু করালায়া মন্দিরে সন্দানিতা ক্ষিণোতি। সন্দানিতা রুদ্ধা ইতি যাবৎ। সা চন্দ্রাবলী করালা নাম্নী চন্দ্রাবল্যাঃ পিতামহী॥ ৭১

শ্রীরাধেতি। গিরাং পাত্রং স্তুতিবিষয়ম্॥ ৭২

শ্রীরাধা। (সম্ভ্রমের সঙ্গে গুঞ্জামালা গ্রহণ করে আঘ্রাণ করতে করতে কম্পিত হতে হতে বললেন)

হে সখি গুঞ্জাবলি! তুমি যে দনুজদলন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে বিরাজ কর—কৌস্তুভমণির কান্তি তোমার শোভাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সেই হরিবক্ষ-শোভিতা তুমি আজ ব্যাকুল হয়ে কুঞ্জপথে লুণ্ঠিত হচ্ছ ? ৬৮

ললিতা। সখি! আমরা অন্বেষণের পথটি ঠিক করতে পারিনি। কেমন করে আমরা সখীস্থলী গ্রামের প্রান্তে এসে পড়লাম। ৬৯

শ্রীরাধা। হায় প্রিয়সখি চন্দ্রাবলি! (এই বলে অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করে) বিশাখে! যিনি নন্দনন্দনের সঙ্গে প্রিয়ের মত ব্যবহার করেছেন সেই অভূতপূর্ব্ব চন্দ্রাবলীকে দেখবার জন্য মনে বড় বাসনা হয়েছে। ৭০

বিশাখা। তিনি করালার ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। ৭১

শ্রীরাধা। তবে চল, এই গিরিরাজকেই গৌরববাক্য দিয়ে স্তুতি বন্দনা করি।

(এই বলে ফিরে এসে ঈর্ষাভরে)

বিশাখে! আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ কেন ? এই-ত, এই-ত সামনে দেবী চন্দ্রাবলী! ৭২

(ইত্যুপসৃত্য সবাষ্পগদ্‌গদম্)—

কুসুমিত-লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মদান্ধমধুব্রতে

ত্রসদিব দৃশা শার্দ্দ্বন্দ্বঃ ন্যস্যন্ স্মিতস্ফুরিতাধরঃ।

কিমিহ মুরলীপাণির্বেণীশিখোচ্চলচ্চন্দ্রকঃ

সখি তব সখা দৃষ্টঃ স্বৈরী ব্রজেন্দ্রসুতস্ত্বয়া ? ৭৩

(কন্দরে নিজোক্তিপ্রতিধ্বনিমাকর্ণ্য সব্যথম্) কথং সাক্রন্দমসৌ মামেবানুপৃচ্ছতি ? ৭৪

(ইতি সবিধমাসাদ্য সব্যামোহম্)—

সান্দ্রৈঃ সুন্দরি ! বৃন্দশো হরিপরিষ্বঙ্গৈরিদং মঙ্গলং

দৃষ্টং তে হতরাধয়াঙ্গমনয়া দিষ্ট্যাদ্য চন্দ্রাবলি।

দ্রাগেনাং নিহিতেন কণ্ঠমভিতঃ শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ

কর্ণোত্তংসসুগন্ধিনা নিজভুজদ্বন্দ্বেন সন্ধুক্ষয় ॥ ৭৫

(ইত্যালিঙ্গিতুমুপক্রমতে।)

ললিতা। হলা ! ফডিঅসিলাপড়িবিম্বিদা এসা তুমং জেব্ব ণ ক্খু চন্দাঅলী। ৭৬

শ্রীরাধেতি। সাক্রন্দং সরোদনম্। অসৌ চন্দ্রাবলী ॥ ৭৪

সান্দ্রৈরিতি। বৃন্দশঃ বহুতরৈঃ। কৃষ্ণবিরহেণ স্বং শীর্ণাভূদতঃ প্রতিবিম্বেঽপি শীর্ণত্বং দৃষ্টং ত্বয়া। হে সুন্দরি চন্দ্রাবলি ! অনয়া হতরাধয়াদ্য তেঽঙ্গং দিষ্ট্যা ভাগ্যেন দৃষ্টম্। নিজভুজদ্বন্দ্বেনৈনাং মাং দ্রাক্ ঝটিতি সন্ধুক্ষয় তর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ৭৫

ললিতেতি। সখি স্ফটিকশিলা প্রতিবিম্বিতা এষা ত্বমেব। ন খলু চন্দ্রাবলী ॥ ৭৬

(এই বলে সামনে কিছুদূর এগিয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে গদ্‌গদ স্বরে)

সই ! ফুলে ফুলে ভরা লতাকুঞ্জে মধুপানে লুব্ধ ভ্রমরের দল গুন্ গুন্ স্বরে গান করছে সেখানে তৃষিতের মত নয়ন মেলে বিচরণ করছে—যাঁর অধরে হাস্যসুধা ঝরে ঝরে পড়ছে—হাতে যাঁর মনমাতান বাঁশীখানি শোভা পাচ্ছে—শিরে যাঁর ময়ূরপাখার চূড়া সেই স্বেচ্ছাময় তোমার প্রাণসখা নন্দনন্দনকে কি তুমি দেখেছ ? ৭৩

(গিরিগুহায় নিজবাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করে ব্যথাভরা কণ্ঠে)

একি ! চন্দ্রাবলী যে কাঁদতে কাঁদতে আমাকেই জিজ্ঞাসা করছে ? ৭৪

(এই বলে নিকটে গিয়ে মোহভরে)

সুন্দরি ! হরির নিবিড় আলিঙ্গনে তোমার অঙ্গ বার বার পবিত্র হয়েছে—আজ হতভাগ্য এই শ্রীরাধা সে অঙ্গ দর্শন করে ধন্য হল। সখি চন্দ্রাবলি ! তোমার যে ভুজযুগল কংসারির কর্ণাবতংস কুসুম সৌরভে আমোদিত হয়েছে সেই বাহুলতা দিয়ে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে আমাকে আনন্দ দান কর। ৭৫

(এই বলে আলিঙ্গন করবার জন্য উদ্যত)

ললিতা। সখি ! স্বচ্ছ স্ফটিকশিলায় এ যে তোমার নিজেরই ছায়া, এ তো চন্দ্রাবলী নয়। ৭৬

শ্রীরাধা। (নিরূপ্য)—নাতথ্যং ব্রবীষি। (ইতি পুরো গত্বা সোল্লাসং বিহস্য) ললিতে ! দিষ্ট্যাহমমুক্তবিগ্রহাস্মি সংবৃত্তা। পশ্য পশ্য। ৭৭

(ইত্যঙ্গুল্যা দর্শয়ন্তী)—

বিদূরে কংসারির্মুকুটিতশিখণ্ডাবলিরসৌ।
পুরো গৌরাঙ্গীভিঃ কলিতপরিরম্ভো বিলসতি ॥ ৭৮

(ইতি সাভ্যসূয়ং পুনর্নিরূপ্য সখেদম্)—

ন কান্তোঽয়ং শঙ্কে সুরপতিধনুর্ধামমধুর—
স্তড়িল্লেখাহারী গিরিমবললম্বে জলধরঃ ॥ ৭৯

(ইতি মূর্চ্ছতি।)

উভে—হলা ! সমস্সস, সমস্সস। ৮০

শ্রীরাধা। (সমাশ্বস্য সাদরম্)

গিরীন্দ্র ত্বং প্রেম্ণা প্রবর-বরিবস্যাবিরচনে।
বরীয়ানিত্যঙ্কে তব বসতি শঙ্কে প্রভুরসৌ। ৮১

শ্রীরাধেতি। অমুক্তবিগ্রহা অত্যক্তদেহা অস্মি জাতা। মুকুটবদাচরিতা শিখণ্ডাবলি র্যেন সঃ। পুষ্পনাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং, সবিশেষং বিধানং যৎ পুষ্পং তদিতি সঙ্গিতমিতি। অত্র পুর্নর্জলধরতয়া বিশেষজ্ঞানাৎ পুষ্পম্। ৭৭।৭৮

ললিতা বিশাখেতি। সখি ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ॥ ৮০

শ্রীরাধেতি। গিরীন্দ্রং স্তৌতি। বরিবস্যা সেবা। অঙ্কে ক্রোড়ে। দুরন্তং দুর্গমন্। ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বা স্ত্রিয়ামিত্যমরাৎ। দৃশা দর্শনেন। ৮১

শ্রীরাধা। (ভাল করে দেখে) মিথ্যা কথা তো বল নি সখি ! (এই বলে সামনে এগিয়ে গিয়ে উল্লসিত হয়ে উচ্চহাস্য করে) ললিতে ! বড়ই ভাগ্যের কথা—আজ আমি নিশ্চিত জানলাম—যে আমাকে আর দেহত্যাগ করতে হবে না।

দেখ, দেখ—(এই বলে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করে) ৭৭

অদূরে ময়ুরপুচ্ছধারি কংসারি গৌরবর্ণা গোপবালার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে সামনে বিহার করছেন। ৭৮

(এই বলে অসূয়া প্রকাশ করে পুনরায় নিরিক্ষণ করে সখেদ)

সখি ! নিশ্চিত বুঝতে পারছি—ইনি আমার মনমোহন কান্ত নন। এ যে দেখছি ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ রেখায় শোভিত মনোহর মূর্ত্তি নবজলধর পর্ব্বতকে আলিঙ্গন করছে। ৭৯

(এই বলে মুর্চ্ছিত হলেন)

ললিতা ও বিশাখা। সখি ! কাতর হয়ো না, কাতর হয়ো না। ৮০

শ্রীরাধা। (আশ্বস্ত হয়ে সাদরে)

ওগো গিরিরাজ ! তুমি প্রেমভরে উত্তম উত্তম সেবার উপকরণ সাজিয়ে রেখেছ—সেবা পরিপাটিতে তোমার বড় গরিকা—তাই মনেহয় শ্রীকৃষ্ণ তোমারই কোলে বাস করছেন। ৮১

(ইতি কাকুমাতন্বতী)

দরীদ্বারং দূরাদ্দ্রুতমিহ দরোদ্ঘাট্য দয়য়া।
দুরন্তং দৈন্যোর্ম্মিং মম দময় দামোদরদৃশা ॥ ৮২

(পুনর্নিভাল্য) কথমেষ ঝাংকারকারি-বারি-নির্ঝরায়িত-মহাশ্রুপূরো মৌনমেবাবলম্বতে ? ৮৩

(ইত্যঞ্জলিং বধ্নতী)

গোবর্দ্ধন! ত্বমিহ গোকুলসঙ্গিভূমৌ, তুঙ্গৈঃ শিরোভিরভিপদ্য নভো বিভাসি।
তেনাবলোক্য হরিতঃ পরিতো বদাশু, কুত্রাদ্য বল্লবমণিঃ খলু খেলতীতি ॥ ৮৪

(কিঞ্চিদগ্রে গত্বা)

মকর-করম্বিতঃ কদম্বো, ননু সোঽয়ং চটুলাক্ষি! যস্য মূলে।
প্রচলাক-শলাকয়া হরির্মে, কচপক্ষে রচয়াঞ্চকার চূড়াম্ ॥ ৮৫

কথমিতি। ঝংকারীণি ঝাংকারশব্দযুক্তানি যানি বারীণি তেষাং নির্ঝরবদাচরিতোঽশ্রুপূরো যস্য সঃ। গোবর্দ্ধন! ইতি গোকুলভূমৌ স্থিত্বা তুঙ্গৈঃ শৃঙ্গৈর্ন ভ আকাশমভিপদ্য প্রাপ্য বিভাসি তেন হেতুনা পরিতো হরিতো দিশোঽবলোক্যাশু বদ বল্লবমণিঃ কুত্রাদ্য খেলতি ॥ ৮৩।৮৪

শ্রীরাধেতি। প্রচলাকশলাকয়া ময়ূরাপিঞ্ছশলাকয়া। ৮৫

(কাতরে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন।)

ওগো! দয়া করে যত তাড়াতাড়ি পার গুহার দ্বার উন্মুক্ত করে দামোদরকে দর্শন করিয়ে আমার দুঃখতরঙ্গ দূর কর। ৮২

(পুনরায় দৃষ্টিপাত করে)

এ কি! গোবর্দ্ধনের বুকে ঝরণার জলের ঝর্ ঝর্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এতো জল নয়—এ যে গিরিরাজের উদ্বেলিত অশ্রুরাজি। গভীর ব্যথায় সে আজ নীরব হয়ে আছে। ৮৩

(এই বলে করজোড়ে)

হে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন! গোকুলভূমিতে তুমি বিরাজ করছ—তোমার সুউচ্চ শিখরদেশ গগনচুম্বী হয়ে শোভা পাচ্ছে। তুমি সকল দিকে ভাল করে দৃষ্টিপাত করে দয়া করে বল—আজ গোপবালার হৃদয়ের ধন কোথায় বিহার করছেন? ৮৪

(কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে)

ওগো চটুলনয়নে! এই সেই মধুভরা কদমতরু—দেখ, দেখ—এরই নীচে হরি ময়ূরপাখার শলাকা দিয়ে তোমার কেশকলাপে চূড়া রচনা করেছিলেন। ৮৫

(দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য সবিক্রোশম্)

সেয়ং গোবর্দ্ধনগিরিদরী দ্বারি বিন্যস্তচিত্রা
যস্যামান্তে বিচকিলময়ী কল্পিতা তেন শয্যা।
দৃষ্ট্বাপ্যেনাং ললিতমভিতঃ স্মারয়ন্তীং পুরস্তাৎ
প্রাণান্ কণ্ঠে সখি বিচরতো ধিগ্ বরাকান্মমাস্তু ॥ ৮৬

(ইতি বৈক্লব্যং নাটয়ন্তী)

দৃষ্টঃ কুঞ্জগণো ব্যলোকি নিখিলং বৃন্দাটবী-কোটরং
নির্ব্বন্ধেন নিভালিতা চ নিবিড়া ভাণ্ডীর-ভূমণ্ডলী।
প্রত্যঙ্গং মুহুরীক্ষিতঃ সখি! ময়া সোঽয়ঞ্চ গোবর্দ্ধনো
লব্ধঃ কাপি ন তস্য হন্ত ললিতে! গন্ধোঽপি বন্ধোস্তব ॥ ৮৭

ললিতা। হলা! কুড়ুঙ্গে লুক্কিদো মাহবো তুএ কিত্তিঅ-বারং ণ লদ্ধোত্থি? তাং ণিবিণ্ণা মা হোহি। ৮৮

শ্রীরাধা। (পরিক্রম্য সসম্ভ্রমং সংস্কৃতেন) সাধু ললিতে! সাধু, সাধু পশ্য দূরাদক্রূরেণ সার্দ্ধং পুরঃ স্যন্দনমারূঢ়োঽয়ং নন্দনন্দনঃ, তদেনং কণ্ঠগ্রাহমবরোহয়িষ্যে। ৮৯ (ইতি তদভ্যর্ণমাসাদ্য সব্যথম্)

বিচকিলময়ী মল্লিকাপুষ্পপ্রচুরা। এনাং দরীং শয্যাং বা ললিতং বিলাসম্। ৮৬

দৃষ্টেতি। নির্ব্বন্ধেন নিঃসঙ্কোচেন। নিভালিতা দৃষ্টা। ৮৭

ললিতেতি। সখি! কুঞ্জে লুক্কায়িতো মাধবস্ত্বয়া কতিবারং ন লব্ধোঽস্তি তস্মান্নির্বিণ্ণা মা ভব। ৮৮

শ্রীরাধেতি। সব্যাভ্রং তমালতরুং গিরিশৃঙ্গং দৃষ্ট্বাহ, কণ্ঠগ্রাহং কণ্ঠে গৃহীত্বা। অবরোহয়িষ্যে উত্তারয়িষ্যামি কথমিতি। সর্ব্বমন্যথামনভীষ্টমভূৎ ॥ ৮৯। ৯০

(দক্ষিণদিকে তাকিয়ে রোদন করে)

সখি! গোবর্দ্ধনগিরিগুহার দ্বারে সেই চিত্র আজও শোভা পাচ্ছে—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে মল্লিকাকুসুমের শয্যা রচনা করেছেন—যে শয্যা দর্শনে সুমধুর-বিলাসস্মৃতি হৃদয়ে জেগে উঠছে—হায় হায়—বড়ই বেদনা—এই শয্যা-রচনা সামনে দেখে এখনও কণ্ঠে প্রাণ রয়েছে—এ প্রাণকে শতবার ধিক্কার দিই। ৮৬

(এই বলে বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন)

আহা কি কষ্ট! সই! বৃন্দাবনের সব কুঞ্জই তো তন্ন তন্ন করে দেখলাম। ভাণ্ডীর ভূমণ্ডলীও তো সবই দেখলাম—গিরিরাজের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত করে দেখলাম—কিন্তু ওগো ললিতে! কই কোন জায়গায় তো তোমার বন্ধুর গন্ধও পেলাম না। ৮৭

ললিতা। কুঞ্জের মাঝে মাধব তো এর আগে কত বারই লুকিয়েছেন—তখন কি তুমি তাঁকে পাও নি? তবে এখন কেন হতাশ হচ্ছ সখি? ৮৮

শ্রীরাধা। (প্রত্যাবর্ত্তন করে সব্যাভ্র তমালতরু ও গিরিশৃঙ্গ দর্শন করে ব্যস্ততার সঙ্গে) ললিতে

গিরেঃ শৃঙ্গং স্বর্ণস্তবকিতমিদং হন্ত ন রথ-
স্তমালোঽসৌ নীলদ্যুতিরিহ ন গোপীরতিগুরুঃ।
বলী শার্দুলোঽয়ং ন হি নৃপতিদূতঃ সখি! পুরো
বিধাতুর্বামত্বাৎ কথমিতরথা সর্ব্বমুদভূৎ ? ॥ ৯০
(ইতি মূর্চ্ছতি।)

বিশাখা। (সোদ্বেগম্) ললিদে! জাব ভিসিণীদলাইং আণেমি, দাব নং পড়ঞ্চলেন বীএহি। ৯১

(নেপথ্যে)　বিরহভরমুদীর্ণং প্রেক্ষ্য রাধাতিদৈন্যং
স্ফুটমখিলমশুষ্যন্মানসী হন্ত গঙ্গা।
অহহ রবিতুরঙ্গাজীব্যশৃঙ্গাগ্রদূর্ব্বঃ
শতভুজমিতিরাসীদেষ গোবর্দ্ধনোঽপি ॥ ৯২

শ্রীরাধা। (প্রবুধ্য সপ্রণয়ের্ষ্যম্) হলা রাহি! মুঞ্চ অলিঅমাণ-দুল্ললিদত্তণম্। ৯৩

বিশাখেতি। ললিতে! যাবৎ বিসিনীদলানিপদ্মদলান্যানয়ামি তাবদেনাং পটাঞ্চলেন বীজয়। ৯১

বিরহেতি। রবিতুরঙ্গানামাজীব্যা জীবিকারূপা শৃঙ্গাগ্রবর্ত্তিদূর্ব্বা যস্য সঃ। শতভুজমিতি শতহস্তপরিমাণঃ। গোবর্দ্ধনঃ শতহস্তপরিমিতঃ আসীৎ সঙ্কুচিতো ভবতীত্যর্থঃ। ৯২

শ্রীরাধেতি। প্রবুধ্যাত্মানং ললিতাং মত্বা ললিতান্তু রাধাং মত্বাহ। সখি রাধে! মুঞ্চ অলীকমানদুর্ললিতত্বম্। ৯৩

দেখ, দেখ—দূরে তাকিয়ে দেখ—নন্দনন্দন অক্রূরের সঙ্গে রথের ওপর আরোহণ করে আছেন—তবে আর দেরী করছ কেন? চল, তাঁর কণ্ঠ ধারণ করে রথ থেকে নামিয়ে আনি। ৮৯

(এই বলে সামনে এগিয়ে ব্যথিত স্বরে)

হায়! হায়! এ যে দেখছি স্বর্ণস্তবকভূষিত পর্ব্বতচূড়া—এ তো রথ নয়, এ যে শ্যামল তমালতরু—এ তো গোপবালার পরমরমণ—শ্রীকৃষ্ণ নন—এ যে ভীষণ বলবান শার্দ্দূল (ব্যাঘ্র) এ তো রাজদূত অক্র র নন। হায় সখি! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সবই কি বিপরীত হল? ৯০

(এই বলে মূর্চ্ছিত হলেন)

বিশাখা। (আবেগের সঙ্গে) লল্গিতে, যতক্ষণ আমি পদ্মপাতা না নিয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আঁচল দিয়ে একে বাতাস কর। ৯১

(এই বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন)

(নেপথ্যে)

শ্রীরাধার হৃদয়ভরা বিরহবেদনার দৈন্য দেখে মানসী গঙ্গা পর্য্যন্ত দুঃখে শোকে শুকিয়ে গেছেন। হায়, হায়! যার চূড়ায় এসে সূর্য্যের অশ্বগুলি দূর্ব্বা ভোজন করত, সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনও মাত্র শতহস্ত পরিমাণে পরিণত হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। ৯২

শ্রীরাধা। (চৈতন্য লাভ করে নিজেকে ললিতা ও ললিতাকে রাধা মনে করে প্রণয়ঈর্ষাবশে বলেছেন) সখি রাধে! মিছামিছি এ আচরণ ত্যাগ কর। ৯৩

(ললিতা নিশ্বস্য নম্রীভবতি।) ৯৪

শ্রীরাধা। হল রাহে! এসো দে পঅসদ্দ-দিণ্ণো কণ্ণো কেলি-কুড়ঙ্গে পবিসদি কণহো। ৯৫

(ইতি ললিতায়াং পদানে পতন্তী)

মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বল-পরিসরং কুঞ্জময়তে
লতালী চ স্মেরা মধুপবিরুতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি।
তদুত্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং
দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবসরঃ ॥ ৯৬

ললিতা। হা হদম্হি দেব্ব হদত্রণ! (ইতি ফুৎকৃত্য রোদিতি) ৯৭

বিশাখা। (সম্ভ্রমাদুপেত্য) ললিদে! কিং ক্খু এদং? ধীরা হোহি। ৯৮

শ্রীরাধা। (সবিস্ময়ম্) সহি! কিং ক্খু তুমং চ্চেঅ ললিদাসি ? ৯৯

ললিতা। (সগদ্গদম্) অধ ইং। ১০০

পুনঃ রাধেতি। সখি রাধে! এষ তে পদশব্দ-দত্তকর্ণঃ কেলিনিকুঞ্জে প্রবিশতি কৃষ্ণঃ। ৯৫

মুকুন্দ ইতি। ন তুদ ন ব্যথয়। বিরমতি বৃথা গচ্ছতি। ৯৬

ললিতেতি। হা হতাস্মি! দৈবহতকেন। ৯৭

বিশাখেতি। ললিতে! কিং খল্বেতৎ ধীরা ভব। ৯৮

শ্রীরাধেতি। সখি! কিং খলু ত্বমেব ললিতাসি। ৯৯

ললিতেতি। অথ কিং। ১০০

ললিতা। (নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অধোবদনে রইলেন) ৯৪

শ্রীরাধা। সখি রাধে! তোমার চরণধ্বনি কানে যেতেই শ্রীকৃষ্ণ কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করেছেন। ৯৫

(এই বলে ললিতার চরণের কাছে পতিত হয়ে)

সখি! মুকুন্দ কুণ্ডকুঞ্জে গমন করেছেন, লতায় লতায় ফুলের স্তবকে স্তবকে হাসির ছটা—তাতে আবার মধুকরের ঝঙ্কার—এতে তোমার গতিকে ত্বরান্বিতই করছে—তাই বলি, ওগো পাগলিনী—ওঠ, ওঠ, চরণে পতিতা সহচরীকে আর ব্যথা দিও না—তোমার এ মোহগ্রস্থ অবস্থার ফলে দুর্লভ উৎকৃষ্ট সময় যে বৃথা চলে যাচ্ছে। ৯৬

ললিতা। হায়, হায়! একি দৈবের বিড়ম্বনা। (এই বলে অস্ফুটস্বরে রোদন করতে লাগলেন।) ৯৭

বিশাখা। (সসম্ভ্রমে কাছে এসে) ললিতে! এ কি! ধৈর্য্যহারা হয়ো না। ৯৮

শ্রীরাধা। (বিস্মিত হয়ে) সই! তুমিই কি ললিতা ? ৯৯

ললিতা। (গদগদস্বরে) হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ১০০

শ্রীরাধা। অম্মহে! সচ্চং ভণদি, জং অহং রাহম্হি। (সমন্তাদ্বিলোক্য) ণুণং বনমালিক্কা-পুপ ফাইং বিএতুং এথ পত্থহ্মি ; তা কণ্হস্স কণ্ণপূরকিদে মল্লিঅথবঅং গেণ্হিস্সং। ১০১

(ইতি পুষ্পবাটিকামুপেত্য সাতঙ্কং সংস্কৃতেন)—

কিমগ্রে মল্লীনাং স্খলতি কলিকাশ্রেণিরধুনা
কদম্বানাং কিংবা ত্রুটতি পরিতো মঞ্জরিততিঃ।
কথং বা জাতীনাং দধতি মুকুলাঃ শ্যামলরুচিং
হরের্বৃন্দারণ্যে ক্রতমহহ কেয়ং গতিরভূৎ ? ১০২

উভে। নূণং মহাদাবগ্গিজালবিলীঢ়া এসা বণত্থলী। ১০৩

শ্রীরাধা। ললিদে! ণ জাণে তিক্খদাবাণলকীলাবিলীঢ়ং বিঅ কীস অজ্জ মে চিত্তং পড়িভাদি ; তা দিট্ঠিমেত্তমহিদ-পঅণ্ডদাবমণ্ডলং দে বঅস্সং অণুসরেম্হ। ১০৪

শ্রীরাধেতি। অহো! সত্যং ভণতি, যদহং রাধিকাস্মি।

পুনঃ রাধাহ। নূনং বনমাল্লিকা পুষ্পাণি বিচেতুম্। অত্র প্রাপ্তাস্মি কৃষ্ণ-কর্ণপূরকৃতে মল্লিকাস্তবকং গ্রহীষ্যামি। ১০১

কিমিতি। কেয়ং দুঃখরূপা গতিরভূৎ। ১০২

উভেতি। নূনং দাবাগ্নিজ্বালা বিলীঢ়া এষা বনস্থলী। ১০৩

শ্রীরাধেতি। ললিতে! ন জানে তীক্ষ্ণদাবানলক্রীড়া-বিলীঢ়ং আস্বাদিতমিব কস্মাদদ্য মে চিত্তং প্রতিভাতি, তস্মাৎ দৃষ্টিমাত্র মথিতপ্রচণ্ডদাবমণ্ডলং তে বয়স্যমনুসরাবঃ। ১০৪

শ্রীরাধা। আহা, সত্যি বলছ, তবে আমিই রাধা!

(চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে)

আমরা নিশ্চয়ই বনমালা রচনার জন্য পুষ্পচয়ন করতে এখানে এসেছি। তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণের জন্য মল্লিকাগুচ্ছ তুলে নিই। ১০১

(এই বলে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করে সাতঙ্কে)

হায়, হায়! মল্লিকার কুঁড়িগুলি কেন মাটিতে ঝরে পড়ল ? কদমের মঞ্জরীই বা কেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ? জাতি ফুলগুলি কেমন যেন হঠাৎ ম্লান হয়ে উঠল ? হায়, এ কি হল ? শ্রীহরির বৃন্দাবন ভূমিতে আজ এ দুর্গতি কেন ? ১০২

ললিতা ও বিশাখা। সই! মনে হয়—বনের বেড়া আগুনের তাপে এই বনভূমি বোধ হয় পুড়ে গেছে। ১০৩

শ্রীরাধা। ললিতে! কেন জানি না—মনে হচ্ছে আজ বুঝি আমার চিত্তেও উগ্র দাবানল জ্বলে উঠেছে—তবে চল—যাঁর দৃষ্টিমাত্রে সেই দাবানল বিনাশ পায়—তোমার সেই বয়স্যের অনুসরণ করি। ১০৪

ললিতা। এহু, এহু পিঅসহী। ১০৫

শ্রীরাধা। (সহর্ষম্) ণাদিদূরে গোউলিন্দণন্দণো ভবে, জং এসা গোমণ্ডলী লক্‌খীঅদি।

(ইতি পরিক্রম্য সোদ্বেগম্)

চরতি ন পুরঃ শস্পং বাষ্পপ্রবাহিবিলোচনা
মুখপরিসরে লব্ধোদ্‌ঘূর্ণা ন লেঢ়ি চ তর্ণকান্।
কিমিতি হরিতো হম্বারাবৈরিয়ং সখি ভিন্দতী
হরি হরি হরের্ধেনুশ্রেণী পরং পথি শীর্য্যতে॥ ১০৬

(নেপথ্যে) দংশঃ কংসনৃপস্য বক্ষসি রুষা কৃষ্ণোরগেণার্প্যতাং
দূরে গোষ্ঠতড়াগজীবনমিতো যেনাপজহ্রে হরিঃ।
হা ধিক্ কঃ শরণং ভবেন্মৃদি লুঠদ্‌গাত্রীয়মন্তঃক্লমা-
দাভীরীশফরীততিঃ শিথিলিত-শ্বাসোর্ম্মিরামীলতি॥ ১০৭

ললিতেতি। এতু এতু প্রিয়সখী। ১০৫

রাধেতি—নাতিদূরে গোকুলেন্দ্রনন্দনো ভবেৎ। যদেষা গোমণ্ডলী দৃশ্যতে

চরতীতি—বাস্পপ্রবাহযুক্তে বিলোচনে যস্যাঃ সা। লব্ধা উদ্‌ঘূর্ণা তর্ণকান্ বৎসান্ ন লেঢ়ি জিহ্বয়া নাস্বাদতি, হে সখি! হরেরিয়ং ধেনুশ্রেণী পথি কিমিতি শীর্য্যতে। ১০৬

দংশেতি। কৃষ্ণবর্ণেনোরগেন, পক্ষে কৃষ্ণরূপেণোরগেণ। শরণং রক্ষিতা অন্তিমাবস্থাং প্রাপ্নোতি। ১০৭

ললিতা। এস, এস—প্রিয়সখী।

(এই বলে তিনজনের গমন) ১০৫

শ্রীরাধা। (সানন্দে) সই! গোপেন্দ্রনন্দন বোধ হয়, বেশী দূরে নেই—কারণ ঐ যে গরুর পাল দেখা যাচ্ছে।

(এই বলে ফিরে এসে উদ্বেগের সঙ্গে)

হায়, হায়! সই! এ কি অবস্থা! শ্রীকৃষ্ণের ধেনুর দল সামনে কচি কচি ঘাস দেখেও তাতে মুখ দিচ্ছে না—চোখ দিয়ে তাদের জল গড়িয়ে পড়ছে—তাদের বাছুরগুলি মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু মায়েরা তাদের গা চাটছে না—উপরন্তু হাম্বারবে যেন চারিদিক্ কাঁপিয়ে তুলছে—পথের মাঝে ধেনুর দল যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—এর কারণ কি? ১০৬

(নেপথ্যে)

যে কংসরাজ এখান থেকে ব্রজের জীবন শ্রীকৃষ্ণকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার বুকে বিষধর কালসাপ (কৃষ্ণসর্প) দংশন করুক। হায়, হায়—অন্তরের গভীর বেদনায় এই যে গোপবালার দল ভূমিতে লুণ্ঠিতা হয়েছে ঠিক যেন জল থেকে তুলে এনে শফরীকে (পুঁটিমাছ) ডাঙ্গায় রাখা হয়েছে এতে গোপবালার প্রাণশক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে এখন এদের রক্ষার উপায় কি? ১০৭

(রাধা সোৎকম্পং ঘূর্ণন্তী মূর্চ্ছতি।) ১০৮

ললিতা। হলা! সমস্সস সমস্সস। ১০৯

শ্রীরাধা। (চক্ষুরুন্মীল্য নভো বিলোকয়ন্তী) দেব দিবাকর! নমস্যতি রাধিকা; সাধয়াভীষ্টম্। ১১০

বিশাখা। (সসম্ভ্রমম্) সহস্স-ভাণুণা মঙ্গলং আসংসিদং। ১১১

শ্রীরাধা। (অশ্রুতিমভিনীয়) হন্ত হন্ত!

বিষূচীনৈর্নীতা মধুরিমপরীতৈর্মধুভিদঃ
পদৈর্বৈলক্ষণ্যং কিমপি জগতীলোচনহরম্।
ইয়ং তীরক্ষৌণী তরণি-তনয়ায়াঃ সখি দৃশো-
র্ব্রজন্তী পন্থানং মম করণবৃত্তীর্জ্জরয়তি ॥ ১১২

ললিতা। হলা! এত্থ পুলিণে সূরং আরাহিঅ অহিট্ঠং অত্থেম্হ। ১১৩

শ্রীরাধা। (পুলিনে লুঠন্তী)

ত্বমস্মাকং যস্মিন্ পশুপরমণীনাং রচিতবান্
সদা ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণয়গহনাং তুষ্টিলহরীম্।
তদেতৎ কালিন্দীপুলিনমিহ খিন্নাঃ কিমধুনা-
পরীরম্ভাদম্ভোরুহমুখ ন সম্ভাবয়সি নঃ ॥ ১১৪

ললিতেতি। সখি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। ১০৯

বিশাখেতি। সহস্রভানুনা মঙ্গলমাশংসিতম্। ১১১

রাধেতি। বিষুচীনৈঃ সর্ব্বত্র ব্যাপকৈর্ম্মুরভিদঃ পদৈর্জগতীলোচনহরং কিমপি বৈলক্ষণ্যং নীতা সতী, যৎতরণিতনয়ায়া স্তীরক্ষৌণী দৃশোঃ পন্থানং ব্রজন্তী মমেন্দ্রিয়বৃত্তির্জ্জরয়তি বিবশাঃ করোতীত্যর্থঃ। ১১২

ললিতেতি। সখি অত্র পুলিনে সূর্য্যমারাধ্যাভীষ্টমর্থয়ামঃ। ১১৩

রাধেতি। হে অম্ভোরুহমুখ। অধুনা কিমিহ পুলিনে খিন্নান্নঃ, পরিরম্ভান্ন সম্ভাবয়সি ন সম্পন্নয়সি। ১১৪

শ্রীরাধা। (কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে ঘুরতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।) ১০৮

ললিতা। সই! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। ১০৯

শ্রীরাধা। (চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে) দেব দিবাকর! শ্রীরাধা আপনাকে প্রণাম করছে—আপনি প্রসন্ন হয়ে অভীষ্ট দান করুন। ১১০

বিশাখা। (সম্ভ্রমের সঙ্গে) সখি! সহস্রকিরণ সূর্য্যদেব মঙ্গলবিধান করলেন। ১১১

শ্রীরাধা। (যেন শুনতে না পেয়ে) হায়, হায়!

সখি! এই যমুনার তীরে সকল দিকেই মধুসূদনের চরণচিহ্ন ছেয়ে আছে—সেদিকে যখনই আমার দৃষ্টি পড়েছে তখনই আমার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন বিবশ হয়ে পড়ল। ১১২

ললিতা। সই! এস—এই যমুনাপুলিনে সূর্য্যপূজা করে আমরা বর প্রার্থনা করি। ১১৩

শ্রীরাধা। (পুলিনে লুণ্ঠিত হয়ে) ওগো কৃষ্ণ—তুমি যেখানে গোপরমণী আমাদের নিয়ে কতবার কতভাবে প্রণয়রস উপভোগ করেছ আর ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের লহরী তুলেছ এই সেই যমুনাপুলিন—

ললিতা। (কালিন্দীমবলোক্য)—

বহিণি মিহিরবংসুত্তংসরূবে তুঅত্তো

মহুমহণ পউত্তিং লদ্ধু কামাগদম্হি। ১১৫

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতেন)

যদজনি মণিহর্ম্যস্পর্দ্ধিকুঞ্জানুবিদ্ধং

তব সখি নবরোধস্তস্য লীলাবরোধঃ।

(ইতি মূর্চ্ছতি।) ১১৬

বিশাখা। ললিদে! বণমালিণো ণিম্মল্ল-মালং ণাসাসিহরে অপ্পেহি। ১১৭

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)

শ্রীরাধা। (চিরাৎ প্রবুধ্য সংস্কৃতেন) ললিতে! সমাকর্ণয়,—

দৃষ্টঃ কোঽপি ভয়ঙ্করঃ সখি ময়া স্বপ্নো বলীয়ানভূ-

দেতস্মিন্নপি মে প্রতীতিরচনা জাগ্রদ্দশেত্যুদ্গতা।

দূতঃ কোঽপি দুরাগ্রহঃ ক্ষিতিপতেরাগত্য বৃন্দাটবীং

কৃষ্ণং হন্ত রথেন (ইত্যর্দ্ধোক্তে) শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠতু।

তদহং দুঃস্বপ্নবিপাকশান্তয়ে কলিন্দনন্দিন্যাং কৃতাভিষেকা মুকুন্দং পশ্যেয়ম্। ১১৮

ললিতেতি। ভগিনি। মিহিরবংশোত্তংসরূপে ত্বত্তো মধুমথনপ্রবৃত্তিং লব্ধুকামাগতাস্মি। ১১৫

রাধেতি। ললিতোক্তপদ্যার্দ্ধং পূরয়তি যদিতি। রোধঃ কূলম্, অবরোধঃ গৃহম্। ১১৬

বিশাখেতি। ললিতে! বনমালিনো নির্ম্মাল্যমালাং নাসাশিখরেঽর্পয়।

রাধেতি। দুষ্ট ইত্যাদি। এতস্মিন্ স্বপ্নে কৃষ্ণং হন্ত! রথেন ত্বরতয়া নীত্বা পুরং গচ্ছতীতি বক্তমশক্ততয়া শান্তমহহক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠত্বিত্যনেন পদ্যবিশিষ্টং পূরিতবতী। বাক্‌কেলির্নাম বীথ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্ সাকাঙ্ক্ষস্যৈব বাক্যস্য বাক্‌কেলিঃ স্যাৎ সমাপ্তিত ইতি, শান্তমিত্যাদি বাক্‌কেলিঃ। ১১৮

এখানে আজ আমরা কত ব্যথা ভোগ করছি। ওগো কমলবদন! এখন এসে প্রেমালিঙ্গনে আমাদের সুখী করছ না কেন? ১১৪

ললিতা। (যমুনাকে দেখে) ভগিনি! তুমি সূর্য্যবংশের গৌরব—তোমার কাছে মধুসূদনের খবর জানবার জন্য এসেছি। ১১৫

শ্রীরাধা। সখি যমুনে! তোমার যে নূতন কূলে শ্রীকৃষ্ণের কেলিনিকুঞ্জ তৈরী হয়েছিল—যার সৌন্দর্য্য মণিময় প্রাসাদকেও হার মানায়—

(এই বলতে বলতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।) ১১৬

বিশাখা। ললিতে! বনমালীর প্রসাদীমালা নাসিকার অগ্রভাগে ধর।

(এই বলে দুজনেই তাই করলেন।) ১১৭

শ্রীরাধা। (বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করে) ললিতে! শোন, শোন, সখি! একটা ভারী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি—তাই দেখেই মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেছে—আমি জেগে উঠেছি—স্বপ্নে দেখলাম একজন দুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে এসে শ্রীকৃষ্ণকে রথে করে—(এইরকম আধখানা বলবার পর) আহা! বৃন্দাবনে চিরতরে কল্যাণ বিরাজ করুক।

এই দুঃস্বপ্নজনিত পাপক্ষয়ের জন্য যমুনায় স্নান করে মুকুন্দ দর্শন করতে যাই। ১১৮

বিশাখা—হলা ! খেলাতিত্থং গচ্ছম্‌হ জহিং সদা মুউন্দো খেলদি। ১১৯

(ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি)

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা মুখরা চ)

মুখরা—বচ্ছে ! কিং করেদি রাহী ? ১২০

বৃন্দা—আর্য্যে ! পশ্যেয়ম্, বিশাখয়া সহ খেলাতীর্থমবগাহতে। ১২১

শ্রীরাধা—(তুঙ্গাং তরঙ্গশোভাং বিলোক্য)—বিশাখে ! সাধু সাধু, যদদ্য খেলাতীর্থমুপনীতাস্মি। পশ্য, নীলাম্বুজবনীনিলীনস্তব সখা বিস্তৃতভুজার্গলঃ খেলতি। ১২২

(ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে)

বিশাখা—অদো ওদরেহি। ১২৩

ললিতা—(বিলোক্য সবিক্রোশম্) হদ্ধী হদ্ধী ! হদম্‌হি হদম্‌হি ! এসা পিঅসহী বিসাহাএ সদ্ধং গহিরপবাহে ণিমগ্‌গা জ্জেবব, ণ উণ (ইত্য তরণং নাটয়তি) ইদো উত্থিদা, তা তুণ্ণং দোণ্ণং তইআ ভবিস্‌সম্। ১২৪

বিশাখেতি। সখি। খেলাতীর্থং গচ্ছামঃ যত্র সদা মুকুন্দঃ খেলতি। খেলাতীর্থং কালীহ্রদম্। ১১৯

মুখরেতি। বৎসে। কিং করোতি রাধা ? ১২০

বিশাখেতি। ততোঽবতর। ১২৩

ললিতেতি। (তয়োর্জলপ্রবেশং দৃষ্ট্বা) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! হতাস্মি এষা প্রিয়সখী বিশাখয়া সহ গভীরপ্রবাহে নিমগ্না এব ন পুনরিত উত্থিতা তস্মাত্তূর্ণং দ্বয়োস্তৃতীয়া ভবিষ্যে। ১২৪

বিশাখা। সখি ! আমরা খেলাতীর্থে অর্থাৎ কালিয়হ্রদে যাই—ওখানে মুকুন্দ সব সময় খেলা করে থাকেন। ১১৯

(এই বলে সকলের প্রস্থান)

(তারপর বৃন্দা ও মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। বৎসে ! শ্রীরাধা কি করছেন ? ১২০

বৃন্দা। আর্য্যে ! দেখুন দেখুন, ! বিশাখার সঙ্গে শ্রীরাধা খেলাতীর্থে স্নান করছেন। ১২১

শ্রীরাধা। (উঁচু তরঙ্গমালার শোভা দর্শন করে)

বিশাখে ! তুমি আজ আমাকে খেলাতীর্থে নিয়ে এসে খুব ভাল কাজ করেছ। দেখ, দেখ ! তোমার সখা নীলকমলবনে লুকিয়ে বাহু বিস্তার করে খেলা করছেন। ১২২

(এই বলে দুজনে যমুনায় প্রবেশ করলেন।)

বিশাখা। তবে জলে নাম। ১২৩

ললিতা। (শ্রীরাধা ও বিশাখাকে জলে প্রবেশ করতে দেখে কাঁদতে কাঁদতে) হায়, হায় ! এবারে আমি গেলাম ! প্রিয়সখী (শ্রীরাধা) বিশাখার সঙ্গে গভীর জলে ডুবেছেন—এখনও তো উঠছেন না—তবে আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে এই দুজনের মধ্যে তৃতীয় হই। ১২৪

মুখরা—(সাস্রম্) হা দেব্ব ! হা দেব্ব ! কিং কৃখু এদং ! ১২৫

বৃন্দা—(সাক্রন্দম্) ধিক্ ! কেয়ং গতিরুপস্থিতা ! (ইত্যার্ত্তিং নাটয়ন্তী) আর্য্যে ! মন্ন্যনাবতিতীর্ষুং তরসা ধারয় ললিতাম্। (ইত্যুভে তথা কুরুতঃ।) ১৩৬

ললিতা—(বিলোক্য স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী ! গরিট্ঠো বিগ্ঘো উবথিদো। তা কেণাবি ববদেসেণ ইদো নিক্কমিঅ গোঅড্ঢণে ভিউপড়ণেণ ণং পিঅজণবিপ্পওঅদংসণেণাবি অবিদিণ্ণং সিলাকঢিণং তণুঅং সিলাহিং চুণ্ণস্সং। (ইতি শোকাবেগমপহ্নুত্য প্রকাশম্।) অজ্জে ! মুঞ্চেহি মং অহং গদুঅ এদং অচ্চরিঅং বুত্তন্তং ভঅবদীপহুদীণং বিণ্ণবিস্সং। ইতি নিষ্ক্রান্তা। ১২৭

(আকাশে) প্রভুর্ভবতি কঃ কৃতী মহিমপূরমস্যাঃ পরং
নিরূপয়িতুমুজ্জ্বলং জগতি গোপবামভ্রুবঃ।
মুনীন্দ্রকুলদুর্লভাং নবতড়িদ্বিলাসাদ্ব যা
ভিদাং সহ বয়স্যয়া মিহিরমণ্ডলস্যাকরোৎ॥ ১২৮

মুখরেতি। হা দৈব ! হা দৈব ! কিং খল্বিদম্। ১২৫

ইত্যুভে তথা কুরুত। মুখরা বৃন্দা ললিতাং ধারয়তঃ। ১২৬

ললিতেতি। হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! গরিষ্ঠঃ বিঘ্ন উপস্থিতঃ তৎ কেনাপি ব্যপদেশেন ইতো নিষ্ক্রম্য গোবর্দ্ধনে ভৃগুপতনেন প্রিয়জনবিয়োগদর্শনেনাপি অবিদীর্ণাং শিলা-কঠিনাং তনুং শিলাভিশ্চূর্ণয়িষ্যামি।

আর্য্যে ? মুঞ্চ মাং অহং গত্বা এতদাশ্চর্য্যং বৃত্তম্ (বৃত্তান্তং ইতি যাবৎ) ভগবতী-প্রভৃতীনাং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি। ভগবতী-প্রভৃতীনাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ১২৭

(এই বলে যমুনায় প্রবেশ করতে উদ্যত)

মুখরা। (কাঁদতে কাঁদতে) হায়, হায় এ কি হল ! এ কি হল ! ১২৫

বৃন্দা। (রোদন করতে করতে) হায়, হায়, এ কি অবস্থা !

(এই বলে আর্ত্তি প্রকাশ করতে করতে)

আর্য্যে ! ললিতা শোকাবেগে জলে নামছেন—তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরুন।

(এই বলে মুখরা ও বৃন্দা গিয়ে ললিতাকে ধরলেন।) ১২৬

ললিতা। (তাকিয়ে মনে মনে) হায়, হায় ! বড়ই বিপদ্। কোন ছলে এখান থেকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে চলে যাই—সেখানে পাহাড় থেকে পড়ে (ভৃগুপতন) এই কঠিন পাষাণতুল্য শরীরকে বিনাশ করব। প্রিয়বিয়োগ দর্শন করেও যে শরীর চূর্ণ হয়নি সে পাষাণ ছাড়া আর কি ?

(এই বলে শোকাবেগ সংবরণ করে প্রকাশ্যে)

আর্য্যে। আমাকে ছেড়ে দিন—আমি গিয়ে এই আশ্চর্য্য খবর ভগবতী প্রভৃতিকে জানাই।

(এই বলে প্রস্থান) ১২৭

(আকাশবাণী)

এই গোপীকুলললাম শ্রীরাধার মহিমা বর্ণন করতে পারে এমন কোন্ নিপুণ ব্যক্তি জগতে

বৃন্দা—আর্য্যে ! শ্রূয়তাম্, রাধিকায়াঃ সিদ্ধিরমীভির্মেঘান্তরিতৈঃ সিদ্ধৈঃ শ্লাঘ্যতে। ১২৯

মুখরা—(ভূতলে লুঠন্তী) হা হা ণত্তিণি রাহে ! কহিং গদাসি ? ১৩০

বৃন্দা—(সখেদম্)

অহহ গহনমেতচ্চিন্তয়ন্তী সমন্তাৎ কুটতরপুটপাকজ্বালয়ৈবাকুলাস্মি।

বিপরিণতিমকাণ্ডে পুণ্ডরীকেক্ষণস্তে কথমিব ভবিতাসৌ শুশ্রুবান্ পঙ্কজাক্ষি ? ১৩১

(পুনরাকাশে)

প্রণয়মণি-করণ্ডিকা মুরারেঃ শিব শিব জীবিতমেব রাধিকায়াঃ।

ইয়মপি ললিতা দ্রুতং সখেদা শিখরদতী শিখরাদ্গিরেঃ পপাত॥ ১৩২

মুখরা—হা ললিদে ! কথং পরিচ্চত্তাসি ? (ইত্যুদ্‌ঘূর্ণন্তী) বুন্দে ! সোআনল কীলা জলিদং অত্তাণঅং জমুণাপবেসেণ সীঅলাএমি। ১৩৩

মুখরেতি। হা হা নপ্তৃ রাধে ! কুত্র গতাসি। ১৩০

বৃন্দেতি। অহহেতি। বিপরিণতিং লোকান্তরগমনম্। অকাণ্ডে অসময়ে। শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্। ১৩১

প্রণয়েতি। করণ্ডিকা সম্পুটিকা। শিখরদতী দাড়িম্ববীজবদ্রত্নাভদশনা যস্যাঃ সা। পক্কদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুরিতি কোষঃ। ১৩২

মুখরেতি। হা ললিতে ! কথং পরিত্যক্তাসি। বৃন্দে ! শোকানলজ্বালা-জ্বলিতমাত্মানং যমুনাপ্রবেশেন শীতলয়ামি। ১৩৩

আছে ? আহা ! নববিদ্যুদ্বরণী শ্রীরাধিকা আজ সখী সমবেত হয়ে মুনীন্দ্রকুলদুর্ল্লভ সূর্য্যমণ্ডলকেও পরাস্ত করলেন। ১২৮

বৃন্দা। আর্য্যে, ঐ শুনুন—মেঘের অন্তরালে সিদ্ধগণ শ্রীরাধার সিদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসা করছেন। ১২৯

মুখরা। (ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয়ে) হায়, হায় ! নাত্‌নি রাধে ! তুমি কোথায় গেলে ? ১৩০

বৃন্দা। (সখেদে) হায় ! আমি যতই এ কথা চিন্তা করছি ততই তীব্র অগ্নিতাপে হৃদয় আমার পুড়ে যাচ্ছে। ওগো পদ্মপলাশাক্ষি ! অকালে তোমার লোকান্তর গমন হয়েছে শুনতে পেলে পুণ্ডরীকলোচনের (শ্রীকৃষ্ণ) অবস্থা কেমন হবে ! ১৩১

(পুনরায় আকাশবাণী)

হায়, হায় ! যিনি মুরারির প্রেমমণি রাখার সম্পুটিকা (কৌটা), যিনি শ্রীরাধার প্রাণস্বরূপ, সেই ডালিমের দানার মত সাজান দন্তপংক্তি যাঁর সেই ললিতা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়ে পর্ব্বতচূড়া থেকে পতিত হলেন। ১৩২

মুখরা। হায় ললিতে ! তুমি আমাকে কেন ত্যাগ করে গেলে ?

(এই বলে ঘুরতে ঘুরতে)

বৃন্দে ! শোকানলে হৃদয় আমার জ্বলছে—যমুনায় প্রবেশ করে এ জ্বালা জুড়াই। ১৩৩

(পুনরাকাশে) বৃদ্ধে ! সাম্প্রতমিদমসাম্প্রতং মা কৃথাঃ। ১৩৪

বৃন্দা—আর্য্যে ! রবিমণ্ডলান্নিঃসরন্তী বাণীয়মনতিক্রমণীয়া। ১৩৫

মুখরা—তা এদং বুত্তং ভঅবদীএ ণিবেদইস্সং। ১৩৬

(পুনরপ্যম্বরে গম্ভীরধ্বনিঃ) ১৩৭

মুখরা—বচ্ছে ! সুট্ঠু ণ সুব্বই কেরিসী এসা দিব্বা বাণী ? ১৩৮

বৃন্দা— নির্ব্ব্যাজং কুরু কর্ণয়োঃ কমলিনী-ক্লান্তিচ্ছিদাধর্ম্মিণঃ
কোকস্ত্রী-প্রিয়সঙ্গম-প্রতিভুবো দেবস্য দিব্যা গিরঃ।
কালিন্দীজলমজ্জনেন মুখরে, মা সাহসিক্যং কৃথা
ভূয়স্তে ভবিতা প্রমোদসুধয়া পূর্ণো মহানুদ্ধবঃ॥ (ইতি নিষ্ক্রান্তে) ১৩৯

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।) ১৪০

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধব-নাটকে উন্মত্ত-রাধিকো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

হে বৃন্দে ! অযোগ্যমিদং শরীরপাতনমিদানীং মা কৃথাঃ ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ১৩৪

মুখরেতি। তদেতদ্বৃত্তং ভগবত্যৈ নিবেদয়িষামি। ১৩৬

পুনঃ মুখরেতি। বৎসে ! সুষ্ঠু শ্রূয়তে, কীদৃশী এষা দিব্যবাণী। ১৩৮

বৃন্দেতি। নিষ্কপটং শৃণ্বিত্যর্থঃ। প্রতিভুবঃ সাক্ষিণঃ। দেবস্য সূর্য্যস্য। কালিন্দীতি, ভূয়ঃ পুনরপি। উৎদ্ধবঃ উৎসবঃ। ১৩৯

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(এই বলে যমুনায় প্রবেশ করতে উদ্যত)

(পুনরায় আকাশবাণী)

বৃদ্ধে ! এখন অমন কাজও করো না। ১৩৪

বৃন্দা। আর্য্যে ! সূর্য্যমণ্ডল থেকে এ বাণী নিঃসৃত হল তাই কোনমতেই এ বাক্যের অবমাননা করা উচিত নয়। ১৩৫

মুখরা। এ সব বৃত্তান্ত ভগবতীকে বলিগে। ১৩৬

(পুনরায় আকাশে গভীরধ্বনি) ১৩৭

মুখরা। বাছা—দৈববাণীতে কি বলল—ভাল করে তো বুঝতে পারলাম না। ১৩৮

বৃন্দা। যিনি কমলিনীর ক্লান্তিনাশ করেন এবং চক্রবাকীর প্রিয়সঙ্গমের সাথী সেই সূর্য্যদেবের এই বাণী অকপটে কর্ণে ধারণ করুন। সূর্য্যদেব বলেছেন—কালিন্দীজলে মজ্জিত হয়ে মহাসাহসিকের কাজ করো না—পুনরায় আনন্দ রসে তোমার মহোৎসব পূর্ণ হবে—অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করবে। ১৩৯

(এই বলে দুজনে চলে গেলেন)

(তারপর সকলের প্রস্থান) ১৪০

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকে উন্মত্ত রাধিকা নাম তৃতীয়োঽঙ্ক॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ।) ১

উদ্ধবঃ— অয়ং সর্ব্বজ্ঞানাং গুরুরপি ভজত্যজ্ঞপদবীং
প্রভুষ্ণূনাং চূড়ামণিরপি জড়ীভাবময়তে।
সদা সান্দ্রানন্দ-প্রকৃতিরপি ধত্তে বিধুরতাং
মুকুন্দঃ স্বীকুর্ব্বন্ প্রণয়িনি জনে প্রেমবশতাম্॥

(পুরো বিলোক্য) কথমিয়মত্র গার্গী ! (ইত্যুপসৃত্য) আর্য্যে ! প্রণমামি। ২

(প্রবিশ্য) গার্গী। অমচ্চ ! চিরং সিঞ্চেহি ভক্তিসুহাপ্পবাহেণ পুহবীম্। ৩

উদ্ধবঃ—নূনং যদুরাজাভিষেক-কৌতুকে তত্রভবত্যা রোহিণ্যা সহ গোকুলাদত্রায়াতমার্য্যয়া ? ৪

গার্গী—ণহু, ণহু, কিঞ্চ দোন্নং রামকণ্হাণং ববদবন্ধমহূসবে আহূদাএ গোউলেসরীএ সদ্ধং সমাঅদম্। ৫

উদ্ধবঃ—নালোকি লোকোত্তরা দেবস্য রঙ্গস্থলকেলিরার্য্যয়া ? ৬

উদ্ধব ইতি। ব্রজলীলামুক্ত্বেদানীং পুরলীলামাহ মথুরায়াম্। প্রভুষ্ণূনাং প্রভবনশীলানাম্। বিধুরতাং ব্যাকুলতাম্। ২

গার্গীতি। অমাত্য ! চিরং সিঞ্চ ভক্তি-সুধাপ্রবাহেণ পৃথিবীম্। ৩

গার্গীতি। নহি, নহি, কিন্তু দ্বয়ো রামকৃষ্ণয়োর্ব্রতবন্ধনমহোৎসবে যজ্ঞোপবীতকালে ইতি যাবৎ আহূতয়া গোকুলেশ্বর্য্যা সার্দ্ধং সমাগতং ময়া। ৫

(তারপর উদ্ধবের প্রবেশ।) ১

উদ্ধব। আহা ! এ যে দেখতে পাচ্ছি—মুকুন্দ সর্ব্বজ্ঞদের গুরু হয়েও অজ্ঞের মত ব্যবহার করছেন—প্রভুর চূড়ামণি হয়েও জড়ের মত আচরণ করছেন—আনন্দঘনবিগ্রহ হয়েও ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন—তাই মনে হয় ইনি তাঁর একান্ত প্রিয়জনের কাছে প্রেমের অধীনতা স্বীকার করেছেন।

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করে)

গার্গী এখানে কেন ?

(এই বলে কাছে গিয়ে)

আর্য্যে প্রণতি নিবেদন করছি। ২

(গার্গীর প্রবেশ।)

গার্গী। সচিব ! ভক্তিরসধারায় ধরিত্রীকে সিঞ্চিত কর। ৩

উদ্ধব। যদুরাজ উগ্রসেনের অভিষেক মহোৎসব উপলক্ষ্যে আপনি বোধ হয় রোহিণীর সঙ্গে এখানে এসেছেন। ৪

গার্গী। না, না, তা নয়। কিন্তু বলরাম ও কৃষ্ণ—এই দুজনের উপনয়ন মহোৎসব উপলক্ষ্যে রোহিণী নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন—আমি তাঁর সঙ্গে এখানে এসেছি। ৫

উদ্ধব। আর্য্যে। রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রীড়া তো দেখতে পান নি ? ৬

গার্গী—কেরিসী সা, কহিজ্জউ। ৭

উদ্ধবঃ—শ্রূয়তাম্—

কৃষ্ণার্ক সাধুচক্রোৎসব-রভস-কৃতী রক্তলোকঃ খলালী-
খদ্যোত-দ্যোতহারী কলিত-কুবলয়াপীড়-গম্ভীরনিদ্রঃ।
মল্লোলূকান্ বিধুন্বন্ যদুকুলকমলোল্লাসকারী স তুঙ্গে
রঙ্গদ্বারোদয়াদ্রৌ দনুজনৃপতমঃ সূদয়ন্ প্রাদুরাসীৎ॥ ৮

গার্গী—তদো, তদো ? ৯

উদ্ধবঃ—ততশ্চ—

দ্বিপরুধিরমদশ্রমোদবিন্দূচ্ছলঘুসৃণাগুরুচন্দনৈঃ পরীতঃ।
জরঠ-দশনদণ্ডমণ্ডিতাংসো হরিরিহ রঙ্গধরান্তরে চুকূর্দ্দ॥ ৯ (ক)

গার্গীতি। কীদৃশী সা কথ্যতাম্। ৭

উদ্ধব ইতি। স কৃষ্ণার্কঃ দনুজনৃপতমং সূদয়ন্ সূদয়িতুং নাশয়িতুং রঙ্গদ্বারোদয়াদ্রৌ প্রাদুরাসীদিত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণ এবার্কঃ, সাধুসমূহঃ। পক্ষে সাধব এব চক্রা চক্রবাকাস্তেষামুৎসবাতিশয়ে কৃতী। অনুরক্তো লোকো জনো যস্মিন্ সঃ। পক্ষে লোক আলোকঃ। খলালী খলশ্রেণ্যেব খদ্যোতস্তস্য দ্যোতং হর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ। কলিতা কুবলয়াপীড়স্য গম্ভীরনিদ্রা মরণং যেন সঃ। পক্ষে কলিতা কুমুদসমূহস্য গম্ভীরনিদ্রা মুদ্রণং যেন সঃ। মল্লা এবোলূকাস্তান্। যদুকুলান্যেব কমলানি তেষামুল্লাসকারী রঙ্গদ্বারমেবোদয়াদ্রিস্তস্মিন্। দনুজনৃপঃ কংস এব তমঃ। ৮

গার্গীতি। ততস্ততঃ। ৯

উদ্ধব ইতি। দ্বিপস্য হস্তিনঃ রুধিরমদৌ স্বস্য শ্রমেণোদবিন্দবস্ত এবোচ্ছলানি ক্রমেণাগুরুচন্দনানি তৈঃ পরীতম্। চুকূর্দ্দ চিক্রীড়। ৯ (ক)

গার্গী। সে ক্রীড়া কেমন—একবার বল দেখি। ৭

উদ্ধব। বলি, শুনুন।

সূর্য্য যেমন উদয়াচলে উদিত হয়ে চক্রবাকসমূহের আনন্দ বিধান করে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রূপ সূর্য্য তেমনি রঙ্গদ্বার রূপ উদয়াচলে উদিত হয়ে সাধুরূপ চক্রবাকদের আনন্দ দান করেন। রবির অরুণরাগে যেমন জগৎ অনুরঞ্জিত হয়—কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগে তেমনি জগদ্বাসী অনুরক্ত। সূর্য্য খদ্যোতের দীপ্তি হরণ করে—কৃষ্ণও তেমনি খলরূপ খদ্যোতের দীপ্তি হরণ করেন। সূর্য্য কুবলয়সমূহের অর্থাৎ রাত্রিকালে ফোটা কুমুদের সঙ্কোচ বিধান করে—অর্থাৎ কুমুদগুলিকে বুঁজিয়ে দেয় কৃষ্ণও তেমনি কুবলয়াপীড় হস্তীর মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু ঘটিয়েছেন। সূর্য্যোদয়ে কমল উল্লসিত হয়—কৃষ্ণের উদয়ে যদুবংশও তেমনি উল্লসিত হয়েছে। সূর্য্যের আগমনে পেচককুল ভয়ে কম্পিত হয়—শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যের আগমনে যোদ্ধার দলও তেমনি ভয়ে কম্পিত হয়েছে। দিনমণির কিরণপাতে অন্ধকার বিনাশ পায়—শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যের উদয়ে তেমনি কংস ভূপতিরূপ অন্ধকার বিনাশ পেয়েছে। ৮

গার্গী। তারপর, তারপর ? ৯

উদ্ধব। তারপর—

ততশ্চ　তথাবিধবেশো দশবিধৈরেষ দশধান্বভাবি। তথা হি—

দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্থে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্য্যাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাশ্রুমম্বা।
রোমাঞ্চং সাংযুগীনাঃ কমপি নবচমৎকারমন্তঃ সুরেন্দ্রা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্॥ ৯ (খ)

ততশ্চ　বরকেশরমালয়াঞ্চিতশ্চলচাণূরচমূরুমর্দ্দনঃ।
কুতুকোচ্চলধীরদীদরদ্যদুসিংহঃ খলভোজকুঞ্জরম্॥ ৯ (গ)

গার্গী—দিট্‌ঠিআ দিট্‌ঠন্তং গদো সাহুজণাণং মহাবুক্কস্থূলো। (ইত্যানন্দমভিনীয়) অমচ্চ! ধণ্ণা পোণ্ণমাসী, জা কণ্হস্স সঙ্গং অমুঞ্চন্তী রঙ্গকীলাদিকোদূহলং পেক্‌খই। ১০

দৈত্যাচার্য্য ইত্যাদি। বর্ণসংহারনাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—সর্ব্ববর্ণৈরুপগতং বর্ণসংহার ইষ্যত ইতি। অত্র দৈত্যাচার্য্যা ব্রাহ্মণাঃ। ক্ষিতীশসংযুগীনাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ। মল্লা দাসাদয়শ্চ বৈশ্যশূদ্রা ইতি বর্ণসংহারঃ। বীভৎসঃ, রৌদ্রঃ, হাস্যঃ, ভয়ানকঃ, শান্তঃ, করুণঃ, বীরঃ, অদ্ভুতঃ, দাস্যঃ, শৃঙ্গার ইতি দশ রসাঃ। ৯ (খ)

কেশরো নাগকেশর-পুষ্পবিশেষঃ। পক্ষে সিংহস্কন্ধস্থ বালঃ। চলস্থ চাণূরস্থ যা চমূস্তস্যা উরু অধিকং মর্দ্দনঃ। পক্ষে চলচানূর এব চমরুমৃগবিশেষস্তস্থ। অদীদরৎ দীর্ণং চকার। ৯ (গ)

গার্গীতি। দিষ্ট্যা দিষ্টান্তঃ কালং গতঃ সাধুজনানাং মহাবক্ষঃশূলঃ। স্যাৎ পঞ্চতা কালধর্ম্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ। অন্তনাশৌ দ্বয়োর্মৃত্যুরিত্যমরঃ।

সেই কুবলয়াপীড় হস্তীর রুধির ও মদবারিসিক্ত এবং নিজের ঘর্মবিন্দু দ্বারা সিঞ্চিত দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ অগুরু চন্দনে শোভিত ও সুরভিত হয়ে কাঁধে স্থূল গজদন্ত বহন করে রঙ্গস্থানে নৃত্য করতে লাগলেন। ৯ (ক)

তারপর—এইরকম বেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দশ প্রকার লোকে দশরূপে অনুভব করতে লাগল। যথা—

রঙ্গক্ষেত্রে মুকুন্দকে দর্শন করে দৈত্যাচার্য্য ব্রাহ্মণগণের মুখবিকৃতি দেখা দিল, মল্লশ্রেষ্ঠগণের দেহ রক্তবর্ণ ধারণ করল, সখারা হাস্যবদন হল, খলব্যক্তি অচৈতন্য হল, ঋষিগণ ধ্যানে বসলেন, মায়েদের নয়নে তপ্ত অশ্রু দেখা দিল, যোদ্ধাদের দেহ রোমাঞ্চিত হল, দেবগণ চমৎকৃত হলেন, দাসেরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন, আর কাজলকালো নয়নে রমণীরা কটাক্ষ যোজনা করলেন। ৯ (খ)

তারপরে—

পশুরাজ সিংহ যেমন কেশরমালায় বিভূষিত হয়ে চলচাণূর অর্থাৎ চমরুমৃগ ও হস্তীকে বধ করে যদুকুলসিংহ শ্রীকৃষ্ণ তেমনি পরম কৌতুকী হয়ে উৎকৃষ্ট নাগকেশর পুষ্পমালায় শোভিত হয়ে সৈন্যের সঙ্গে চানূরকে মর্দ্দন করে খল কংসরূপ হস্তীকে বিনাশ করলেন। ৯ (গ)

গার্গী। অহো ভাগ্য! সাধুদের বক্ষের মহাশূল যেন আজ বিনাশ পেল।

উদ্ধবঃ—কিমেতদুচ্যতে, যস্যাঃ প্রসঙ্গাদেব জগদ্‌গুরোরপি গুরুর্ব্বভুব সান্দীপনিঃ। ১১

গার্গী—(সংস্কৃতেন)

কামং সর্ব্বাভীষ্টকন্দং মুকুন্দং যা নির্ব্বন্ধাৎ প্রাহিণোদিন্ধনায়।
আচার্য্যাণী সা করোতি স্ম পণ্যং পিণ্যাকার্থং হন্ত চিন্তামণীন্দ্রম্॥ ১২

উদ্ধবঃ— শিষ্যাচারপ্রচারচাতুরীয়ং চাণূরমর্দ্দনস্য ; তদত্র নাপরাধ্যতি গুরোঃ কলত্রম্। ১৩

গার্গী—সুদং মত্র মহুমঙ্গলো কিদন্তণঅরাদো আঅড্‌ঢিঅ উণ হরিণা গুরুণো দক্‌খিণীকিদো।১৪

উদ্ধবঃ—ন কেবলং গুরব এব দক্ষিণীকৃতঃ, কিন্তু কেলিগুরবে স্বাত্মনেঽপি, যদস্য সৌভাগ্যকুলং ময়া গোকুলে শ্রুতম্। ১৫

অমাত্য! ধন্যা পৌর্ণমাসী যা কৃষ্ণস্য সঙ্গমমুঞ্চন্তী রঙ্গক্রীড়াদিকুতূহলং প্রেক্ষ্যতে। ১০

গার্গীতি। কৃষ্ণস্য গুরুঃ সান্দীপনির্বভূব। নিদর্শন-নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্,—যত্রার্থানাং প্রসিদ্ধানাং ক্রিয়তে পরিকীর্ত্তনম্। পরাপেক্ষাব্যুদাসার্থং তন্নিদর্শনমুচ্যত ইতি। অত্র বিম্বানুবিম্ববস্তুবোধনান্নিদর্শনম্। ইন্ধনায় ইন্ধননিমিত্তম্। মূল্যং পণ্যম্। পিণ্যাকার্থং, নিস্তৈলস্য তিলস্য চূর্ণম্। তিলকল্কে চ পিণ্যাক ইত্যমরঃ। ১২

উদ্ধব ইতি। চতুরস্য ক্রিয়াচাতুরী, শিষ্যাচারপ্রচারায় চাতুরী। শিষ্যাচারপ্রচারচাতুরী। কলত্রং পত্নী। ১৩

গার্গীতি। শ্রুতং ময়া মধুমঙ্গলঃ কৃতান্তনগরাদাকৃষ্য পুনর্হরিণা গুরবে দক্ষিণীকৃতঃ। ১৪

উদ্ধব ইতি। কিন্তু কেলি-গুরবে স্বাত্মনেঽপি দক্ষিণীকৃতঃ অনুকূলীকৃতঃ। ১৫

(এই বলে আনন্দ প্রকাশ করে)

অমাত্য! পৌর্ণমাসীর ভাগ্যের সীমা নেই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থেকে তাঁর রঙ্গক্রীড়া প্রভৃতি কৌতুক দর্শন করছেন। ১০

উদ্ধব। এ কি বলছেন? যাঁর সম্পর্ক নিয়ে সান্দীপনি জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরও গুরু হয়েছেন। ১১

গার্গী। (সংস্কৃত ভাষায়)

যে শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার অভীষ্ট দান করতে পারেন—তাঁকে আচার্য্য পত্নী কাঠ আনবার জন্য পাঠিয়েছিলেন—হায়, হায়—আচার্য্যাণীর এই প্রকার আচরণ থেকে মনে হচ্ছে তিনি যেন চিন্তামণি দিয়ে তিলচূর্ণ ক্রয় করলেন। ১২

উদ্ধব। গার্গী! এ আর অন্য কিছু নয়—কিরকমভাবে গুরুসেবা করতে হয় এইটি শিষ্যগণকে শেখাবার জন্য তাঁর এই আচরণ—তাই এতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুরুপত্নীর অপরাধ হয়েছে এ বিচার করা চলবে না। ১৩

গার্গী। এ কথাও আমি শুনেছি যে শ্রীকৃষ্ণ যমালয় থেকে পুনরায় মধুমঙ্গলকে (সান্দীপনিপুত্র) ফিরিয়ে এনে গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ১৪

উদ্ধব। কেবল যে তিনি গুরুদেবকেই দক্ষিণা দিয়েছিলেন তা নয়—কিন্তু কেলিরসতৎপর নিজেকেও দক্ষিণা দিয়েছিলেন। কারণ ঐ মধুমঙ্গল তাঁর রতিকেলির সর্ব্বদা আনুকূল্য করেন—গোকুলনগরীতে মধুমঙ্গলের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই শুনেছি। ১৫

গার্গী। অবি ণাম তথভবন্তেণ গোউলে গদং আসি ? ১৬

উদ্ধবঃ। অথকিম্। ১৭

গার্গী। কিং কাহুং ? ১৮

উদ্ধবঃ। দেবীং চন্দ্রাবলীমানেতুম্। ১৯

গার্গী। কিংত্তি এসা ণাণীদা ? ২০

উদ্ধবঃ। (সবাষ্পম্) রুক্মিণা গোকুলাদিয়ং পুনঃ কুণ্ডিনে নীতা। ২১

গার্গী। কুদো সুদা ইমিণা, গোউলে চন্দাঅলী ? ২২

উদ্ধবঃ। সখ্যুঃ শিশুপালস্য মুখাৎ। ২৩

গার্গী। তিণা বি কুদো সুদা ? ২৪

উদ্ধবঃ। তত্রভবত্যাঃ শ্রুতশ্রবসো মুখাৎ। ২৫

গার্গীতি। অপি নাম তত্রভতা, পূজ্যেন গোকুলগতমাসীৎ। ১৬

গার্গীতি। কিং কর্ত্তুম্। ১৮

গার্গীতি। কিমিতি এষা নানীতা। ২০

গার্গীতি। কুতঃ শ্রুতা অনেন গোকুলে চন্দ্রাবলী। ২২

গার্গীতি। তেনাপি কুতঃ শ্রুতা। ২৪

উদ্ধব ইতি। শ্রুতশ্রবসঃ তন্মাতুঃ অর্থাৎ শিশুপালমাতুঃ। ২৫

গার্গী। তুমি কি গোকুলে গিয়েছিলে ? ১৬

উদ্ধব। হ্যাঁ গিয়েছিলাম। ১৭

গার্গী। কি জন্যে গিয়েছিলে ? ১৮

উদ্ধব। দেবী চন্দ্রাবলীকে আনবার জন্য। ১৯

গার্গী। তবে তাঁকে নিয়ে এলে না কেন ? ২০

উদ্ধব। (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে) রুক্মী আবার গোকুল থেকে তাঁকে কুণ্ডিলনগরে নিয়ে গেছে। ২১

গার্গী। চন্দ্রাবলী যে গোকুলে আছেন—রুক্মী এ কথা কার কাছে শুনেছিল ? ২২

উদ্ধব। সখা শিশুপালের মুখে শুনেছে। ২৩

গার্গী। শিশুপালই বা কার মুখে শুনেছিল ? ২৪

উদ্ধব। শিশুপাল তাঁর জননী শ্রুতশ্রবার কাছে শুনেছিল। ২৫

গার্গী। হাঁ সত্যি, সত্যিঃ! কারাগৃহ হতে মুক্ত ভ্রাতা বসুদেবকে দেখবার জন্য শ্রুতশ্রবা পিত্রালয়ে

গার্গী। সচ্চং সচ্চং, সা কৃখু বন্ধাদো বিমুক্কং ভাদরং আণঅন্দুন্দুহিং দট্‌ঠুং ণাহিহরং আঅদা আসি। তদো মএ চ্চেঅ অণহিণ্ণাএ গোউলগদং সব্বং রহস্‌সং তিস্‌সা সআসে প্পআসিদং। ২৬

উদ্ধবঃ। আর্য্যে! কিমত্র তে দূষণম্? মদ্বিধেষু বিধিরেব প্রতিবন্ধী। ২৭

গার্গী। ভিপ্‌ফঅণন্দণে চন্দাঅলীং ণেদুং পউত্তে কহং ণ কোবি পড়িবন্ধী সংবুত্তো? ২৮

উদ্ধবঃ। মথুরামাস্থিতে চিরং সবান্ধবে গোকুলেন্দ্রে, হতে চ তোশলাপরপর্য্যায়ে গোবর্দ্ধনে কোঽন্যঃ প্রতিবধ্নীয়াৎ? ২৯

গার্গী। ভো সোম্ম! পউমা-পহুদি-কণ্ণআ চউক্কং কীস ণাণীদং? ৩০

উদ্ধবঃ। পদ্মা নগ্নজিতঃ সুতা নরপতের্মদ্রেশিতুঃ শ্যামলা
ভদ্রা কেকয়চক্রমস্তকমণেঃ শৈব্যস্য শৈব্যা তথা।
জ্ঞাত্বা হন্ত চিরাচ্চতুর্ভিরভিতো বীণাপ্রবীণান্মুনে
রেভির্গোপপতিং প্রসাদ্য বিনয়ৈঃ কন্যাস্ততো নিন্যিরে॥ ৩১

গার্গীতি। সত্যং সত্যম্; সা শ্রুতশ্রবাঃ খলু বন্ধাদ্বিমুক্তং ভ্রাতরং আনকদুন্দুভিং দ্রষ্টুং নাভিগৃহং পিতৃগৃহং "নাইঘর ইতি প্রসিদ্ধম্" আগতাসীৎ। ততো ময়ৈবানভিজ্ঞয়া গোকুলগতং সর্ব্বং রহস্যং তস্যাঃ সকাশে প্রকাশিতম্।২৬

উদ্ধব ইতি। প্রতিবন্ধী প্রতিকূলঃ। ২৭

গার্গীতি। ভীষ্মকনন্দনেন চন্দ্রাবলীং নেতুং প্রবৃত্তে কথং ন কোঽপি প্রতিবন্ধী সংবৃত্তঃ। ২৮

গার্গীতি। ভোঃ সৌম্য! পদ্মা-প্রভৃতি-কন্যকাচতুষ্কং কস্মান্নানীতম্। ৩০

উদ্ধব ইতি। নগ্নজিন্নাম্নো রাজ্ঞঃ সুতা নাগ্নজিতী পদ্মৈব। শ্যামলা মাদ্রী। লক্ষণা, শৈব্যা মিত্রবিন্দা। চতুর্ভিনগ্নজিন্মদ্রেশ-কেকেয়-শৈব্যৈঃ। ততো গোকুলাৎ। ৩১

এসেছিলেন। তারপর আমিই না জেনে গোকুলের সমস্ত রহস্য বৃত্তান্ত তাঁর কাছে প্রকাশ করেছি। ২৬

উদ্ধব। আর্য্যে! এ বিষয়ে আপনার দোষ কি. আমাদের মত সকলের প্রতি বিধাতাই প্রতিকূল। ২৭

গার্গী। ভীষ্মকনন্দন রুক্মী যখন চন্দ্রাবলীকে নিতে গেল—তখন কেউ তার প্রতিবন্ধক হল না কেন? ২৮

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণ যখন বহুকাল সবান্ধবে মথুরায় অবস্থান করছিলেন—তখন সেখানে মল্লদের মধ্যে 'তোশল' নামে খ্যাত গোবর্দ্ধনমল্ল ছিলেন – তিনি হত হওয়ায় কে আর এমন আছে যে প্রতিবন্ধক হবে? ২৯

গার্গী। ওগো সৌম্য! পদ্মা প্রভৃতি চারজন কন্যাকে নিয়ে গেল না কেন? ৩০

উদ্ধব। নগ্নজিৎ রাজার কন্যা পদ্মা—এঁর নাম নাগ্নজিতী, মদ্ররাজের কন্যা শ্যামলা—এঁর নাম মাদ্রী, ভদ্রা কেকয়রাজার কন্যা—এঁর নাম লক্ষ্মণা, এবং শৈব্যা শৈব্যরাজের কন্যা— এঁর নাম মিত্রবৃন্দা। নগ্নজিৎ, মদ্রেশ্বর, কেকয় ও শৈব্য—এই চারজন রাজা বীণাবল্লভ দেবর্ষিপাদ নারদের মুখে এইসব ঘটনা শুনে বিনয় ও দৈন্যে গোপরাজদের প্রসন্ন করে গোকুল থেকে কন্যাদের নিয়ে গেছেন। ৩১

গার্গী। কচ্চাঅণিব্বদপরাণং গোউলকণ্ণাণং কিং কৃখু কুসলং ? ৩২

উদ্ধবঃ। (সবাষ্পম্)

স্তবং কামাখ্যায়াঃ কমপি বিদধস্তে তরণিজা
তটান্তে সম্ভূয় জ্বরিত-হৃদয়ানি ক্লমভরৈঃ।
সহস্রাণ্যুদ্দণ্ডপ্রকৃতিরচিরং ষোড়শ হঠাৎ
কুমারীণাং তাসামহরত শতাঢ্যানি দনুজঃ॥ ৩৩

গার্গী। (সব্যথম্) অবি ণাম ইদং বুত্তং তুম্হ-পহুণা সুদং ? ৩৪

উদ্ধবঃ। শ্রুতমেব, কিন্তু বাঢ়মবিশিষ্টম্। ৩৫

গার্গী। কেরিসং তং ? ৩৬

উদ্ধবঃ। অষ্টাধিক-শতোত্তরেষু শোড়শসু কুমারীণাং সহস্রেষু নৈকাপি গোষ্টমধিতিষ্ঠতীতি। ৩৭

গার্গী। কো বা তস্য অবরাণুসন্ধাণস্‌স ওসরো, জং রাহীএ তাএ দারুণদসাএ নিব্বুদ্দি-লবোবি সুদুগ্ঘড়ো। ৩৮

গার্গীতি। কাত্যায়নীব্রতপরাণাং গোকুলকন্যানাং কিং খলু কুশলম্। ৩২
উদ্ধব ইতি। স্তবমিতি। দনুজঃ নরকাসুরঃ। ৩৩
গার্গীতি। অপি নাম ইদং বৃত্তান্তং যুষ্মৎপ্রভুনা শ্রুতম্। ৩৪
উদ্ধব ইতি। বাঢ়মবশিষ্টং ন সম্যক্ শ্রুতম্। ৩৫
গার্গীতি। কীদৃশং তম্॥ ৩৬
গার্গীতি। কো বা তস্য অপরানুসন্ধানস্য অবসরঃ, যৎ রাধায়াস্তয়া দারুণদশায়া নিবৃ'ত্তিলবোঽপি দুর্ঘটঃ। ৩৮

গার্গী। যাঁরা কাত্যায়ণী দেবীর পূজা করেছিলেন, তাঁদের কুশল তো ? ৩২

উদ্ধব। (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে)

কাত্যায়ণীব্রতপরায়ণা ষোল হাজার একশ গোপকন্যা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে শোকার্ত্ত হৃদয়ে কামাখ্যাদেবীর কোন স্তব করছিলেন—এমন সময়ে দুর্দ্দান্তস্বভাব নরকাসুর এসে জোর করে ঐ কন্যা হরণ করে নিয়ে গেছে। ৩৩

গার্গী। (ব্যথাভরে) এ-সব খবর কি তোমার প্রভু শুনেছেন ? ৩৪

উদ্ধব। শুনেছেন বটে, তবে সব শোনা হয় নি—কিছু বাকী আছে। ৩৫

গার্গী। বাকিটি কি রকম ? ৩৬

উদ্ধব। ষোলহাজার একশ' আট কুমারীর মধ্যে একজনও কি গোকুলে নেই ? ৩৭

গার্গী। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এ সব অনুসন্ধানের অবসর কোথায় ? কারণ শ্রীরাধার এ নিদারুণ অবস্থার খবর শুনতে পেলে তাঁর পক্ষে সুখলেশ অনুভব করাও কিছুতেই সম্ভব নয়। ৩৮

উদ্ধবঃ। আর্য্যে! তথ্যমাত্থ, তত এব বাঢ়ং ব্যগ্রয়া ভগবত্যা নির্মিতঽস্তি কোঽপি দেবস্য মনো-বিনোদনোপায়ঃ। ৩৯.

গার্গী। কেরিসো সো? ৪০

উদ্ধবঃ। সঙ্গীতবিদ্যাবেধসং ভরতমভ্যর্থ্য কিঞ্চিদপূর্ব্বং রূপকং কারিতম্। তচ্চ দেবর্ষি-তীর্থেন তুম্বুরুহস্তে প্রেষিতম্, তুম্বুরুণা চ গন্ধর্ব্বানিদমধ্যাপিতম্। ৪১

গার্গী। দাণিং কেবি দিব্বপুরিসা তথহোদীএ পৌর্ণমাসীএ সদ্ধং আলবন্তা মএ দিট্ঠা; তা এদে গন্ধব্বা হুবিস্সন্তি। ৪২

উদ্ধবঃ। অথ কিম্, পশ্যায়ং মধুমঙ্গলেন সহ নৃত্যবিলোকনার্থমরবিন্দলোচনঃ কুরুবিন্দমন্দির-স্যালিন্দমধিরোহতে। ৪৩

গার্গী। অহং গতুঅ মুহরং পেসইস্সং। ৪৪

গার্গীতি। কীদৃশঃ সঃ। ৪০

উদ্ধব ইতি। রূপকং নাটকভুবণমুৎপাদিতম্। ৪১

গার্গীতি। ইদানীং কেঽপি দিব্যপুরুষাস্তত্রভবত্যা পৌর্ণমাস্যা সহ আলপন্তঃ ময়া দৃষ্টাঃ তদেতে গন্ধর্ব্বা ভবিষ্যন্তি। ৪২

উদ্ধব ইতি। কুরুবিন্দঃ পদ্মরাগমণিঃ। ৪৩

গার্গীতি। অহং গত্বা মুখরাং প্রেষয়িষ্যামি। ৪৪

উদ্ধব। আর্য্যে! ঠিক বলেছেন, তাইতো ভগবতী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিনোদনের জন্য কোন একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ৩৯

গার্গী। সে আবার কি? ৪০

উদ্ধব। পৌর্ণমাসী দেবী সঙ্গীতবিদ্যার স্রষ্টিকর্ত্তা ভরতমুনির কাছে প্রার্থনা করে একখানি অপূর্ব্ব নাটক প্রস্তুত করিয়েছেন। দেবর্ষিপাদ সেই নাটক তুম্বুরুর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন—তুম্বুরু আবার ঐ বিদ্যা গন্ধর্ব্বগণকে অধ্যয়ন করিয়েছেন। ৪১

গার্গী। আমি সেখানে দেখেছি—কয়েকজন দিব্য-পুরুষ ভগবতী পৌর্ণমাসীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন—আমার মনে হয় তারাই গন্ধর্ব্ব। ৪২

উদ্ধব। হ্যাঁ, ঠিক তাই হবে—ঐ দেখুন—নৃত্য দর্শনের জন্য পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ পদ্মরাগমণি দিয়ে তৈরী মন্দিরের অলিন্দে অর্থাৎ চত্বরে আরোহণ করছেন। ৪৩

গার্গী। আমি গিয়ে মুখরাকে পাঠিয়ে দিই। ৪৪

উদ্ধবঃ। অহমপি ভগবত্যা সহ নটান্ প্রেষয়িষ্যামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)　৪৫

বিষ্কম্ভকঃ।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ।)

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সখেদম্)

হা লীলাবতি হা চকোরনয়নে হা চন্দ্রবিম্বাননে
হা বিম্বপ্রতিমৌষ্ঠি হা গুণবতীগোষ্ঠীপুরোবর্ত্তিনি।
হা গোষ্ঠাখিলখঞ্জরীটনয়নামূর্দ্ধাভিষিক্তে কথং
হা রাধে হতদৈব দুর্বিলসিতৈর্যাতাসি ঘোরাং দশাম্॥　৪৬

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স; অদিদুল্লহদংসণা বি রাহিআ বিজ্জমাণেব্ব মে পড়িভাদি।　৪৭

কৃষ্ণ ইতি। শ্রীরাধিকায়া উন্মাদদশা তৃতীয়াঙ্কে কথিতা। অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্য তামাহ। দুর্বিলসিতৈঃ দুশ্চেষ্টিতৈঃ। ঘোরাং দুঃখময়ীম্।　৪৬

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্য! অতিদুর্লভদর্শনা বিয়তি রাধিকা বিদ্যমানা ইব মে প্রতিভাতি।　৪৭

কৃষ্ণ ইতি। মংক্ষু শীঘ্রম্। মিমংক্ষুং মজ্জিতুমিচ্ছুং। যতঃ বাগমৃতং প্রাদুরাসীৎ। পরিসর্প-নাম প্রতিমুখ-সন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং— দৃষ্টনষ্টস্য বীজস্য পরিসর্প ইতি। অত্র রাধাতিরোধানাৎ নষ্টস্যানুরাগবীজস্য পুনঃ সূর্য্যবচনেনানুস্মরণাৎ পরিসর্পঃ॥ ৪৮ (ক)

ক্ষণমিতি। শ্বাফল্কৌ অক্রূরে। ধৃতস্তুরগস্য বল্গা মুখরজ্জুর্যেন তস্মিন্। ৪৮ (খ)

উদ্ধব। আমিও যাই—ভগবতীর সঙ্গে নটদের পাঠিয়ে দিই।　৪৫

(এই বলে উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যত বস্তুর অংশ সূচনা।

(তারপর যথানির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সহিত)

হায় লীলাবতি! হায় চকোরনয়নে! হা চন্দ্রবদনে! হায় বিম্বাধরে! হায় গুণবতীদের অগ্রবর্ত্তিনি! হায় অখিল গোকুলখঞ্জননয়নাশিরোমণি! হা রাধে! নিঠুর বিধাতা আজ তোমার এ কি দশা করেছে।　৪৬

মধুমঙ্গল। প্রিয়সখ! যাঁর দর্শন একান্তেই দুর্লভ—তবু যেন মনে হচ্ছে শ্রীরাধা আকাশে বিদ্যমানা রয়েছেন।　৪৭

শ্রীকৃষ্ণঃ। সখে! সত্যমাশয়ৈব কদর্থ্যমানোঽস্মি ; যতঃ,

নীরে মজ্জু মিমংক্ষুমার্ত্তমুখরামুদ্দিশ্য চণ্ডহ্যতে
দূরান্মণ্ডলতঃ কৃপাতুরতয়া যৎ প্রাদুরাসীত্তদা।
হা ধিগ্ বাগমৃতেন তেন জনিতস্তস্যাঃ পুনঃ সঙ্গম-
প্রত্যাশাঙ্কুর উচ্চকৈর্ম্ম সখে স্বান্তং হঠাদ্বিধ্যতি॥ ৪৮ (ক)

(ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা পুনরুচ্চকৈঃ) —

প্রযাতুং শ্বাফল্কৌ ধৃততুরগবল্গে চটুলধী-
র্নিরুদ্ধা সাক্রন্দং রথমধিরুরুক্ষুঃ পরিজনৈঃ।
উদস্রং সা দৃষ্টিং ময়ি বিকিরতী ক্রূরমনসা
বিলম্ব্যাল্পং হা ধিক্ সুতনুরনুনীতাপি ন ময়া॥ ৪৮ (খ)

(ততঃ প্রবিশতি গন্ধর্ব্বৈরনুগম্যমান উদ্ধবঃ, পৌর্ণমাসী মুখরা চ।)

উদ্ধবঃ। দেব! সমানীতঃ পেশলোঽয়ং দিব্যনর্ত্তকসম্প্রদায়ঃ। ৪৯

উদ্ধব ইতি। পেশলঃ নাট্যরচনাপ্রবীণঃ। ৪৯

শ্রীকৃষ্ণ। বয়স্য! সত্য সত্য, আশাই আমাকে এইরকম কষ্ট দিচ্ছে। যখন মুখরা কাতর হয়ে হঠাৎ জলমগ্ন হতে উদ্যত হয়েছিল সেই সময় ঐ মুখরাকে উদ্দেশ করে দূর হতে আকাশবাণীতে যা প্রকাশ পেয়েছিল—যে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন হবে—সেই বচনামৃত আমার হৃদয়ে আশার অঙ্কুরকে জাগিয়ে তোলে—আর তার দ্বারা আমার মনও ক্লেশ-শরে বিদ্ধ হচ্ছে। ৪৮ (ক)

(কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় উচ্চস্বরে)

যখন অক্রূর যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অশ্বের রজ্জু ধারণ করেন—তখন শ্রীরাধা আকুল স্বরে রোদন করতে করতে রথে উঠতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সখীরা তাঁকে আটকে রেখেছিল—পরে তিনি আমার দিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন—কিন্তু হায়, হায়, আমি এমনই নিষ্ঠুর যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুন্দরীর অনুনয় রক্ষা করলাম না। ৪৮ (খ)

(তারপর গন্ধর্ব্বদের (নট) সঙ্গে উদ্ধবের প্রবেশ এবং পৌর্ণমাসীদেবী ও মুখরা এই দুজনেও প্রবেশ করলেন।)

উদ্ধব। দেব! এই কুশলী নাট্যসম্প্রদায়কে নিয়ে এসেছি। ৪৯

শ্রীকৃষ্ণঃ। সূত্রধার! তূর্ণমারভ্যতাং তৌর্য্যত্রিকম্। ৫০

সূত্রধারঃ। নিজমধুরিমমুদ্রাম্লাপিতেন্দীবরশ্রীর্জ্জয়তি পরমজৈত্রঃ কোঽপি রাধাকটাক্ষঃ।
ত্রিভুবনজয়লক্ষ্মীবর্য্যায়া দত্তদামা মধুরিপুরপি যেন ক্রীড়য়া নির্জিতোঽভূৎ॥ ৫১

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সহর্ষম্) সাধীয়ানেষ হৃদয়ানন্দী নান্দীপ্রয়োগঃ। ৫২

সূত্রধারঃ। (পার্শ্বতো বিলোক্য) আর্য্যে! কেনাপি চারুসন্ধিনা প্রবন্ধেন জগদ্বন্দ্যোরস্য সমারাধনায় কুলাচার্য্যেণ স্বর্গতঃ প্রেষিতোঽস্মি। ৫৩

নটী। অজ্জ! কো ক্খু সো দাব প্রবন্ধো? ৫৪

সূত্রধারঃ। রসিকশিরোমণিরমণঃ সুলভো গোকুলনিবাসিনামেব।
সন্দর্ভো গুণগর্ভঃ স জয়তি রাধাভিসারাখ্যঃ॥ ৫৫

তদ্ গীয়তাং মঙ্গলধ্রুবা।

নটী। অজ্জ! কং রিদুং ওলম্বিঅ গাইস্সং? ৫৬

সূত্রেতি। জৈত্রঃ জয়শীলঃ। ত্রিভুবনে জয়রূপা যা লক্ষ্মীঃ সৈব বর্য্যা পতিম্বরাতয়া দত্তং দাম মালা যস্মৈ সঃ। ৫১

সূত্রেতি। প্রবন্ধেন নাটকেন। কুলাচার্য্যেণ তুম্বুরুণা। ৫৩

নটিতি। আর্য্যে! কঃ খলু স তাবৎ প্রবন্ধঃ। ৫৪

সূত্রেতি। শ্রীকৃষ্ণং রময়তীতি। সন্দর্ভঃ প্রবন্ধঃ। ৫৫

ধ্রুবা ধ্রুবপদেন।

নটীতি। আর্য্য! কং ঋতুং অবলম্ব্য গাস্যামি? ৫৬

সূত্রেতি। প্রবর্ত্তমানং বসন্তং বর্ণয়তি। কালঃ হিমবসন্তয়োঃ সন্ধিরূপঃ। ৫৭

নটীতি। হই ঝম্পিতাপি পরিতঃ শমীলতয়া স্ফুটং কঠোরয়া। মধুপেন ভবতি, লঘুনা ন মাধবী

শ্রীকৃষ্ণ। সূত্রধার! তাড়াতাড়ি নাচ গান আরম্ভ কর। ৫০

সূত্রধার। শ্রীরাধা—যাঁর কটাক্ষমাধুর্য্যে নীলকমলও ম্লান হয়ে যায়—সেই কটাক্ষের জয় হোক্। সেই কটাক্ষের প্রভাব যে কি—তা আর বেশী কি বলবো—ত্রিভুবনের জয়শ্রী স্বয়ং পতিম্বরা হয়ে যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেছেন—সেই মধুসূদন যাঁর কাছে অবহেলায় পরাজিত হয়েছেন। ৫১

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দে) সাধু, সাধু। এই নান্দীপ্রয়োগ অতি উৎকৃষ্ট হয়েছে—এতে মনটি আমার আনন্দে ভরে গেল। ৫২

সূত্রধার। (পাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে) আর্য্যে! কোন মনোমোহন নাটকের দ্বারা জগদীশ্বরের আরাধনা করবার জন্য নটাচার্য্য তুম্বুরু আমাকে স্বর্গ থেকে পাঠিয়েছেন। ৫৩

নটী। আর্য্য—সে কি নাটক? ৫৪

সূত্রধার। যে প্রবন্ধ রচনায় রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হন, যা সমস্ত গোকুলবাসীর সহজলভ্য—এমন শ্রীমতী রাধিকাচরিত্র অবলম্বনে নাটক জয়লাভ করুক।

অতএব মঙ্গলময় ধূয়া পদের সঙ্গে গান কর। ৫৫

নটী। আর্য্য! কোন ঋতু বিষয়ে গান করব? ৫৬

সূত্রধারঃ। আর্য্যে পশ্য, পশ্য—

শ্রীরেষা নবমালিকাসু মিলতি প্রোজ্ঝাঘ্য কুন্দাবলীং
স্মর্ত্তুং পঞ্চমচাতুরীং চিরপরিত্যক্তাং যতন্তে পিকাঃ।
ভাণ্ডীরাৎ পরিপাণ্ডুরাঃ স্ফুটমমী ভ্রশ্যান্তি যত্র চ্ছদাঃ
কালঃ কোঽপ্যয়মুজ্জ্বলঃ সকুতুকী মন্দং পরিস্পন্দতে॥ ৫৭

নটী। ইহ ঝম্পিদাবি পরিদো সমীলদাএ ফুডং কঢোরাএ।
মহুবেণ হোই লহুণা ণ মাহবী অণুণিদখবআ ? ৫৮

সূত্রধারঃ। (সপরিতোষম্) আর্য্যে! সাধু, সাধু, প্রস্তাবোচিতমেব তাবদুপন্যস্তম্। তথা হি—

বৃদ্ধয়া শশ্বদারব্ধ নিরোধামপি রাধিকাম্।
নিরাবাধং সদা সাধু রময়ত্যেষ মাধবঃ॥ (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।) ৫৯

অনুনীতস্তবকা। ৫৮

তথাহীতি। বৃদ্ধয়া জটিলয়া। নিরাবাধং নির্ব্বিরোধং। ভারতীবৃত্ত্যঙ্কমুখস্যাঙ্গ-মিদমতিশয়নাম। তল্লক্ষণং, এষোঽয়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ। প্রবেশ-সূচনং যত্র প্রয়োগাতিশয়ো হি স ইতি। এষেতি সূত্রধার-প্রয়োগাৎ। মাধবস্য প্রবেশসূচনমতিশয়ঃ॥ ৫৯

সূত্রধার। আর্য্যে! দেখ, দেখ—

গহনে কাননে কুন্দশ্রেণীর শোভা আর নেই—তার জাগায় নবমালিকার বিকাশ দেখা যাচ্ছে—যে পিককুল পঞ্চমস্বর ত্যাগ করেছিল সেই কোকিলের দল আবার কুহু তান ধরেছে। আর ভাণ্ডীর তরু থেকে জীর্ণপত্র খসে পড়ছে—তাই মনে হচ্ছে কোন উজ্জ্বল রসময় কালের ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটছে। ৫৭

নটী। সুকুমারী মাধবীলতাকে কঠোর শমীলতা আবৃত করে রাখলেও ক্ষুদ্র মধুকর কি মাধবী গুচ্ছের উপাসনা করে না ? অর্থাৎ মধুকর মাধবীর মধুপানে মত্ত হয়—কঠোর শমীলতার আবরণ তার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ৫৮

সূত্রধার। (আনন্দের সঙ্গে) আর্য্যে! অতি উত্তম, অতি উত্তম! প্রস্তাবের উপযুক্তই আপনি বলেছেন।

এ বিষয়ে প্রমাণ—যথা—

বৃদ্ধা জটিলা সব সময় শ্রীরাধিকাকে অবরোধ করে রাখলেও মধুসূদন (মাধব) সর্ব্বদা ভালভাবেই তাঁর সঙ্গে বিহার করে থাকেন। এই বলে উভয়ের প্রস্থান। ৫৯

(ততঃ প্রবিশতি মাধবঃ ।)

মাধবঃ ।　লক্ষ্মীবানিহ দক্ষিণানিলসখঃ সাক্ষান্মধুর্মোদতে
মাদ্যদ্ভৃঙ্গবিহঙ্গহারি বিহসত্যত্রাপি বৃন্দাবনম্ ।
রাধা যদ্যভিসারমত্র কুরুতে সোঽয়ং মহানেব মে
সান্দ্রানন্দবিলাসসিন্ধুলহরী-হিল্লোল-কোলাহলঃ ॥ ৬০

মধুমঙ্গলঃ । (বিহস্য) হী হী, দাসীএ পুত্তএহিং সুরিন্দপুরীভণ্ডেহিং দুদিও মে পিঅবঅস্সো পচ্চক্খীকিদো ।　৬১

উদ্ধবঃ । (সচমৎকারম্)

নবমুরলিমরালীহারিহস্তারবিন্দঃ কবলিতকুরুবিন্দচ্ছায়গুঞ্জাদ্ভুতশ্রীঃ ।
মৃদুলপবনচঞ্চৎপিঞ্ছচূড়াঞ্চলোঽয়ং মদয়তি হৃদয়ং মে শ্যামিকানাং বিলাসঃ ॥　৬২

মাধব ইতি । লক্ষ্মীবানিতি । পুষ্পাঙ্কুরাদিজনকত্বেন পরমশোভাবান্ । মাদ্যদ্ভৃঙ্গ-বিহঙ্গৈর্হারি মনোহারি । অত্রাপি মধৌ বৃন্দাবনং বিহসতি পুষ্পাদিমিষেণ হাস্যং করোতি । অত্র সময়ে, সোঽয়ং সময়ঃ । সান্দ্রানন্দস্য যো বিলাসসিন্ধুস্তস্য লহর্য্যা হিল্লোলঃ কল্লোলস্তস্য কোলাহলরূপো ভবতি, পরমসুখদায়ীত্যর্থঃ । বিশেষনাম নাটকভূষণমিদম্ । তল্লক্ষণং—সিদ্ধান্ বহূন্ প্রধানর্থানুক্ত্বা যত্র প্রযুজ্যতে । বিশেষযুক্তং বচনং বিজ্ঞেয়ং তদ্বিশেষণমিতি । অত্র প্রসিদ্ধান্মধুবৃন্দাবনাদীনুক্ত্বা রাধাভিসারস্য বৈশিষ্ট্যাদ্বিশেষণম্ । ৬০

মধু ইতি । হী হী আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্ ! দাস্যাঃ পুত্রৈঃ সুরেন্দ্রপুরীভণ্ডৈঃ দ্বিতীয়ো মে প্রিয়বয়স্যঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ । ৬১

উদ্ধব ইতি । কবলিতা কুরুবিন্দস্য পদ্মরাগমণেশ্ছায়া কান্তির্যয়া তয়া অদ্ভুতা শ্রীর্যস্য সঃ । শ্যামিকানাং শ্যামলানাম্ । ৬২

(তারপর মাধবের প্রবেশ)

মাধব । আহা ! এখানে সুশীতল মলয় পবন বয়ে যাচ্ছে সেই সমীরণ হিল্লোলে মধুময় বসন্ত ঋতুর শোভা অতি রমণীয় হয়েছে—মদমত্ত ভ্রমর ও বিহগকুলের গুঞ্জনে ও কূজনে বৃন্দাবনভূমি যেন হাসছে—এখন যদি এখানে শ্রীরাধা অভিসার করেন তাহলে আমার নিবিড় আনন্দ সাগর মহান হিল্লোলে উদ্বেলিত হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই । ৬০

মধুমঙ্গল । (হেসে) হী হী—কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ! ইন্দ্রপুরী ভণ্ড দাসীপুত্রগণের সঙ্গের মত আমার প্রিয়সখাকে দেখা যাচ্ছে । ৬১

উদ্ধব । (বিস্ময় প্রকাশ করে) যিনি করকমলে মরাল-নিন্দিত মনোহর মুরলিধারণ করেছেন,—যাঁর বক্ষের গুঞ্জামালার শোভা পদ্মরাগ মণির সৌন্দর্য্যকেও হার মানায়—যাঁর মাথায় ময়ূরপাখার চূড়া পবনভরে মৃদু মধুর আন্দোলিত হচ্ছে সেই শ্যামলবর্ণ বিলাস আমার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছে । ৬২

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সৌৎসুক্যং রোমাঞ্চমুন্মীল্য)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যঃ সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য সুরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিষ্যতি॥

তদদ্য ভবন্তং পৃচ্ছামি, কথমনেনাবিষ্কৃতা মমাপি মনোহারিণী সা কাপি রূপচন্দ্রিকা ? ৬৩

উদ্ধবঃ। দেব ! ভবদ্ভক্তিপ্রভাবসম্ভাবিতোঽয়ং দেবর্ষেরেব সেবাপরিপাটী বিবর্ত্তঃ। ৬৪

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সাশ্চর্য্যম্)—

প্রপদ্য নটতাং নটন্ কিময়মস্মি রঙ্গস্থলে
সদস্যথ সদস্যতাং কিমুপলভ্য পশ্যামি বা ?
ইতি স্ফুটবিনির্ণয়ে কিমপি সংবিধানং পুরঃ
সমীক্ষ্য পরমাদ্ভুতং নিমিষমপাহং ন ক্ষমঃ॥ ৬৫

কৃষ্ণ ইতি। উদ্গীর্ণেতি। উদিতোঽদ্ভুতমাধুরীণাং পরিমলো যত্র স তস্য। অভিপ্রায়নাম-নাটক-ভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং, অভিপ্রায়স্তভূতার্থো হৃদ্যঃ সাম্যেন কল্পিতঃ। অভিপ্রায়ং পরে প্রাহুর্মমতাং হৃদ্য-বস্তুনীতি। অংশভূতার্থরূপস্য ভগবদ্দ্বিতীয়ত্বস্য নাটককল্পনমভিপ্রায়ঃ। হৃদ্যবস্তুনি সৌন্দর্য্যে ভোগেচ্ছয়া মম তাবদভিপ্রায়ঃ। ৬৩

কৃষ্ণ ইতি। প্রাপ্য নটরূপতাং সদস্যতাং সভাসদতাম্। ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ। (ঔৎসুক্যের সঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে) এই নট আমার অপরূপ মাধুরী বিশিষ্ট ব্রজলীলামণ্ডিত দ্বিতীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়ে আমার বিস্ময়কে ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কি আশ্চর্য্য, হে সখে দেখ দেখ ! যে সাদৃশ্য দর্শন করে আমার চিত্ত অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে গোপরামা শ্রীরাধার সারূপ্য লাভ করবার জন্য অভিলাষী হয়েছে—অর্থাৎ শ্রীরাধার মূর্ত্তি ধারণ করতে ইচ্ছা করছে।

সখে ! তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা করি—এই নট কেমন করে এমনতর রূপচন্দ্রিমা প্রকাশ করল না আমার মনকেও হরণ করছে ? ৬৩

উদ্ধব। দেব ! এ আপনারই ভক্তি প্রভাবে সম্ভব হয়েছে এবং দেবর্ষি নারদেরও সেবার পরিণাম—এটি বুঝা যাচ্ছে। ৬৪

শ্রীকৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যের সঙ্গে)

আমি কি এই রঙ্গস্থলে নট হয়ে অভিনয় করছি না সভাস্থলে সভ্য হয়ে দর্শন করছি—এই দুটি মধ্যে কোনটি একটি ঠিক করতে গিয়ে অদ্ভুত অতি পরিপাটি বেশ রচনা দেখে চোখের পলক মেলতে পারছি না। ৬৫

মাধবঃ। মতিরঘূর্ণত সার্দ্ধমলিব্রজৈ র্ধৃতিরভূন্মধুভিঃ সহ বিচ্যুতা।
ব্যকসদুৎকলিকা কলিকালিভিঃ সমমিহ প্রিয়য়া বিযুতস্য মে॥

তদিদানীং বেণুগীতসঞ্জ্ঞয়া ললিতামর্ভ্যথয়িষ্যে। ৬৬

(ইত্যধরে বেণুং বিন্যস্য)

অক্ষোর্বন্ধুং হরিহয়হরিন্নাগরি রাগরিক্তাং
রাগেণাবিষ্কুরু গুরুরুচং ভানবীয়াং নবীনাম্।
চক্রাভিখ্যঃ কিমপি বিরহাদাকুলঃ কাকুলক্ষং
কুর্ব্বন্ মুখ্যস্ত্বয়ি স বয়সামর্থিভাবং তনোতি॥ ৬৭

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সকৌতুকম্) কিমশক্যং দেবর্ষিপ্রসাদস্য যেনায়মনন্যবেদ্যামপি মদন্তরীণচর্য্যাং বিবৃণোতি! ৬৮

মাধব ইতি। মতিরিত্যাদি। সহোক্তি-নামালঙ্কারঃ। সা সহোক্তিঃ পরার্থস্য বলাদেকং দ্বিবাচকমিতি। পদোচ্চয়-নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্—বঞ্চনাঞ্চ প্রযুক্তানাং পদানাং বহুভিঃ পদৈঃ। উচ্চয়ঃ সদৃশার্থো যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পদোচ্চয় ইতি। অত্র মত্যাদীনা ঘূর্ণাদিক্রিয়াসু অলিব্রজাদিভিঃ সমাবেশাদয়ং পদোচ্চয়ঃ। ৬৬

তদিদানীমিতি। সংজ্ঞয়া সঙ্কেতেন।

অক্ষোরিত্যাদি পদ্যং বিদিতবান। হরিহয় ইন্দ্রস্তস্য হরিং দিক্ সৈব নাগরী তস্যাঃ সম্বোধনম্। পক্ষে পূর্ব্বদিশো নাগরি ললিতে! রাগেন রিক্তাং ভানবীয়াং গুরুরুচমাবিষ্কুরু। পক্ষে ভানবীয়াং রাধাম্। চক্রাভিখ্যশ্চক্রবাকঃ। পক্ষে চক্রী। স চক্রাভিখ্যো বয়সাং পক্ষিনাং মুখ্যঃ। পক্ষে বয়সাং সখীনাং মুখ্যঃ। ৬৭

কৃষ্ণ ইতি। মদন্তরীণচর্য্যাং মদন্তঃকরণবৃত্তিম্। ৬৮

মাধব। হায়, হায়! ভ্রমরকুল যেমম আকুল হয়ে ভ্রমণ করে প্রিয়তমার বিরহে আমার মতিও তেমনি বিভ্রান্ত হয়েছে। পুষ্প হতে যেমন মধুক্ষরণ হয় আমার ধৈর্য্যও তেমনি স্খলিত হয়েছে এবং কুসুমকলিকা যেমন বিকশিত হয় তেমনি আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই এখন বেণুগীত সঙ্কেত করে ললিতার অভ্যর্থনা করি। ৬৬

(এই বলে অধরে বেণু বিন্যাস করে)

ওগো পূর্ব্বদিক্‌রূপা নাগরি! (ললিতা) পূর্ব্বদিক যেন নয়নবন্ধু সূর্য্যদেবের রক্তিমাভায় অনুরঞ্জিত হয়ে অভিনব কান্তিতে কান্তীমতী হয়—তুমিও তেমনি বৃষভানুনন্দিনী রাধাঠাকুরাণীর অনুরাগে অনুরক্তা হয়ে ওঠো। আরও দেখ—চক্রবাক রঙ্গী যেমন রাত্রিকালে প্রিয়াবিরহে আকুল হয়ে অন্যান্য সঙ্গী পক্ষিগণের স্তুতিবাদ করে—চক্রী আমার অবস্থাও তাই—বিরহে কাতর হয়ে আমিও তেমনি সখীদের স্তুতিবাদ আরম্ভ করেছি।

এই শ্লোকে ভানবীয়াম্, চক্রাভিখ্যঃ এবং বয়সাম—এই তিনটী শব্দ দ্ব্যর্থক—পূর্ব্বদিকের পক্ষে ভানবা মানে সূর্য্যসম্বন্ধীয়ঃ, চক্রাভিখ্য অর্থাৎ চক্রবাক পক্ষী, এবং বয়সাম্ অর্থাৎ পক্ষীদের! আর ললিতাজীর

মাধবঃ। (সহর্ষম্) কথং নাতিদূরে মনোহরিণহারিণী সৈবেয়ং মঞ্জুমঞ্জীরশিঞ্জিতকাকলী ! তদহং মাধবীমণ্ডপং প্রবিশামি ! (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) ৬৯

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা রাধা।)

শ্রীরাধা। (সৌৎসুক্যং পুরো দৃষ্ট্বা) হলা ললিদে ! পেক্খ পেক্খ, ধণ্ণা এসা তরঙ্গলেহা, জা ক্খু সেবালবল্লী ণিবদ্ধপাঅং ণং হংসিঅং মোআবেদি, তা ফুডং ভিসিনীপত্তন্তরিদেণ কলহংসেণ সংঘডইস্সদি। ৭১

ললিতা। (স্মিত্বা) ভো হংসি ! হংসবইণো পক্খবাদেন চ্চেঅ উদ্ধুরা এসা তুমং কড্ঢদি ঊর্ম্মিমালা ; তা বীসদ্ধা কন্তং অহিসর। ৭২

রাধেতি। সখি ললিতে ! পশ্য, পশ্য, ধন্যা এষা তরঙ্গলেখা যা খলু শৈবাললতানিবদ্ধপাদামেনাং হংসিকাং হংসপত্নীং মোচয়তি, তস্মাৎ স্ফুটং বিসিনীপত্রান্তরিতেন কলহংসেন ঘটয়িষ্যতি। প্রথমাতিশয়োক্ত্যল-ঙ্কারোঽয়ং, তরঙ্গলেখা উৎকণ্ঠা। শৈবালবল্লী জটিলা। হংসিকাং রাধাম্। বিসিনীপত্রান্তরিতেন মাধবীমণ্ড-পান্তরিতেন। কলহংসেন মাধবেনেতি ব্যঙ্গ্যোঽর্থো জ্ঞেয়ঃ। ৬৯

ললিতেতি। ভো হংসি ! হংসপতেঃ পক্ষে কৃষ্ণস্য পক্ষপাতেন উদ্ধুরা এষা ত্বাং কর্ষতি। ঊর্ম্ম্যালী তৎ বিশ্বস্তা কান্তম্ অভিসর। ৭২

পক্ষে ভানবী অর্থাৎ বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধা, চক্রাভিখ্য—চক্রী শ্রীকৃষ্ণ এবং বয়সাম্—বয়স্যা সখীদের। ৬৭

শ্রীকৃষ্ণ। (কৌতুকের সঙ্গে) দেবর্ষিপাদের কৃপা হলে আর অসাধ্য কি আছে ? কারণ আমার অন্তরের গোপন বিলাস—যা অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়—তা এই মাধব নট প্রকাশ করেছে। ৬৮

মাধব। (আনন্দের সঙ্গে) অহো ! ঐ কি নিকটে মনোমোহিনী মধুর-মঞ্জীর-কাকলী অর্থাৎ নূপুর নিক্কন শোনা যাচ্ছে—! তাহলে যাই—আমি মাধবীমণ্ডপে প্রবেশ করি।

(এই বলে প্রস্থান) ৬৯

(তারপর ললিতার সঙ্গে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (উৎসুক্যের সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে) সখি ললিতে ! দেখ, দেখ ! এই অঙ্গলহরীই ধন্য, কারণ শৈবালবদ্ধা হংসীকে মুক্ত করে দিচ্ছে—আর তার এই মোচনের ফলে পদ্মপত্রের আড়ালে আছে যে কলহংস—তার সঙ্গে হংসীর মিলন সম্ভব হবে। এখানে রাধারাণীর বাক্যটি ব্যঞ্জনাপূর্ণ। রাধারাণীর বাক্যের ধ্বনি হল—শৈবালসদৃশ জটিলার দ্বারা হংসীসদৃশ রাধা আবদ্ধ হলেও তরঙ্গমালারূপ উৎকণ্ঠা তাকে মুক্ত করে পদ্মপত্রের আবরণে কলহংসের মত মাধবীমণ্ডপান্তরিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন ঘটাবে। ৭১

ললিতা। (হেসে) ওগো মরালিনি ! হংসের প্রতি পক্ষপাত করে যেমন ঊর্ম্মিমালা হংসীকে আকর্ষণ করে—কৃষ্ণের প্রতি পক্ষপাত করে তেমনি এই উৎকণ্ঠা তোমাকে আকর্ষণ করছে—কাজেই তুমি নিশ্চিতভাবে কান্তের প্রতি অভিসার কর। ৭২

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠম্)—

উচ্চৈরভূদননুভূতচরী দশা মে যস্যাশ্চিরেণ বিরহজ্বরজর্জ্জরস্য।
হা হন্ত সেয়মিয়মামিয়মাবিরাসীন্মচ্চিত্তহংসসরসী সরসীরুহাক্ষী॥

(ইতি সিংহাসনাদুত্থায় ভুজাভ্যাং গ্রহীতুং পরিক্রামতি।) ৭৩

উদ্ধবঃ। দেব ! নাট্যপ্রণীতোঽয়মর্থঃ। ৭৪

শ্রীকৃষ্ণঃ। (সধৈর্য্যং লজ্জামভিনীয়)—

সা বক্ত্রশ্রীর্বিরমিত—শরচ্চন্দ্র--নান্দীস্তবাসৌ
সেয়ং দৃষ্টির্মদকলমৃগীমৃগ্যমাধুর্য্যকেলিঃ।
সা ভ্রূরেষা রতিপতিধনুর্বিভ্রমাভ্যাসগুর্ব্বী
গান্ধর্বী মে ক্ষপয়তি ধৃতিং হন্ত গান্ধর্বিকেব॥ ৭৫

মুখরা। হা ণত্তিণি রাহিএ ! জীআসি? ৭৬

(ইতি ধাবতি)

পৌর্ণমাসী। (পটাঞ্চলে ধৃত্বা) সৌহৃদান্ধে ! গান্ধর্ব্বমিদং গন্ধর্ব্বাণাম্। ৭৭

কৃষ্ণ ইতি। উচ্চৈরিতি। অননুভূতচরী পূর্ব্বমননুভূতা। সা কিমিয়মাবিরাসীৎ ইয়ং কিং সাবিরাসীৎ অভিতি. স্মৃতৌ। স্মৃতং স্মৃতং সা সা ইয়ামিয়মাবিরাসীদিত্যর্থঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ার্থং বীপ্সা। ৭৩

কৃষ্ণ ইতি। সাসৌ বক্ত্রশ্রীঃ। সেয়ং দৃষ্টিঃ। সৈষা ভ্রূঃ। ইয়ং গান্ধর্ব্বী নটী গান্ধর্ব্বিকেব মে ধৃতিং ক্ষপয়তি। সা বক্ত্রশ্রীরিবাসৌ বক্ত্রশ্রীর্মে ধৃতিং ক্ষপয়তীতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। মদোৎকটঃ মদকল ইত্যমরঃ। ৭৫

মুখরেতি। হা নপ্ত্রি রাধিকে ! জীবসি। ৭৬

পোর্ণেতি। গান্ধর্ব্বং নাট্যম্। ৭৭

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) যে শ্রীরাধার দীর্ঘ বিরহজ্বরে জর্জরিত হয়ে আমার এই প্রকার অদ্ভুতদশা উপস্থিত হয়েছে—হায়, হায় ! আমার চিত্ত-হংস সরোবরের পদ্মবিকাশের মত এই সেই কমলনয়না উপস্থিত হয়েছে।

(এই বলে সিংহাসন থেকে গাত্রোত্থান করে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন।) ৭৩

উদ্ধব।—ভগবন্ ! এ যে নাটকের কৌশল ; এতো শ্রীরাধা নয়। ৭৪

শ্রীকৃষ্ণ। (ধৈর্য্যের সঙ্গে লজ্জার অভিনয় করে)

আহা ! শরতের চাঁদের শোভাকেও যে হার মানায় এই সেই মুখশ্রী, মদমত্ত হরিণকুল যে মাধুরী খুঁজে বেড়ায় এই সেই দৃষ্টি, আর রতিপতি মদনের ধনুর মাধুর্য্যকেও যে বিভ্রান্ত করে এই সেই ভ্রূযুগল। যাই হোক্ শ্রীরাধার মত এই নটীও আমার ধৈর্য্য নষ্ট করল। ৭৫

মুখরা। হা নাত্নি রাধে ! তুমি বেঁচে আছ ? ৭৬

মুখরা। (সাস্রম্) ভঅবদি! সূরমণ্ডলং ভেত্তূণ লোঅন্তরং গদা রাহী সগ্গালএহিং গন্ধব্বেহিং আণীদত্তি তক্কেমি। ৭৮

শ্রীরাধা। হলা ললিদে! পুপ্ফাহরণকোদূহলস্স ণিএদাদো তুএ আণিজ্জন্তী অহং অবি ণাম কিং অজ্জাএ মুহরাএ দিট্ঠম্হি? ৭৯

ললিতা। ণ কে অলং অজ্জাএ মুহরাএ জডিলাএ বি। ৮০

মুখরা। (সবাষ্পগদগদম্)—হা বচ্ছে! সচ্চং মএ দারুনীএ জ্জালিদাসি। ৮১

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষম্) রক্খসি বুড্টিএ! দাণিং মা ক্খু অলিঅং পেম্মং পঅডেহি, জা ক্খু ঘরোবন্তবাডিআপেরন্তে চ্চেঅ মং দট্ঠূণ কুক্কুরীব বুক্কসি। ৮২

মুখরা। অজ্জ মন্ধুমঙ্গল! কিং করিস্সং, অপ্পআসিদরহস্সাএ বঞ্চিদম্হি ভঅবদীএ। ৮৩

মুখরেতি। ভগবতি! সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা লোকান্তরং গতা রাধা স্বর্গালয়ৈর্গন্ধর্ব্বৈরানীতা ইতি তর্কয়ামি। ৭৮

রাধেতি। সখি ললিতে! পুষ্পহরণকৌতূহলায় নিকেতাৎ ত্বয়া আনীয়মানা অহমপি নাম সম্ভাবনায়াং আর্য্যয়া মুখরয়া দৃষ্টাস্মি। ৭৯

ললিতেতি। ন কেবলং আর্য্যায়া মুখরয়া, জটিলয়াপি। ৮০

মুখরেতি। হা বৎসে! সত্যং ময়া দারুণ্যা কঠোরয়া জ্বালিতাসি। ৮১

মধু ইতি। রাক্ষসি বৃদ্ধে! ইদানীং মা খলু অলীকং প্রেম প্রকটয় যা খলু গৃহোপান্ত বাটিকাপ্রান্তে এব মাং দৃষ্ট্বা কুক্কুরীব বুক্কসি। বুক্কভাষণে ইত্যস্য রূপম্। বুক্কশব্দঃ শ্বধ্বনৌ। ৮২

মুখরেতি। আর্য্য মধুমঙ্গল! কিং করিষ্যামি, অপ্রকাশিত রহস্যয়া বঞ্চিতোঽস্মি ভগবত্যা। ৮৩

(এই বলে দৌড়িয়ে চললেন)

পৌর্ণমাসী। (আঁচল চেপে ধরে) ওগো, মমতায় একেবারে অন্ধ হয়ে গেছ—এ যে নটনটীদের নাটক। ৭৭

মুখরা। (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে) ভগবতি! সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করে শ্রীরাধা—লোকান্তর গমন গমন করেছেন—মনে হচ্ছে, স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্বেরা তাঁকে আবার এখানে নিয়ে এসেছেন। ৭৮

শ্রীরাধা। সখি ললিতে! পুষ্পচয়ন কৌতুকের সময় যখন তুমি আমাকে ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলে তখম মনে হয় আর্য্যা মুখরা আমাকে দেখেছিলেন। ৭৯

ললিতা। কেবল আর্য্যা মুখরা কেন, জঠিলাও দেখেছিলেন। ৮০

মুখরা। (অশ্রু মোচন করে গদগদস্বরে) হায় বাছা! সত্যিই তুমি আমার মত নিষ্ঠুরার দ্বারা তাপ পেয়েছ। ৮১

মধুমঙ্গল। (ক্রোধের সঙ্গে) রাক্ষসি বুড়ি! এখন আর মায়া কান্না কেঁদে কি হবে? ঘরের কাছে বাগানের ধারে আমাকে দেখলেই তো তুমি কুকুরীর মত চিৎকার করতে! ৮২

মুখরা। আর্য্য মধুমঙ্গল! আমি কি করব বল—ভগবতী রহস্য প্রকাশ না করায় আমি বঞ্চিত হয়েছি। ৮৩

শ্রীরাধা। হলা! জই দিট্‌ঠম্‌হি, তদো উবাঅং বাহরেহি। ৮৪

ললিতা। হন্ত মন্থরে! পন্তরং পরিহরিঅ কলম্বসম্বাহেণ কালিন্দীতীর মগ্‌গেণ তুরিঅং গচ্ছম্‌হ। ৮৫

(ইত্যুভে পরিক্রামতঃ)

শ্রীরাধা। সহি! পিসুণেহিং ণেউরেহিং কিংত্তি সংগমিদম্‌হি? ৮৬

ললিতা। বিদক্কসীলাএ জড়িলাএ বুদ্ধিং মোহেন্তুং। ৮৭

(প্রবিশ্য) জটিলা।—(পুরঃ পশ্যন্তী) কহং দিট্‌ঠিপহে ন লক্‌খিজ্জই বারিসহাণবী? তা কহিং ণং মগ্‌গিস্‌স্‌সং? (ভুবস্তলমবলোক্য সহর্ষম্) ইমাইং বহূএ পদাইং দীসন্তি জং কুণ্ডলাইদীএ সোহগ্‌গমুদ্দাএ অঙ্কিদাইং, তা ইমিণা মগ্‌গেণ মগ্‌গিস্‌সং। ৮৮

রাধেতি। সখি! যদি দৃষ্টাস্মি, তদা উপায়ং ব্যাহর ॥ ৮৪ ॥

ললিতেতি। মন্থরে মন্দগামিনি! প্রান্তরং অনাচ্ছন্নপস্থানং পরিহৃত্য কদম্ব-সম্বাধেন কালিন্দীতীরমার্গেণ ত্বরিতং গচ্ছামঃ ॥ ৮৫ ॥

রাধেতি। সখি! পিশুনৈর্নূপুরৈঃ কিমিতি সঙ্গতাস্মি। পিশুনৈর্গমনসূচকৈঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ। ॥ ৮৬ ॥

ললিতেতি। বিতর্কশীলায়া জটিলায়া বুদ্ধিং মোহয়তু নূপুরকর্তৃক ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রবিশ্য জটিলেতি। কথং দৃষ্টিপথে ন লক্ষ্যতে বার্ষভানবীং তৎ কুত্র এনাং মার্গয়িষ্যামি। ইমানি বধ্বাঃ পদানি দৃশ্যন্তে, যৎ কুণ্ডলাকৃত্যা সৌভাগ্যমুদ্রয়া অঙ্কিতানি, তদনেন মার্গেণ মার্গয়িষ্যামি ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরাধা। সখি! যদি আমাকে দেখে থাকেন, তাহলে উপায় কি বল! ৮৪

ললিতা। হায় মন্থরগামিনি! খোলা পথ ছেড়ে কদম্ব গাছে ছাওয়া যমুনাতীরের পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাই। ৮৫

(এই বলে দুজনে যেতে লাগলেন।)

শ্রীরাধা। সখি! চরণের নূপুরধ্বনি যে আমাদের চলার পথ জানিয়ে দিচ্ছে কেমন করে যাই? ৮৬

ললিতা। তর্কপটু জঠিলার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করুক (এই নূপুর-ধ্বনিই করুক এই অর্থ) ৮৭

(জটিলার প্রবেশ।)

জটিলা। (সামনে তাকিয়ে) কই, যতদূর দৃষ্টি যায়—ততদূর পথের মাঝে বৃষভানু নন্দিনীকে তো দেখা যাচ্ছে না - তাকিয়ে তাহলে তাকে কোথায় খুঁজব!

শ্রীরাধা। হলা! অজ্জ মএ অউরুব্বং কিম্পি সিবিণে অনুহূদং। ৮৯

ললিতা। সহি! কিং তং? ৯০

শ্রীরাধা। লবঙ্গকুড়ুঙ্গে পুপ্‌ফং আহরন্তী তুমং বুন্দাঅণবাসিণা মত্তকলহিন্দেণ আঅড্ডিঅ হত্থেণ গহীদহত্থাসি সংবুত্তা। তদো সম্ভমেন ঘুম্মন্তীএ তুহ হঢেণ ওট্‌ঠপল্লঅং ডংসন্তেণ তিনা ৰামে থবঅম্মি ফুরন্তিতিক্‌খকামঙ্কুসং করপুক্‌খরং।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে সরোমাঞ্চমানম্রমুখী ভবতি)। ৯১

রাধেতি। সখি! অদ্য ময়া অপূর্ব্বং কিমপি স্বপ্নেইনুভূতম্ ॥ ৮৯।

ললিতেতি। সখি! কিং তং। ॥ ৯০ ॥

রাধেতি। লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পমাহরন্তী ত্বং বৃন্দাবনবাসিনা মত্তকলভেন্দ্রেণাগত্য হস্তেন গৃহীতহস্তাসি সংবৃত্তা। ততঃ সম্ভ্রমেণ ঘূর্ণন্ত্যাস্তব হঠেন ওষ্ঠপল্লবং দংশতা তেন বামে স্তবকে স্ফুরত্তীক্ষ্ণ-কামাঙ্কুশং করপুষ্করং স্তবকে স্তনে ইতি লজ্জয়া নোক্তং লতাসাম্যঞ্চ। অর্পিতমিতি বাক্‌শেষো জ্ঞেয়ঃ। অনুক্তসন্ধির্নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং, প্রস্তাবনৈরশেষার্থে যত্রানুক্তোঽপি বুদ্ধ্যতে। অনুক্তসন্ধিরেব স্যাদিত্যাহ ভরতো মুনিঃ। অত্রানুক্তস্যাপি স্তনে নখার্পণস্য বোধাদনুক্তসন্ধিঃ। ॥ ৯১ ॥

(মাটিতে তাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে)

এই যে বধূর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে—আবার এতে সৌভাগ্যসূচক কুণ্ডলাদির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে—তবে এই পথ দিয়েই অন্বেষণ করি। ৮৮

শ্রীরাধা। সখি! আজ আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব্ব বিষয় অনুভব করেছি। ৮৯

ললিতা! সই! সে আবার কেমন? ৯০

শ্রীরাধা। তুমি লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পচয়ন করছিলে—এমন সময় বৃন্দাবনবাসী এক মদমত্ত গজেন্দ্র এসে নিজের হাত দিয়ে তোমার হাতখানি চেপে ধরল। তারপর তুমি ভয় পেলে সে জোর করে তোমার বাম বক্ষোজে তার তীক্ষ্ণ কামাস্ত্ররূপ করপদ্ম নিক্ষেপ করল।

(এই বাক্য শেষ হতে না হতেই অমনি রোমাঞ্চকলেবর হয়ে নম্রমুখী হলেন।) ৯১

ললিতা। (স্মিত্বা) অই সরলে! তুজ্ঝ হিঅএ কথুরিআপত্তভঙ্গং লিহন্তীএ মএ পচ্চক্খীকিদা সিবিণসঙ্গি-ণাঅরকুঞ্জরবিব্ভমাসি ; তা ফুডং কধেহি, তইঅ-জণসঙ্গাজোগ্গে তস্সিং মহাওসরে দীহসুত্তা ণীবীসহঅরী ঝত্তি ণিক্কন্তা ণ বে ত্তি। ৯২

শ্রীরাধা। (স্বগতম্) কধং তক্কিদং অত্থি ধুত্তাএ? (প্রকাশং সভ্রূভঙ্গম্) বামে! কিংত্তি অলিঅং আসংকসি? ৯৩

জটিলা। ণূণং ণেউরসদ্দেণ আঅড্ঢিদা এদে হংসা হংসণন্দিণীজলাদো বণে ধাঅন্তি ; তা বহূডিআ ণাদিদূরে হুবিস্সদি। ৯৪

উদ্ধবঃ। অহো! জরতীনামপি বুদ্ধিকৌশলম্। ৯৫

ললিতা। (স্বগতম্) পুরদো মাহবীমণ্ডবে মাহবেণ হোদব্বং।

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়ানুগম্যমানো মাধবঃ।) ৯৬

ললিতেতি। অয়ি সরলে! তব হৃদয়ে কস্তুরিকাপত্রভঙ্গীং লেখন্ত্যা ময়া প্রত্যক্ষীকৃতা স্বপ্নসঙ্গি-নাগরকুঞ্জরবিভ্রমাসি, তস্মাৎ স্ফুটং তৃতীয়জনসঙ্গাযোগ্যে তস্মিন্নবসরে দীর্ঘসূত্রা নীবি সহচরী ঝটিতি নিষ্ক্রান্তা ন বা ইতি। নর্মদ্যুতি-নাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—নর্মজাতা রুচিঃ প্রাজ্ঞৈর্নর্মদ্যুতিরুদীরিতা। অত্র অয়ি সরলে! ইত্যাদি ললিতা-নর্মজাতয়া রাধায়াঃ রুচ্যা নর্মদ্যুতিঃ। ৯২

রাধেতি। কথং তর্কিতমস্তি ধূর্ত্তয়া ললিতয়া। বামে কিমিতি অলিকম্ আশঙ্কসে। ৯৩

জটিলেতি। নূনং নূপুরশব্দেন আকর্ষিতা এতে হংসা হংসনন্দিনীজলাৎ বনে ধাবন্তি তৎ বধূটিকা নাতিদূরে ভবিষ্যতি। হংসনন্দিনী সূর্য্যপুত্রী। তুল্যতর্কনাম নাটকস্য মতান্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,—কশ্চিত্তু তুল্যতর্কো যদর্থেন তর্কঃ প্রকৃতগামিনা ইত্যাহ। অত্র নূপুরশব্দেন হংসাকর্ষণাত্তুল্যতর্কঃ। ৯৪

ললিতা। (হেসে) ওগো সরলে! আমি যখন তোমার বক্ষে কস্তুরী দিয়ে পত্ররচনা করছিলাম— তখন চোখে দেখেছি স্বপ্নের মাঝে নাগরেন্দ্র তোমাতে বিলাস করেছেন—অতএব ঠিক করে বল দেখি— যেখানে তৃতীয় জনের উপস্থিতি সম্ভব নয় সেখানে তোমার দীর্ঘসূত্রযুক্তা নীবী সহচরী খসে পড়েছিল কি না? ৯২

শ্রীরাধা। (মনে মনে) এই ধূর্ত্তা কেমন করে জানতে পারল ?

(ভ্রূভঙ্গের সঙ্গে প্রকাশ করে)

ধূর্ত্তে! কেন মিছামিছি আশঙ্কা করছ? ৯৩

জটিলা। নূপুরের শব্দ শুনে নিশ্চয়ই যমুনার জল থেকে এই হাঁসের দল বনে ছুটে যাচ্ছে—তাই মনে হয় বধূটি আমার বেশী দূরে নেই। ৯৪

উদ্ধব। কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধাদেরও বুদ্ধির কৌশল বেশ তো? ৯৫

ললিতা। (মনে মনে) বোধ হয় সামনের মাধবীমণ্ডপে মাধব অবস্থিত আছেন। ৯৬

মাধবঃ। (সমন্তাদবলোক্য)—

হেতুর্মে হৃদয়োৎসবস্য বিবিধঃ কামং ক্রমাদ্বর্দ্ধতাং
প্রাপ্নোত্যস্য গুণাধিরোহপদবীং রাধাভিসারস্য কঃ ?
যস্মিন্নল্পতরং মনোরথতটী-সীমামপি প্রাপিতে
সান্দ্রানন্দময়ী ভবত্যনুপমা সদ্যো জগদ্বিস্মৃতিঃ॥ ৯৭

শ্রীকৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসীমবেক্ষ্য) হন্ত বৎসলে ! গুরোরপি গুর্ব্বী ত্বমেব সর্ব্বদা মাং বিনোদয়িতুং কোবিদাসি যদদ্য নাট্যকলাচ্ছলেন দুর্লভে তত্র গোকুলবিলাসে পুনঃ প্রবেশিতোঽস্মি। ৯৮

শ্রীরাধা। (মাধবমবলোক্য সানন্দমাত্মগতম্)— ভো ভঅবং আনন্দপজ্জন্ন ! ণ কৃখু রুন্ধীঅদু জলাসারেণ উক্কণ্ঠিদা তবস্সিণী মে দিট্‌ঠি-চওরী ; কৃখণং পিবেদু এসা দুল্লহং ইমস্স মুহচন্দস্স জোণ্হং। (প্রকাশং ভ্রুবৌ বিভুজ্য) ললিদে ! জুত্তং জুত্তং এদং, জং সরলাহং বঞ্চিদম্হি।

ললিতেতি। পুরতো মাধবীমণ্ডপে মাধবেন ভবিতব্যম্। ৯৬

মাধব ইতি। হেতুর্মে ইতি। তুলায়ামধিরোহ আরোহণং তস্য পদবীং পদ্ধতিম্। হেতুরুপায়ঃ। যস্মিন্ রাধাভিসারে, সান্দ্রানন্দময়ী সান্দ্রানন্দজনিতা। ৯৭

রাধেতি। ভো ভগবন্ আনন্দপর্জন্য ! ন খলু রুধ্যতাং জলাসারেণ উৎকণ্ঠিতা তপস্বিনী মে দৃষ্টিচকোরী ক্ষণং পিবতু এষা দুর্লভামস্য মুখচন্দ্রস্য জ্যোৎস্নাম্। শোভননাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং, —শোভা স্বভাবপ্রাকট্যং যূনোরন্যোন্যমুচ্যতে। অত্র ভঅবং আনন্দপজ্জন্ন ! ইত্যাদিবাক্যেন ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুরিতি মাধববাক্যেন দ্বয়োর্ভাবপ্রাকট্যাচ্ছোভা।

প্রকাশমিতি। ললিতে ! যুক্তং যুক্তমেতৎ যৎ সরলাহং বঞ্চিতাস্মি।

(নাসয়া ফুং ফুং-করণং রোদনব্যঞ্জনং) ৯৯

(তারপর বৃন্দার সঙ্গে মাধবের প্রবেশ)

মাধব। (চারিদিকে তাকিয়ে)

আমার হৃদয়ের আনন্দমহোৎসবের অনেক কারণ আছে—এবং তার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে—কিন্তু রাধার সঙ্গে অভিসারের যে আনন্দ তার তুলনা কোথায় ? এমন কি যে রাধাভিসার মনে উদয় হওয় মাত্রে নিবিড় আনন্দসাগর হৃদয়ে উথলে ওঠে এবং সে আনন্দের প্লাবনে জগৎসংসার সব ভুল হয়ে যায় কিছুই আর মনে থাকে না। ৯৭

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে)

হায় ! বৎসলে—কি সৌভাগ্য—আপনি যখন সর্ব্বদা আমাকে আনন্দিত করবার জন্য ব্যাকুলা তখন আপনি আমার গুরু অপেক্ষাও গুরু। তাই আজ নাটক ছলে আবার আমাকে সেই দুর্লভ ব্রজলীলায় প্রবেশ করালেন। ৯৮

(ইতি নাসয়া ফুৎকুর্ব্বন্তী সলীলং রোদিতি)॥ ৯৯

ললিতা। হলা! কিংত্তি মং উবালহেসি? দেব্ব-সংঘডিদং কৃখু এদং, কিং করিস্সং॥ ১০০

মাধবঃ। (রাধামবেক্ষ্য সহর্ষম্)

ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুঃ শ্রবণয়োঃ সীমানমক্ষোদ্বয়ী
পৌষ্কল্যং হরতঃ কুচৌ বলিগুণৈরাবধ্য মধ্যং ততঃ।
মুষ্ণীতশ্চলতাং ভ্রুবৌ চরণয়োরুদ্যদ্ধনুর্বিভ্রমে
রাধায়াস্তনুপত্তনে নরপতৌ বাল্যাভিধে শীর্য্যতি॥ ১০১

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ১০২

ললিতেতি। কিমিতি মামুপলভসে দৈবসংঘটিতং খল্বেতৎ কিং করিষ্যামি। ১০০

মাধব ইতি। আক্রমিতুং বলাদ্ধর্ত্তুম্। গুণৈঃ ত্রিবলিরূপৈগুণৈরজ্জুভিঃ ততঃ মধ্যাৎ রাধায়াস্তনুরূপবাসস্থলে বাল্যাবস্থারূপে রাজনি জীর্ণতাপ্রাপ্তে সতি, কৈশোরসূচকানি এতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। চক্ষুর্দ্বয়ং বারং বারং কর্ণয়োঃ সীমানমাক্রমিতুং ধাবতি। ত্রিবলিরূপরজ্জুভির্মধ্যস্থলং আবধ্য, তস্মাৎ পৌষ্কল্যং স্থূলত্বং কুচদ্বয়ৌ অগ্রহীতাং উদ্যন্ ধনুষ ইব বিলাসো যয়োস্তে। পত্তনে পুরে। পুঃ স্ত্রী পুরীনগর্য্যৌ বা পত্তনং পুটভেদনমিত্যমরাৎ। ১০১

ললিতেতি। হে বরাঙ্গি! পুরো মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু। মূর্ত্তিমত্ত্বে জঙ্ঘাধ ইত্যাদি বিশেষণম্। ১০২

শ্রীরাধা। (মাধবেকে দর্শন করে আনন্দের সঙ্গে মনে মনে) ওগো ভগবন্ ওগো আনন্দজলদ! জলধারা বর্ষণ করে বাধা সৃষ্টি করবেন না—আমার এই ব্যাকুলিতা দীনা দৃষ্টিচকোরী কিছুক্ষণের জন্যও এই বদন-চন্দ্রমার চন্দ্রিমা পান করুক।

(ভ্রুভঙ্গী প্রকাশ করে)

ললিতে! এটি ঠিকই হয়েছে—আমি সরলা—তাই আমাকে ছলনা করলে।

(এই বলে নাক ফুলিয়ে লীলা কান্না কাঁদতে লাগলেন।) ৯৯

ললিতা। সই! আমাকে কেন তিরস্কার করছ, এ তো দৈবের ঘটনা—এতে আমার কি হাত আছে? ১০০

মাধব। (শ্রীরাধাকে দর্শন করে আনন্দের সঙ্গে)

আহা! শ্রীরাধার নয়নযুগল ক্রমশঃ আকর্ণবিস্তৃত হয়ে পড়ছে—কুচযুগল ত্রিবলি রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থূলতা হরণ করছে—এবং ভ্রূযুগল ধনুর বিলাস বিস্তার করে চরণদ্বয়ের চঞ্চলতা অপহরণ করে নিচ্ছে—তাই নিশ্চিত মনে হচ্ছে এঁর দেহরাজ্যে বাল্যনরপতি ক্রমশঃ শীর্ণ হচ্ছেন অর্থাৎ শ্রীরাধার দেহে কৈশোর অবস্থা উপস্থিত হয়ে বাল্য অবস্থা হরণ করতে লাগল। ১০১

জটিলা। (সানন্দম্) এসা ডাহিণে বারিসহাণবী। (ইত্যুপসৃত্য) অই অহিসার-মগ্গোবজ্ঝাইণি ললিদে! এণ্হিং পুত্তও মে অহিমণ্ণু বিদূরে গদোত্থি, তা সুণ্ণং ঘরং মুক্কিঅ কীস তুএ আণিদা এত্থ বহূড়ী? ১০৩

ললিতা। (সশঙ্কমাত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! ডাইনীএ অডাহিণপইদীএ দদ্ধম্হি বুড্ঢিআএ। (প্রকাশম্) অজ্জে! গগ্গীএ বণ্ণিদং অজ্জ মাহবীপুপ্ফেহিং পূইদো সূরো সুরহীকোডিপ্পদো হোদি ত্তি, মাহবীমণ্ডবং লম্ভিদা মএ রাহী; তা পসীদ পসীদ। ১০৪

জটিলা। (অপবার্য্য সালিকস্নেহম্) অই বচ্ছে! সদা মং পলোহিঅ ললিদা অহিসারেদি ত্তি মহ পুত্তস্স পুরদো বহূডিআ অলিঅং জেব্ব তুমং দূসেদি; তা কিংত্তি লাহবং সহেসি? ১০৫

জটীলেতি। এষা দক্ষিণে বার্ষভানবী। অয়ি অভিসারমার্গোপাধ্যায়িনি ললিতে! ইদানীং পুত্রো মে অভিমন্যুঃ বিদূরে গতোঽস্তি, তৎ শূন্যং গৃহং মুক্ত্বা কথং ত্বয়াত্র আনীতা বধূটী। ১০৩

ললিতেতি। হা ধিক্ হা ধিক্। ডাকিন্যা অদক্ষিণ-প্রকৃত্যা দগ্ধাস্মি বৃদ্ধয়া। হে আর্য্যে! গার্গ্যা বর্ণিতং অদ্য মাধবীপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সূর্য্যঃ সুরভিকোটিপ্রদো ভবতি ইতি মাধবীমণ্ডপং লম্ভিতা ময়া রাধা। তৎ প্রসীদ প্রসীদ। পর্য্যুপাসন-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,—রুষ্টাস্যানুনয়ৈর্ধীরৈঃ পর্য্যুপাসনমীরিতম্। অত্র রুষ্টায়া অনুনয়াৎ পর্য্যুপাসনম্। ১০৪

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়)

সখি! যাঁর বাম জানুর নীচে দক্ষিণ চরণ লগ্ন হয়ে আছে—যাঁর তিনটী স্থান ভঙ্গিযুক্ত—ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠাম—স্কন্ধদেশে যাঁর বক্রভাবে স্তম্ভিত হয়েছে—যাঁর নয়নকোণে তির্য্যক্ দৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হচ্ছে—যাঁর সঙ্কুচিত অধরে ধরা আছে অঙ্গুলি সঙ্গতযুক্ত শোভনমুরলী—এবং যাঁর ভ্রূযুগল নৃত্যছন্দে দোলায়িত—ওগো বরাননে! এই পরমানন্দস্বরূপকে অঙ্গীকার কর। ১০২

জটিলা। (আনন্দভরে) এই যে ডানদিকে বৃষভানুকুমারী রাজনন্দিনী।

(নিকট গিয়ে)

ওগো অভিসারমার্গনিপুণে ললিতে! সম্প্রতি আমার পুত্র অভিমন্যু বহু দূরদেশে গিয়েছে—তুমি শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কেন বধূকে নিয়ে এলে? ১০৩

ললিতা। (সশঙ্কভাবে মনে মনে) হায়, হায়—ধিক্ ধিক্—নিষ্ঠুরস্বভাবা ডাকিনী বৃদ্ধার দ্বারা হত হলাম।

(প্রকাশ্যে)

আর্য্যে! গার্গী বলেছেন—আজ মাধবী পুষ্প দিয়ে সূর্য্যদেবের পূজা হলে কোটি গাভী দান করবেন—তাই আমি শ্রীরাধাকে মাধবী মণ্ডপে নিয়ে এসেছি—আপনি প্রসন্ন হোন্ প্রসন্ন হোন্। ১০৪

জটিলা। (কানের কাছে গিয়ে মিথ্যা স্নেহ দেখিয়ে) বাছা আমার পুত্রের কাছে বধূ এই কথাই বলে—ললিতা নানা প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে সবসময় অভিসার করায় এই বলে তোমার নামেই দোষ দেয়—তা তুমি কেন এ অপবাদ সহ্য কর? ১০৫

ললিতা। (স্বগতম্) অম্মহে কোডিল্লং জডিলাএ ! ১০৬

মাধবঃ। (স্বগতম্)

যত্রাসঙ্গো মনসঃ, স্ফুরতি গরীয়ান্ গরীয়সোঽপ্যুচ্চৈঃ।
নিয়তো বস্তুনি বিঘ্নস্তস্মিন্নিতি নান্যতো বাদঃ॥ ১০৭

(ইতি দৃগন্তেন রাধাং পশ্যন্নুপসর্পতি।)

জটিলা। (নাসিকাগ্রে তর্জ্জনীং বিন্যস্য শিরো ধুন্বতী সাশ্চর্য্যম্) অরে বালিআ-ভুঅঙ্গ! কং ডংসিদুং এথ ভম্মসি ? ১০৮

মাধবঃ। লম্বোষ্ঠি ! ভবতীমেব গোষ্ঠপিশাচীম্। ১০৯

(উদ্ধবঃ স্মিতং করোতি।)

শ্রীকৃষ্ণঃ। গোকুলকুলজরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি।
স্তুতিরপি মহামুনীনাং মধুরপদা মাং সখে ন তথা॥ ১১০

জটিলেতি। অয়ি বৎসে ! সদা মাং প্রলোভ্য ললিতা অভিসারয়তি, ইতি মম পুত্রস্য পুরতো বধূটিকা অলীকমেব ত্বাং দূষয়তি। তৎ কিমিত লাঘবং সহসে।

ভেদনাম সন্ধ্যন্তরমিদম্। তল্লক্ষণং, ভেদস্তু কপটালাপৈঃ সুহৃদাং ভেদকল্পনা। অত্র জটিলায়াঃ কপটেন রাধা-ললিতয়োর্ভেদঃ। ১০৫

ললিতেতি। আশ্চর্য্যং কৌটিল্যং জটিলায়া। ১০৬

জটিলেতি ! আরে বালিকা-ভুজঙ্গ ! কং দ্রষ্টুমত্র ভ্রমসি ? ১০৮

মাধব ইতি। নর্ম্ম নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদং। তল্লক্ষণং, পরিহাসপ্রসাধনং যদ্বচনং নর্ম তদ্বিদুঃ। অত্র প্রকটমেব নর্ম। ১০৯

কৃষ্ণ ইতি। পরুষা কঠোরা, মধুরাণি পদানি যস্যাং সা মধুরপদা। ১১০

ললিতা। (মনে মনে) জটিলার কি আশ্চর্য্য কুটিলতা। ১০৬

মাধব। (মনে মনে) যে বিষয়ে মনের অত্যন্ত আসক্তি হয়—সেখানে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে—এ লোকপ্রবাদ মিথ্যা নয়।

(এই বলে নয়ন কোণে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করে গমন করতে লাগলেন।) ১০৭

জটিলা। (নাসিকার অগ্রভাগে তর্জ্জনী বিন্যাস করে মাথা দোলাতে দোলাতে বিস্ময়ের সঙ্গে) ওরে বালিকাভুজঙ্গ ! কাকে দংশন করবার জন্য এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ ? ১০৮

মাধব। লম্বোষ্ঠি : গোষ্ঠপিশাচী তোমাকেই। ১০৯

উদ্ধব। (হাসতে লাগলেন।)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! গোকুলকুলবৃদ্ধাদের কর্কশবাক্য আমাকে যেমন আনন্দ দেয়, মহামুনিদের মধুরপদে রচিত স্তুতিবাক্যও আমাকে তেমন আনন্দ দেয় না। ১১০

বৃন্দা। বুদ্ধে! ধর্মচকোরজীবাতুচরিতামৃতচন্দ্রিকে কৃষ্ণচন্দ্রেঽপি কথং প্রতীপং ভুজঙ্গভাব-মর্পয়সি? ১১১

জটিলা। (সোল্লুণ্ঠং বিহস্য সংস্কৃতেন)

ব্রজেশ্বরসুতস্য কঃ পরবধূবিনোদক্রিয়া—
প্রশস্তিভরভূষিতং গুণমবৈতি নাস্য ক্ষিতৌ?
যদেষ রতিতস্করঃ পথি নিরুধ্য সাধ্বীর্বলা—
-ত্তদীয়-কুচকুট্মলে করজমোঁ নমো বিষ্ণবে॥ ১১২

শ্রীরাধা। (স্বগতম্) হা হদদেব্ব! কিন্তে অবরদ্ধা রাহী? ১১৩

জটিলা। অই মুদ্ধে বহূডি! ইমস্স কালকুণ্ডলিণো তিক্খাএ বঙ্কদিট্‌ঠিএ ফংসিদা বজ্জপড়িমাবি জজ্জরীহোই, কিং উণ তুমং ণোমালিআ-সুউমালী তবস্সিণী; তা তুরিঅং ঘরগব্ভং গচ্ছম্‌হ। ১১৪

জটিলেতি। পরেষাং বধ্বঃ, পক্ষে পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নিত্যা যা বধ্বস্তাসাং বিনোদক্রিয়ায়াঃ প্রশস্তিভরেণ ভূষিতং করজমাশু ধৃষ্টোঽর্পয়দিতি বক্তব্যে নির্বিঘ্নেব ওঁ নমো বিষ্ণবে ইত্যবোচদিত্যর্থঃ। গুণাতিপাত-নাম নাটকভূষণমিদং। তল্লক্ষণং,—গুণাতিপাতো ব্যত্যস্তগুণাখ্যানমুদাহৃতঃ। অত্র জটিলয়া মাধবস্য ব্যত্যস্তগুণবর্ণনাৎ গুণাতিপাতঃ। ১১২

রাধেতি। হা হতদৈব! কিন্তেঽপরাদ্ধা রাধা॥ ১১৩

জটিলেতি। অয়ি মুগ্ধে বধূটি! অস্য কালকুণ্ডলিনঃ কৃষ্ণসর্পস্য তীক্ষ্ণয়া বক্রদৃষ্ট্যা বজ্রপ্রতিমাপি প্রভংশিতা জর্জরী ভবতি, কিং পুনস্ত্বং নবমালিকা-সুকোমলা তপস্বিনী, তৎ ত্বরিতং গৃহগর্ভং গৃহমধ্যং গচ্ছামঃ॥ ১১৪

বৃন্দা! ওগো বৃদ্ধে। চকোর যেমন চাঁদের চন্দ্রিমারূপ অমৃতপান করে বেঁচে থাকে— ধর্মরূপ চকোরও তেমনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিতামৃতরূপ চন্দ্রিকার উপর জীবনধারণ করে থাকে— সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে তুমি কেন প্রতিকূল ভুজঙ্গ ভাব অর্পণ করছ? অর্থাৎ যাঁর চরিতামৃত ধার্মিকদের জীবনস্বরূপ—সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে কামুকত্ব (ভুজঙ্গত্ব) দোষারোপ করা উচিত নয়। ১১১

জটিলা। (জোরে হেসে সংস্কৃতভাষায়)

বৃন্দে! ব্রজেন্দ্রনন্দন যে পরবধূবিনোদন কাজে অত্যন্ত পটু— তা আর কে না জানে? তাই এই রতিতস্কর পথের মাঝে পতিপরায়ণা রমনীদের আটক করে তাদের বক্ষোজকোরকে অঙ্গুলি— এই আধখানা বলবার পর বিষ্ণুকে নমস্কার। ১১২

শ্রীরাধা। (মনে মনে) হায় মন্দভাগ্য। রাধা তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেছে? ১১৩

জটিলা। অয়ি বিমুগ্ধে বধূটিকে! এই কৃষ্ণসর্পের তীক্ষ্ণ বাঁকা দৃষ্টি যদি বজ্রের প্রতিমাকেও স্পর্শ করে তাহলে তাও জরজর হয়—আর বেশী কি বলব—তুমি নবমালিকার মত সুকোমলা তপস্বিনী— তাই তাড়াতাড়ি ঘরে যাও।

(এই বলে ললিতা ও শ্রীরাধার সঙ্গে চলে গেলেন।) ১১৪

(ইতি ললিতা-রাধাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা ।)

বৃন্দা । নাগরেন্দ্র ! মুঞ্চ বৈমনস্যম্, সাম্প্রতম্ ভবদভীষ্টসিদ্ধয়ে শারিকামুখেন ললিতাং সন্দিশ্য বিশাখয়া ভবন্তং নিবেদয়িষ্যামি । (ইতি নিষ্ক্রান্তা ।) ১১৫

মাধবঃ । (সখেদম্)

দ্রবতি মনাগভ্যুদিতাদ্বিধুকান্তে শিশিরভানুজালোকাৎ ।
পর্ব্বণি পিধানমকরো-দহহ স্বর্ভানু-ভীষণা জরতী ॥

(নিশ্বস্য) বিশাখামুদ্দেষ্টুং জটিলাগৃহোপান্তপাটলীবাটিকাং গচ্ছেয়ম্ । (ইতি পরিক্রম্য) কথমগ্রে স্বগৃহাঙ্গণমভিমন্যুরধিতিষ্ঠতি ? তদহমত্রৈব ক্ষণমন্তরিতো ভবেয়ম্ । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ।) ১১৬

(প্রবিশ্য) অভিমন্যুঃ । তিণ্ণি উবসরিআ সঅাইং মুল্লেণ গেণ্হিদুং গেহাদো কঞ্চণং নইস্সং, তা কহিং গদা অম্মা ? ১১৭

মাধব ইতি । বিধুকান্তে চন্দ্রকান্তমণৌ । পক্ষে বিধুবৎ কান্তং কান্তির্যস্য তস্মিন্ । শিশিরভানুশ্চন্দ্রঃ পক্ষে অশিশিরভানুঃ সূর্য্যঃ । স্বর্ভানুঃ রাহুস্তদ্বদ্ভীষণা । ১১৬

অভিমন্যু ইতি । ত্রীণি উপসর্য্যা ঋতুমতী গোঃ শতানি মূল্যেন গ্রহীতুং গৃহাৎ কাঞ্চনং নেষ্যামি, তৎ কুত্র গতা অম্বা । ১১৭

বৃন্দা । নাগরচূড়ামণি ! বিষন্নতা ত্যাগ কর—তোমার মনোভিলাষ যাতে তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়—তার জন্য শারিকামুখে ললিতাকে আদেশ করে বিশাখাকে দিয়ে তোমাকে জানাব ।

(এই বলে চলে গেলেন ।) ১১৫

মাধব । (সখেদে)

পূর্ণিমার শিশিরভানু অর্থাৎ চাঁদের কিরণ স্পর্শে চন্দ্রকান্তশিলা সবেমাত্র দ্রব হতে আরম্ভ করেছিল—হায়, হায়—এমন সময় ভীষণ প্রকৃতি জরতীরূপ রাহু এসে ঐ চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলল ।

(নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে)

তবে এখন বিশাখার উদ্দেশ্যে জটিলার ঘরের কাছে পাটলী বৃক্ষবাটিকায় যাই ।

(এই বলে ফিরে এসে)

একি ! সামনে অভিমন্যু যে গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে । তবে আমি কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকি ।

(এই বলে লুকিয়ে থাকলেন ।) ১১৬

(অভিমন্যু প্রবেশ করে)

অভিমন্যু । তিনশত তুষ্কবতী গাভী কিনবার জন্য বাড়ী থেকে সোনা নিয়ে যাব—এমন সময় মা কোথায় গেলেন ? ১১৭

(প্রবিশ্য) জটিলা। হন্ত হন্ত! দাণিং সারীএ সুঅস্স কহিজ্জন্তং ণিহুদং মএ সুদং, জং অহিমণ্ণু বেসেণ মাহবো এণ্হিং মহ ঘরং উপসপ্পিস্সদি, তা গদুঅ পেক্খিস্সং। (ইতি পরিক্রামন্তী দ্বারি দূরাদভিমন্যুমালোক্য) অব্বো! সচ্চং চ্চঅ এসো ধুত্তো আঅদো, তা গদুঅ, পামাণিঅং জণং আনিস্সং ১১৮

(ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

অভিমন্যুঃ। বিসাহে! কুথ বট্টসি? ১১৯

(প্রবিশ্য) ললিতা। (স্বগতম্) এত্থ কণহং পেসিদুং সারীবঅণেণ বিসাহা গদা। (প্রকাশং লজ্জামভিনীয় নীচৈঃ) সুহঅ! এত্থ বিসাহা ণত্থি। ১২০

(ততঃ-প্রবিশতি গার্গী-ভারুণ্ডা-কুন্দলতাভিরাবৃতা জটিলা।)

জটিলা। কুন্দলদে! পেক্খ অপ্পণো সহীএ সোসীল্লং। ১২১

জটিলেতি। ইদানীং শার্য্যা শুকায় কথ্যমানং নিভৃতং ময়া শ্রুতং যদভিমন্যুবেশন মাধব ইদানীং মম গৃহমুসর্পতি, তদ্গত্বা দ্রক্ষ্যামি, আশ্চর্য্যং সত্যমেব ধূর্ত্ত আগতস্তৎ গত্বা প্রামাণিকজনং আনেষ্যামি। ১১৮

অভিমন্যু ইতি। বিশাখে! কুত্র বর্ত্তসে। ১১৯

ললিতেতি। অত্র কৃষ্ণং প্রেষিতুং শারীবচনেন বিশাখা গতা॥ (প্রকাশমিতি।) সুভগ! অত্র বিশাখা নাস্তি। ১২০

জটিলেতি। কুন্দলতে! পশ্য আত্মনঃ সখ্যাঃ সৌশীল্যম্। ১২১

(জটিলা প্রবেশ করে)

জটিলা। হায়, হায়! সম্প্রতি শুনতে পেলাম—শারী শুককে নির্জনে বলছিল—এখন মাধব অভিমন্যুর বেশ ধারণ করে আমার গৃহে গমন করছে—যাই দেখি গে।

(এই বলে গমন করে দূর থেকে দ্বারদেশে অভিমন্যুকে দেখে।)

কি আশ্চর্য্য! সত্যি সত্যি যে ধূর্ত্ত এসে উপস্থিত হয়েছে—তবে গিয়ে প্রাচীনব্যক্তিদের ডেকে আনি।

(এই বলে চলে গেলেন) ১১৮

অভিমন্যু। বিশাখে! কোথায় আছ? ১১৯

(ললিতা প্রবেশ করে)

ললিতা। (মনে মনে) শারিকার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণকে এখানে পাঠাবার জন্য বিশাখা তো গমন করেছে?

(লজ্জা দেখিয়ে ধীরে ধীরে)

হে সুন্দর! এখানে বিশাখা নেই। ১২০

(এমন সময় গার্গী, ভারুণ্ডা ও কুন্দলতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে জটিলার প্রবেশ।)

জটিলা। কুন্দলদে! তোমার সখীর সুশীলতা দেখ। ১২১

কুন্দলতা—(দৃষ্ট্বা মুখমানময়ন্তী) হা দেব্ব ! রক্খ রক্খ। ১২২

ভারুণ্ডা—অজ্জে গগ্গি ! পেক্খ, পেক্খ, পচ্চক্খো অহিমণ্ণূ জেব্ব সংবুত্তো এসো রইণাঅরো তুহ কণ্হো, তা অলিঅং ণ জলই জড়িলা মে সহী। ১২৩

জটিলা—অজ্জে গগ্গি ! দিট্‌ঠিআ দাণিং পত্তিআইদং তুএ ; তা অগ্গদো সন্নিহিজ্জউ। (ইতি পৃষ্ঠতঃ পরিক্রম্য 'পুত্রস্য হস্তমাকর্ষন্তী সাক্ষেপম্) রে গোউলকিসোরীলম্পড়আ ! অরে পরঘরলুণ্ঠণআ ! কণ্হ ! তুমংপি অপ্পণো পুত্তং মণ্ণিস্সদি জড়িলা ? ১২৪

(অভিমন্যুঃ সলজ্জং মুখমাবৃত্য ব্যাবর্ত্তয়তি।) ১২৫

জটিলা—অরে রঅহিণ্ডআ ! কীস মুহং ঢক্কেসি ? জং দে বিজ্জা ণ বিক্কাইদা। (ইতি প্রসহ্য সংমুখয়তি।) ১২৬

কুন্দেতি। হা দেব ! রক্ষ রক্ষ। ১২২

ভারুণ্ডেতি। আর্য্যে গার্গি ! পশ্য, পশ্য, প্রত্যক্ষমভিমন্যুরেব সংবৃত্ত এষ রতিনাগরস্তব কৃষ্ণঃ, তদলীকং ন জ্বলতি জটিলা মে সখী। ১২৩

জটিলেতি। আর্য্যে গার্গি ! দিষ্ট্যেদানীং প্রত্যায়িতং ত্বয়া ; তদগ্রতঃ সন্নিধীয়তাম্। রে গোকুলকিশোরীলম্পটক ! অরে পরগৃহলুণ্ঠক কৃষ্ণ ! ত্বামপি আত্মনঃ পুত্রং মংস্যতি জটিলা। সারূপ্যনাম নাটকভূষণমিদং। তথাচ দৃষ্টশ্রুতানুভাবার্থকথনাদিসমুদ্ভবং। সাদৃশ্যং যত্র সংক্ষোভাৎ তৎ সারূপ্যং নিরূপ্যতে। অত্র শারিকা মুখতঃ কৃষ্ণপ্রবেশসংক্ষোভাৎ জটিলায়াঃ স্বপুত্রে কৃষ্ণবুদ্ধিরিতি সারূপ্যম্।১২৪

জটিলেতি। অরে রতিহিণ্ডক রতিচোর ! ইতি যাবৎ কস্মাদাত্মনো মুখং আচ্ছাদয়সি। যত্তে বিদ্যা ন বিক্রীতা। বজ্রং নাম প্রতিমুখ-সন্ধ্যঙ্গমিদম্। বজ্রং তদিতি বিজ্ঞেয়ং সাক্ষান্নিষ্ঠুরভাষণম্। অত্র জটিলায়াঃ কৃষ্ণধিয়া স্বপুত্রে নিষ্ঠুরভাষণম্। ১২৬

কুন্দলতা। (দেখে মুখ নীচু করে) হায় দেব ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। ১২২

ভারুণ্ডা। আর্য্যে গার্গি ! দেখুন, দেখুন, আপনার রতিনাগর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ অভিমন্যুস্বরূপ হয়েছেন—অতএব আমার সখী জটিলা যে মিছামিছি জ্বলে মরছে—তা নয়। ১২৩

জটিলা। আর্য্যে গার্গি ! কি সৌভাগ্যের বিষয় ! সম্প্রতি আপনার প্রত্যক্ষ হল ত ? তবে একবার সামনে আসুননা ১২৪

(এই বলে পেছন দিক থেকে ফিরে এসে পুত্রের হাত ধরে আক্ষেপের সঙ্গে)

ওরে গোকুলকিশোরীলম্পট ! ওরে পরগৃহলুণ্ঠক কৃষ্ণ ? কেন তোকে জটিলা নিজের পুত্র বলে মানবে ? ৪২৪

অভিমন্যু। (লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল।) ১২৫

জটিলা। ওরে রতিতস্কর ! মুখ ঢাকছিস্ কেন ? তোর বিদ্যার চালাকি আর চলবে না।

(এই বলে জোর করে সামনে আনল) ১২৬

অভিমন্যুঃ—(স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! বাউলিআএ অম্মাএ লজ্জাপজ্জাউলো কিদোম্হি, তা ইদো অবক্কমিস্সং। (ইতি পরিক্রামতি।) ১২৭

জটিলা—(ধাবন্তী পটাঞ্চলমাকৃষ্য) রে চোর! এসো দিঢ়ং গহিদোসি, কহং পলাএসি? ১২৮

অভিমন্যুঃ—(সাপত্রপং ব্যাঘুট্য) অজ্জ ভারুণ্ডে! ণূণং জণণী মে ভূদাহিভূদা সংবুত্তা। ১২৯

(সর্ব্বাঃ প্রত্যভিজ্ঞায় সশব্দং হসন্তি।)

জটিলা—(মুখং নিভাল্য স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! পমাদো পমাদো! কহং পবাসাদো পুত্তও চ্চেঅ মে সমাঅদো? (ইতি সাপত্রপমুরস্তাড়য়ন্তী নিষ্ক্রান্তা) ১৩০

ভারুণ্ডা—বচ্ছ! সচ্চং উন্মত্তা দে অম্মা, জং তুমং চ্চেঅ মাহবং মণ্ণেদি। ১৩১

(অভিমন্যুঃ স্মিতং করোতি।) ১৩২

অভিমন্যু ইতি। হা ধিক্ ধিক্! বাতুলিকয়া ক্ষিপ্তয়া ইত্যর্থঃ। অম্বয়া লজ্জাপর্য্যাকুলীকৃতোঽস্মি তদিতোঽপক্রমিষ্যামি। ১২৭

জটিলেতি। রে চৌর! এষ দৃঢ়ং গৃহীতোঽসি, কথং পলায়সে। ১২৮

অভিমন্যু ইতি। (ব্যাঘুট্য অধঃশিরো ভূত্বা) অজ্জ হে অম্ব ভারুণ্ডে! নূনং জননী মে ভূতাভিভূতা সংবৃত্তা। ১২৯

জটিলেতি। হা ধিক্ হা ধিক্! প্রমাদঃ প্রমাদঃ! কথং প্রবাসাৎ পুত্র এষ মে সমাগতঃ? ১৩০

ভারুণ্ডেতি। বৎস! সত্যং উন্মত্তা তে অম্বা, যৎ ত্বামেব মাধবং মন্যতে। ১৩১

অভিমন্যু। (মনে মনে) হায় ধিক্ ধিক্! মা তো দেখছি পাগল হয়ে উঠলেন—আমাকে বড়ই লজ্জার মধ্যে ফেললেন—যাই—এখান থেকে পালিয়ে যাই।

(এই বলে প্রস্থান করল) ১২৭

জটিলা (দৌড়ে গিয়ে কাপড়ের আঁচল ধরে) আরে আরে চোর! এইবারে চেপে ধরেছি, আর কেমন করে পালাবি? ১২৮

অভিমন্যু। (লজ্জার সঙ্গে নতবদন হয়ে) আর্য্যে ভারুণ্ডে! আমার মা নিশ্চয়ই ভূতগ্রস্তা হয়েছেন। ১২৯

(সকলে এই কথা বিশ্বাস করে শব্দ করে জোরে হেসে উঠল।)

জটিলা। (মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে মনে মনে) হায়, হায়, এ কি ভুল আমি করেছি! আমার পুত্র এখন বিদেশ থেকে কি করে এখানে এসে উপস্থিত হল? ১৩০

(এই বলে সলজ্জভাবে বক্ষে আঘাত করতে করতে চলে গেল)

ভারুণ্ডা। বাছা! সত্যিই তোমার জননী উন্মত্তা হয়েছেন—কারণ তোমাকে মাধব বলে মনে করেছেন। ১৩১

অভিমন্যু (হাসতে লাগল) ১৩২

কুন্দলতা—বীর অহিমণ্ণো! পুণ্ণবদী মে সহী রাহা, জাএ দক্খিণা সচ্চবাদিণী সিণিদ্ধা তুম্হ মাদা সস্সু লদ্ধা ; তা অম্হে গদুঅ এদং অউরুব্বং সে ণচ্চণং ভঅবদীএ ণিবেদম্হ। ১৩৩

(ইতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তাঃ।)

অভিমন্যুঃ—ললিদে! আণেহি মাদরং, জং তুরিঅং গন্তুকামোম্হি। ১৩৪

ললিতা—(নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ) বীর। তুম্হ পুরদো আঅন্তুং লজ্জেদি অজ্জা। ১৩৫

অভিমন্যুঃ—হোদু, সঅং চ্চেঅ পেডিআদো কঞ্চণং ঘেত্তুণ গমিস্সং। ১৩৬

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে মন্ত্রিরাজ! পরমানন্দমিদমনুভূতমেবানুভাব্যমানোঽস্মি চারণৈঃ। ১৩৭

(প্রবিশ্য) বৃন্দা—ললিতে! লঘু পলায়স্ব, লঘু পলায়স্ব! পশ্য, পরাবর্ত্ততে মন্যুমানেষোঽভিমন্যুঃ। ১৩৮

কুন্দেতি। বীর অভিমন্যো! পুণ্যবতী মে সখী রাধা, যয়া দক্ষিণা সত্যবাদিনী স্নিগ্ধা, তব মাতা শ্বশ্রূর্লব্ধা, তৎ বয়ং গত্বা এতদপূর্ব্বং অস্য জটিলায়া ইত্যর্থঃ। নর্ত্তনং ভগবত্যৈ নিবেদয়ামঃ॥ ১৩৩

অভিমন্যু ইতি। ললিতে! আনয় মাতরং, যৎ ত্বরিতং গন্তুকামোঽস্মি। ১৩৪

ললিতেতি। বীর! তব পুরত আগন্তুং লজ্জতি আর্য্যা। ১৩৫

অভিমন্যু ইতি। ভবতু স্বয়মেব পেটিকাতঃ কাঞ্চনং গৃহীত্বা গমিষ্যামি। ১৩৬

কুন্দলতা ওগো বীর অভিমন্যু! দেখ আমার সখী শ্রীরাধা অত্যন্ত পুণ্যশীলা. সরলা, সত্যভাষিণী, স্নিগ্ধা—তোমার জননীকে শাশুড়ী মা রূপে লাভ করেছন—অতএব যাই—আমরা গিয়ে তাঁর এই অপূর্ব্ব নটন মাধুরী ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসীকে নিবেদন করি গে। ১৩৩

(এই বলে তিনজনের প্রস্থান)

অভিমন্যু। ললিতে! মাকে নিয়ে এস, আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। ১৩৪

ললিতা। (চলে গিয়ে আবার প্রবেশ করে) ওগো বীর! আর্য্যা যে তোমার সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছেন। ১৩৫

অভিমন্যু। লজ্জার বশে মা যদি না আসেন, তাহলে আমি নিজেই বাক্স থেকে সোনা নিয়ে যাচ্ছি। ১৩৬

(এই বলে প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। সখে, প্রিয় মন্ত্রিবর! নটেরা আমাকে আজ অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করাল। ১৩৭

(বৃন্দা প্রবেশ করে)

বৃন্দা। ললিতে! তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও—ঐ দেখ, অভিমন্যু রেগে গিয়ে আবার আসছে। ১৩৮

ললিতা—(সশঙ্কমালোক্য) দারুণ-সন্দিট্‌ঠিঅং মহুরোদকং ইমস্‌স পেক্‌খণং পড়িভাদি, তা কলিদাহিমণ্ণুরূবেণ মাহবেণ হোদব্বং। ১৩৯

বৃন্দা—(নিভাল্য সানন্দম্) কিন্নাম রাধা-সখীনাং ধিয়ামক্ষুণ্ণম্ ? পশ্য, পশ্য,—

মন্দা সান্ধ্য-পয়োদ-সোদররুচিঃ সৈবাভিমন্যোস্তনু-
র্বক্ত্রং হন্ত তদেব খর্ব্বট-ঘটী-ঘোণং বিগাঢ়েক্ষণম্।
ব্যস্তা সৈব গতিঃ করীরকুসুমচ্ছায়ং তদেবাম্বরং
মুদ্রা কাপি তথাপ্যসৌ পিশুনয়ত্যস্য স্বরূপচ্ছটাম্॥ ১৪০

(ততঃ প্রবিশত্যভিমন্যুবেশো মাধবঃ।)

মাধবঃ— পরিতঃ পরিবর্ত্তিতং হ্রিয়া কলিতভ্রুকুটিকুঞ্চিতেক্ষণম্।
মধুরত্যুতি রাধিকামুখং পরিপাস্যামি কদা বলাদহম্ ?

(পুরো দৃষ্ট্বা) ললিতে! ক্ব সা তে সখীচ্ছদ্মা জীবিতৌষধিঃ ? ১৪১

ললিতা—হলা রাহে! ইদো দাব। ১৪২

ললিতেতি। দারুণং সংদিষ্টিকং মধুরোদর্কং অস্য প্রেক্ষণং প্রতিভাতি, তৎ কলিতাভিমন্যুরূপেণ মাধবেন ভবিতব্যম্। ১৩৯

বৃন্দেতি। অক্ষুণ্ণং মহত্ত্বম্।

সন্ধ্যাভবমেঘতুল্যরুচির্যস্যাঃ সা, স্বরূপচ্ছটাম্ অসাধারণরূপচ্ছটাম্।

মাধব ইতি। পরিবর্ত্তিতং চালিতম্। কলিতা রচিতা যা ভ্রুকুটিস্তয়া কুঞ্চিতে ঈক্ষণে যত্র তৎ পাস্যামি পশ্যামি। ১৪০

ললিতেতি। সখি রাধে! ইতস্তাবৎ। ১৪২

ললিতা। (ভয়ে ভয়ে দেখে) এঁর দৃষ্টি আপাততঃ ভয়ঙ্কর মনে হলেও ভবিষ্যতে মাধুর্য্যময় মনে হচ্ছে। তাই বোধ হয় অভিমন্যু বেশে মাধব আসছেন। ১৩৯

বৃন্দা। (সানন্দে) আহা মরি মরি! শ্রীরাধার সখীদের বুদ্ধির কি মহিমা!

সন্ধ্যাকাশে নিবিড় মেঘের মত অভিমন্যুর দেহকান্তি, খর্ব্বটদেশের ঘটীর মত নাসিকা ও গভীর নয়নযুগল. অভিমন্যুর যেমন ত্রস্তগতি, করবীকুসুমের মত অরুণবসন, এবং তাঁর যেমন যেমন ভঙ্গী এঁরও ঠিক তেমনি অসাধারণ রূপের ছটা দেখা যাচ্ছে ১৪০

(অতঃপর অভিমন্যুর বেশে মাধবের প্রবেশ)

মাধব। আহা! শ্রীরাধার বদনমাধুরী আমি কবে আবার পান করব ? যে বদনের সৌন্দর্য্যসুষমা চারিদিকে উদ্ভাসিত, যাতে লজ্জায় জড়িত ভ্রূকুটিভরা চঞ্চললোচন শোভা পাচ্ছে—যে বদনে মাধুর্য্যরাশি ঝরে ঝরে পড়ছে।

(প্রবিশ্য) শ্রীরাধা—(সলজ্জস্মিতমাত্মগতম্)—

অণহিট্ঠো বি পদত্থো পিএণ অঙ্গীকিও সুহাবেদি।
গরলে বি গিরিসগহিএ গুরুঅং গোরী ণ কি রমই ? ১৪৩

মাধবঃ—ললিতে ! হস্তগতা মে মহানিধিসম্পৎ প্রতীয়তাম্। ১৪৪

ললিত —জই সা জক্খিণী বিগঘং ণ করেদি। ১৪৫

(প্রবিশ্য) জটিলা—(সহর্ষম্)—বহুডিএ ! দিট্ঠিআ অজ্জ তুমং সুবুদ্ধিআ সংবুত্তা জং পুত্তস্স মে দিট্ঠিমগ্গে গদাসি। ১৪৬

(সর্ব্বে সম্ভ্রমং নাটয়ন্তি।)

জটিলা—পুত্ত ! অহিমণ্ণো ! সঞ্চারন্তে দিট্ঠী মে সুট্ঠু ণ উন্মীলই। ১৪৭

র:ধেতি। অনভীষ্টোঽপি পদার্থঃ প্রিয়েণাঙ্গীকৃতঃ সুখাপয়তি। গরলেঽপি গিরীশগৃহীতে গুরুকং অতিশয়ং গৌরী ন কিং রমতে। ১৪৩

মাধব ইতি। মহানিধিসম্পত্তিরূপা রাধা। ১৪৪

ললিতেতি। যদি সা যক্ষিণী বিঘ্নং ন করোতি। ১৪৫

জটিলেতি। বধূটিকে ! দিষ্ট্যা অদ্য ত্বং সুবুদ্ধিকাসি সংবৃত্তা, যৎ পুত্রস্য মে দৃষ্টিমার্গে গতাসি। ১৪৬

জটিলেতি। পুত্র অভিমন্যো ! সন্ধ্যারম্ভে দৃষ্টির্মে সুষ্ঠু নোন্মীলতি। ১৪৭

(সামনের দিকে তাকিয়ে)

ললিতে ! যিনি আমার জীবনের প্রাণস্বরূপ, তোমার সেই সখী কোথায় ? ১৪১

ললিতা। রাই সখি ! এখানে এস। ১৪২

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। (সলজ্জভাবে হেসে মনে মনে)

প্রিয়তম যদি অনভিপ্রেত বেশও গ্রহণ করে তাহলেও কি তা সুখের হয় না ? যেমন মাধব এখানে অভিমন্যু বেশ ধারণ করলেও তাতে আনন্দ ছাড়া দুঃখ তো হচ্ছে না। দেবাদিদেব শঙ্কর গরল গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু গৌরী কি তাঁকে নিয়ে আনন্দ করেন না ? ১৪৩

মাধব। ললিতে ! মহানিধিরূপ শ্রীরাধা আমার হাতে এসে পড়েছে—এটি মনে রেখো। ১৪৪

ললিতা। যক্ষিণীর মত জটিলা যদি বাধা সৃষ্টি না করে। ১৪৫

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। (আনন্দের সঙ্গে) ওগো বধূ ! আজ তোমার মতিগতি ভাল হয়েছে দেখছি। কারণ তুমি পুত্রের দৃষ্টিপথে পড়েছ। ১৪৬

মাধবঃ।—(সহর্ষস্মিতম) অক্ক ! তহ অঞ্জণং দাইস্সং, জহ সমগ্গ-গদমা দে দিট্ঠী হোই। ১৪৮

শ্রীকৃষ্ণঃ।—(মন্দং মন্দং বিহস্য) সখে মন্ত্রিরাজ ! দিষ্ট্যাদ্য ভবতা 'গোকুলকেলি-সুধাসিন্ধুপুলিনেঽবতীর্ণম্। ১৪৯

জটিলা।—(সানন্দম্) বচ্ছ ! কীস তুএ আআরিদম্হি ? ১৫০

বৃন্দা।—সাম্প্রতং প্রদোষনিষেব্যাং গোমঙ্গলাং দেবীমারিরাধয়িষুরসৌ ত্বামনু-জ্ঞাপয়তি। ১৫১

মাধবঃ।—অক্ক ! বহূ দে মএ সদ্ধং চেচ্চতরুণো মূলে গন্তুং ণ ইচ্ছদি। ১৫২

জটিলা।—জাদে রাহি ! এক্কং গুরুঅণস্স মে বঅণং পড়িবালেহি, তুণ্ণং জাহি ইমিণা কন্তেণ সদ্ধং। ১৫৩

মাধব ইতি। হে অম্ব ! তথা অঞ্জনং দাস্যামি, যথা সমগ্রতমা পূর্ণা পক্ষে সমগ্র-তমোঽন্ধকারং যত্র তে দৃষ্টির্ভবতি। ১৪৮

জটিলেতি। বৎস ! কস্মাৎ ত্বয়া আকারিতাস্মি। ১৫০

বৃন্দেতি। গবাং মঙ্গলং যস্যাঃ সকাশাৎ গোমঙ্গলা নাম দেবী। ১৫১

মাধব ইতি। হে অম্ব ! বধূস্তে ময়া সার্দ্ধং চৈত্যতরোর্মূলে গন্তুং ন ইচ্ছতি। ১৫২

জটিলেতি। জাতে বৎসে ! ইতি যাবৎ, রাধে ! একং গুরুজনস্য মে বচনং প্রতিপালয়, তূর্ণং যাহি অনেন কান্তেন সার্দ্ধম্। ১৫৩

(সকলেই সম্ভ্রম প্রকাশ করতে লাগলেন)

জটিলা। পুত্র অভিমন্যো ! সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে আমি আর চোখে ভাল দেখতে পাই না। ১৪৭

মাধব। (আনন্দে হেসে উঠে) মাগো ! তোমার চোখে এমন অঞ্জন লাগিয়ে দেব যাতে অন্ধকারময় দৃষ্টি হয়। ১৪৮

শ্রীকৃষ্ণ। (মৃদু মৃদু হাস্য করে) সখে মন্ত্রিরাজ ! বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, আজ তুমি গোকুল-লীলার অমৃত সায়রের পুলিনে এসে উপস্থিত হয়েছ। ১৪৯

জটিলা। (সানন্দে) বাছা ? তুমি কেন আমাকে ডেকে আনলে ? ১৫০

বৃন্দা। সন্ধ্যাকালে গোমঙ্গলা দেবীর আরাধনা করবার মানসে এখন আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ১৫১

মাধব। মাগো ! তোমার বধূ যে আমার সঙ্গে চৈত্যবৃক্ষের মূলে যেতে চাইছেন না। ১৫২

জটিলা। বাছা রাধে ! আমি তোমার গুরুজন, আমার এ কথাটা রাখো মা—তাড়াতাড়ি এই কান্তের সঙ্গে চলে যাও। ১৫৩

শ্রীরাধা—(স্বগতম্ অম্মহে) ! অচ্চরিও বিহী। (প্রকাশম্) ললিদে! অস্সুত্থদেহম্হি তা বিণ্ণবেহি ণং। ১৫৪

জটিলা—কুলপুত্তি! সিরেণ মে সাবিদাসি। ১৫৫

(রাধা মাধবমপাঙ্গেন পশ্যতি।) ১৫৬

মাধবঃ—ললিদে! কুড়ুঙ্গে মঙ্গলরঙ্গ-জাঅরং অজ্জ অম্হে করিস্সম্হ, তা চন্দণগন্ধোবহারং সম্পাদিঅ লম্ভেহি। তত্থ পসাহিঅং রাহিঅং অহং কিঁর পঢ়মং সাহেমি। ১৫৭

(ইতি সর্ব্বাভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ।)

শ্রীকৃষ্ণ—(পৌর্ণমাসীং প্রণম্য) ভগবতি! সন্দীপিতার্ত্তিরহং ন সমর্থোঽস্মি ধৃতিমালম্বিতুম্, কিং করবৈ? ১৫৮

পৌর্ণমাসী—(স্বগতম্) প্রথমকল্পে ব্যতীতে চন্দ্রাবলিরেবাত্র সাম্প্রতমনুকল্পঃ: তদদ্য সান্দীপনি-মন্দিরপ্রয়াণকৈতবেন কুণ্ডিনমুপযাস্যামি। ১৫৯

রাধেতি। আশ্চর্য্যং! আশ্চর্য্যো বিধিঃ। ললিতে! অসুস্থ-দেহাস্মি, তৎ বিজ্ঞাপয় এনাং জটিলামিত্যর্থঃ। ১৫৪

জটিলেতি। হে কুলপুত্রি! শিরসা ময়া শপ্তাসি। ১৫৫

মাধব ইতি। ললিতে! কুঞ্জে মঙ্গলরঙ্গজাগরণং অদ্য বয়ং করিষ্যামঃ, তৎ চন্দনগন্ধ উপহারং সম্পাদ্য লম্ভয় আনয়েত্যর্থঃ। তত্র প্রসাধিতাং রাধিকাং অহং কিল প্রথমং সাধয়ামি। ১৫৭

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। প্রথমকল্পে রাধা প্রস্তাবে মুখ্যে ব্যতীতে সতি চন্দ্রাবলিরেবানুকল্পো গৌণো বক্তব্যো ভবতীত্যর্থঃ ১৫৯

শ্রীরাধা। (মনে মনে) ও মা! এ আবার কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

(প্রকাশ্যে)

ললিতে! শাশুড়ীমাকে জানাও যে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ আছে। ১৫৪

জটিলা। কুলবতি আমি তোমাকে মাথার দিব্য দিচ্ছি। ১৫৫

শ্রীরাধা। (নেত্রকোণে মাধবকে দেখতে লাগলেন) ১৫৬

মাধব। ললিতে আজ আমরা কুঞ্জের মাঝে মঙ্গল জাগরণ করব—তাই গন্ধচন্দন প্রভৃতি দিয়ে শ্রীরাধাকে সুন্দর করে সাজিয়ে সেখানে নিয়ে যাও—আমি আগেই চললাম। ১৫৭

(এই বলে সকলের সঙ্গে প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করে) ভগবতি। বিরহপীড়ায় আমি জর্জ্জরিত হয়েছি—তাই আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছি না—কি করব বলুন। ১৫৮

পৌর্ণমাসী। (মনে মনে) মুখ্যকল্প শ্রীরাধার বিষয়ে প্রস্তাব তো শেষ হলো—এখন চন্দ্রাবলীই গৌণকল্প—তাই সান্দীপনি মুনির গৃহ গমন ছলে কুণ্ডিন নগরে যাব। ১৫৯

শ্রীকৃষ্ণ—ভগবতি ! বড়ভীমধিরোঢুমনুজ্ঞাপয়ামি। (ইতি সর্বৈঃ সহ নিক্রান্তঃ।) ১৬০

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

ইতি শ্রীশ্রী ললিতমাধব নাটকে রাধাভিসারাখ্যগর্ভাঙ্কগর্ভো নাম চতুর্থোঽঙ্ক। ১৬১

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। বড়ভী চন্দ্রশালিকা॥ ১৬০

ইতি ললিতমাধবনাটকে চতুর্থোঽঙ্ক॥ ১৬১

শ্রীকৃষ্ণ। ভগবতি ! চন্দ্রশালিকায় আরোহণ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি। ১৬০

(এই বলে সকলের সঙ্গে চলে গেলেন)

(তারপর সকলের প্রস্থান)

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীরাধাভিসারাখ্য গর্ভাঙ্ক গর্ভচতুর্থ অঙ্ক। ১৬১

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী ।)

পৌর্ণমাসী—শার্ঙ্গিণ্যলীকপরিবাদশতার্পণেন জাতোরুপাতকমলীমসমানসানাম্ ।
সেয়ং গিরীশগিরি-গৌরবিতৈর্নৃপাণাং দূষ্যৈর্বিদর্ভনগরী পরিদূষিতাস্তি ॥১॥

(নেপথ্যে)
ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রযাতি ॥২॥

অত্র তৃতীয়চতুর্থয়ো রাধাচরিত্রমুক্ত্বাধুনা চন্দ্রাবলীচরিত্রমাহ ।

(ততঃ প্রবিশতীত্যাদিভিঃ ।)

পৌর্ণেতি । শার্ঙ্গিণি কৃষ্ণে রুক্মিণীবিবাহে মিথ্যা দোষশতার্পণেন । গিরিশগিরিঃ কৈলাসস্ততোঽপি গুরুতরৈর্দূষ্যৈর্বস্ত্রময়গৃহৈঃ পরিতো দূষিতা । দূষ্যং স্যাদ্বস্ত্রমন্দিরম্ । ১

(নেপথ্যে) ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সম্পূর্ণেত্যর্থঃ । সিদ্ধি-ব্রজেন বিজয়িতা, সত্যো ধর্মঃ সাধনং যস্যাং সা । সমাধি-র্ব্রহ্মানন্দসাধনং, তৎফলং ব্রহ্মানন্দোঽপি তাবচ্চমৎকারয়তি যাবৎ প্রেম্নাং গন্ধলেশোঽপি নোৎপন্ন ইত্যর্থঃ । তস্মিন্নৈশ্বরসুখে হৃদি গতে সতি বিষয়সুখং ব্রহ্মসুখং চ তুচ্ছং ভবতীত্যর্থঃ । ২

(তারপর পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী । আহা ! শ্রীকৃষ্ণে মিছামিছি শত শত অপবাদ দেওয়ায় (রুক্মিণীবিবাহ ব্যাপারে) যাঁদের চিত্ত অত্যন্ত মলিন হয়েছে—সেই সব রাজাদের কৈলাসগিরির চেয়েও বৃহত্তম বস্ত্রমণ্ডপসমূহের দ্বারা এই বিদর্ভনগরী চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে । ১

(নেপথ্যে)

সত্যধর্মের দ্বারা লব্ধ অণিমাদি সিদ্ধির সমৃদ্ধ গর্ব্ব, সমাধি এবং সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ ততক্ষন পর্য্যন্ত চমকপ্রদ হতে পারে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মধুদৈত্যের হন্তা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমসম্পদের গন্ধলেশও অন্তঃকরণ পথের পথিক না হয় । অর্থাৎ হৃদয়ে যখন কৃষ্ণপ্রেমের লেশমাত্রেরও আবির্ভাব হবে তখন জাগতিক সম্পদ, সিদ্ধি সমাধি প্রভৃতি তো দূরের কথা অত্যুৎকৃষ্ট যে ব্রহ্মানন্দ তাও তুচ্ছ মনে হয় । যতক্ষণ প্রেমের আবির্ভাব না হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত ঐ সকল সম্পদ ভুলিয়ে রাখতে পারে । ২

পৌর্ণমাসী—(বিলোক্য সহর্ষম্)—

ভুজতট-বিলুঠজ্জটাঞ্চলোহয়ং মধুরিপুকীর্ত্ত্যুপবীণন-প্রবীণঃ।
উদয়তি শরদিন্দুরোচিরচ্ছঃ কথমিহ কচ্ছপিকাকরঃ সুরষিঃ ॥৩॥

(প্রবিশ্য নারদঃ 'ঋদ্ধা' ইত্যাদি পঠতি।)

পৌর্ণমাসী—ভগবন্নভিবাদয়ে ॥৪॥

নারদঃ—মুকুন্দস্য প্রিয়ম্ভাবুকী ভব ॥৫॥

পৌর্ণমাসী—ভগবন্! শ্রুতম্, মুকুন্দো মথুরাতঃ প্রতস্থে ॥৬॥

নারদঃ—অথ কিম্।

হত্বা ম্লেচ্ছাধিরাজং পুরমথনবরান্মাথুরাণামবধ্যং
স্বচ্ছন্দং কন্দরান্তর্নয়নজদহনে মৌচুকুন্দে মুকুন্দঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ কদর্থীকৃত-কুটিল-জরাসন্ধ-দুষ্টাভিসন্ধিঃ
সিন্ধোস্তীরে সবন্ধুর্নগবতি নগরে দ্বারকায়ামযাসীৎ ॥৭॥

পৌর্ণেতি। মধুরিপুকীর্ত্তের্বীণয়া গানং তস্মিন্ প্রবীণঃ অচ্ছঃ নির্মলঃ কচ্ছপিকাকরঃ বীণাহস্তঃ।৩

পৌর্ণেতি। অভিবাদয়ে নমস্করোমি। ৪

নারদ ইতি। ম্লেচ্ছাধিরাজং কালযবনম্। পুরমথনঃ শিবঃ ভূয়ো ভূয়ঃ কদর্থীকৃতঃ কুটিলজরাসন্ধদুষ্টানামভিসন্ধিরুদ্যমো যেন সঃ নগবতি পর্ব্বতযুক্তে। ৭

পৌর্ণমাসী। (দেখে আনন্দের সঙ্গে)

আহা। যাঁর বাহুমূলে জটাভার লুটিয়ে পড়েছে—যিনি বীণাযন্ত্রে সর্ব্বদা মুকুন্দের যশোগান করছেন—যাঁর অঙ্গকান্তি শরৎজ্যোৎস্নার মত নির্মল, হাতে যাঁর বীণা শোভা পাচ্ছে—সেই দেবর্ষি নারদ এখানে কেমন করে এসে উপস্থিত হলেন? ৩

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (পূর্ব্বোক্ত "ঋদ্ধাসিদ্ধি ব্রজ-বিজয়িতা"—এই শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন।)

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ৪

নারদ। তুমি মুকুন্দের প্রিয়তা লাভ কর। ৫

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! আমি শুনেছি—মুকুন্দ মথুরা থেকে প্রস্থান করেছেন। ৬

নারদ। হ্যাঁ, এ কথা সত্য। কালযবন মহাদেবের বর পেয়েছিল যে মথুরাবাসী কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। তারপর যখন সেই কালযবন এসে মথুরাপুরী অবরোধ করল তখন ভগবান মুকুন্দ কৌশল করে সেই যবনকে নিয়ে গিয়ে পর্ব্বত গুহার মধ্যে রাজা মুচুকুন্দের নয়নবহ্নিতে অনায়াসে বধ করেন। তারপর কুটচক্রী দুষ্ট জরাসন্ধের উদ্যমকে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করে সমুদ্রতীরে পাহাড়ে ঘেরা দ্বারকানগরীতে গিয়েছেন। ৭

পৌর্ণমাসী—ভগবন্ ! বলীয়সা স্নেহানলেনাস্যাস্তনোরন্তিমেষ্টৌ সংপ্রবৃত্তায়াং দিষ্ট্যাদ্য দৃষ্টোঽসি ॥৮॥

নারদঃ—বৎসে ! স্ফুটমেকেনাপি চন্দ্রমসা পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধ্যতি, কিমুত পূর্ণকলয়া চন্দ্রাবল্যা ? ॥৯॥

পৌর্ণমাসী—(সাস্রম্) ভগবন্নসাধারণদারুণদর্শং চন্দ্রাবলেঃ প্রতিপক্ষ-পক্ষ-পরার্দ্ধ-মুপান্তসীমনি বর্ত্ততে ; ততঃ কথং পৌর্ণমাস্যাঃ সমৃদ্ধিবার্ত্তাপি ? ॥১০॥

নারদঃ—পুত্রি ! ন বরাকাত্মপক্ষাসি। কুতস্তে বহুলবিপক্ষতো ভয়ম্ ? ॥১১॥

পৌর্ণমাসী—নিতান্তমিয়ং হরিণোজ্ঝিতা সংবৃত্তা, মহাকান্তিশ্চাস্যাঃ স্বসা রাধিকা ব্যতীতা, তৎ কুতো ন ভীতিঃ ? ॥১২॥

নারদঃ—কিমস্যাপ্যেতাং রাধিকাশোকো বাধতে ? ॥১৩॥

পৌর্ণমাসী—অথ কিম্ ; মদিয়ং বন্ধুবৎসলা রুক্মিণী ॥১৪॥

নারদঃ—কেনেয়ং রুক্মিণীতি বিশ্রাবিতা ? ॥১৫॥

পৌর্ণেতি। অন্তিমেষ্টৌ মরণদশায়াম্। ৮

পৌর্ণেতি। প্রতিপক্ষা প্রতিকূলা যে পক্ষাস্তেষাং পরার্দ্ধম্। পক্ষে প্রতিকূলপক্ষাণাং কৃষ্ণপ্রতিপদাদীনাং পরার্দ্ধমষ্টম্যাদি চন্দ্রাবলেরুপান্তসীমনি বর্ত্ততে। কীদৃশং তৎ অসাধারণানাং দর্শো দর্শনং যত্র তৎ। পক্ষে অসাধারণো দারুণস্তমোময়ত্বাদ্দর্শোঽমাবস্যা যত্র তৎ। ১০

নারদ ইতি। বরাক আত্মপক্ষো যস্যাঃ সা নাসি। পক্ষে শুক্লপ্রতিপদাদৌ যস্যাঃ সাসি। বহুলা যে বিপক্ষাস্তেভ্যো ভয়ং কুতস্তেঽস্তি। পক্ষে বহুলবিপক্ষঃ কৃষ্ণপক্ষস্তস্মাদ্ভয়ং তে কুতঃ ভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ। ১১

পৌর্ণেতি॥ ইয়ং চন্দ্রাবলী, হরিণা পক্ষে হরিণেনোজ্ঝিতা। অস্যাশ্চন্দ্রাবলেঃ স্বসা ভগিনী মহতী কান্তির্যস্যাঃ সা। পক্ষে মহাকান্তিরিতি বিশেষ্যপদম্। স্বসারেণাধিকেতি বিশেষণপদম্। ১২

পৌর্ণমাসী। ভগবন্ ! প্রবল স্নেহের আতিশয্যে আমার তনু জরজর হয়েছে—এমন সময় আমার কি সৌভাগ্য—আপনি আমার নয়ন সমীপে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ৮

নারদ। বাছা ! এ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—যখন একটিমাত্র চাঁদের দ্বারা পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধিশালিনী হয়—তখন ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রাবলী দ্বারা যে শোভিতা হবে না এ তো বলা যায় না। ৯

পৌর্ণমাসী। (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে) ভগবন্ ! চন্দ্রাবলীর বিপক্ষপক্ষের যূথ—যাদের দৃষ্টি বড় ভয়ঙ্কর—তারা একেবারে কাছে এসে পড়েছে তবে কেমন করে পৌর্ণমাসীর সমৃদ্ধি সম্ভব ? ১০

নারদ। পুত্রি ! তোমার পক্ষও তো বড় কম নয়—তবে বিপক্ষ যতই বড় হোক্ না কেন—তার থেকে তোমার ভয় কিসে ? ১১

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রাবলী এখন হরিপরিত্যক্তা—তার পর আবার এঁর ভগ্নী মহাকান্তিময়ী শ্রীরাধার কাছ থেকে বিযুক্তা হয়েছেন—তবে ভয় হবে না কেন ? ১২

পৌর্ণমাসী—রুক্মিণস্তাতেন ॥১৬॥

নারদঃ—(ক্ষণং প্রণিধায় স্বগতম্) নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, যদদ্যাপি ব্রজ এব তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেঽপি প্রিয়সঙ্গসুখসঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাদ্য পুররমণীষু স্বাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্না ইব সম্যগনুভাবয়াম্বভূবিরে ; যাস্তূদ্ধবযানকুরুক্ষেত্রযাত্রয়োর্বক্ষ্যমাণচরিত্রাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশতষোড়শসহস্রতস্তস্মাদন্যা এব তদলং তদ্রহস্যোদঘাটনেন। (প্রকাশম্) কিমধ্যবসিতং ভীষ্মকস্য ? ॥১৭॥

পৌর্ণমাসী—যাদবেন্দ্রে চন্দ্রাবলী-সমর্পণম্ ॥১৮॥

নারদঃ—ততঃ কিমিত্যাকুলাসি ? ॥১৯॥

পৌর্ণমাসী—প্রতিকূলে রুক্মিণি কোঽয়ং ভীষ্মকস্তপস্বী ? ॥২০॥

নারদঃ—বিদর্ভকুমারস্য কিমারিপ্সিতম্ ? ॥২১॥

নারদ ইতি। অধ্যবসিতঃ নিশ্চিতম্। ১৭

নারদ। আজও কি চন্দ্রাবলীকে শ্রীরাধার শোক কষ্ট দিচ্ছে ? ১৩

পৌর্ণমাসী। হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই—কারণ ইনি যে বন্ধুবৎসলা রুক্মিণী। ১৪

নারদ। ইনি যে রুক্মিণী, তা কে বলল ? ১৫

পৌর্ণমাসী। রুক্মিনীর পিতা ভীষ্মক।

নারদ। (ক্ষণকাল চিন্তা করে মনে মনে) আহা ! এই সব পুররমণী ও ব্রজরমনী তত্ত্বে পরস্পর সমান হলেও কেবল দেহে ভিন্ন—যোগমায়া তাঁদের অভিন্ন রূপে কল্পনা করেছেন। এখন ব্রজের রমণীরা প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছেন—কিন্তু যোগমায়া এই দারুণ বিরহ অবস্থাতেও প্রিয়সঙ্গসুখ পাওয়াবার জন্য ব্রজভাব ঢেকে দিয়ে পুররমণীসকলকে অভিন্ন অভিমান দিয়ে দীর্ঘ স্বপ্নাবেশের মত অনুভব করিয়েছেন। আর উদ্ধব আগমনে ও কুরুক্ষেত্র যাত্রায় যে সব ব্রজরমণীর চরিত্র বর্ণনা করা হবে—তাঁদের মধ্যে যোল হাজার একশ আটজন প্রধান—এঁদের থেকে তাঁরা পৃথক— । যাই হোক্ এ রহস্য প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

(প্রকাশ্যে)

ভীষ্মক কি নিশ্চয় করেছেন ? ১৭

পৌর্ণমাসী। যাদবেন্দ্রের হাতে চন্দ্রাবলীকে সমর্পণ করবেন। ১৮

নারদ। তবে কেন এত ব্যাকুলা হয়েছ ? ১৯

পৌর্ণমাসী। রুক্মি যখন প্রতিকূলতা করছে তখন ভীষ্মকের ক্ষমতা কতটুকু ? ২০

নারদ। বিদর্ভরাজকুমার রুক্মির মনের ইচ্ছা কি ? ২১

পৌর্ণমাসী ।—চেদিপতেরভ্যর্থিতপূরণম্ ॥২২॥

নারদঃ ।—কথমেতদ্ভবত্যাবধারিতম্ ? ॥২৩॥

পৌর্ণমাসী ।—রুক্মিণ্যাং পদ্যস্য প্রেষণেন ॥২৪॥

নারদঃ ।—পঠ্যতামিদম্ ॥২৫॥

পৌর্ণমাসী ।—　প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে ।
নরদেববরে শ্রুতশ্রবো হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাম্ ॥২৬॥

নারদঃ ।—ততঃ কিমধ্যবসিতং তয়া ? ॥২৭॥

পৌর্ণমাসী ।—তদেব পরিবর্ত্তিত-পঞ্চাক্ষরং সঞ্চারিতম্, যথা—
প্রণয়ো মম ঘোষনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঞ্চিতে ।
পরদেববরে দ্রুতশ্রবোহৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাম্ ॥২৮॥

নারদঃ ।—(বিহস্য) ততস্ততঃ ? ॥২৯॥

পৌর্ণেতি । চেদিপতেঃ শিশুপালস্য । ২২
নারদ ইতি । অবধারিতং জ্ঞাতম্ । ২৩
পৌর্ণেতি । শ্রুতশ্রবসো হৃদয়ানন্দিগুণো যস্য । ২৬
পৌর্ণেতি । পরিবর্ত্তিতানি পঞ্চাক্ষরাণি যত্র তৎ ।
দ্রুতং শীঘ্রং শ্রবসো হৃদয়ানন্দিগুণো যস্য । ২৮
নারদ ইতি । তৎ পদ্যম্ । ২৯

পৌর্ণমাসী ।—চেদিরাজ শিশুপালের প্রার্থনা পূরণ করা ॥২২॥

নারদ ।—তুমি কেমন করে এ খবর জানতে পারলে ? ॥২৩॥

পৌর্ণমাসী । রুক্মি রুক্মিণীকে একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছেন ।২৪॥

নারদ ।—শ্লোকটি পড় তো শুনি ॥২৫॥

পৌর্ণমাসী ।—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল যৌবনসম্পদে সমৃদ্ধ—রাজকুলের শ্রেষ্ঠ তিনি—তাঁর গুণে জননী শ্রুতশ্রবা অত্যন্ত আনন্দিত—অতএব এই শিশুপালে তোমার প্রণয় বৃদ্ধি লাভ করুক ।২৬।

নারদ ।—তাতে তিনি কি ঠিক করলেন ? ॥২৭॥

পৌর্ণমাসী ।—ঐ শ্লোকের পাঁচটি অক্ষর পরিবর্ত্তন করে পাঠিয়ে দিয়েছেন—পঞ্চাক্ষর পরিবর্ত্তন যথা—দম এই পদের দ স্থানে ম, শিশুপালের শি স্থানে প, তব পদের ত, স্থানে ন, নরদেবের ন. স্থানে প, এবং শ্রুতশ্রবার শ্রু, স্থানে দ্রু, । তাতে অর্থ এই রকম দাঁড়াল—

যিনি গোপালনে বিশেষ তৎপর, নবযৌবন ভূষিত, দেবতাশ্রেষ্ঠ, যাঁর গুণ কানে প্রবেশ মাত্রে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয় সেই নন্দনন্দনে আমার প্রেম বৃদ্ধি লাভ করুক ।২ ।

পৌর্ণমাসী।—ততস্তদালোক্য শঙ্কিতকৃষ্ণোপসত্তিনা যুবরাজেন দুষ্টরাজন্যমণ্ডলে নিমন্ত্র্য কুণ্ডিন-মানেষ্যমাণে পর্য্যাকুলয়া বৎসয়া মামনুমন্ত্র্য সুনন্দনাম্না ভূসুরেণ মুকুন্দায় পত্রিকা হারিতা ॥৩০॥

নারদঃ।—সা কিংবিধা ? ॥৩১॥

পৌর্ণমাসী।— অচিরং নিরস্য রসিতৈঃ প্রতিপক্ষং রাজহংসনিকুরম্বম্
কৃষ্ণঘন স্বামমৃতৈ স্তৃষিতাং চন্দ্রকবতীং সিঞ্চ ॥৩২॥

নারদঃ।—নূনমস্য ভূসুরস্য পুনরাবৃত্তির্ন বৃত্তাস্তি ? ॥৩৩॥

পৌর্ণমাসী।—অথ কিম্, যদত্র দৈবং রুক্মিণ্যাকুলম্ ॥৩৪॥

নারদঃ।—(সস্মিতম্) জগদাশ্চর্য্য-চাতুর্য্যয়াপি কিমিত্যনুলোমিতস্ত্বয়া ন রুক্মী ? ॥৩৫॥

পৌর্ণেতি। মামনুমন্ত্র্য ময়া সহ মন্ত্রয়িত্বা। ৩০
পৌর্ণেতি। রসিতৈর্গর্জিতৈঃ, চন্দ্রকবতীং ময়ূরীং পক্ষে চন্দ্রাবলীম্। ৩২
নারদ ইতি। অনুলোমিতঃ অনুকূলীকৃতঃ। ৩৫

নারদ।—(হেসে) তারপর—তারপর ? ॥২৯॥

পৌর্ণমাসী।—তারপর যুবরাজ রুক্মি যখন ঐ শ্লোক দেখলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশঙ্কা করে দুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজন্যমণ্ডলকে নিমন্ত্রণ করে কুণ্ডিননগরে আনবার জন্য উদ্যত হলে বাছা রুক্মিণী তো অত্যন্ত আকুল হয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সুনন্দনামে এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে একখানি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে ॥৩০॥

নারদ।—সে চিঠিখানি কেমন ? ৩১

পৌর্ণমাসী।—ওগো কৃষ্ণমেঘ! তুমি তোমার গুরু গর্জন করে বিপক্ষপক্ষ রাজ-হংস গণকে নিরাস কর—আর অমৃতবর্ষণ করে তোমার নিজপক্ষের তৃষিতা ময়ূরীকে সিঞ্চিত কর—অর্থাৎ আমি তোমার চন্দ্রকবতী—আমাকে তৃপ্ত কর ॥৩২॥

নারদ।—ঠিক মনে হচ্ছে ঐ ব্রাহ্মণ এখন পর্য্যন্ত ফিরে আসেন নি ॥৩৩॥

পৌর্ণমাসী।—হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন—কারণ রুক্মির প্রতি দৈব এখন অনুকূল ॥৩৪॥

নারদ।—(হেসে) তুমি তো জগতের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাতে পার—তা রুক্মিকে অনুকূল করলে না কেন ? ॥৩৫॥

পৌর্ণমাসী।—মম চাতুর্য্যমাধ্বীকেনৈব দ্বিগুণীকৃতদুর্ম্মদেন রুক্মিণা চেদিপতেরাবুত্তভাবায় কুলদেবী চন্দ্রভাগা যাগাদ্যুপচারৈস্তথারাধিতা, যথা তদভীষ্টমেব প্রত্যাদিদেশ। ॥৩৬॥

নারদ।—কীদৃশমিদম্? ॥৩৭॥

পৌর্ণমাসী।— বিরচয়ন্ জননীমতিবিস্মিতাং ভুজচতুষ্টয়বানজনিষ্ট যঃ।
স্বভগিনীং তব শুরসুতাত্মজো, গুণবতীং পরিণেষ্যতি রুক্মিণীম্ ॥৩৮॥

নারদ।—(সস্মিতম্) প্রতারিতমেব তারকারিজনন্যা দুর্জ্জনং জানীহি ॥৩৯॥

পৌর্ণমাসী।—ভগবন্! কুতঃ প্রতারণম্? যতঃ—
দূরে দ্বারবতীন্দ্রো মলিনীকুরুতেঽত্র কুণ্ডিনং খলিনী!
পারে-বারিধি গরুড়ো দিদংক্ষবঃ পার্শ্বতঃ ভুজগাঃ ॥৪০॥

পৌর্ণেতি। ভগিনীপতিভাবায় তদভীষ্টং প্রতি আদিদেশ। পক্ষে প্রত্যাদিষ্টো নিরাকৃত ইতি নিরাকৃতবতীত্যর্থঃ॥ ৩৬

পৌর্ণেতি। শূরসুতা বসুদেবভগিনী শ্রুতশ্রবাঃ তস্যা আত্মজঃ, পক্ষে বসুদেবাত্মজঃ। ৩৮

নারদ ইতি। তারকারিজনন্যা কার্ত্তিকমাত্রা। ৩৯

পৌর্ণেতি। খলিনী খলসমূহঃ, অধুনৈব মলিনং কুরুতে, কৃষ্ণস্তু দূরে পারে বারিধি বারিধেঃ পারে। ৪০

পৌর্ণমাসী।—আমি অনেক চাতুর্য্য বিস্তার করেছিলাম—কিন্তু তাতে রুক্মি আরও বেশী করে মদমত্ত হয়ে শিশুপালকে ভগিনীপতি করবার জন্য অনেক যাগযজ্ঞ উপচার দিয়ে কুলদেবতা চন্দ্রভাগাদেবীর আরাধনা করে—তাতে ঐ কুলদেবী তার যেমন অভিলাষ সেইরকম প্রত্যাদেশ করেছেন ।।৩৬।

নারদ।—সে আবার কেমন? ৩৭

পৌর্ণমাসী।—যিনি জন্মগ্রহণমাত্রে চারটি হাত প্রকাশ করে জননীকে বিস্মিত করেছেন—সেই শূরসুতাত্মজ অর্থাৎ বসুদেব ভগ্নী শ্রুতশ্রবানন্দন তোমার গুণবতী ভগ্নী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করবেন। এখানে শূরসুতাত্মজ শব্দটি পক্ষে বসুদেব-অত্মজ অর্থাৎ বসুদেবনন্দন (তোমার ভগ্নী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করবেন) ।৩৮॥

নারদ।—(হেসে) পৌর্ণমাসী! তারকারি কার্ত্তিকেয়ের মাতা দেবী অম্বিকা দুর্জনকে প্রতারণা করেছেন—এটি বুঝতে পারছ তো? ৩৯

(প্রবিশ্য) সুনন্দঃ। ভগবতি! নির্ভরমদূর এব বিদর্ভপুরে দ্বারবতীন্দ্রঃ ।৪১।

পৌর্ণমাসী।—(সানন্দম্) সুনন্দ! বাঢ়মভিনন্দনীয়োঽসি সন্দেশহরঃ ॥৪২।

সুনন্দঃ।— কৃতমভিনন্দনেন, দিষ্টান্ধস্য মে বভূব বন্ধ্যা সন্দেশহরতা ।৪৩॥

পৌর্ণমাসী। (সশঙ্কম্) কথমিব? ॥৪৪॥

সুনন্দঃ।—পঠ্যতামিয়ং পত্রিকা পত্রিরাজপত্রস্য ॥৪৫।

নারদঃ।—(বাচয়তি)—

নিখিলাঃ শিখিনীর্নয়ন্নপি সুখানি জাত্যাসিতাপাঙ্গীঃ।
রময়তি কৃষ্ণঃ সুঘনো বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ॥৪৬॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত! চন্দ্রাবলীতি নাধিগতঃ মাধবেন ॥৪৭॥

সুনন্দ ইতি। দিষ্টান্ধস্য ভাগ্যহীনস্য। ৪৩

সুনন্দ ইতি। পত্রিরাজপত্রস্য গরুড়বাহনস্য। ৪৫

নারদ ইতি। নিখিলাঃ শিখিনীর্ময়ূরীঃ সুখানি নয়ন্নপি কৃষ্ণমেঘঃ বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ময়ূরী রময়তীত্যন্বয়ঃ। ৪৬

পৌর্ণমাসী —ভগবন্! প্রতারণা কেন বলছেন?

কারণ দ্বারকানাথ এখন দূরে আছেন—খল লোকেরা কুণ্ডিনীনগরকে দূষিত করছে—গরুড় সমুদ্রের ওপারে আছেন—পাশে সাপেরা দংশন করতে লাগল। ৪০

(সুনন্দ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

সুনন্দ। ভগবতি! দ্বারকানাথ বিদর্ভনগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। ৪১

পৌর্ণমাসী। (সানন্দে) সুনন্দ! তুমি যে রকম শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছ—তাতে তুমি আমাদের সকলেরই অভিনন্দনের পাত্র! ৪২

সুনন্দ। আর অভিনন্দনের প্রয়োজন নেই—আমি বড় ভাগ্যহীন—আমার এই খবর আনা কোন কাজেই লাগল না। ৪৩

পৌর্ণমাসী। (শঙ্কার সঙ্গে) কেন? ৪৪

সুনন্দ। গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণের এই পত্রখানি পাঠ কর। ৪৫

নারদ। (পাঠ করতে লাগলেন) স্বভাবসিদ্ধ কাজলনয়না ময়ূরীদের সুখ বিধান করে কৃষ্ণমেঘ বৃন্দাবনের ময়ূরীদের আনন্দ বিধান করছেন। ৪৬

পৌর্ণমাসী। হায়! ইনি যে চন্দ্রাবলী এ কথা বোধ হয় মাধব জানতে পারেন নি। ৪৭

নারদঃ।—সুনন্দ! কুতস্ত্বয়া নাভিব্যক্তমাবেদিতম্? ৪৮

সুনন্দঃ।—কা খলু চন্দ্রাবলী? ৪৯

পৌর্ণমাসী।—দুষ্টনৃপেভ্যস্ত্রপমাণেন রুক্মিণা স্বসুর্গোকুলনিবাসমত্র নিহ্নুত্য চন্দ্রাবলীত্যভিধা সংবৃতা। ৫০

সুনন্দঃ। নূনং সুহৃদামপ্যগোচরোঽয়মর্থঃ, তত্র মদ্বিধস্য কা কথা? ৫১

পৌর্ণমাসী।—তর্হি কথমসৌ দর্বীকরারিকেতুর্বিদর্ভানলঙ্কার? ৫২

সুনন্দঃ।—সুষ্ঠু ভক্তয়োঃ ক্রথকৈশিকয়োঃ সন্দেশসৌন্দর্য্যেণ। ৫৩

পৌর্ণমাসী।—নৃপাভ্যাং কিমত্র প্রবৃত্তম্? ৫৪

সুনন্দঃ।—ভগবতো হিরণ্যগর্ভস্য শাসনেন। তথা হি—

স্বস্তি শ্রীক্রথকৈশিকৌ স্বভবনাদম্ভোজগর্ভোদ্ভবঃ
সর্ব্বক্ষ্মাপতি দুর্ব্যতিক্রম-গিরাবিত্যাদিশত্যেষ বাম্।
শুদ্ধৈরধ্যবসীয়তাং নৃপতিভিঃ সার্দ্ধং যুবাভ্যাং মুদা
শ্রীরাজেন্দ্রতয়া ক্ষিতৌ যদুপতেঃ পুণ্যাভিষেকক্রিয়া॥ ৫৫

পৌর্ণেতি। নিহ্নুত্যপিধায়। ৫০

পৌর্ণেতি। দর্বীকরাঃ সর্পাস্তেষামরির্গরুড়ঃ স এব বাহনং যস্য। ৫২

পৌর্ণেতি। অত্র তদানয়নে। ৫৪

সুনন্দ ইতি। সর্ব্বক্ষ্মাপতিদুর্ব্যতিক্রমা গীর্ব্বাণী যয়োস্তৌ। এষোঽব্জযোনির্বাং প্রতি আদিশতি। শুদ্ধৈর্নৃপতিভিঃ সার্দ্ধং যুবাভ্যাঃ যদুপতেঃ পুণ্যাভিষেকক্রিয়াধ্যবসীয়তাম্। ৫৫

নারদ। হে সুনন্দ! তুমি কেন স্পষ্ট করে এ কথা বল নি? ৪৮

সুনন্দ। কার নাম চন্দ্রাবলী? ৪৯

পৌর্ণমাসী। রুক্মি দুষ্ট রাজাদের কাছ থেকে লজ্জায় এখানে নিজ ভগ্নীর গোকুলবাস গোপন করে চন্দ্রাবলী নামটি গোপন করেছে। ৫০

সুনন্দ। যখন তাঁর একান্ত বন্ধুবর্গও এ কথা জানেন না তখন আর আমার না জানায় অপরাধ কি? ৫১

পৌর্ণমাসী। তবে কেন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরে এসেছেন? ৫২

সুনন্দ। মহাভক্ত ক্রথকৌশিকের মনোহর বাক্যের আকর্ষণে। ৫৩

পৌর্ণমাসী। ঐ দুজন রাজা শ্রীকৃষ্ণকে এখানে আনলেন কেন? ৫৪

সুনন্দ। ভগবান ব্রহ্মার আজ্ঞায়। সে আদেশটি এই রকম—

ওহে ক্রথকৌশিক! তোমাদের মঙ্গল হোক! ব্রহ্মা তাঁর নিজলোক থেকে তোমাদের এই রকম আদেশ করেছেন—রাজারা কেউ তোমার বাক্য লঙ্ঘন করেন না—তাই শুদ্ধ হৃদয় যে সব রাজা আছেন—তাঁদের সঙ্গে তোমরা দুজনে মিলিত হয়ে আনন্দ করে পৃথিবীতে যাতে যদুপতি রাজশ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করবে। ৫৫

পৌর্ণমাসী ।—দিষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়ং ময়া মহা-মহোৎসবঃ। ৫৬

সুনন্দঃ ।—ভগবতি ! নির্বূঢ়োঽযম্। ৫৭

পোর্ণমাসী ! কীদৃগেষঃ ? ৫৮

সুনন্দঃ ।— বৃংহিষ্ঠে রত্নসিংহাসনশিরসি বরে সন্নিবিষ্টস্য তুষ্টৈ
গীর্ব্বাণৈঃ পার্ব্বতীশপ্রভৃতিভিরভিতঃ স্তূয়মানস্য ভূয়ঃ।
সদ্যঃ সম্পাদ্যমানো নৃপতিভিরখিলৈর্দিব্যকুম্ভাবলীভি
স্তত্রাপূর্ব্বস্তদাসীদ্দনুজবিজয়িনো রাজরাজাভিষেকঃ ॥ ৫৯

নারদঃ ।—সিদ্ধং বিন্ধ্যায় বেধসো বরদানম্। ৬০

পৌর্ণমাসী ।—ভগবন্ননুশাধি, সাধয়ামি মাধবং সাধিষ্ঠার্থবোধনায়। ৬১

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেন) কঞ্চুকী —ভগবতি ! বিদর্ভেন্দ্রো নিবেদয়তি—মদভ্যর্থিতাভ্যাং পার্থিবাভ্যাং রুক্মিনীহরণায় রাজেন্দ্রমাবেদয়িতুং প্রস্থিতম, তদদ্য ভবত্যা তীর্থেন তীর্থপাদং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।' ইতি। ৬২

সুনন্দ ইতি। বৃংহিষ্ঠে বৃহত্তমে। ৫৯

(অপটীসূচনং বিনা ঝটিতি, কঞ্চুকী বর্ষবরঃ ক্লীবঃ খোজেতি বিখ্যাতঃ।)

পৌর্ণমাসী। কি সৌভাগ্য। আমি এই মহামহোৎসব দর্শন করব। ৫৬

সুনন্দ। ভগবতি ! এ কাজটি সুসম্পন্ন হয়েছে। ৫৭

পৌর্ণমাসী। সে আবার কেমন ? ৫৮

সুনন্দ। দেবাদিদেব উমাপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ বরণীয় রত্নসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করিয়ে তাঁকে ঘিরে চারিদিকে স্তুতি করতে থাকলে সেখানে সকল রাজন্যবর্গ সোণার কলসে করে দনুজদলন শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপে অভিষেক কাজটি সম্পন্ন করেছেন। ৫৯

নারদ। বিন্ধ্যের প্রতি বিধাতার বরদান সফল হয়েছে। ৬০

পৌর্ণমাসী। ভগবন্ ! আদেশ করুন প্রকৃত অর্থটি জানবার জন্য মাধবের নিকট গমন করছি। ৬১

(অকস্মাৎ কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ভগবতি। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নিবেদন করেছেন—

আমার প্রার্থনা অনুযায়ী ক্রথ ও কৌশিক এই দুজন রাজা রুক্মিণী হরণের জন্য রাজ্যেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জানাবার জন্য গিয়েছেন—অতএব আপনার সঙ্গে সেই পুণ্যক্ষণে তীর্থপদ শ্রীহরির দর্শন করতে ইচ্ছা করি। ৬২

পৌর্ণমাসী।—ভগবন্! মম সাধ্যং সিদ্ধমিবাভূৎ, তদনুজানীহি মাম্। ৬৩

(ইতি দ্বাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা।)

(নেপথ্যে) বিশ্রান্তে বিষয়াকৃতিং পরিণতিং হিত্বা মুনীনামপি
স্বান্তে নাক্রমতে যদঙ্ঘ্রি নখরোপান্তপ্রভাপ্যাম্রিকা।
চিত্রং মদ্বিধপাণি-কুট্মলতটী-সংবাহ্য পাদাম্বুজো
দেবঃ সোঽয়মলঙ্করোতি করুণঃ কল্যাণপল্যঙ্কিকাম্॥ ৬৪

নারদঃ।—ক্রথকৈশিকয়োঃ সূক্তিরিয়ম্। ৬৫

(পুনর্নেপথ্যে শঙ্খধ্বনিঃ)

নারদঃ।—(বিলোক্য সহর্ষম্)।

করযুগলেন গৃহীতং নিধায় বদনাম্বুজে ধমন্ কম্বুম্।
ব্রজরাজ্ঞী স্তনপান স্মরণস্তিমিতো হরির্জয়তি॥

(পুনর্নিরূপ্য) কথং ক্রথকৈশিকোভ্যামনু গম্যমানোঽয়ং পুরস্তাৎ পরিক্রামতি!

চঞ্চৎ কৌস্তুভকৌমুদীসমুদয়ঃ কৌমদকী চক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢ্যশ্চতুর্ভিভুর্জৈঃ।
দিব্যালঙ্করণেন সঙ্কটতনুঃ সঙ্গী বিহঙ্গেশিতু
র্মামস্মারয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকুণ্ঠগোষ্ঠীশ্রিয়ম্॥

তদম্বরমারূঢ়ঃ কৌতুকমবলোকয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) ৬৬

(নেপথ্যে) নাক্রমতে নোদ্গচ্ছতি। ৬৪

নারদ ইতি। চঞ্চদিতি। কৌমুদী জ্যোৎস্না। সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈঃ সহ ভাবেনান্বিতৈঃ। বিহঙ্গেশিতুর্গরুড়স্য সঙ্গী। ৬৬

পৌর্ণমাসী। (নারদকে বললেন) ভগবন্। আমি এতদিন যে কাজের জন্য চেষ্টা করছিলাম—তা আজ প্রায় সফল হতে চলেছে—অতএব আমাকে আদেশ করুন। ৬৩

(এই বলে নারদ ও কঞ্চুকীর সঙ্গে প্রস্থান।)

(নেপথ্যে)

মুনিরা বিষয় বাসনা ত্যাগ করে শুদ্ধ চিত্ত হলেও যাঁর নখপ্রান্তের প্রভাকণাও লাভ করতে পারেন না—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের মত ব্যক্তির হস্তকণিকা যাঁর চরণপদ্ম সম্বাহন করে—সেই পরম দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ অত্যন্ত সুন্দর পালঙ্ক অলঙ্কৃত করে রয়েছেন। ৬৪

নারদ। এ তো দেখছি ক্রথ কৌশিকের উক্তি। ৬৫

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণঃ ।)

শ্রীকৃষ্ণঃ ।—হস্ত নৃপেন্দ্রৌ !

হিতৈরমৃতশালিভির্মদভিষেকবারাং ঝরৈঃ
সমৃদ্ধিমুপলভ্য বাং বিমলকীর্ত্তিবল্লী ভুবি ।
ব্যতীতসুরকাননা পরমমূর্দ্ধ মারুন্ধতী
রমাশ্রবণভূষণস্তবকরাশিরাসীদসৌ ॥ ৬৭

নৃপৌ । (সপ্রশ্রয়ম্)—

একস্মিন্নিহ রোমকূপকুহবে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাবলী
যস্য প্রেক্ষ্যতে গবাক্ষপদবী ঘূর্ণৎ পরাণুপমাম্ ।
কেয়ং তস্য সমৃদ্ধয়ে তব বিভো রাজেন্দ্রতা-গ্রামটী
শোটীর্য্যেণ চমৎকৃতিং তদপি নং কামপ্যসৌ পুষ্যতি ॥ ৬৮

কৃষ্ণ ইতি। নৃপেন্দ্রৌ !
পরন্নং বৈকুণ্ঠম্ । ৬-
নৃপৌ ইতি। গ্রামটী গ্রামাধিপতিঃ। শোটীর্য্যেণ ক্ষুদ্রপদগর্ব্বেণ। ৬৭

(পুনরায় বেশগৃহে শঙ্খধ্বনি)

নারদ। (অবলোকন করে আনন্দের সঙ্গে)

আহা। যিনি করপদ্মযুগলে শঙ্খ ধারণ করে শ্রীমুখপদ্মে সেটি স্থাপন করে শঙ্খধ্বনি করছেন এমন যে মা যশোদার বুকের তুলাল হরি, তিনি জয়যুক্ত হোন।

(পুনরায় অবলোকন করে)

ক্রথ ও কৌশিক কেমন করে রাজাদের অনুগমন করে শ্রীকৃষ্ণের সামনে বিচরণ করছেন ?

যাঁর বক্ষে কৌস্তুভমনি দোতুল্যমান, যিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী অঙ্গে যাঁর বিদ্যালঙ্কারে দ্যুতির ঝলক, সেই গরুড়-বাহন কংসবিজয়ী কৃষ্ণ আজ আমাকে বৈকুণ্ঠসম্পদ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তবে আমি আকাশে আরোহণ করে কৌতুক দেখি। ৬৬

(এই বলে প্রস্থান)

(তারপর যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। ওহে ক্রথ ও কৌশিক নৃপতিদ্বয়।

হিতকারী এবং অমৃতময় যে বারিতে আমার অভিষেক করছে সেই জলধারা পৃথিবীতে তোমাদের বিশুদ্ধা কীর্ত্তিলতা বৃদ্ধি করবে এবং সেই লতা দেবতাদের নন্দন-বন অতিক্রম করে সকলের উর্দ্ধে রয়েছে বৈকুণ্ঠলোক তাকে অবরোধ করে সেখানে বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর কর্ণভূষণের স্তবকরূপে বিরাজ করছে। ৬৭

নৃপদ্বয়। (মিনতিভরে) হে বিভো। যাঁর একটি রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গবাক্ষরথে ত্রসরেণুর মত যাতায়াত করে—তোমার সেই রাজেন্দ্রতারূপ গ্রামাধিপত্য আজ আমাদের অপূর্ব্বরূপে চমৎকৃত করেছে। ৬৮

শ্রীকৃষ্ণঃ—নৃপেন্দ্রৌ ! প্রসন্নোঽস্মি, নিজাভীষ্টমভ্যর্থয়েথাম্ । ৬৯

নৃপৌ—দেব ! রুক্মিনী সা তপস্বিনী তপস্তথা ন চকার, যেন তে দাস্য সৌভাগ্যভাগধেয়ভাজনং ভবেদিতি সুপর্ণাদাকর্ণিতম্ । কিন্তু তথা দেবেনানুগৃহ্যতাম্, যথা কথাবশেষা ভীরুরেষা ন স্যাৎ । ৭০

শ্রীকৃষ্ণঃ—কীদৃগনুগ্রহঃ ? ৭১

নৃপৌ—দুর্ম্মদ-মাগধান্দীনাং পরাভবেনাস্যাঃ কুণ্ডিনাদাকৃষ্টিঃ যদদ্য চন্দ্রভাগারাধনায় বহিঃ সাধয়ত্যেষা । ৭১

শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষিতীন্দ্রৌ ! বাঢ়মাহরিষ্যামি, তদভীষ্টমনুষ্ঠীয়তাম্ । (নৃপৌ কৃষ্ণং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তৌ) । ৭৩

(নেপথ্যে)

ভীতা রুদ্রং ত্যজতি গিরিজা শ্যামমপ্রেক্ষ্য কণ্ঠং
শুভ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতো নীলবাসাঃ ।
ক্ষীরং মত্বা শ্রপয়তি যমীনীরমাভীরিকোৎকা
গীতে দামোদর ! যশসি তে বীণয়া নারদেন ॥ ৭৪

নৃপৌ ইতি—কথৈবাবশেষো যস্যাঃ সা । ৭০

কৃষ্ণ ইতি—তদভীষ্টং অর্থাৎ চন্দ্রভাগারাধনম্ । ৭২

(নেপথ্যে) শ্রপয়তি পচতি, যমীনীরম্ যমুনাজলম্ । ৭৩

শ্রীকৃষ্ণ—ওগো রাজেন্দ্রদ্বয় ! আমি তোমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছি—তোমরা তোমাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ॥ ৬৯

রাজেন্দ্রদ্বয়—দেব ! গরুড়ের মুখে শুনছি যে তপস্বিনী রুক্মিণী না-কি সেরূপ তপস্যা করেন নি যাতে তিনি আপনার দাস্য সৌভাগ্য লাভের পাত্র হতে পারেন কিন্তু তবু আপনি তাঁকে এমন অনুগ্রহ করুন যেন ভীরুস্বভাবা রুক্মিণী কথামাত্রে আবিষ্টা না হন ॥ ৭০

শ্রীকৃষ্ণ—কি অনুগ্রহ করবার কথা বলছ ? ৭১

রাজেন্দ্রদ্বয়। মদমত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতিকে পরাজিত করে কুণ্ডিননগর থেকে রুক্মিণীকে আকর্ষণ কারণ আজ তিনি চন্দ্রভাগার আরাধনার জন্য বাইরে যাবেন ॥ ৭২

শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্রদ্বয়। নিশ্চয় আমি হরণ করব। চন্দ্রভাগার আরাধনারূপ তাঁর অভীষ্ট সাধন করগে ॥ ৭৩

নৃপদ্বয়। (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন।)

(নেপথ্যে)

হে দামোদর ! নারদ যখন বীণাযন্ত্রে তোমার যশোগান করতে আরম্ভ করেন তখন গিরিনন্দিনী পার্ব্বতী রুদ্রকণ্ঠে নীলবর্ণ দেখতে না পেয়ে তাঁকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

সুপর্ণঃ—সোঽয়মম্বরে তুম্বুরুঃ স্তবীতি। ৭৫

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে খগেন্দ্র! পশ্য পশ্য—

শুভ্রাতপত্রপটলী খলভূপতীনামভ্রাণি তক্ষকফণাকৃতিরাবৃণোতি।
যা মাকলস্য পৃথু বেপথু দোলিতানি দূরে জগন্তি ভয়জর্জ্জরতাং ভজন্তি॥ ৭৬

সুপর্ণঃ—দেব! বাঢ়মাতপত্রফণাপটলী লঘীয়সঃ কিঙ্করস্যাস্য গরুত্মতঃ সকৃৎ পক্ষবিক্ষেপকেলয়েঽপি ন পর্য্যাপ্তিমেষ্যতি, দূরে বিশ্রাম্যতু সখা মে সুদর্শনঃ কল্পান্তকৃশানুঃ॥ ৭৭

(নেপথ্যে) কুণ্ডিণ ণরবই পুত্তী অনুরূবা পুণ্ডরীঅণঅণস্স।
তহ এসো সহি! তিস্সা হা! হদদেব্বং বিলোমেই॥ ৭৮

সুপর্ণঃ—পুরস্ত্রীণাং বিষাদোক্তিরিয়ম্॥ ৭৯

সুপর্ণ ইতি—তুম্বুরুঃ গন্ধর্ব্বাণাং মুখ্যাঃ। ৭৫

কৃষ্ণ ইতি—আতপত্র পটলী রাজ্ঞং ছত্রসমূহঃ। ৭৬

সুপর্ণ ইতি—লঘীয়সঃ ক্ষুদ্রতরস্য পর্য্যাপ্তিং যোগ্যতাম্। ৭৭

(নেপথ্যে) কুণ্ডিন নরপতি পুত্রী অনুরূপা পুণ্ডরীকনয়নস্য। অতএব সখি! তস্যা হা! হতদৈবং বিলোময়তি। বিলোময়তি অনানুকূল্যং করোতি। ৭৮

নীলবসন বলদেব নিজের বসন শুভ্র দেখে বিস্ময়ভরে দূরে ফেলে দিয়েছেন আর যমুনার জল সাদা হয়ে যাওয়ায় গোপবালারা তাকে দুধ মনে করে ঘরে এনে জ্বাল দিতে আরম্ভ করলেন এ সকলই সম্ভব হয়েছে দামোদরের যশোগানের শুভ্র চ্ছটার ফলে। (কবিরা কাব্যে যশের বর্ণকে সাদা বলে কল্পনা করেন।)॥ ৭৪

গরুড়—সেই এই তুম্বুরু আকাশে স্তব করছেন॥ ৭৫

শ্রীকৃষ্ণ—সখে খগেন্দ্র! দেখ, দেখ!

খল ভূপতিদের তক্ষকফণার আকারের মত ছত্রশ্রেণী মেঘ আবরণ করেছে—যা দর্শন করে ত্রিভুবন কম্পিত হয়ে জর্জ্জরিত হতে লাগল।

গরুড়। ভগবন্! ফণার মত এই ছত্রসমূহ যতই গুরুতর হোক্ কিন্তু আপনার এই ক্ষুদ্রতর দাস গরুড়ের একবার মাত্র পক্ষসঞ্চালনে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। প্রলয়কালীন অগ্নির মত আমার সখা সুদর্শন দূরে বিশ্রাম করুন॥ ৭৬

(নেপথ্যে)

ভীষ্মকরাজদুহিতা অরবিন্দনয়নের অনুরূপা—তথাপি হে সখি! হায়, হায়, দৈব কিছুতেই রুক্মিণীর প্রতি অনুকূল হচ্ছেন না॥ ৭৭

গরুড়। এ তো শুনতে পাচ্ছি পুররমণীদের বিষাদভরা বাণী॥ ৭৮

(পুনর্নেপথ্যে) কহি রুপ্পিণী সুরূবা কহি দমঘোসস্‌স ণন্দণো মন্দো।
ণ ঘড়ই গড্ডহকণ্ঠে বিমলা ণোঅমালিআমালা॥ ৮০

সুপর্ণঃ—বন্যয়া মালয়া খলু সুলভোঽয়ং কৌস্তুভী কণ্ঠো নান্যয়া।
জীয়াদুচ্চৈরখিলতরুণীমণ্ডলাকৃষ্টিবিদ্যা
বৈদগ্ধীনাং নিধিরনবধির্যাদবাম্ভোধিচন্দ্রঃ।
সংগ্রামান্তঃপুরভুবি পুরো হন্ত যং প্রেক্ষ্য দূরা
দস্ত্রীলোকোঽপ্যতনুচকিতঃ স্ত্রীস্বরূপং বিভর্ত্তি॥ ৮০

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সব্যতো বিলোক্য) কথময়ং মৌক্তিকচূড়ো নাম মাথুরো বন্দী ভোগাবলীং পঠতি?

(পুনস্তত্রৈব) স্ফুরন্মণিসরাধিকং নবতমালনীলং হরে
রুদূঢ়ঘনকুঙ্কুমং জয়তি হারিবক্ষঃস্থলম্।
উড়ুস্তবকিতং সদা তড়িদুদীর্ণলক্ষ্মীভরং
যদভ্রমিব লীলয়া স্ফুটমদভ্রমুদ্ভাসতে॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সব্যামোহম্) হা প্রেয়সি রাধিকে! হা বৃন্দাবনকল্পবল্লি! হা বিশাখাসখি! কৃত্রাসি?
(ইতি সোৎকম্পং খগেন্দ্রমালম্বতে)। ৮১

(পুনর্নেপথ্যে) ক্ব রুক্মিণী সুরূপা, ক্ব দমঘোষনন্দনো মন্দঃ। ন ঘটতে গর্দ্দভকণ্ঠে বিমলা বনমালিকা মালা। ৮০

সুপর্ণ ইতি। বন্যয়া বৃন্দাবনসম্বন্ধিন্যা। কৌস্তভী কৌস্তভযুক্তঃ।

(নেপথ্যে) অস্ত্রীলোকোঽস্ত্রধারীজনঃ, পক্ষে স্ত্রীভিন্নলোকঃ। অতনুচকিতোঽধিক ভয়যুক্তঃ পক্ষে অতনুনা কামেন ভীতঃ। ৮১

(পুনরায় নেপথ্যে)

কোথায় সুন্দরী রুক্মিণী, আর কোথায় দমঘোষপুত্র মন্দবুদ্ধি শিশুপাল হায় হায়! গর্দ্দভের কণ্ঠে কি কখনও বিমল নবমালিকা মালা শোভা পায়?

গরুড়। বনমালা এই কৌস্তভী কণ্ঠের পক্ষেই সুলভ—অন্য কারও পক্ষে নহে॥ ৭৯

(নেপথ্যে)

যিনি সকল যুবতিমণ্ডলের আকর্ষণ বিদ্যায় কুশলী সকলের মুকুটমণি স্বরূপে সেই—অপার যাদব সমুদ্রের চন্দ্র জয়যুক্ত হোন্ কি আশ্চর্য্য! সংগ্রামরূপ অন্তঃপুরভূমি মধ্যে তাঁকে দূর হতে দর্শন করে অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণও চকিত হয়ে স্ত্রীরূপ ধারণ করেছে॥ ৮০

শ্রীকৃষ্ণ। (বামদিকে দৃষ্টিপাত করে) মৌক্তিকচুড় নামে মথুরার ভাট নানারকম স্তবস্তুতি করছেন কেন?

(পুনরায় সেই স্থানে)

সুপর্ণঃ—(স্বগতম্) দুরূহায়াং গম্ভীরলীলাম্বুধেরস্য কেলিবেলায়াং মাদৃশোঽপি নিমজ্জতি, কস্তত্রান্যো বরাকঃ ? (প্রকাশম্) দেব ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। ৮২

(কৃষ্ণঃ সমাশ্বস্য নিশ্বসিতি।) ৮৩

(নেপথ্যে) ধাত্রেয়ী করপুট সংভৃতাগ্রহস্তা পর্য্যস্তাকুল-জরতী দ্বিজাঙ্গনাভিঃ।
দূরেণ প্রচুরভটৈঃ পরীয়মাণা বৈদর্ভী প্রসরতি পার্ব্বতীগৃহায় ॥ ৮৪

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে সুপর্ণ ! হতাশেন রুক্মিণা দুর্গমং কৃতমেতদ্দুর্গামন্দিরম্ ; তদেহি নটবেশেনাবামন্তঃ প্রবিশাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।) ৮৫

কৃষ্ণ ইতি। বিরুদাবলী প্রভৃতীনামন্যতমা নায়কোৎকর্ষিণী কলি কাৎকলিকা পদ্যযুক্তা ভোগাবলী।

স্ফুরন্দিতি। স্ফুরতা মণিসরেণাধিকং পক্ষে স্ফুরন্মণীত্যেকপদম্। তড়িত উদ্দীর্ণা যা লক্ষ্যাস্তাসাং ভরো ভারো যত্র তৎ, তড়িদিব উদীর্ণা যা লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীরেখা তাং বিভর্ত্তীতি তৎ। ভিন্নপদপক্ষে তড়িতং তদুদীর্ণা লক্ষ্মীশ্চ বিভর্ত্তীতি তৎ। অদভ্রং নিরন্তরম্। ৮১

সুপর্ণ ইতি। বেলা স্যাত্তীরনীরয়োরিতি। ৮২

যাতে মণিমালা স্ফুরিত হচ্ছে যা তমালের মত ঘননীল, গাঢ় কুকুমলিপ্ত নক্ষত্রমালায় বিভূষিত লক্ষ্মীদেবীর বিলাসভূমি, এবং যা মেঘের মত লীলায় অতিশয় বিরাজ করছে সেই শ্রীহরির বক্ষঃস্থলের জয় হোক্।

শ্রীকৃষ্ণ। (মোহের সঙ্গে) হায় প্রেয়সি রাধিকে ! হা বৃন্দাবন কল্পলতিকে ! হা বিশাখা সখি ! কোথায় আছ ?

(এই বলে কাঁপতে কাঁপতে গরুড়কে অবলম্বন করলেন।) ৮১

গরুড়। (মনে মনে) এই লীলাবারিধির দুস্তর কেলিকূলে যখন আমার মত ব্যক্তিও ডুবে যায় তখন অন্য ক্ষুদ্র সাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে আর কি ?

(প্রকাশ্যে)

ভগবান্ ! স্থির হোন্, স্থির হোন্ ॥ ৮২

শ্রীকৃষ্ণ—(আশ্বস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন।) ॥ ৮৩

(নেপথ্যে)

ধাত্রীমাতার হাতে হাত রেখে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীগণের দ্বারা পরিব্যাপ্তা হয়ে এবং দূরস্থিত সৈন্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে বিদর্ভরাজদুহিতা রুক্মিণী পার্ব্বতী মন্দিরে গমন করছেন ॥ ৮৪

শ্রীকৃষ্ণ—সখে সুপর্ণ (গরুড়) ! রুক্মী হতাশ হয়ে দুর্গামন্দিরকে দুর্গম করেছে—তবে এস—আমরা নটবেশ ধারণ করে এর মধ্যে প্রবেশ করি।

(এই বলে দুজনে গমন করলেন।) ৮৫

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টা চন্দ্রাবলী।) ৮৬

চন্দ্রাবলী—হলা মাহবি! সুদং মএ ভাদুএণ ভদ্দআলীসমারাহণস্স কোডিহোমং আরদ্ধং। ৮৭

মাধবী—ভট্টিদারিএ! বম্হণীও কৃখু এব্বং কধেন্তি। ৮৮

চন্দ্রাবলী—(স্বগতম্) গহিরং ণং হোমকুণ্ডং সুণিঅ চ্চেঅ পত্থিদম্হি। ৮৯

মাধবী—ভট্টিদারিএ! তধা-সিণিদ্ধেণ বি পুরিসুত্তমেণ কিংত্তি তুমং ণ উদ্দিসীঅসি? ৯০

চন্দ্রাবলী—(সংস্কৃতেন)—

শরণমিহ যো ভ্রাতুস্তস্য প্রতীপবিধায়িতা
হিতকৃদপি যা দেব্যাস্তস্যাঃ সমগ্রমুপেক্ষণম্।
গতিরবিকলা যো মে তস্য প্রিয়স্য চ বিস্মৃতি—
র্বত হতবিধৌ বামে সর্ব্বং প্রযাতি বিপর্য্যয়ম্॥ ৯১

চন্দ্রাবলীতি। হে সখি মাধবি! শ্রুতং ময়া ভ্রাতৃকেন ভদ্রকালীসমারাধনায় কোটিহোমং আরব্ধম্। ৮৭

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে রাজকন্যে! ব্রাহ্মণ্যঃ খলু এবং কথয়ন্তি। ৮৮

চন্দ্রাবলীতি। গভীরং এনং হোমকুণ্ডং শ্রুত্বা এব প্রস্থিতাস্মি। ৮৯

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে। তথা স্নিগ্ধেনাপি পুরুষোত্তমেন কিমিতি নোদ্দিশ্যসে। ৯০

(তারপর যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)। ৮৬

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! শুনেছি, আমার ভ্রাতা রুক্মী ভদ্রকালী দেবীর আরাধনার জন্য কোটি হোম আরম্ভ করেছেন ৮৭

মাধবী রাজকন্যে! ব্রাহ্মণীরাও তো এই কথাই বলছেন। ৮৮

চন্দ্রাবলী। (মনে মনে) আমি তো এই গভীর হোমকুণ্ড শুনেই এসেছি। ৮৯

মাধবী। রাজকুমারিকে! পুরুষোত্তম কি তোমার সন্ধান করছেন না? ৯০

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃত ভাষায়)

যে ভ্রাতা আমার রক্ষক ছিলেন তিনিই এখন আমার বিরুদ্ধ আচরণ করছেন। যে দেবী পরম হিতৈষিণী ছিলেন—তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করছেন দেখছি। যে প্রিয়তম আমার অনন্য গতি ছিলেন—তাঁরও দেখছি এখন বিস্মৃতি ঘটেছে! হায়! হায়! হতভাগ্য বিধি প্রতিকূল হওয়াতে সবই বিপরীত হয়ে গেল। ৯১

মাধবী—এদং পাসাদং পবিসিঅ চন্দভাঅং ণিবেদম্হ। ৯২

চন্দ্রাবলী—অজ্জে ভগ্গবি! বন্দাবেহি চন্দভাঅং চণ্ডিঅং ৯৩

ভার্গবী—দেবি চন্দ্রভাগে! নন্দয় বিদর্ভনন্দিনীং পরমাভীষ্টবরেণ। (ইতি বন্দনং কারয়তি) ৯৪

চন্দ্রাবলী—(সোপালম্ভং সংস্কৃতনে)

আকৌমারং ভগবতি ময়া হন্ত কৃষ্ণস্য হেতো—
বিশ্রম্ভেণ প্রবণমনসা যত্নমারাধিতাসি।
প্রত্যাসন্নঃ সরভসমসৌ তস্য পাকঃ প্রথীয়ান্
মাং দাক্ষিণ্যাদ্যদিহ ভবতী কৃষ্ণবর্ত্মন্যনৈষীৎ॥ ৯৫

মাধবী—পেক্খ, পেক্খ, পসাদাহিমুহীব্ব সংবুত্তা রুদ্দাণী। ৯৬

চন্দ্রাবলী—অজ্জে ভগ্গবি! তুম্হে এত্থ সব্বাণীং অব্ভত্থেধ, অহং গদুঅ কুণ্ডত্থিদং ভঅবন্তং পাবঅং পরিক্কমিস্সং। ৯৭

মাধবীতি। এতং প্রাসাদং প্রবিশ্য চন্দ্রভাগাং নিবেদয়ামঃ। ৯২

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে ভার্গবি! ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণপুত্রি বন্দয়স্ব চন্দ্রভাগাং চণ্ডিকাম্। ৯৩

ভার্গবীতি। বরেণ পত্যা পক্ষে অভীষ্টদানেন। ৯৪

চন্দ্রাবলীতি। আকৌমারং কৌমারমারভ্য। হে দেবি চন্দ্রভাগে। তস্যারাধনস্য অসৌ পাকঃ ফলম্ কৃষ্ণবর্ত্মন্যগ্নৌ পক্ষে কৃষ্ণস্য মার্গে। ৯৫

মাধবীতি। পশ্য, পশ্য,—প্রসাদাভিমুখী ইব সংবৃত্তা রুদ্রাণী। ৯৬

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে ভার্গবি! যূয়মত্র সর্ব্বাণীমভ্যর্থয়থ, অহং গত্বা কুণ্ডস্থিতং ভগবন্তং পাবকং পরিক্রমিষ্যামি। ৯৭

মাধবী। এই মন্দিরে প্রবেশ করে চন্দ্রভাগাকে নিবেদন করি। ৯২

চন্দ্রাবলী। আর্য্যে ভার্গবি! চন্দ্রভাগা চণ্ডীকে বন্দনা করাও। ৯৩

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! মনোমত বর দান করে বিদর্ভনন্দিনীকে আনন্দিত কর।

(এই বলে চন্দ্রাবলীকে প্রণাম করালেন)। ৯৪

চন্দ্রাবলী। (তিরস্কার করে সংস্কৃত ভাষায়)

ভগবতি! আমি যে বাল্যকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অভিলাষ করে বিশ্বাস করে একাগ্রভাবে আপনার আরাধনা করেছি—হায়! হায়! আজ কি আমার সে আরাধনার ফল বিপরীত ফলল? কারণ আপনি দেখছি আমাকে দয়া করে কৃষ্ণবর্ত্মে অর্থাৎ অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। ৯৫

মাধবী। দেখ দেখ সখি! মনে হচ্ছে রুদ্রাণী যেন প্রসন্না হয়েছেন। ৯৬

(ততঃ প্রবিশতো নর্ত্তকবেশৌ কৃষ্ণসুপর্ণৌ ।) ৯৮

শ্রীকৃষ্ণঃ—　পর্য্যশীলি পশুপালঘটায়াং কেলিরঙ্গঘটনায় ময়া যঃ ।
সুষ্ঠু সোঽয়মকরোৎ পরদুর্গে বেশয়ন্ সচিবতাং নটবেশঃ ॥ ৯৯

সুপর্ণঃ—দেব ! গাঢ়ং গঞ্জিতানি নটবেশেনারীণাং নেত্রাণি, নারীণান্তু রঞ্জিতানি । ১০০

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে বিহঙ্গপুঙ্গব ! পশ্য, প্রাদুর্ভবন্তি ভব্যানি শকুনানি । ১০১

সুপর্ণঃ—

নভসি রভসবদ্ভিঃ শ্লাঘ্যমানা মুনীন্দ্রৈ-র্মহিতকুবলয়াক্ষী কীর্ত্তিশুভ্রাংশুবক্ত্রা ।
নৃপকুলমিহ হিত্বা চেদিরাজপ্রধানং মুরদমন গমিষ্যত্যুৎসুকা ত্বাং জয়শ্রীঃ ॥ ১০২

কৃষ্ণ ইতি　পর্য্যশীলি সমভ্যস্তঃ । যো নটবেশঃ পরদুর্গে মাং প্রবেশয়ন্নিত্যন্বেয়ম্ । ৯৯

সুপর্ণ ইতি । গঞ্জিতানি তিরস্কৃতানি । রঞ্জিতানি সুখভূতানি । ১০০

কৃষ্ণ ইতি । ভব্যানি শুভসূচকানি । ১০১

সুপর্ণ ইতি । রভসবদ্ভিঃ কৌতুকবদ্ভিঃ । রুক্মিণীপক্ষে মহিতে কুবলয়ে ইবাক্ষিণী যস্যাঃ সা । জয়শ্রীঃ পক্ষে কুবলয়স্য ভূমণ্ডলস্য অক্ষিণী যয়া সা । পক্ষে মহিতা চাসৌ কুবলয়াক্ষী চেতি রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্ব-নিপাতঃ । সমাসোক্তিনামালঙ্কারঃ । ১০২

চন্দ্রাবলী । আর্য্যে ভার্গবি ! আপনারা এখন শর্ব্বাণীকে আরাধনা করুন—আমি গিয়ে কুণ্ডস্থিত ভগবান পাবককে প্রদক্ষিণ করি । ৯৭

(তারপর নর্ত্তকবেশে শ্রীকৃষ্ণ ও গরুড়ের প্রবেশ) । ৯৮

শ্রীকৃষ্ণ । আমি খেলাচ্ছলে গোপালকদের দলে যা অভ্যাস করেছিলাম—আজ সেই নটবেশ শত্রুপুরীর দুর্গে প্রবেশ করবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করল । ৯৯

গরুড় । ভগবন্ ! আপনার এই নটবেশ শত্রুদের নয়নকে তিরস্কৃত করছে আর নারীদের নয়নকে আনন্দিত করছে । ১০০

শ্রীকৃষ্ণ । ওগো সখে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ ! ঐ দেখ, মঙ্গল সূচনা করে পক্ষীর দল এসে উপস্থিত হয়েছে । ১০১

গরুড় । হে মুরারি ! আকাশমার্গে থেকে কৌতুকী মুনিশ্রেষ্ঠগণও যাকে স্নেহরসে সিঞ্চিত করছেন—সেই পঙ্কজনয়না কীর্ত্তিচন্দ্রমুখী বিজয়লক্ষ্মী উৎকণ্ঠিতা হয়ে আপনার কাছে গমন করছেন । ১০২

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! পশ্য, পশ্য—

ক্ষ্বেড়ামখণ্ডসমরাঃ কলয়ন্তি শূরাঃ সঙ্গীতিনঃ স্বরঘটামনুঘট্টয়ন্তি।
উচ্চৈঃ পঠন্তি শুভসূক্তকুলং দ্বিজেন্দ্রা রাষ্ট্রাণি কুণ্ডিনপুরী বধিরীকরোতি ॥ ১০৩

সুপর্ণঃ—(পুরো দৃষ্ট্বা) মৃড়ানী-মন্দিরাদেষা কুণ্ডিনেন্দ্রপুত্রী বহির্নিষ্ক্রামতি। ১০৪

শ্রীকৃষ্ণঃ—কামমিতঃ পরাঙ্গণাবিলোকনত্বিলাসান্নিবৃত্তিরেব শ্রেয়সী। (ইতি মুখং ব্যাবর্ত্ত্য) সখে ! ভবতৈব পক্ষাঞ্চলেনাকৃষ্য নৃপাভ্যামিয়ং সমর্প্যতাম্। ১০৫

সুপর্ণঃ—(নির্বর্ণ্য সবিস্ময়ম্)—

সৌন্দর্য্যাম্বুনিধের্বিধায় মথনং দম্ভেন দুগ্ধাম্বুধে—
গীর্বাণৈরুদহারি চারুচরিতা যা সারসম্পন্ময়ী।

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষ্বেড়াং সিংহনাদম্। কলয়ন্তি কুর্ব্বন্তি। অনুঘট্টয়ন্তি উচ্চারয়ন্তি। শুভসূক্তকুলং বেদভাগম্। রাষ্ট্রাণি রাজ্যানি। ১০৩

সুপর্ণ ইতি। দুগ্ধাম্বুধের্দম্ভেন ছলেন। উদহারি উত্থাপিতা। ১০৬

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! দেখ, দেখ,—পলায়ন পরাঙ্মুখ যোদ্ধাদের সিংহনাদে, গায়কদের স্বরের মূর্চ্ছনায় এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের বেদমন্ত্র পাঠে এই কুণ্ডিননগরী যেন বধির হবার উপক্রম হয়েছে। ১০৩

গরুড়। (সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে) বিদর্ভরাজপুত্রী চণ্ডিকামন্দির থেকে বাইরে আসছেন। ১০৪

শ্রীকৃষ্ণ। এখন পরস্ত্রী দর্শনরূপ লালসা ত্যাগ করাই মঙ্গল।

(এই বলে মুখ ফিরিয়ে)

সখে ! তুমি পক্ষ তাড়নার দ্বারা এই রাজকন্যাকে ক্রথ ও কৌশিক এই দুই রাজাকে সমর্পণ কর। ১০৫

গরুড়। (রুক্মিণীর রূপ দর্শন করে বিস্মিত হয়ে)

দেবতাগণ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে যেমন লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে লাভ করেছিলেন—তেমনি এখানেও সৌন্দর্য্য সমুদ্র মন্থন করে সুচরিতা লক্ষ্মীকে আহরণ করেছেন—আহা ! এই রাজকুমারী যেমন তাঁর সৌন্দর্য্যের দ্বারা লোকের নয়নের রঞ্জনতা সম্পাদন করেছেন স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরাণীও কিন্তু তেমন করে নয়নের প্রীতি বিধান করতে পারেন নি। ১০৬

সা লক্ষ্মীরপি চক্ষুষাং চিরচমৎকারক্রিয়াচাতুরীং
ধত্তে হন্ত তথা ন কান্তিভিরিয়ং রাজ্ঞঃ কুমারী যথা॥ ১০৬

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! ভবতু. কিমেতেন যদেষ রূপমাত্রেণ ন হার্য্যো হরিঃ। ১০৭

চন্দ্রাবলী—হলা মাহবি ! সো বুন্দাবণবীঅসংভূদো মে বউলপোদো তুএ পালণিজ্জো। ১০৮

মাধবী (সাস্রম্) ভট্টিদারিএ ! পসীদ পসীদ, পড়িবালেহি সুণন্দং জং এথ মজ্ঝবট্টিণী ভঅবদী বিহাবরী। ১০৯

চন্দ্রাবলী—মুদ্ধে ! অন্তেউরে ণ কৃখু সুলহং এদং মঙ্গলং মে অমিঅকুণ্ডং।

(ইতি মাস্রং সংস্কৃতেন)

ত্বদ্দিগ্‌বোধেঽপ্যকুশলমতিঃ সঙ্গময্য স্বগোষ্ঠে
দূরাদ্‌বাঢ়ং কিমিতি কৃপয়া পূর্ব্বমঙ্গীকৃতাহম্।
নীত্বা দেশান্তরমিদমুপক্ষিপ্য সঙ্গাদিদানীম্

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি ! বৃন্দাবনবীজসম্ভূতো মে বকুলপোতঃ। পাঠান্তরে পাদপস্ত্বয়া পালনীয়ঃ। ১০৮

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে রাজকন্যে ! প্রসীদ প্রসীদ। প্রতিপালয় সুনন্দং যদত্র বধ্যবর্ত্তিনী ভগবতী বিভাবরী। ভগবত্যা সা ত্বদভীষ্টঃ পূরয়িষ্যতীতি ব্যঞ্জিতম্। তস্মাদধুনৈবানলকুণ্ডে মা পতেতি প্রতিধ্বনিতম্। ১০৯

চন্দ্রাবলীতি। মুগ্ধে ! অন্তঃপুরে ন খলু সুলভমেতৎ মেঽমৃতকুণ্ডম্. বহ্নেরমৃতত্বেনাধ্যবসানং শরীরনাশ-কারিত্বেন বিরহদুঃখনাশকত্বাৎ। সঙ্গময্য প্রাপয্য। ১১০

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! যাই হোক্ ! তার আর প্রয়োজন হবে না, কারণ রূপ মাত্র দেখে কৃষ্ণ কখনও মুগ্ধ হন না। ১০৭

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি ! বৃন্দাবনের বীজ থেকে জন্মেছে যে এই বকুল গাছ—তাকে যত্ন করে রক্ষা করো। ১০৮

মাধবী। (অশ্রু বিসর্জন করতে করতে) রাজতনয়ে ! প্রসন্না হও, প্রসন্না হও ! সুনন্দ ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষা কর—কারণ ভগবতী বিভাবরী (রাত্রি) মাঝপথে এসেছেন—অর্থাৎ এর মধ্যে গৌর্নমাসী আছেন। ১০৯

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে ! অন্তঃপুরে আমার পক্ষে এই অমৃতকুণ্ডরূপ মঙ্গল সুলভ নয়।

(এই বলে রোদন করতে করতে সংস্কৃত ভাষায়)

কিংবা দামোদর গুণনিধে হা ত্বয়া বিস্মৃতাস্মি ॥ ১১০

(নেপথ্যে কলকলঃ) ১১১

শ্রীকৃষ্ণঃ—পৌরস্ত্রীণামৌৎসুক্যমিদম্। ১১২
সুপর্ণঃ—দেব ! পশ্য, পশ্য,—

বক্ত্রাণি ভান্তি পরিতো হরিণেক্ষণানামারূঢ়হর্ম্ম্যশিরসাং ভবদীক্ষণায়।
যৈর্নির্ম্মিতানি তরসা সরসীরুহাক্ষ চন্দ্রাবলীপরিচিতানি নভস্তলানি ॥ ১১৩

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সোৎকণ্ঠম্) হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলী ! হা পদ্মাসখি ! কথং কঠোরেণ ময়া বিস্মৃতাসি ? তদদ্যৈব দ্বারবতীমাসাদ্য তবোদ্দেশায় চরানাচরিষ্যামি। ১১৪

চন্দ্রাবলী—ণং সমিদ্ধং পুরদো কুণ্ডং পেক্‌খন্তী ণিবুবদম্‌হি। ১১৫
শ্রীকৃষ্ণঃ—(সাশঙ্কম্) সখে ! কথমনুভূতপূর্ব্বেব কাপি শিঞ্জিতসারণী প্রসর্পা মামার্দ্রীকরোতি। ১১৬

সুপর্ণ ইতি। বক্ত্রাণি ! চন্দ্রাবলীরূপেণ পরিচিতানি ব্যাপ্তানি। ১১৩
কৃষ্ণ ইতি। আচরিষ্যামি প্রস্থাপয়িষ্যামি। ১১৪
চন্দ্রাবলীতি। এনং সমৃদ্ধং উজ্জ্বলিতং পুরতঃ কুণ্ডং পশ্যন্তী দির্বৃতাস্মি। ১১৫
কৃষ্ণ ইতি। সারণী তু নদীভেদে ইতি কোষঃ। ১১৬

ওগো দামোদর ! তোমার দিক বোধগম্য করতে আমার বুদ্ধি অপটু তবু তুমি আমাকে এর আগে দূর থেকে নিজ গোষ্ঠে এনে কৃপা করে অঙ্গীকার করেছিলে—, হা গুণসাগর ! এখন কেন এ মন্দভাগাকে অন্য দেশে দূরে সরিয়ে রেখে মিলিত হবার বিষয় ভুলে গেলে ? ১১০

(নেপথ্যে কলকল শব্দ) ১১১

শ্রীকৃষ্ণ। এ তো দেখছি—পুররমণীদের আনন্দভরা বাণী। ১১২

গরুড়। দেব ! দেখুন, দেখুন,—

হরিণনয়নী নাগরীগণ আপনাকে দেখবার জন্য প্রাসাদশিখরে আরোহণ করেছে—তাদেরই বদন-সমূহ যেন চন্দ্রাবলীরূপে পরিচিত হয়ে হঠাৎ আকাশমণ্ডলকে আলোকিত করেছে। ১১৩

শ্রীকৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) হা প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ! হা পদ্মাসখি ! এ নিঠুরজন কেন তোমাকে বিস্মৃত হবে ? আজই দ্বারকায় গিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করব। ১১৪

চন্দ্রাবলী। যাই হোক্—সামনে এই অগ্নিকুণ্ড দেখে পরম শান্তি পেলাম। ১১৫

সুপর্ণঃ—নিবেদিতমেব দেবস্য, যদত্র জগত্রয়েঽপ্যস্য বাঢ়মনর্ঘস্য কুমারীরত্নস্য পশ্যামি নান্যমর্ঘ্যহরম্। ১১৭

শ্রীকৃষ্ণঃ—তর্হি দৃশা পরীক্ষণীয়ম্। (ইত্যপাঙ্গং সঞ্চারয়ন্) অয়ে! কথং গোকুলবিলাসিনীসাধারণ-মাধুর্য্যমুদ্রামণ্ডিতেয়ং কুমারী হৃদয়ং মমোন্মাদয়তি! (পুনঃ সানুরাগং নিরূপ্য) হন্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভা! (ইতি সম্ভ্রমমভিনীয়) ১১৮

চেতশ্চন্দ্রমণেদ্র্বং বিরচয়ত্যুচ্চৈঃ স্মরাম্ভোনিধেঃ
সংরম্ভং বিতনোতি নেত্রকুমুদস্যামোদমধ্যস্যতি।
উল্লাসং পরিতঃ প্রপঞ্চয়তি মে রোমৌষধীনাঞ্চ যা।
সেয়ং চন্দনপঙ্কশীতলকরা লব্ধাদ্য চন্দ্রাবলী।

সুপর্ণ ইতি। অর্ঘ্যহরং মূল্যপ্রদং। মূল্যে পূজাবিধাবর্ঘ্য ইত্যমরঃ। অভ্যাসং সমীপম্। ১১৭।১১৯

শ্রীকৃষ্ণ। (শঙ্কার সঙ্গে) সখে! পূর্ব্বের অনুভূত অলঙ্কারাদির ধ্বনিরূপা নদী যেন হঠাৎ আমাকে দ্রবীভূত করল। ১১৬

গরুড়। ভগবন্! আমি তো পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি—এই অমূল্য কুমারীরত্নের মূল্য দিতে পারে এমন পাণিগ্রাহক তো ত্রিভুবনের মধ্যে আমি আর অন্য কাউকে দেখি না। ১১৭

শ্রীকৃষ্ণ। তবে একবার চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে নিই।

(এই বলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)

আহা! গোকুলবিলাসিনী রমণীর মত মাধুরী মণ্ডিতা এই কুমারী যে আমার হৃদয়কে উন্মাদিত করতে লাগল—

(পুনরায় অনুরাগের সঙ্গে দেখে)

এ কি আশ্চর্য্য! ইনি যে আমার সেই প্রাণবল্লভা। এই বলে সম্ভ্রমের সঙ্গে—

যিনি আমার চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণিকে অত্যন্ত গলিয়ে দিচ্ছেন, আমার কন্দর্পসাগরের বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছেন—যিনি আমার নয়ন কুমুদের আনন্দ দান করেছেন—রোমাবলীরূপ ওষধিকে উল্লসিত করেছেন—সেই চন্দ্রিমাশীতলকরস্পর্শিনী চন্দ্রাবলীকে আজ লাভ করলাম।

যাই হোক্—কাছে গিয়ে এঁর মাধুর্য্য দর্শন করি।

(এই বলে গমন করতে লাগলেন।) ১১৯

মাধবী। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখে মনে মনে) এই ত্রিভুবনসুন্দর নটরাজ কোথা থেকে আসছেন? ১২০

চন্দ্রাবলী। হে ভগবন্ পাবক! যিনি কোটী কন্দর্পকে নিজ মাধুর্য্যে পরাজিত করেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের পাশে এই জনকে (আমাকে) নিয়ে যাও—কারণ আমি তাঁরই একান্ত

তদভ্যাসমভ্যুপেত্য মাধুর্য্যমস্যাঃ পর্য্যালোচয়ামি। (ইতি পরিক্রামতি।) ১১৯

মাধবী—(কৃষ্ণং বিলোক্য স্বগতম্) কুদো আঅদো এসো তিল্লোঅসুন্দরো ণচ্চঅরাও ? ১২০

চন্দ্রাবলী—ভঅবং হব্ববাহ। তস্স কন্দপকোডিসুন্দরস্স পআররিন্দ-জুঅলস্স পাসে ইমং বহেহি তদেক্কসরণং জণং। (ইতি পাবকং প্রণম্য) হা ভঅবদি পোণ্ণমাসি ! এত্থ ওসরে কহিং গদাসি ? ১২১

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সখেদমাত্মগতম্) হন্ত ! সত্যমেব মহাসাহসে কৃতাধ্যবসায়া সেয়মাশুশুক্ষণিং প্রদক্ষিণী করোতি, তদহমুপেত্য ভুজাভ্যামাবৃণোমি। ১২২

চন্দ্রাবলী—(বাষ্পধারামভিনয়ন্তী সবৈক্লব্যম্) হা বহিণি রাহে ! ণ জাত্তু মিলিদাসি, হা পিঅসহি পউমে ! কহিং বট্টসি ? হা অম্ম গোউলেসরি ! ণ দিট্‌ঠাসি, হা পরাণণাধ সিহণ্ড !

(ইত্যর্দ্ধোক্তে বাক্‌স্তম্ভং নাটয়ন্তী সব্যামোহম্)

মন্দম্হিদ-মঅরন্দে পঅর-মঅর-কণ্ণিআ সিরীসরণে।
তস্সিং চ্চেঅ মুহপউমে ভমরউ মহ পড়িভবং ণঅণং ॥ ১২৩

মাধবীতি। কৃত আগত এব ত্রিলোকসুন্দরো নর্ত্তকরাজঃ। ১২০

চন্দ্রাবলীতি। ভগবন্ হব্যবাহন ! তস্য কন্দর্পকোটিসুন্দরস্য পাদারবিন্দযুগলপার্শ্বে ইমং বহ প্রাপয় ইত্যর্থঃ, তদেকশরণং জনম্। হা ভগবতি পৌর্ণমাসি। অত্রাবসরে কুত্র গতাসি। ১২১

চন্দ্রাবলীতি। হা ভগিনি রাধে ! ন জাতু মিলিতাসি, হা প্রিয়সখি পদ্মে ! কুত্র বর্ত্তসে ; হা অম্বে গোকুলেশ্বরি ! ন দৃষ্টাসি, হা প্রাণনাথ শিখণ্ড ! মন্দস্মিতমকরন্দে প্রবর মকর কর্ণিকাশ্রীঃ শ্রবণে তস্মিন্নিব মুখপদ্মে ভ্রময়তু মম প্রতিভবং নয়নম্। ১২৩

আশ্রিত।

(এই বলে অগ্নিকে প্রণাম করলেন)

হা ভগবতি পৌর্ণমাসি ! আপনি এ সময় কোথায় গেলেন ? ১২১

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সঙ্গে মনে মনে, হায় হায়, এ যে দেখছি—সত্যি সত্যি ইনি মহাসাহসে দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়ে অগ্নি পরিক্রমা করছেন—আমি গিয়ে বাহু দিয়ে এঁকে অবরোধ করি। ১২২

চন্দ্রাবলী। (অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করতে করতে ব্যাকুল হয়ে) হায় ভগিনি রাধে ! তোমার সঙ্গে তো কখনও মিলন হল না ? হায় প্রিয়সখি পদ্মে ! তুমি কোথায় আছ ? হায় মাগো গোকুলেশ্বরী। আপনাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না ? হা প্রাণনাথ শিখণ্ড।

(এইভাবে আধখানা বলবার পর চূড় শব্দ বলতে না পেরে বাক্‌স্তম্ভ প্রকাশ করে মোহের সঙ্গে)

যাঁর মৃদুমন্দ হাসি মকরন্দের মত অর্থাৎ মধুধারার মত, এবং মকরাকৃতি কুণ্ডল সুশোভন কর্ণিকার মত—সেই শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মে জন্মে জন্মে আমার নয়ন ভ্রমণ করুক। ১২৩

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সসম্ভ্রমং কণ্ঠে পরিষ্বজ্য) কুরঙ্গাক্ষি ! মা জ্বালয় জগন্তি । ১২৪

মাধবী—(সরোষম্) রে মহাসাহসিঅ ধিট্ঠ-ণচ্চঅজুআণ ! মুঞ্চ ণং মহারাঅ-পুত্তিঅং । ১২৫

শ্রীকৃষ্ণ—(সাস্রম্)

> অয়ং কণ্ঠে লগ্নঃ শশিমুখি জনস্তে প্রণয়বান্
> যদপ্রাপ্ত্যা ধন্যাং তনুমতনুরূপাং তৃণয়সি ।
> প্রসীদাস্ত প্রাণেশ্বরি বিরম মাস্মিন্নুনুগতে
> কৃথাঃ পত্যাবত্যাহিতমিদমুরো মে বিদলতি ॥ ১২৬

চন্দ্রাবলী—(অশ্রুতিমভিনীয়) মাহবি ! মুঞ্চ মুঞ্চ, মা কখু দুক্খাবেহি, জং সম্ভাবিদ-বহুপচ্চূহো এসো মুহুত্তো । (ইতি নিজাঙ্গুলেরাভরণমাকৃষ্য) হলা ! এসা রঅণমুদ্দিআ জধা পুরিসুত্ত-মস্স দিট্ঠিমগ্গং লহেদি, তধা তুএ কাদব্বং । (ইতি হরিহস্তাঙ্গুলৌ মুদ্রাং নিবেশয়ন্তী সশঙ্কমাত্মগতম্) কধং কঢিণো হত্থস্স প্‌ফংসো ! (ইত্যশ্রুধারামুন্মৃজ্য পশ্যন্তী সোৎক্রোশম্) কধং সো জেব্ব মে জীবিদেসরো মং পরিরম্ভিঅ বাহরদি । (ইত্যানন্দমূর্চ্ছাং নাটয়ন্তী ভূতলে পততি ।) ১২৭

মাধবীতি । রে মহাসাহসিক ধৃষ্ট নর্ত্তকযুবন্ ! মুঞ্চ এনাং মহারাজ-পুত্রিকাম্ । ১২৫

কৃষ্ণ ইতি । অত্যাহিতং মহাভীতিরিত্যমরঃ । ১২৬

চন্দ্রাবলীতি । মাধবি ! মুঞ্চ, মুঞ্চ, মা খলু দুঃখাপয় যৎ সম্ভাবিত-বহু-প্রত্যূহ এষ মুহূর্ত্তঃ । সখি ! এষা রত্নমুদ্রিকা যথা পুরুষোত্তমস্য দৃষ্টিমার্গং লভতে তথা ত্বয়া কর্ত্তব্যম্ । কথং কঠিনো হস্তস্য স্পর্শঃ । কথং স এব মে জীবিতেশ্বরো মাং পরিরভ্য ব্যাহরতি । ১২৭

শ্রীকৃষ্ণ । (সম্ভ্রমের সঙ্গে কণ্ঠ আলিঙ্গন করে) ওগো এণাক্ষি ? জগৎকে এভাবে দগ্ধ করো না । ১২৪

মাধবী । (সরোষে) অরে দুষ্ট নটরাজ ! এই রাজকন্যাকে পরিত্যাগ কর ! ১২৫

শ্রীকৃষ্ণ । (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে)

ওগো চন্দ্রবদনে ! এই প্রেমাস্পদ তোমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে—তুমি যাকে না পেয়ে নিজের অনুপম রূপবতী তনুকে তুচ্ছ মনে করছ—ওগো প্রাণাধিকে ! আজ আর এই অনুগত পতিকে ভয় দেখিও না—প্রসন্না হও—তোমার এই চেষ্টা দেখেই আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে । ১২৬

মাধবী—(সানন্দম্) অম্মহে ! অচ্চরিআ বিহিণো চরিআ। ১২৮

(ততঃ প্রবিশতি ভীষ্মকেণানুসর্য্যমাণা পৌর্ণমাসী।) ১২৯

পৌর্ণমাসী— উদঞ্চন্মাধুর্য্যং বিকসিত-নবাম্ভোরুহপদং
নুদন্তং সন্তাপানবিহত-রথাঙ্গ-প্রণয়িনম্।
অজীবন্মোহান্ধা হরিমনুসরন্তী বরতনু-
র্যথা বারাং পূরং স্থলবিলুঠদঙ্গী শফরিকা ॥

(ইত্যুপসৃত্য)—বৎসে চন্দ্রাবলি ! মাধবাদবাপ্তপ্রসাদয়া ত্বয়া সন্দীপিতেয়ং সান্দীপনি-জননী ক্ষণদা ; তদুত্থীয়তাম্। (ইতি ভুজাভ্যামুত্থাপয়তি।) ১৩০

চন্দ্রাবলী—(পুরো দৃষ্ট্বা স্বগতম্) কধং এথ তাদো মে বিদন্তণাধো !

(ইতি লজ্জামভিনীয় পৌর্ণমাসীমন্তরা করোতি।) ১৩১

মাধবীতি। মাতঃ আশ্চর্য্যং বিধেশ্চর্য্যা। ১২৮

পৌর্ণেতি। শফরিকা প্রোষ্ঠী নাম মৎস্যবিশেষঃ।

মাধবাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ পক্ষে বসন্তাৎ। প্রসাদঃ প্রসন্নতা প্রকাশশ্চ, ক্ষণদা রাত্রিঃ, পক্ষে উৎসবদা। ১৩০

চন্দ্রাবলীতি। কথমত্র তাতো মে বিদর্ভনাথঃ। ১৩১

চন্দ্রাবলী। (শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে) মাধবী ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আর দুঃখ দিও না—কারণ এই মুহূর্ত্তে আরও বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা আছে।

(এই বলে নিজের আঙ্গুল থেকে আভরণ (অঙ্গুরীয়ক) উন্মোচন করে)

সখি ! এই রত্নমূদ্রা যাতে পুরুষোত্তমের দৃষ্টি লাভ করতে পারে তুমি সেইরকম করবে।

(এই বলে শ্রীকৃষ্ণের হাতের আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়ক প্রবেশ করিয়ে মনে মনে।)

এ কি ! হাতের স্পর্শ এত কঠিন মনে হল কেন ?

(তারপর অশ্রুধারা মার্জ্জন করে দেখে উচ্চৈঃস্বরে)

এ কি ! আমার সেই প্রাণেশ্বর ! আমাকে আলিঙ্গন করে কথা বলছেন !

(এই বলে আনন্দমূর্চ্ছা অভিনয় করে মাটীতে পড়ে গেলেন।) ১২৭

মাধবী। (আনন্দের সঙ্গে) ও মা ! বিধাতার এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা ! ১২৮

(তারপর ভীষ্মকরাজের সঙ্গে পৌর্ণমাসী দেবীর প্রবেশ) ১২৯

পৌর্ণমাসী ! যাঁর চরণযুগলে ফুটন্ত পদ্মের শোভা, যিনি চক্রধারণ করে সকল সন্তাপ দূর করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সামনে দর্শন করে এই বরতনু চন্দ্রাবলী ভূমিতে পতিতা হয়েও জীবন ধারণ

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সবিস্ময়ম্) ভগবতি ! কথং ত্বমত্রাগতাসি ? ১৩২

পৌর্ণমাসী—হন্ত গোকুলচন্দ্র ! চন্দ্রাবলীস্নেহেন। ১৩৩

ভীষ্মকঃ—(সাদরম্)

অবিদিতস্তনয়ামনয়ান্বয়-ন্নুপকৃতিং কৃতবান্ মম জাম্ববান্।
মুনিমনঃপ্রণিধেয়-পদাম্বুজ,-স্ত্বমসি যেন বরো দুহিতুর্বরঃ॥ ১৩৪

পৌর্ণমাসী—কুণ্ডিনেন্দ্র ! সত্যং পুণ্যবতাং শিখামণিরসি। তদিয়ং সমর্প্যতাং নিজকুলকৈরবচন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী রাজেন্দ্রায়। ১৩৫

ভীষ্মক ইতি। অনয়াৎ, অন্যায়াৎ যেন উপকারেণ। ১৩৪

করে আছেন—যেমন মাটিতে পড়ে গেলেও শফরী সামনে জল দেখে জীবনধারণ করে।

(এই বলে কাছে গিয়ে)

বাছা চন্দ্রাবলি ! তুমি মাধবের প্রসাদ লাভ করেছ দেখে সান্দীপনি জননী পৌর্ণমাসী আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি—অতএব এইবারে ওঠো।

(এই বলে বাহু দিয়ে ওঠালেন) ১৩০

চন্দ্রাবলী। (সামনে দেখে মনে মনে) এখানে আমার পিতা বিদর্ভনাথ কেন ?
(এই বলে লজ্জার ভাব দেখিয়ে পৌর্ণমাসীকে সামনে রেখে পিছনে দাঁড়ালেন।) ১৩১

শ্রীকৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে) ভগবতি ! আপনি এখানে কেমন করে এলেন ! ১৩২

পৌর্ণমাসী। হায় গোকুলচাঁদ ! চন্দ্রাবলীর স্নেহের আকর্ষণেই এখানে এসেছি। ১৩৩

ভীষ্মক। (আদরের সঙ্গে)

জাম্ববান্ যে গোপনে অন্যায় করে আমার কন্যাকে হরণ করেছে—তাতে উপকারই হয়েছে—কারণ তার ফলেই মুনিধ্যেয় পাদপদ্ম আপনি আমার কন্যার উৎকৃষ্ট বর হলেন। ১৩৪

পৌর্ণমাসী। ওহে কুণ্ডিনরাজ ! সত্যি ! পুণ্যবানদের মধ্যে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ! এখন নিজ বংশের উজ্জ্বলকারিণী চন্দ্রিকাসদৃশা যে চন্দ্রাবলী তাকে রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হাতে সমর্পণ কর। ১৩৫

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) তাং জীবিতবল্লভামন্তরেণ চন্দ্রাবলীমঙ্গীকর্ত্তুং প্রবর্ত্তমানমপি মানসং মে নাপরাধ্যতি, যদিয়ং তস্যাঃ সোদরা। ১৩৬

ভীষ্মকঃ—(সবিনয়ম্)

অয়মিহ কিল কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ, সমুচিত ইতি লক্ষ্মীকান্ত বিজ্ঞাপয়ামি।
মম দুহিতুরনুজ্ঞোল্লঙ্ঘনাদঙ্গনায়াঃ, কথমপি ন পরস্যাঃ পণিসঙ্গো বিধেয়ঃ॥ ১৩৭

(শ্রীকৃষ্ণঃ পৌর্ণমাসীমুখমীক্ষতে।) ১৩৮

পৌর্ণমাসী—মুকুন্দ! গোকুলকুমারীকুলানি চন্দ্রাবলীমাত্র-শেষাণি দুর্বিদগ্ধেন বিধিনা কৃতানি; তদত্র কা ক্ষতি? ১৩৯

শ্রীকৃষ্ণঃ—রাজন্! তথাস্তু! ১৪০

কৃষ্ণ ইতি। নাপরাধ্যতি নাপরাধং মন্যতে। ১৩৬

ভীষ্মক ইতি। নিবন্ধঃ পণঃ। মম দুহিতুশ্চন্দ্রাবল্যা অনুজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরস্যা অঙ্গনায়াঃ পাণিগ্রহণং মা কুর্যাঃ। ইতি কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ সময়ঃ তৎ নিবেদয়ামি। ১৩৭

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) আমার প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধাকে বাদ দিয়ে চন্দ্রাবলীকে গ্রহণ করতে অভিলাষী আমার হৃদয় অপরাধী হবে না নিশ্চয়ই—কারণ চন্দ্রাবলী তো তাঁরই সহোদরা। ১৩৬

ভীষ্মক। (বিনয়ের সঙ্গে)

লক্ষ্মীপতি! এখন আমার কন্যার আত্মীয়স্বজনের পণ আপনার কাছে নিবেদন করে রাখি—আপনি আমার কন্যার বিনা অনুমতিতে কোন উপায়ে অন্য কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারবেন না। ১৩৭

শ্রীকৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।) ১৩৮

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! তোমার এ পণ স্বীকার করায় কোন ক্ষতিই নেই। কারণ বেরসিক বিধাতা পুরুষ সকল গোপকুমারীকে চন্দ্রাবলীমাত্রে অবশিষ্ট করেছেন অর্থাৎ একমাত্র চন্দ্রাবলীই অবশিষ্ট আছেন। ১৩৯

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা তাই হবে রাজন্। ১৪০

গরুড়। মহারাজ। শুনুন—

বিদর্ভকন্যা যখন নিজসুহৃদের অঙ্গসুখলাভের জন্য সবিনয়ে এই শ্রীকান্তকে প্রার্থনা করবেন হে রাজন্! তখন তোমার এই ভয়ানক পণ বজায় থাকবে না। ১৪১

সুপর্ণঃ—রাজন্নবধীয়তাম্—

শ্রীনাথে বিনয়ভরেণ নাথিতেঽস্মিন্, বৈদর্ভ্যা নিজসুহৃদঙ্গসঙ্গমায়।
তত্রায়ং ভজতি ভয়ঙ্করঃ প্রকামং, বিশ্রামং ক্ষিতিপতিচন্দ্র তে নিবন্ধঃ॥ ১৪১

ভীষ্মকঃ—তথাস্তু! (ইতি সাদরমভ্যুপেত্য) দেব! কৃপয়া পরিগৃহ্যতামিয়ং পরিচর্য্যোচিতা কিঙ্করী। (ইতি চন্দ্রাবলীং সমর্পয়তি।) ১৪২

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সাদরমঙ্গীকৃত্য) রাজন্নমুজানীহি, দ্বারকাং প্রযামি। (ইতি সপরিবারো নিষ্ক্রান্তঃ।) ১৪৩

(নেপথ্যে)

সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে
তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী।
কা ভীঃ কা ভীরয়ময়মহং হা ত্বরধ্বং ত্বরধ্বং
রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতহৃতা কামিনা বল্লবেন॥ ১৪৪

সুপর্ণ ইতি। বৈদর্ভ্যা নিজসুহৃদঙ্গসঙ্গায় অস্মিন্ শ্রীনাথে নাথিতে সতি অয়ং তে নির্ব্বন্ধো বিশ্রামং ভজতি ভবিষ্যতি। ১৪১

ভীষ্মক। আচ্ছা তাই হবে।

(নিকটে গিয়ে)

ভগবন্! কৃপা করে সেবাযোগ্যা এই দাসীকে গ্রহণ করুন।

(এই বলে চন্দ্রাবলীকে সমর্পণ করলেন।) ১৪২

শ্রীকৃষ্ণ। (আদর করে গ্রহণ করে) রাজন্! এবারে অনুমতি করুন—দ্বারকায় গমন করি।

(এই বলে সপরিবারে প্রস্থান করলেন!) ১৪৩

(নেপথ্যে)

এই আমার অশ্ব, এই আমার অশ্ব, এই অমার হস্তী এই আমার হস্তী, ওহে, এই ধনু—এই ধনু, এই ছুরিকা এই ছুরিকা—ভয় কিসের ভয় কিসের! হায় কি কষ্ট! তাড়াতাড়ি কর—তাড়াতাড়ি কর—একটা লম্পট গোপ রাজকন্যাকে হরণ করে নিয়ে গেল! ১৪৪

ভীষ্মকঃ—কথমুপাত্ত-সম্ভ্রমাণাং রাজ্ঞাং কোলাহলঃ প্রথীয়ানভূৎ ? (নেপথ্যাভিমুখমালোক্য) কথং যদুসৈন্যমাকর্ষন্ সঙ্কর্ষণঃ সমগংস্ত ? (পুনরবধায় সস্মিতম্)

বিলে ক নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীড়িকাঃ পীড়িতাঃ
পিনষ্মি জগদণ্ডকং ন ন হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।
শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিং স্বমিত্যুন্নদ-
নুদেতি মদডম্বরস্খলিতচূড়মগ্রে হলী। ১৪৫

(পুনর্নেপথ্যে)

বিক্রোশন্ দন্তবক্রঃ কলিতভয়ভরো হন্ত বক্রঃ কিলাসীৎ
পিণ্ডীশূরঃ শৃগালী স্খলিতরথগতির্মাগধো বাগধোঽভূৎ।

(নেপথ্যে) সপ্তিঃ সপ্তিরিত্যাদি ত্বরয়া বীপ্সা। হয়সৈন্ধবসপ্তয় ইত্যমরঃ। ১৪৪

ভীষ্মক ইতি। উপাত্তঃ সম্ভ্রমো যৈস্তেষাম্।

(নেপথ্যে) বিলে ইতি। বিলিল্যিরে বিলয়ং প্রাপুঃ। মদাতিশয়েন স্খলিতা চূড়া যত্র তদ্‌যথা তথা। হলী বলদেবঃ। ১৪৫

ভীষ্মক। একি! সম্মানিত রাজাদের মধ্যে এত কোলাহল বেড়ে উঠল কি করে ?

(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করে)

কি আশ্চর্য্য! যাদব সৈন্যকে আকর্ষণ করতে করতে বলদেব এসে উপস্থিত হলেন।

(পুনরায় দেখে হাসতে হাসতে)

ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করব—হরি ক্রুদ্ধ হবেন না—ক্রুদ্ধ হবেন না—ওরে শচীর একান্ত বশীভূত ইন্দ্র! তুই আর হাসিস না—(এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে গর্ব্বভরে স্খলিতচূড় হয়ে বলদেব এসে উপস্থিত হলেন—এই অবস্থা দেখে রাজারা ব্যথা পেয়ে পিপীলিকার মত গর্ত্তে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। ১৪৫

(পুনরায় নেপথ্যে)

শ্রীকৃষ্ণ যখন হাস্য করতে করতে শত্রুনিধনতৎপর শার্ঙ্গধনুর আস্ফালন করছিলেন—তখন হায়! দন্তবক্র কি হল বলে চিৎকার করতে করতে ভয়ে বক্র হয়ে গেল—ভোজনবিলাসী যুদ্ধপরাঙ্মুখ জরাসন্ধ রথের গতি স্তব্ধ হওয়ায় অবাক্ হয়ে রইল—আর নিষ্ঠুর রাজারা যুদ্ধ ত্যাগ করে কৃপাণগুলিকে দূরে

দূরাদৌজ্ঝন্নৃপাণাং কুলমধিসমরং নিষ্কৃপাণাং কৃপাণান্
ধুন্বানে শাঙ্গধন্বণ্যরি-নিধনধরং হাস্যরঙ্গেণ সার্দ্ধম্ ॥ ১৪৬

ভীষ্মকঃ—(সানন্দম্) নিবৃত্তচিন্তোঽস্মিঃ সংবৃত্তঃ। ১৪৭

(নেপথ্যে)

খণ্ডিতেন বিনিবদ্ধবাসসা পণ্ডিতেন রণরঙ্গকর্মণি।
কেশবেন রচিতার্দ্ধমুণ্ডনঃ কুণ্ডিনেশ্বরসুতো বিড়ম্বিতঃ। ১৪৮

ভীষ্মকঃ—(সশঙ্কম্) সান্ত্বয়িতুমুচিতোঽয়ং কুলকালিমা কুমারঃ, কদাচিদ্‌ব্রীড়য়াসৌ মনস্বী প্রাণানপি জহ্যাৎ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ১৪৯

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)। ১৫০

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকে চন্দ্রাবলীলাভো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ১৫১

(পুনর্নেপথ্যে)—বিক্রোশন্নিতি। পিণ্ডীশূরঃ ভোজনমাত্রপটুঃ। শৃগালীরণাৎ পলায়নপরঃ শৃগালীতি নিগদ্যতে। বাগধো বাক্‌রহিতঃ। নৃপাণাং কুলং সমরমধিকৃত্য কৃপাণানৌজ্ঝৎ। কৃপাণী কর্ত্তরী সমে। ১৪৬
(নেপথ্যে) খণ্ডিতেনেতি। বিড়ম্বিতঃ বিড়ম্বং প্রাপিতঃ। ১৪৮
ভীষ্মক ইতি। ব্রীড়য়া লজ্জয়া। মনস্বী অহঙ্কারী। ১৪৯

নিক্ষেপ করতে লাগল। ১৪৬

ভীষ্মক—(আনন্দের সঙ্গে) এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ১৪৭

(নেপথ্যে)

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ। বিদর্ভরাজকুমার রুক্মিকে বন্ধন করে অর্দ্ধমস্তক মুণ্ডন করে বিড়ম্বিত করেছেন। ১৪৮

ভীষ্মক—(শঙ্কার সঙ্গে) এই কুলকলঙ্ক কুমারটাকে সান্ত্বনা করা উচিত—কি জানি এই অভিমানী লজ্জাবশে প্রাণ ত্যাগও করতে পারে।

(এই বলে প্রস্থান) ১৪৯

তারপর সকলের প্রস্থান। ১৫০

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধব নাটকে চন্দ্রাবলীলাভা নামক পঞ্চম অঙ্ক। ১৫১

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ)

উদ্ধবঃ— যাচন্তে দনুজব্রজাদভয়তাং যং বজ্রহস্তাদয়ঃ
সোঽয়ং হন্ত বরাক-মাগধ-ভয়াদ্দুর্গং ভজত্যম্বুধৌ।
বুদ্ধিং যস্য কিলোপজীবতি জগন্মন্ত্রে স গৃহ্ণাতি মাং
কঃ প্রত্যেতু জনঃ সুদুর্গমমতেঃ কৃষ্ণস্য লীলায়িতম্॥

(বিমৃশ্য) অয়ে! সম্প্রতি সচিন্তেন চেতসা দেবর্ষিং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। (আকাশে) কিং ব্রবীষি? সুধর্মাসীমনি স ভগবান্ বর্ত্ততে ইতি। ভবতু, তত্রৈবাহং প্রতিষ্ঠমানোঽস্মি। (ইতি পরিক্রম্য) অয়ে! সত্যমেব পুরস্থাদেষ দেবর্ষিঃ। ১

উদ্ধব ইতি। দনুজব্রজাৎ অসুরসমূহাৎ। বজ্রহস্তাঃ ইন্দ্রাদিদেবাঃ। লীলায়িতং লীলাচরিতম্
আকাশে। তত্র সুধর্মাসীমনি, প্রতিষ্ঠমানোঽস্মি প্রস্থানং কুর্ব্বন্নস্মি।১

(তারপর উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব। বজ্রপাণি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ অসুরদের কাছে ভয় পেয়ে যাঁর চরণে অভয়-প্রার্থনা করে থাকেন, কি আশ্চর্য্যের কথা—সেই শ্রীকৃষ্ণ আজ একটা অতি ক্ষুদ্র জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করে তাতে বাস করতে লাগলেন—আর যাঁর বুদ্ধিতে জগৎ জীবন ধারণ করে সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভু মন্ত্রণাবিষয়ে আমাকে আহ্বান করেন—এ দুজ্ঞের্য় শ্রীকৃষ্ণের লীলা কে জানতে পারে?

(চিন্তা করে)

ওগো! এখন চিত্ত আমার বড় চিন্তাকুল—দেবর্ষিকে দেখবার বড় বাসনা হয়েছে।

আকাশে! কি বলছ! ভগবান্ নারদ সুধর্মা দেবসভায় আছেন—তা থাকুন—আমি সেখানেই যাচ্ছি।

(এই বলে ফিরে এসে)

আরে! সত্যই যে দেবর্ষিপাদ সামনে আসছেন—১

(প্রবিশ্য) নারদঃ—　　উরীকর্ত্তুং দামোদরহৃদি নবামোদলহরীং
বরীয়স্তঃ প্রেম্নাং জগতি বিবিধাঃ সন্তু গতয়ঃ।
স্তমস্তং যস্তাসাং স্ফুরতি হৃদি ভাবস্য গরিমা
হৃষীকাণাং হন্ত প্রভুরপি ন যত্র প্রভবতি ॥ ২ ॥

(পুরো বিলোক্য সানন্দম্)—
অয়ং চক্রাদ্যঙ্ক-স্ফুরিত-ভুজমূলস্তিলকবান্
দধৎ কণ্ঠে মালামতুল-তুলসী-কাষ্ঠমণিজাম্।
হরেঃ শেষামঙ্গে শিরসি চ বহন্নুদ্ধবতয়া
গতঃ খ্যাতিং ভক্তিপ্রসর ইহ মূর্ত্তো বিহরতি ॥ ৩ ॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্নভিবাদয়ে ॥ ৪

নারদঃ। (শুভাশিষা সভাজয়ন্) মন্ত্রিরাজ ! কথং বিষণ্ণ ইব বীক্ষ্যমাণোঽসি ? ॥ ৫ ॥

নারদ ইতি। উরীতি। তাসাং ব্রজদেবীনাং প্রভুরপি প্রেরকোঽপি। যত্র ভাবগরিমণি। ন প্রভবতি ন প্রভুর্ভবতি ॥ ২ ॥

মূর্ত্তো ভক্তিপ্রসর উদ্ধবতয়া খ্যাতিং গতঃ সন্ বিহরতি। শেষঃ প্রসাদে মাল্যে চ স্ত্রিয়াং শেষো হলায়ুধ ইতি ধরণিঃ ॥ ৩ ॥

উদ্ধব ইতি। দেবর্ষে ! নমস্করোমি ॥ ৪ ॥

নারদ ইতি। (সভাজয়ন্ প্রশংসয়ন্।) ॥ ৫ ॥

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। দামোদরের হৃদয়ের আনন্দলহরী অনুভবের জন্য জগতে প্রেমের কত না পন্থা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ব্রজরামাদের হৃদয়ের ভাবগরিমা গ্রহণ করতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই—আরও আশ্চর্য্যের কথা—যিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে চালনা করেন সেই হৃষীকেশও যাঁদের ভাবগাম্ভীর্য্যের নাগাল পান না—তাহলে অন্যের সম্বন্ধে আর কি বলব ? আমরা শুধু সে ভাবমাধুর্য্যের স্তুতি গান করি। ২

(সামনে দেখে আনন্দ ভরে)

আহা ! বাহুমূলে চক্রচিহ্ন, ললাটে তিলক, কণ্ঠে মনোরম তুলসীকাষ্ঠমালা, এবং অঙ্গে ও মস্তকে হরিনির্ম্মাল্য বহন করে উদ্ধব নামে খ্যাতিলাভ করেছেন—মনে হচ্ছে যেন ভক্তিবিস্তারই মূর্ত্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। ৩

উদ্ধব। দেবর্ষে ! প্রণাম জানাই। ৪

নারদ। (শুভাশংসন করে প্রশংসা করলেন) মন্ত্রিরাজ ! তোমাকে বিষাদগ্রস্ত দেখছি কেন ? ৫

উদ্ধবঃ। ভগবন্! দেবপাদেষু কৃতেনাপরাধেন ॥ ৬ ॥

নারদঃ। ঊষরভূমিরসি ত্বং সন্ততমপরাধবীজস্য, দৈবাদ্‌বিরূঢ়মপি তদ্‌বিন্দতি সত্তাং ন গোবিন্দে ॥ ৭॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্! মদীয়া রভসকারিতৈব দেবস্য ভীমারণ্য সীমায়ামবগাহনে হেতুরভূৎ ॥ ৮ ॥

নারদঃ। কীদৃশী সা ? ॥ ৯ ॥

উদ্ধবঃ। ক্ষুদ্রে সত্রাজিতি দেবার্থমভ্যর্থনা ॥ ১০ ॥

নারদঃ। কিং তদভ্যর্থিতম্ ? ॥ ১১ ॥

উদ্ধবঃ। লোকোত্তরং কন্যারত্নং চিন্তারত্নঞ্চ ॥ ১২ ॥

নারদঃ। (স্বগতম্) চিত্রং চিত্রম্! অসমীক্ষ্যকারিতাপি শিষ্ঠানামিষ্টারম্ভপর্য্যবসায়িতামেব ধত্তে! (প্রকাশম্) স্ফুটমভ্যর্থিতং তে সার্থকং নাভূৎ ? ॥ ১৩ ॥

উদ্ধবঃ। অথ কিম্। প্রত্যুত কষ্টদমেব বৃত্তম্ ॥ ১৪ ॥

নারদ ইতি। তদপরাধবীজং গোবিন্দবিষয়ে সত্তাং ন বিন্দতি। ৭

উদ্ধব ইতি। রভসকারিতা কৌতুককারিতা। অবগাহনে প্রবেশে। ৮

নারদ ইতি। অসমীক্ষ্যকারিতা অবিমৃষ্যকারিতা। ১৩

উদ্ধব। দেবর্ষে! শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে অপরাধ করেছি বলে। ৬

নারদ। অপরাধবীজ কখনও তোমার চিত্তভূমিতে অঙ্কুর উদ্গম করবে না- যদি বা কখনও অপরাধবীজ সঞ্জাত হয়ও তাহলেও ভগবান্ গোবিন্দে তা কখনও স্থায়ী হবে না—কারণ ভগবান্ কখনও তোমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। ৭

উদ্ধব। দেবর্ষে! আমার কৌতুকপ্রিয়তাই দেবোত্তমের মহারণ্য সীমা প্রবেশের কারণ হয়েছে। ৮

নারদ। সে আবার কেমন ? ৯

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্ষুদ্র সত্রাজিতকে প্রার্থনা। ১০

নারদ। সে প্রার্থনা কি ? ১১

উদ্ধব। অলৌকিকী কন্যারত্ন ও চিন্তারত্ন। ১২

নারদ। (মনে মনে) আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! অবিবেকিতাই সাধুজনের মঙ্গলারম্ভকে বিনাশ করে।

(প্রকাশ্যে)

বোধহয় তোমার প্রার্থনা সফল হয় নি। ১৩

উদ্ধব। হ্যাঁ ঠিকই, সার্থক না হয়ে কষ্টকরই হল। ১৪

নারদঃ। নায়মগৃহীত-শাসনোঽপি বাচ্যতামর্হতি সত্রাজিতঃ। যতঃ—
বিমলহৃদয়ঃ খ্যাতো লোকে সতামুপদেশতো
গুণয়তি গুণশ্রেণীং নাল্পো মলীমসমানসঃ।
মুকুলপটলীং সারঙ্গাক্ষী-মুখার্পিত-সীধুভি-
র্বকুল ইব কিং ধত্তে মূর্দ্ধ্না হঠাদটরূষকঃ ? ॥ ১৫ ॥

উদ্ধবঃ। অনর্পিতেন রত্নেন কন্যারত্নেন চাচ্যুতে।
ভ্রাতরং সাধুবাদঞ্চ স স্বকীয়মঘাতয়ৎ ॥ ১৬ ॥

নারদঃ। শ্রুতমাখেটকে স দিষ্টান্তমবাপ প্রসেনঃ ॥ ১৭ ॥

উদ্ধবঃ। অথ কিম্ ॥ ১৮ ॥

নারদঃ। স্ফ টং প্রসেনমন্বেষ্টুং প্রস্থিতো রথাঙ্গী ॥ ১৯ ॥

নারদ ইতি। অয়ং কৃষ্ণঃ, ন গৃহীতং শাসনং যস্য। বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্। বিমলেতি। গুণয়তি বিস্তারয়তি। সারঙ্গাক্ষী অর্থাৎ পদ্মিনীমুখার্পিত-মধুভিঃ। বকুলঃ কেশরঃ। অটরূষকঃ বাসকবৃক্ষবিশেষঃ। ১৫
উদ্ধব ইতি। কন্যারত্নস্য কৃষ্ণেঽদানতঃ সত্রাজিৎভ্রাতরং প্রসেনং লোকসাধুবাদঞ্চ অনাশয়ৎ। তেনৈব প্রসেনস্য নাশঃ নিন্দা চ অভূদিত্যর্থঃ। ১৬
নারদ ইতি। আখেটকে মৃগয়ায়াং স প্রসেনঃ দিষ্টান্তং মৃত্যুমবাপ প্রাপ্তবান্ ইতি শ্রুতম্। ১৭
নারদ ইতি। রথাঙ্গী কৃষ্ণঃ। ১৯

নারদ। সত্রাজিৎ যদিও শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ করলেন না—তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের কাছে নিন্দার পাত্র হতে পারেন না। কারণ—যাঁর হৃদয়ের স্বচ্ছতার খ্যাতি আছে তিনিই সাধু উপদেশ গ্রহণ করে গুণরাজি বিস্তার করেন—ক্ষুদ্র ও মলিনচেতা ব্যক্তি কখনও সতের উপদেশ গ্রহণ করে না যেমন মৃগনয়না সুন্দরীদের মুখার্পিত মধুধারায় বকুলতরুই মঞ্জুরিত হয় বাসকবৃক্ষের কখনও মুকুল উদ্গম হয় না—এও ঠিক সেই রকম। ১৫

উদ্ধব। সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যারত্ন ও রত্ন প্রদান না করে নিজের ভাই এবং সুখ্যাতি—এই দুটই নষ্ট করেছে। ১৬

নারদ। আমি শুনেছি—প্রসেন মৃগয়া করতে গিয়ে মৃত্যু-কবলে পড়েছে। ১৭

উদ্ধব। হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। ১৮

নারদ। আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনকে অন্বেষণ করতে গিয়েছেন। ১৯

উদ্ধবঃ। অথ কিম্, যদেষ জগত্তমঃ-প্রমাথি-চরিত্রবিরোচনে চানূরদ্বিষি কাঙ্ক্ষিত্তমঃ-কলামুদীরয়তি; তেনাদ্য খিন্নো ভবত্তঃ ক্ষেমমাশংসে॥ ২০॥

নারদঃ। হন্ত! পুণ্ডরীকাক্ষ-ভক্তিমঞ্জরী-চঞ্চরীক! রভসারব্ধোঽপি ভক্তিমদ্ভিরর্থঃ কংসহরস্য হর্ষহেতুতামেব প্রতিপদ্যতে, কিমুত প্রেষ্ঠেন ভবাদৃশা; তদদ্য মহোৎসবঃ ক্রিয়তাম্। তেষাং লোকোত্তর-চমৎকৃতীনাং বৃন্দাটবীবিলাসানাং বিলোকনায় রমণীয়স্তে সময়োঽয়মুপস্থিতবান্॥ ২১॥

উদ্ধবঃ। ভগবন্! জানন্নপি কিং মাং মুধা প্রলোভয়সি? যদদ্য কেনাপি শোকশঙ্কুলা-সঙ্কুলস্য দেবস্য কুতো নববৃন্দাবনাবগাহনেঽপি সম্ভাবনা?॥ ২২॥

নারদঃ। কঃ শোকশঙ্কোরুপাধিঃ?॥ ২৩॥

উদ্ধবঃ। কনিষ্ঠা—। (ইত্যর্দ্ধোক্তে বাক্স্তম্ভং নাটয়তি।)॥ ২৪॥

নারদঃ। (বিহস্য)—

অপি লব্ধাঙ্গুলীসঙ্গাং যদি নষ্টেতি দৃষ্টিমান্।
মুদ্রাং শোচতি রোচিষ্ণুং তত্র কিং করবামহে?॥ ২৫॥

উদ্ধব ইতি। এষঃ সত্রাজিৎ, আশংসে পৃচ্ছামি। বিরোচনে সূর্য্যে। ২০

নারদ ইতি। চঞ্চরীকঃ ভ্রমরঃ। রভসা কৌতুকেন। ২১

নারদ ইতি। উপাধিঃ কারণম্। ২৩

উদ্ধব ইতি। রাধেতি বক্তব্যে কনিষ্ঠা ইত্যর্দ্ধোক্তে সতি॥ ২৪

নারদ ইতি। দৃষ্টিমান্ চক্ষুষ্মান্। ২৫

উদ্ধব। হ্যাঁ তাই হবে। কারণ—এই সত্রাজিৎ যাঁর চরিত্রে জগতের অন্ধকার বিনাশ পায়—সেই চানূর শত্রু শ্রীকৃষ্ণে কলঙ্ক লেপন করেছে - তার ফলে ব্যথা পেয়ে আমি আপনার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। ২০

নারদ। কি আশ্চর্য্য! হে উদ্ধব! তুমি পুণ্ডরীকাক্ষের ভক্তিমঞ্জরীতে ভ্রমরের মত—ভক্তের কৌতুকবশে আরব্ধ যে কোন কাজ যখন কংসারির হর্ষের কারণ হয়—তখন তোমার মত প্রিয়তমের আর কথা কি? যাই হোক্! আজ মহোৎসব করবার জন্য প্রস্তুত হও—কারণ অলৌকিক বৃন্দাবন-বিলাস দর্শনের জন্য এখন চমৎকার সময় উপস্থিত হয়েছে। ২১

উদ্ধব। ভগবন্! কেন আমাকে মিছামিছি লুব্ধ করছেন—কারণ আজ এমন শোকশেলে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে—যে কোনরূপে নববৃন্দাবনীয় লীলাস্বাদনের সম্ভাবনা নেই। ২২

নারদ। এ শোকশঙ্কুর কারণ কি? ২৩

উদ্ধব। কনিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রীরাধা—এইটুকু বলবার পর—বাক্যকে স্তব্ধ করলেন। ২৪

উদ্ধবঃ। (সবিস্ময়ানন্দম্)—ভগবন্! কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতা তে বাগ্বল্লরী ব্যাকুলয়তি মে মনোমধুপম্; তদভিব্যক্তীক্রিয়তাম্, সত্যমেব কিমায়ুষ্মতী কনিষ্ঠাদেবী? ॥ ২৬॥

নারদঃ। আয়ুষ্মতীতি কিমুচ্যতে? সা দ্বারবতীমেবালঙ্কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ॥ ২৭॥

উদ্ধবঃ। (সরোমাঞ্চম্) কথমিয়মত্রাগতা? ॥ ২৮॥

নারদঃ। অক্ষীণং বিভবং প্রজাঞ্চ পরমামভ্যর্থ্য সর্ব্বাত্মনা
কুর্ব্বাণায় নিষেবণং বিরহিতাপত্যায় সত্যার্চ্চনঃ।
সাৰ্দ্ধং দুৰ্দ্ধরশঙ্খচূড়মণিনা তাং সত্যভামাখ্যয়া
বিখ্যাতাং প্রণয়ন্ দদৌ দিনমণির্মিত্রায় সত্রাজিতে ॥ ২৯॥

সস্নেহমব্রবীচ্চৈনম্,—

প্রণেষ্যতি যশঃ পরং জগতি নারদানুজ্ঞয়া
বরায় বরকীর্ত্তয়ে স্তনুরর্পিতেয়ং তব।
স্যমন্তকমণিশ্চ তে মহিতমূর্ত্তিরষ্টৌ মহান্
প্রসোষ্যতি দিনং দিনং ননু হিরণ্যভারানয়ম্ ॥ ৩০॥

উদ্ধব ইতি। উচ্ছ্বসিতা বিকশিতা। ২৬

নারদ ইতি। বিভবং স্যমন্তকং। দুৰ্দ্ধরঃ দুর্দ্দান্তঃ। তাং রাধাম্, প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ ॥ ২৯॥ প্রণেষ্যতি করিষ্যতি ॥ ৩০॥

নারদ। (হেসে) চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যদি ভাল করে না দেখে আঙ্গুলে অঙ্গুরী থাকা সত্ত্বেও অঙ্গুরীর জন্য শোক করে তাহলে সে বিষয়ে আর কি বলা যায়? ২৫

উদ্ধব। (বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে) ভগবন্! আপনার বাক্যলতা প্রকাশিত হয়ে আমার মনোরূপ মধুকরকে ব্যাকুল করেছে—তাই ভাল করে খুলে বলুন—সত্যই কি কনিষ্ঠাদেবী জীবিত আছেন? ২৬

নারদ। বেঁচে আছেন কি না—এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তিনি দ্বারাবতী শোভা করে রয়েছেন। ২৭

উদ্ধব। (রোমাঞ্চের সঙ্গে) কেমন করে তিনি এখানে এলেন? ২৮

নারদ। অপুত্রক সত্রাজিৎ রাজা অসীম ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্তান কামনা করে যথাযথভাবে সূর্য্যদেবের উপাসনা করে—তার ফলে দেব দিবাকর সন্তুষ্ট হয়ে দুৰ্দ্ধর্ষ শঙ্খচূড়ের স্যমন্তকমণি ও সেই কনিষ্ঠার অর্থাৎ শ্রীরাধার সত্যভামা বলে নামকরণ করে অত্যন্ত প্রীতিভরে নিজের পরম মিত্র সত্রাজিৎকে সমর্পণ করেছিলেন। ২৯

এবং পরম স্নেহে সত্রাজিৎকে বললেন—

উদ্ধবঃ। কথমম্বরমণির্ম্মণীন্দ্রেঽস্মিন্নধিকারী সংবৃত্তঃ ? ॥ ৩১ ॥

নারদঃ। রবিলোকলব্ধয়া রাধিকয়ৈব তস্মৈ পুষ্পাঞ্জলিতয়া কল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥

উদ্ধবঃ। কথমস্যাস্তরণিলোকস্যাধিরোহণমাসীৎ ? ॥ ৩৩ ॥

নারদঃ। মোক্ষত্যস্থ তনূমনীক্ষিত-হরিঃ সন্ধ্যামুখে তে সখী
তূর্ণং পুত্রি ততঃ সমানয় মমাভ্যর্ণে বিশীর্ণামিমাম্।
ইত্যাজ্ঞাং পিতুরাকলয্য চতুরা সা চণ্ডধাম্নঃ সুতা
সৌরং বিম্বমলম্ভয়দ্বিলপিতোদ্গারাধিকাং রাধিকাম্ ॥ ৩৪ ॥

উদ্ধবঃ। বিশাখায়াঃ কা বার্ত্তা ? ॥ ৩৫ ॥

নারদঃ। গোবিন্দেন সমং সম্বন্ধাদাত্মানং পূর্ণকামং কর্ত্তুকামস্য তামরসবন্ধোরিচ্ছয়া ধর্ম্মরাজানুজৈব গোকুলে বিশাখাখ্যামবাপ ॥ ৩৬ ॥

উদ্ধবঃ। ন্যূনং বিশাখায়াঃ সখ্যেন রাধিকায়ামধিকমন্বরজ্যত ধর্ম্মরাজমাতা ॥ ৩৭ ॥

উদ্ধব ইতি। অম্বরমণিঃ সূর্য্যঃ। কল্পিতঃ দত্তঃ। ৩১

নারদ ইতি অনীক্ষিতঃ ন ঈক্ষিতো হরির্যয়া সা। বিশীর্ণাং অতিক্ষীণাম্। চণ্ডধাম্নঃ সূর্য্যস্য। বিলাপিতোদ্গা-রাধিকাং বিলপিতস্যোদ্গারেণাধিকাম্। ৩৪

নারদ ইতি। তামরসবন্ধোঃ সূর্য্যস্য। ৩৬

তুমি নারদের আদেশে অতিশয় কীর্ত্তিমান পাত্রের হাতে এই কন্যাকে সম্প্রদান করো—তার ফলে এই কন্যাই জগতে তোমার বিপুল যশঃ বিস্তার করবেন—আর—এই স্যমন্তকমণি ঘরে রেখে পূজা করবে—তাহলে এই মণি প্রতিদিন আটভার সোনা প্রসব করবে। ৩০

উদ্ধব। দেব প্রভাকর কেমন করে এই স্যমন্তকমণি লাভ করলেন ? ৩১

নারদ। শ্রীরাধা সূর্য্যলোকে গিয়ে তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। ৩২

উদ্ধব। শ্রীরাধা কেমন করে সূর্য্যলোকে গিয়েছিলেন ? ৩৩

নারদ। সূর্য্যদেব নিজ-কন্যা কালিন্দীকে (শ্রীযমুনা) বললেন—পুত্রি! তোমার সখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে আজই সন্ধ্যাকালে দেহ ত্যাগ করবেন—তাই যত তাড়াতাড়ি পার ক্ষীণতনু শ্রীরাধাকে আমার কাছে নিয়ে এস—বুদ্ধিমতী কালিন্দী পিতার আজ্ঞা শুনে শোকার্ত্তা শ্রীরাধাকে সূর্য্যমণ্ডলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ৩৪

উদ্ধব। বিশাখার কি খবর ? ৩৫

নারদ। গোবিন্দের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় আপনার মনোবাসনা সফল করব বলে পদ্মপ্রিয় সূর্য্য-দেবের ইচ্ছায় ধর্মরাজের কনিষ্ঠা ভগ্নীই গোকুলে বিশাখা নাম ধারণ করে এসেছেন। ৩৬

নারদঃ। অথ কিম্। সংজ্ঞায়া বিজ্ঞাপনাদেব তৎপিত্রা শিল্পাচার্য্যেণ নববৃন্দাবনং দ্বারবত্যামাবিষ্কৃতম্। তথা হি—

কালিন্দীকলিতোপকণ্ঠমভিতঃ শৈলশ্রিয়ালঙ্কৃতং
ভাণ্ডীরোজ্জ্বলমাবৃতং ব্রততিভিস্তাভিদ্রু মৈস্তৈরপি।
সাঙ্গং দ্বারবতীপুরে জগদলঙ্কর্ম্মীণ নির্ম্মীয়তাং
রাধামাধবমাধুরীসরিদুপস্যন্দায় বৃন্দাবনম্ ॥ ৩৮ ॥

উদ্ধবঃ। শিল্পীন্দ্রনন্দিনী কথমত্র প্রবৃত্তা? ॥ ৩৯ ॥

নারদঃ। রাধিকানিবেদনেন ॥ ৪০ ॥

উদ্ধবঃ। কীদৃশমিদম্? ॥ ৪১ ॥

নারদঃ। পশ্যন্তী পশুপালমণ্ডলশিরোমাল্যস্য লীলাস্থলী-
র্যত্রাহং নিরবাহয়িষ্যমভিতঃ স্বান্তস্য সন্তর্পণম্।
সদ্যঃ পামরকর্ম্মণো হতবিধেরুদ্দামবিস্ফূর্জিতৈ-
র্নির্ধূতাস্মি ততোঽপি দূরমধুনা হা হন্ত বৃন্দাবনাৎ ॥ ৪২ ॥

নারদ ইতি। সংজ্ঞায়াঃ সূর্য্যস্ত্রিয়ঃ। শিল্পাচার্য্যেণ বিশ্বকর্ম্মণা

কালিন্দীতি। কালিন্দ্যা কলিতমুপকণ্ঠং সামীপ্যং যস্য তৎ।
হে পিতঃ বিশ্বকর্ম্মন্! কর্ম্মক্ষমেঽলঙ্কর্ম্মীণঃ। রাধামাধবমাধুরী সরিতো রূপস্য শ্রবায়। ৩৮

উদ্ধব ইতি। শিল্পীন্দ্রনন্দিনী সংজ্ঞা, অত্র বৃন্দাবননির্ম্মাণে। ৩৯

নারদ ইতি। নিরবাহয়িষ্যং নির্ব্বাহং করিষ্যামি, নির্ধূতাস্মি ক্ষিপ্তাস্মি। ৪২

উদ্ধব। বিশাখার সঙ্গে সখ্যতা থাকায় ধর্মরাজের মাতা শ্রীরাধাকে অত্যন্ত প্রীতি করতেন। ৩৭

নারদ। হ্যাঁ ঠিক কথা। সূর্যপত্নী সংজ্ঞার প্রার্থনায় তাঁর পিতা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পপতি দ্বারকায় নববৃন্দাবন আবিষ্কার করেছেন।

সংজ্ঞা এইভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

হে পিতঃ! আপনি জগতের নির্মাণকাজে অত্যন্ত কুশল, শ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী-নদী যাতে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিতা থাকে সেজন্য লতা ও লতায় ঘেরা তরুরাজিদ্বারা দ্বারকায় সেইরকম বৃন্দাবন তৈরী করুন—যাতে শ্রীযমুনার তীর, পর্ববতশোভা আর ভাণ্ডীর-তরুরাজিতে বিভূষিত হয়। ৩৮

উদ্ধব। বিশ্বকর্ম্মার কন্যার এই বৃন্দাবন-নির্ম্মাণ করবার কারণটি কি? ৩৯

নারদ। শ্রীরাধা এটি প্রার্থনা করেছিলেন। ৪০

উদ্ধব। প্রার্থনাটি কেমন? ৪১

উদ্ধবঃ। দেবি ! দিষ্ট্যা রক্ষিতাঃ স্মো বয়ং ত্রিলোকীচক্ষুষা মিত্রেণ। যতঃ,

কথমপি নিবসন্ত্যাস্তত্র বৃন্দাবনাঙ্কে, বিস্মর-হরিলীলা-পূরগাম্ভীর্য্যভাজি।

অপি তব নিবিড়াশা-সেতুবন্ধানুবন্ধৈরলঘুভিরভবিষ্যজ্জীবনং দুর্নিবন্ধম্ ॥

ততস্ততঃ ? ॥ ৪৩ ॥

নারদঃ। ততশ্চ শনৈশ্চর-জননী শনৈরবাদীৎ,—

ন ব্যাকুলীভব জগত্রয়-সৌখ্যসারে নব্যারবিন্দ-বদনে সদনে সদাত্র।

ধ্যেয়ঃ সতাং সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবঃ স এব দয়ং যদয়িতস্তবাস্তি ॥ ৪৪ ॥

উদ্ধবঃ। কিমত্র বিশাখয়া নোত্তরিতম্ ? ॥ ৪৫ ॥

নারদঃ। কথং নোত্তরয়িতব্যাম্ ? যদেতয়া বিহস্যোক্তম্,—মাতঃ সবর্ণে ! বর্ণয়ামি, সমাকর্ণয়,—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-

র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৪৬ ॥

উদ্ধব ইতি। ভাবনয়া শ্রীরাধাং প্রত্যক্ষীকৃত্যাহ। ৪৩

নারদ ইতি। শনৈশ্চর-জননী ছায়া। ৪৪

নারদ ইতি। গোপীনামিতি। কৃতী নিপুণঃ, তস্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দনে। ৪৬

নারদ। শ্রীরাধা বললেন—মাগো ! মন্দকর্ম্মা ভাগ্যহত বিধির বিধানে আমি এখন বৃন্দাবন থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি—অতএব যাতে গোপালকসকলের শিরোভূষণরূপ লীলাস্থলী দর্শন করে মন সুস্থ করতে পারি এমনটি করুন। ৪২

উদ্ধব। চিন্তায় শ্রীরাধাকে প্রত্যক্ষ করে বললেন—দেবি ! ভাগ্যক্রমে ত্রিলোকের নয়নস্বরূপ সূর্য্যদেব আমাদের রক্ষা করলেন।

কারণ লীলাময় হরির মধুময়ী লীলাগঙ্গা যেখানে প্রবাহিত হচ্ছেন সেই বৃন্দাবনের মাঝে আপনি যে অত্যন্ত কষ্টে বাস করছিলেন—তাতে আপনার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছিল—অর্থাৎ আপনার জীবন ধারণের সম্ভাবনা ছিল না।

স্পষ্টকরে বললেন—তারপর—তারপর—৪৩

নারদ। তারপর শনিজননী ছায়া বলেছিলেন—

উদ্ধবঃ— কিন্নাম ভগবতা সত্রাজিদনুশিষ্টোঽস্তি ? ৪৭

নারদঃ— অথ কিম্। তথাহি,—

মণীন্দ্রং পারীন্দ্রঃ প্রবরমহরন্নিম্নতনয়ং
বিনিম্নন্নেতঞ্চ প্রবলমথ ভল্লূক-নৃপতিঃ।
পরাভূয় স্বৈরী তমপি মুরবৈরী তব ধনং
তদা হর্ত্তা পাপস্ত্বমসি পতিতস্তাপজলধৌ॥ ৪৮

উদ্ধবঃ— ততস্ততঃ ? ৪৯

নারদঃ— ততস্তেনোক্তম্,—

জ্বলিতো জনঃ কৃশানৌ, শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনৈবায়ম্।
ভগবতি কৃতাগসো মে ভগবানেবাধুনা শরণম্॥ ৫০

নারদ ইতি। মণীন্দ্রমিতি। পারীন্দ্রঃ সিংহঃ নিম্নতনয়ং প্রসেনং। নিম্ননামা সত্রাজিতঃ পিতা, এতং পারীন্দ্রম্। ৪৮
নারদ ইতি। তপ্তঃ তাপং নীতঃ সন্। ৫০

ওগো! নবকমলাননে শ্রীরাধে! তুমি ত্রিভুবনের সুখসাররূপা। সাধুরা সর্ব্বদা যাঁকে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী দেবতা বলে ধ্যান করেন—তিনিই তোমার প্রিয়—এই সূর্য্যমণ্ডলে বাস করছেন—তাই আর চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ৪৪

উদ্ধব। এ বিষয়ে বিশাখা কি কোন উত্তর দেন নি? ৪৬

নারদ। উত্তর দেবেন না কেন? তিনি হেসে বলেছেন—ওগো মাতঃ ছায়ে! বলি শুনুন—এমন কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তি আছে—যে গোপবালাদের গোপেন্দ্রনন্দন সেবার যে দুর্গম পথ—তার ক্রিয়াকৌশল বুঝতে পারে? কি আশ্চর্য্য! একদিন যখন নন্দনন্দন চতুর্ভুজ প্রকাশ করে নারায়ণ-মূর্ত্তিতে প্রকট হলেন—তা দর্শন করে গোপবালাদের অনুরাগ সঙ্কুচিত হয়েছিল। ৪৬

উদ্ধব। ভগবন্! আপনি সত্রাজিৎকে কোন শিক্ষা দেন নি কেন? ৪৭

নারদ। তাতো বটেই!

কারণ—আমি তাকে বলেছিলাম—সত্রাজিৎ! তুমি পাপের মূর্ত্তি। যখন এই স্যমন্তকমণি হরণের জন্য সিংহ প্রসেনকে বধ করবে—পরে জাম্ববান যখন সিংহ সংহার করে ঐ মণি গ্রহণ করবেন তখনই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানকে পরাজিত করে তোমার এই মণি হরণ করে নেবেন—যাই হোক, তুমি এখন দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হলে। ৪৮

উদ্ধব। তারপর—তারপর—৪৯

নারদ। তারপর সত্রাজিৎ বলেছিল—

অগ্নিজ্বালায় তাপিত ব্যক্তি যেমন অগ্নির উত্তাপেই শান্তি লাভ করে—তেমনি আমি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অপরাধী—তাই শ্রীকৃষ্ণই আমার পরম আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আমার অন্য কোন আশ্রয় নেই—তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। ৫০

উদ্ধবঃ— ততঃ কিমুক্তং ভগবতা ? ৫১

নারদঃ— ন যাবদুপসর্পতি প্রতিভটেভকণ্ঠীরবঃ
পিনাকিমুখনাকিভির্মুকুটিতানুশিষ্টির্বিভুঃ।
মুদা তদবরোধনে কুটিলভাব তাবদক্রতং
ত্বয়াদ্য কুলনন্দিনী চিরধৃতাধিরাধীয়তাম্॥ ৫২

ততশ্চাবরোধনে রাধায়াঃ প্রবেশায় তেন জননী নিযুক্তা।

উদ্ধবঃ—(সানন্দম্) ত্বয়া কারুণ্যসিন্ধুনা সন্ধুক্ষিতোঽয়ং পবনব্যাধিরনেন মহারসায়নেন। ৫৩

নারদঃ—হন্ত! সন্তৃত-গম্ভীর-শোকশূলয়া গোকুলং ব্রজন্ত্যা নেদমাস্বাদিতং পৌর্ণমাস্যা। ৫৪

উদ্ধবঃ—তামন্তরেণ কা খল্বত্র লালয়িষ্যতি দেবীং যবীয়সীম্? ৫৫

নারদঃ—ত্বষ্টুরন্তেবাসিনীমত্রাভিরূপাং নিরূপয়ামি। ৫৬

উদ্ধবঃ।—কেয়ং পুণ্যবতী? ৫৭

নারদ ইতি। প্রতিভটা এবেভাস্তেষু সিংহঃ। পিনাকী শিবঃ। মুকুটবন্মস্তকে ধৃতা আজ্ঞা যস্য সঃ। অবরোধনে অন্তঃপুরে, চিরং ধৃতা আধির্যয়া সা আধীয়তাং স্থাপ্যতাম্। ৫২

উদ্ধব ইতি। সন্ধুক্ষিতস্তর্পিতঃ। পবনব্যাধিঃ বাতুলঃ। ৫৩

উদ্ধব ইতি। যবীয়সীং কনিষ্ঠাম্। ৫৫

নারদ ইতি। ত্বষ্টুর্বিশ্বকর্মণঃ। ৫৬

উদ্ধব। তারপর আপনি কি বলেছিলেন? ৫১

নারদ। হে কুটিলচিত্ত! প্রতিযোদ্ধা হস্তীর পক্ষে যিনি সিংহস্বরূপ, যাঁর আজ্ঞা শিব প্রভৃতি দেবতাগণ মাথায় বহন করেন—সেই পরমেশ্বর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আসেন ততক্ষণ তুমি সানন্দে চিরদুঃখিনী কুলকমলিনীকে অন্তঃপুরে রক্ষা কর।

তারপর সত্রাজিৎ অন্তঃপুরে শ্রীরাধাকে প্রবেশ করাবার জন্য নিজের জননীকে নিযুক্ত করল। ৫২

উদ্ধব। (আনন্দের সঙ্গে) প্রভো! আপনি করুণার সাগর। শ্রীকৃষ্ণলীলা রসায়ন দিয়ে এই বায়ুরোগাক্রান্ত আমাকে পরিতৃপ্ত করলেন। ৫৩

নারদ। হায়, হায়! শোকশূলে বিদ্ধা হয়ে পৌর্ণমাসী গোকুলে গমন করেছেন—তিনি এ বিষয় আস্বাদন করতে পারলেন না। ৫৪

উদ্ধব। তিনি ছাড়া কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীরাধাকে এখানে কে লালন করবে? ৫৫

নারদ। বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যাই এ বিষয়ে যোগ্যা বলে মনে করি। ৫৬

উদ্ধব। এই গুণবতী কে? ৫৭

নারদঃ—কুসুমরচনচুঞ্চুর্নিষ্কুটানামকালে পরিণতমতিরায়ুর্ব্বেদতন্ত্রে তরূণাম্।
কলয়িতুমপি ভাবং স্থাবরাণাং সমর্থা নিবসতি নববৃন্দা দ্বারবত্যাং প্রসিদ্ধা ॥ ৫৮

উদ্ধবঃ—কিন্নাম, তত্ত্বমস্যাঃ কাননদেবীয়ং জানাতি ? ৫৯

নারদঃ—অথ কিম্, যদিয়ং নববৃন্দেতি যথার্থসংজ্ঞা, তত্রাপি সংজ্ঞয়া নিদেশেনানুগৃহীতা। ৬০

উদ্ধবঃ— কীদৃগেষ নিদেশঃ ? ৬১

নারদঃ— প্রেয়স্যঃ পশুপালিকা বিহরতো যাস্তত্র বৃন্দাবনে
লক্ষ্মী-দুর্ল্লভচিত্র-কেলিকলিকাকাণ্ডস্য কংসদ্বিষঃ।
রাধা তত্র বরীয়সীতি নগরীং তামাশ্রিতা যা ক্ষিতৌ
সেবাং দেবি ! সমস্তমঙ্গলকরীমস্যাস্ত্বমঙ্গীকুরু ॥ ৬২

উদ্ধবঃ—(সাস্রম্) ভগবন্ ! তাঃ পশুপালকিশোরিকাঃ স্মৃতিমারূঢ়াঃ স্বান্তমস্মাকং সন্তাপয়ন্তি। ৬৩

নারদঃ— মা ভজ সন্তাপম্ ; যতঃ—
দৃষ্ট্বা কামপি কংসবৈরিবিরহাদাসাদয়ন্তীর্দশাং
কামাখ্যা নরকাসুরেণ ললনারাজীঃ কিলাজীহরৎ।

নারদ ইতি। নিষ্কুটা গৃহারামাঃ। গৃহারামাস্তু নিষ্কুটা ইত্যমরঃ। পরিণতমতিঃ নৈপুণ্যং প্রাপ্তা মতির্যস্যাঃ সা। ৫৮

নারদ ইতি। লক্ষ্যা দুর্লভায়াশ্চিত্র-কেলয় এব কলিকাস্তাসাং কাণ্ডস্যাশ্রয়স্য। কাণ্ডস্তু প্রথমাঙ্কুর ইত্যমরঃ। অত্র প্রেয়সীষু রাধাবরীয়সীতি হেতোরস্যাঃ সেবামঙ্গীকুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ। ৬২

নারদ। যিনি ঘরের কাছে বাগিচায় অকালে ফুল ফোটাতে পারেন, তরুরাজির আয়ুর্ব্বেদ গুণটি ভালভাবে জানেন—এমন কি স্থাবরে রভাব বুঝতে যিনি বিশেষ নিপুণা সেই বিশ্ববিখ্যাতা নববৃন্দা দ্বারকায় বাস করছেন। ৫৮

উদ্ধব। এই বনদেবী কি শ্রীরাধার তত্ত্ব জানেন ? ৫৯

নারদ। হ্যাঁ জানেন বৈ কি। কারণ এঁর নাম যে নববৃন্দা, এটি সার্থক—তাতে আবার তিনি সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার দ্বারা বিশেষ অনুগৃহীতা হয়েছেন। ৬০

উদ্ধব। এই নিদেশটি কেমন ? ৬১

নারদ। যিনি বৃন্দাবনে বিহারশীল, যিনি লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ চরিত্রকেলিকলিকার প্রথম অঙ্কুর স্বরূপ, সেই কংসরিপুর যত গোপবালা প্রেয়সী আছেন তারমধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—এখন তিনি পৃথিবীর মধ্যে দ্বারকায় বাস করছেন—তাই হে দেবি ! আপনি গিয়ে তাঁর মঙ্গলময়ী সেবাকাজে নিযুক্ত হোন্। ৬২

উদ্ধব। (অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে) ভগবন্ ! সেই গোপকিশোরীদের মনে করে আমার অন্তর সন্তপ্ত হচ্ছে। ৬৩

এতাভির্ম্মধুরৈর্গিরাং পরিমলৈরাশ্বাসিতাভিস্তয়া
তুঙ্গারাধনতুষ্টয়া মণিগিরিদ্রোণীষু তত্রোষ্যতে ॥ ৬৪

উদ্ধবঃ—(সানন্দম্) ভগবন্ ! পশ্য পশ্য, মুদ্রিতাং পল্যঙ্কিকামনুসরন্তী সত্রাজিতঃ সবিত্রী পুরান্তরকক্ষামবগাহতে। ৬৫

নারদঃ—তদেহি, সুধর্ম্মামধ্যমধ্যাস্য মাধবেন্দ্রং প্রতিপালয়াবঃ। ৬৬ (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

বিষ্কম্ভকঃ *

—০—

(ততঃ প্রবিশতি সত্রাজিন্মাতরমনুসরন্তী রাধা।) ৬৭

শ্রীরাধা—(সব্যথমাকাশে সংস্কৃতেন)—

বিচিত্রায়াং ক্ষৌণ্যামজনিষত কন্যাঃ কতি ন বা
কঠোরাঙ্গী নান্যা নিবসতি ময়া কাপি সদৃশী।

নারদ ইতি। যত ইতি। অজীহরৎ হারয়ামাস। ৬৪

উদ্ধব ইতি। মুদ্রিতামিতি। পল্যঙ্কিকাং দোলাং সত্রাজিতঃ সবিত্রী সত্রাজিন্মাতা। ৬৫

শ্রীরাধেতি। বিচিত্রায়ামিতি। তদ্বিপর্য্যয়-নাম নাটকভূষণমিদম্। যথা বিচারস্যান্যথা ভাবো বিজ্ঞেয়স্ত-দ্বিপর্য্যয়ঃ। অত্র উদ্বেগাতিশয়েন প্রত্যাশা, ধিক্করণাদ্বিপর্য্যয়ঃ।

নারদ। সন্তপ্ত হয়ো না।

কারণ—শ্রীকৃষ্ণবিরহে আকুল হয়ে পশুপালকিশোরী সকল কোন অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়েছিল—তাই দেখে দেবী কামাখ্যা নরকাসুর দ্বারা ঐ সব রমণীদের হরণ করিয়েছিলেন—তাঁরা কামাখ্যাদেবীর আরাধনা করায় দেবী সন্তুষ্টা হয়ে তাঁকে মধুর বাক্যে আশ্বাস দেন—তার ফলে ঐ গোপবালার দল আশ্বস্ত হয়ে মণি পর্ব্বতের দ্রোণীতে অবস্থিতি করতেন। ৬৪

উদ্ধব। (সানন্দে) ভগবন্ দেখুন দেখুন, সত্রাজিতের জননী বস্ত্রাবরণে আবৃত হয়ে দোলায় চড়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করছেন। ৬৫

নারদ। তবে এস—সুধর্মা সভায় প্রবেশ করে মাধবেন্দ্রের অপেক্ষা করি। ৬৬

(এই বলে উভয়ের প্রস্থান।)

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ কাজের সূচনা।*

তারপর সত্রাজিৎ জননীর পশ্চাতে শ্রীরাধার প্রবেশ। ৬৭

শ্রীরাধা। (ব্যথার সঙ্গে আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সংস্কৃত ভাষায়)

এই পৃথিবীতে কত কত কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু আমার মত নিষ্ঠুরা কোন কন্যাই জন্মগ্রহণ করে নি। কারণ আমি মুকুন্দকে পরিত্যাগ করে আজ পর্য্যন্ত দিন যাপন করছি। হায়, হায়! আমার প্রত্যাশাকে ধিক্! প্রাণসকলকে ধিক্। আর আমার বুদ্ধিকেও ধিক্!

মুকুন্দং যন্মুক্ত্বা সময়মহমত্রাপি গময়ে
ধিগস্তু প্রত্যাশামহহ ! ধিগসূন্ ধিঙ্মম ধিয়ম্ ॥

(পরিবৃত্য) অজ্জে ! কীস এসো জণো এত্থ অন্তেউরে নীঅদি ? ৬৮

বৃদ্ধা—ণত্তিণি ! তস্স মহাতবোধণস্স দেএসিণো ণিদেসেণ। ৬৯

শ্রীরাধা—(স্বগতম্) সো ভঅবদীএ আচারিও অম্হ সিণিদ্ধোত্তি সুনীঅদি ; তদো জেব্ব ভঅবন্তেণ ভাণুণা তাদো সত্তাজিদো তস্সবঅণে থাবিদো। ৭০

বৃদ্ধা—ণত্তিণি ! এহি, দেঈত্র রুপ্পিণীএ হত্থে তুমং সমপ্পইস্সং। ৭১

(ততঃ প্রবিশতি সপরিজনা চন্দ্রাবলী।) ৭২

চন্দ্রাবলী—সহি মাহবি ! সমন্তঅমণিং মগ্গিদুং পত্থিদো অজ্জউত্তো কীস বিলম্বেদি ? ৭৩

মাধবী—ভট্টিদারিএ। পরংপি তত্থ কিংপি কজ্জন্তরং হুবিস্সদি। ৭৪

আর্য্যে ! কস্মাদেষ জনোঽত্রান্তঃপুরে নীয়তে। ৬৮

বৃদ্ধেতি। হে নপ্ত্রি ! তস্য মহাতপোধনস্য দেবর্ষের্নিদেশেন। ৬৯

শ্রীরাধেতি। ভগবত্যাঃ পৌর্ণমাস্যা ইত্যর্থঃ। আচার্য্যঃ গুরুরিতি যাবৎ, অস্মাৎ স্নিগ্ধ ইতি শ্রূয়তে। অতএব ভগবতা ভানুনা তাতঃ সত্রাজিৎ তস্য নারদস্য ইত্যর্থঃ। বচনে স্থাপিতঃ। ৭০

বৃদ্ধেতি। হে নপ্ত্রি ! এহি দেব্যা রুক্মিণ্যা হস্তে ত্বাং সমর্পয়িষ্যামি। ৭১

চন্দ্রাবলীতি। সখি মাধবি ! স্যমন্তকমণিং মার্গয়িতুং প্রস্থিত আর্য্যপুত্রঃ কস্মাদ্বিলম্বতে। ৭৩

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে। পরমপি তত্র কিমপি কার্য্যান্তরং ভবিষ্যতি। ৭৪

(পিছনে যেতে যেতে)

আর্য্যে ! কেন আমাকে এই অন্তঃপুরে নিয়ে যাচ্ছেন ? ৬৮

বৃদ্ধা। নাত্নি ! দেবর্ষি নারদের আদেশে। ৬৯

শ্রীরাধা। (মনে মনে) দেবর্ষিই তো ভগবতীর গুরু হন বলে শুনেছি। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন—অতএব মুনির আজ্ঞায় সূর্য্যদেব আমার পিতা সত্রাজিৎকে স্থাপন করেছেন। ৭০

বৃদ্ধা। নাত্নি। এস, দেবী রুক্মিণীর হাতে তোমাকে সমর্পণ করি। ৭১

(অনন্তর পরিবার বর্গের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ) ৭২

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি ! আর্য্যপুত্র স্যমন্তকমণি অন্বেষণ করতে গিয়ে এত দেরী করছেন কেন ? ৭৩

মাধবী। রাজকন্যে ! বোধহয় সেখানে অন্য কোন কাজ উপস্থিত হয়েছে। ৭৪

শ্রীরাধা—(স্বগতম্) ভণিদম্হি ভাণুণা,—বচ্ছে! জাব সমন্তও মাহবেণ তুহ মণিবন্ধে ণ বন্ধীঅদি, তাব সরহস্সং পঢ়মং দে ণাম সম্বরণিজ্জং ত্তি। ৭৫

চন্দ্রাবলী—(বিলোক্য) হলা! কা এসা জরদী মুত্তিমদীএ অউরুব্বরূবলচ্ছীএ সমং এত্থ আঅচ্ছদি? ৭৬

শ্রীরাধা—(চন্দ্রাবলীমালোক্য স্বগতম্) সাহু, মাহুরীপূরভরিদা এসা রাইন্দমহিসী গোউলকিসোরী-সোরব্ভং বিঅ ধারেদি! ৭৭

বৃন্দা—(উপস্থত্য) দেই রুপ্পিণি! সমন্তঅপ্পসঙ্গে কিদাবরাহেণ মহ পুত্তেণ সত্তজিদেণ অপ্পণো পুত্তী এসা সচ্চভামা রাইন্দস্স উবহারীকিদা; তা পিঅসহীসাহারণসিণেহমাহুরী-সোহগগাহিআরিণী তুএ করণিজ্জা। ৭৮

শ্রীরাধা—(স্বগতম্) কামং বুড্ঢী পলবেহু, কেঅলং দিণেসস্স ণিদেস-বিস্সম্ভেণ এত্থ পইট্‌ঠম্হি। ৭৯

শ্রীরাধেতি। ভণিতাস্মি ভাস্বনা, বৎসে! যাবৎ স্যমন্তকো মাধবেন তব মণিবন্ধে ন বধ্যতে তাবৎ সরহস্যং তে প্রথমং নাম রাধেতি নামেত্যর্থঃ। সম্বরণীয়মিতি। ৭৫

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কা এষা জরতী-মূর্ত্তিমত্যা অপূর্ব্বরূপ লক্ষ্ম্যা সমং অত্রাগচ্ছতি? ৭৬

শ্রীরাধেতি। সাধু, মাধুরীপূরভৃতা এষা রাজেন্দ্র-মহিষী, গোকুলকিশোরীসৌরভ্যমিব ধারয়তি। ৭৭

বৃন্দেতি। দেবি রুক্মিণি! স্যমন্তকপ্রসঙ্গে কৃতাপরাধেন মম পুত্রেণ সত্রাজিতা আত্মনঃ পুত্রী এষা সত্যভামা রাজেন্দ্রায় উপহারীকৃতা, তৎ প্রিয়সখী সাধারণস্নেহমাধুরী-সোভাগ্যাধিকারিণী ত্বয়া কর্ত্তব্যা। ৭৮

শ্রীরাধেতি। কামং বৃদ্ধা প্রলপতু, কেবলং দিনেশস্য নিদেশবিস্রম্ভেণাত্র প্রবিষ্টাস্মি। ৭৯

শ্রীরাধা। (মনে মনে) সূর্য্যদেব আমাকে বলেছিলেন—বাছা! যতদিন পর্য্যন্ত মাধব তোমার মণিবন্ধে স্যমন্তকমণি বন্ধন না করেন ততদিন পর্য্যন্ত প্রথমে তুমি নিজের শ্রীরাধা বলে নামটি গোপনে রেখো। ৭৫

চন্দ্রাবলী। (দেখে) অপূর্ব্ব রূপলক্ষ্মী যেন মুর্ত্তি ধারণ করে এদিকে আসছেন—এ বৃদ্ধাটি কে? ৭৬

শ্রীরাধা। (চন্দ্রাবলীকে দেখে মনে মনে) মনোমোহন মাধুর্যো ভরা এই রাজেন্দ্রমহিষী যেন গোকুলকিশোরীর সৌরভ ধারণ করেছে। ৭৭

বৃন্দা। (কাছে গিয়ে) দেবি রুক্মিণি! স্যমন্তকমণি সম্বন্ধে আমার পুত্র সত্রাজিৎ রাজেন্দ্রের কাছে অপরাধ করেছিল—তাই সে তার নিজের কন্যা এই সত্যভামাকে তাঁর কাছে উপহার দিয়েছেন আপনি একে নিজ সখী মনে করে স্নেহ মাধুরী সৌভাগ্যের অধিকারিণী করবেন। ৭৮

শ্রীরাধা। (মনে মনে) বৃদ্ধার যা মনে হয় বলুক না কেন—আমি কিন্তু দিনেশর) সূর্য্যের) নির্দ্দেশে এখানে এসে প্রবেশ করেছি। ৭৯

চন্দ্রাবলী—অজ্জে ! ধণ্ণম্হি, জাএ ঈদিসো সহীজণো উবত্থিদো ; তা তুমং অপ্পণো ঘরং জাহি, অহং কৃখু সচ্চভামং পড়িবালইস্সং। ৮০

বৃন্ধা—জহ ভণই দেঈ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা।) ৮১

চন্দ্রাবলী—(জনান্তিকম্) সহি মাহবি! পেক্খ, পেক্খ, এসো অজ্জউত্তস্স সচ্চ-সংকপ্পিদা-সেহুবিমদ্দণো সচ্চভামাএ সুন্দেরপূরো ধীরং বি মং অন্দোলেদি। ৮২

মাধবী—ভট্টিদারিএ ! সচ্চং ভণাসি, এসা তুম্হ বিব্ভমং উপ্পাদেদি। ৮৩

চন্দ্রাবলী—হলা ! মুঞ্চ মে সলাহণং ণং কৃখু অসারুপ্পং রূবং এদং ॥ ৮৪

(পুনর্নিভাল্য সংস্কৃতেন)

দৃষ্টির্ব্বহত্যুপরতিং শ্বসিতানুপূর্ব্বী, নম্রীকরোত্যধরপল্লবতাম্রতাঞ্চ।
গণ্ডদ্বয়ী চ পরিচুম্বতি কম্বুকান্তিং মদ্বিস্ময়ং স্থিতিরিয়ং, সুতনোস্তনোতি ॥ ৮৫

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যে! ধন্যাস্মি, যস্যা মম ঈদৃশঃ সখীজন উপস্থিতঃ, তৎ ত্বমাত্মনো গৃহং যাহি, অহং খলু সত্যভামাং প্রতিপালয়িষ্যামি। ৮০

বৃদ্ধেতি। যথা ভণতি দেবী। ৮১

চন্দ্রাবলীতি। (জনান্তিকং) অর্থাৎ চন্দ্রাবলী মাধব্যাঃ কর্ণে লগিত্বাহ) সখি মাধবি! পশ্য, এষ আর্য্যপুত্রস্য সত্যসঙ্কল্পতাসেতুবিমর্দ্দনঃ সত্যভামায়াঃ সৌন্দর্য্যপূরো ধীরামপি মামান্দোলয়তি। ৮২

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! সত্যং ভণাসি, এষা তব বিভ্রমমুৎপাদয়তি। ৮৩

চন্দ্রাবলীতি। সখি! মুঞ্চ মে শ্লাঘনং, নূনং খলু অসারূপ্যং রূপমেতৎ। ৮৪

দৃষ্টিরিতি। উপরতিং শান্তিং বিষয়গ্রহণাভাবেন চাঞ্চল্যকটাক্ষাদ্যভাবতো শ্বসিতানুপূর্ব্বী শ্বাসপরম্পরা। পরিচুম্বতি চুম্বনবৎ সংযুনক্তি সুতনোঃ সত্যভামায়াঃ। ৮৫

চন্দ্রারলী। আর্য্যে, আমি কৃতার্থ হলাম—যে আমার এ রকম একজন সখী লাভ হল। আপনি গৃহে যান—আমি নিশ্চয়ই সত্যভামাকে দেখাশুনা করব। ৮০

বৃন্ধা। যে আজ্ঞা দেবী। ৮১

(এই বলেপ্রস্থান)

চন্দ্রাবলী। (মাধবীর কাণে কাণে) সখি মাধবী! দেখ, দেখ, সত্যভামার এই অপরূপ লাবণ্য আর্য্যপুত্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবে - তাতে আর সন্দেহ নেই- যদিও আমি স্বভাবত ধীরা তবু আমার চিত্তকেও বিক্ষুব্ধ করেছে। ৮২

মাধবী। রাজকন্যে! ঠিক বলেছ—ইনি তোমারও বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। ৮৩

চন্দ্রাবলী। সখি! আমার প্রশংসা ছেড়ে দাও। আমার মনে হয় এ রূপের তুলনা নেই। ৮৪

(পুনরায় ভাল করে দেখে সংস্কৃতভাষায়)

আহা! এর দৃষ্টি দেখছ—কেমন শান্ত স্থির—কোনও রকম চাঞ্চল্য কটাক্ষ নেই। নিঃশ্বাসদ্বারা অধরপল্লবের তাম্রতা নষ্ট হয়েছে—আর কপোলদ্বয় দেখে মনে হচ্ছে যেন কম্বুশোভা ধারণ করেছে। যাই হোক্—এ সুন্দরীর মাধুর্য্যরাশি আমাকে মুগ্ধ করেছে। ৮৫

মাধবী—নূণং কাসিরাঅ-কণ্ণআ অম্মা বিঅ এসা কস্‌সিং বি পুরিসে বদ্ধরাআ হুবিস্‌সদি। ৮৬

চন্দ্রাবলী—(সংস্কৃতেন)

সাধর্ম্ম্যং মধুরিপুবিপ্রয়োগভাজাং তন্বঙ্গী মুহুরিয়মঙ্গকৈস্তনোতি।

প্রাকৃত্যঃ প্রিয়পথি মাধুরীং কিমেতাং দৈন্যেঽপি প্রথয়িতুমার্ত্তয়ঃ ক্ষমন্তে?

তা এহি পরিক্‌খমহ সে চিত্তবুত্তিং। (ইত্যুপসৃত্য) সহি সচ্চভামে! এসা অপ্পণোসবামি এদং তুজ্ঝং সিণিজ্ঝদি মে হিঅঅং।

শ্রীরাধা—(স্বগতম্) ণাসচ্চং ভণাদি, জং মহ বি চিত্তং তধা। (প্রকাশম্) দেই! তদো ধণ্ণম্‌হি। ৮৯

চন্দ্রাবলী—বহিণি! কীস তুমং দুম্মণা লক্‌খীঅসি? ৯০

মাধবীতি। নূনং কাশিরাজকন্যকা অম্বা ইব এষা কস্মিন্নপি পুরুষে বদ্ধরাগা ভবিষ্যতি। ৮৬

চন্দ্রাবলীতি। অঙ্গকৈঃ আঙ্গিকভাবৈঃ। তদেহি পরীক্ষাবহে অস্যাশ্চিত্তবৃত্তিম্।

সখি সত্যভামে! এষা আত্মনঃ শপামি, এতৎ তুভ্যং স্নিহ্যতি মে হৃদয়ম্।

রাধেতি। নাসত্যং ভণতি, যৎ মমাপি চিত্তং তথা।

হে দেবি। ততো ধন্যাস্মি।

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি! কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা লক্ষ্যসে।

মাধবী। বোধহয় কাশীরাজের কন্যা অম্বার মত ইনি কোন পুরুষে অনুরাগিণী হয়ে থাকবেন। ৮৬

চন্দ্রাবলী। (সংস্কৃত ভাষায়)

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণীর অঙ্গে যে মাধুর্য্য দেখা যায়—এই কৃশতনুর অঙ্গেও বার বার সেই লাবণ্যই প্রকাশ পাচ্ছে—ওগো প্রিয়সখি! এ মদনপীড়া যদি প্রাকৃত হত, তাহলে বিরহদৈন্যে কি এমন মাধুরী প্রকাশ পায়? অতএব এস—এঁর মনটি পরীক্ষা করে দেখি। ৮৭

(এই বলে কাছে গিয়ে)

সখি সত্যভামে! আমি নিজের শপথ করে বলছি—তোমার প্রতি আমার হৃদয় স্নেহাতুর হচ্ছে।

শ্রীরাধা। (মনে মনে) ঠিকই বলেছেন—কারণ আমার চিত্তও ঐ রকম। ৮৮

(প্রকাশ্যে)

দেবি! আমি কৃতার্থ হলাম।

চন্দ্রাবলী। ভগিনি! তোমাকে বিমনা দেখছি কেন? ৮৯

শ্রীরাধা। দেবি! আমার পিতা জোর করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন—এইটিই আমার বিমনা হওয়ার কারণ। ৯০

শ্রীরাধা—দেই ! এত্থ অহং তাদেণ পসহং পেসিদহ্মিত্তি, মে দোম্মণস্সং। ৯১

চন্দ্রাবলী—হলা ! মা উত্তম্ম, অজ্জউত্তস্স হত্থে তুমং সমপ্পইস্সং। ৯২

শ্রীরাধা—(সদৈন্যম্) দেই ! সচ্চং জেব্ব জই সিণিদ্ধাসি, তদো এব্বং সব্বধা পুণো ণ ক্খু বাহরিস্সসি। (ইতি কাকুভির্নমস্ততি) ॥ ৯৩

চন্দ্রাবলী—সহি ! তদো ভণাহি, কধং এত্থ ণিবসিত্তুং ইচ্ছসি ? ৯৪

শ্রীরাধা—দেই ! জত্থ পুরিসণামং বি ণ সুণীঅদি, তত্থ জেব্ব এসো জণো রক্খীঅদু জধা তহিং অপ্পণো ব্বদসেসং সমাবেদি। ৯৫

চন্দ্রাবলী—(সানন্দমপবার্য্য) মাহবি ! অহ্ম-কাদব্বং ইমাএ চ্চেঅ দিট্ঠিআ অত্তত্থিদং, তা গদুঅ দিণ্ণপসাদং ণঅবুন্দং এত্থ আণেহি। ৯৬

রাধেতি। দেবি ! অত্রাহং তাতেন প্রসভং প্রেষিতাস্মীতি মে দৌর্মনস্যম্। ৯১

চন্দ্রাবলীতি। সখি ! মা উত্তম, আর্য্যপুত্রস্য হস্তে ত্বাং সমর্পয়িষ্যামি। ৯২

রাধেতি। দেবি ! সত্যমেব যদি স্নিগ্ধাসি তদা এবং সর্ব্বথা পুনর্ন খলু ব্যাহরিষ্যসি। ৯৩

চন্দ্রবলীতি। সখি ! তদা ভণ, কথমত্র নিবস্তুমিচ্ছসি। ৯৪

রাধেতি। যত্র পুরুষ-নাম অপি ন শ্রূয়তে, তত্রৈব এষ জনো রক্ষ্যতাং, যথা তত্র আত্মনো ব্রতশেষং সমাপয়তি। ৯৫

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি ! অস্মৎকর্ত্তব্যমনয়ৈব দিষ্টাভ্যর্থিতম্, তদ্ গত্বা দত্তপ্রসাদাং নববৃন্দামত্রানয়। ৯৬

শ্রীরাধা। দেবি ! আমার পিতা জোর করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন—এইটিই আমার বিমনা হওয়ার কারণ। ৯১

চন্দ্রাবলী। সখি ! কাতর হয়ো না, আর্য্যপুত্রের হাতে তোমাকে সমর্পণ করব। ৯২

শ্রীরাধা। (দৈন্যের সঙ্গে) দেবি ! সত্যই যদি আপনি আমার প্রতি স্নেহশীলা হয়ে থাকেন তবে এরকম কখন আর বলবেন না। ৯৩

(এই বলে মিনতিভরে প্রণাম করলেন।)

চন্দ্রাবলী। সখি ! তবে বল দেখি, এখানে তুমি কেন বাস করিতে ইচ্ছা করেছ ? ৯৪

শ্রীরাধা। দেবি ! যেখানে পুরুষের নাম পর্য্যন্ত শুনতে পাওয়া যায় না—সেখানে এই ব্যক্তিকে রক্ষা করুন যাতে সেখানে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হতে পারে। ৯৫

চন্দ্রাবলী। (আনন্দের সঙ্গে কাণে কাণে) মাধবি ! আমরা যা করা উচিত বলে মনে করেছিলাম—ভাগ্যগুণে ইনি তাই প্রার্থনা করেছেন—তবে এখুনি গিয়ে প্রসাদসৌভাগ্যবতী নববৃন্দাকে এখানে নিয়ে এস। ৯৬

মাধবী—(স্বগতম্) সাহু মন্তিদং, জং তথ ণঅবুন্দাবণে রাইন্দস্স পবেসসম্ভাবণা বি ণত্থি। তা জধা রহস্সভেদো ণ হোদি, তধা ভট্টিদারিআ ণিদেসমিসেণ দিব্বং করাবিঅ ণঅবুন্দং আণিস্সং। ৯৭

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)॥

শ্রীরাধা—(স্বগতম্)কধং সা এসা বহিণী চন্দাঅলীব্ব ইঅং দেঈ মে পড়িভাদি। ৯৮

(প্রবিশ্য নববৃন্দয়া সহ মাধবী)

মাধবী—দেই। আঅদা এসা ণঅবুন্দা। ৯৯

চন্দ্রাবলী—ণঅবুন্দে! পেক্খীঅদু এসা মে সহী সচ্চভামা। ১০০

নববৃন্দা— (বিলোক্য সখেদমাত্মগতম্)—

প্রসাদীকৃত্য দেবস্য ময়ি নির্ম্মাল্যমম্বরম্।
দেব্যা কারিতদিব্যায়াং রাধৈব কথমর্প্যতে॥ ১০১

শ্রীরাধা—(স্বগতম্) কধং সা এসা ণঅবুন্দা? (ইত্যুপসর্পতি) ১০২

মাধবীতি। সাধু মন্ত্রিতম্, যত্তত্র নববৃন্দাবনে রাজেন্দ্রস্য প্রবেশসম্ভাবনাপি নাস্তি। তদ্ যথা রহস্যভেদো ন ভবতি, তথা ভর্ত্তৃদারিকা নিদেশমিষেণ দিব্যং কারয়িত্বা নববৃন্দামানয়িষ্যামি। ৯৭

রাধেতি। ভগিনী চন্দ্রাবলী ইব ইয়ং দেবী মে প্রতিভাতি। ৯৮

মাধবীতি। আগতা এষা নববৃন্দা। ৯৯

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে! প্রেক্ষ্যতামেষা মে সখী সত্যভামা। ১০০

নববৃন্দেতি। কারিতদিব্যায়াং কারিতশপথায়াম্। ১০১

রাধেতি। কথং সা এষা নববৃন্দা? ১০২

মাধবী (মনে মনে) ভাল যুক্তি করেছেন। কারণ নববৃন্দাবনে তো—রাজেন্দ্রের প্রবেশের সম্ভবনা নেই—তাই যাতে কেউ জানতে না পারে সেইভাবে রাজকন্যার আদেশ ছলে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নববৃন্দাকে নিয়ে আসব। ৯৭

(এই বলে প্রস্থান)

শ্রীরাধা (মনে মনে) এই দেবীকে কিন্তু ভগ্নী চন্দ্রাবলীর মত মনে হচ্ছে। ৯৮

(নববৃন্দার সঙ্গে মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। দেবি! এই যে নববৃন্দা এসেছেন। ৯৯

চন্দ্রাবলী। নববৃন্দে! দেখ, দেখ—ইনি আমার সখী সত্যভামা। ১০০

নববৃন্দা। (দেখে মনে মনে)

দেবী চন্দ্রাবলী পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের প্রসাদী নির্মাল্য বসন দিয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে শপথ করিয়েছিলেন—এখন আবার শ্রীরাধাকেই সমর্পণ করছেন। ১০১

শ্রীরাধা (স্বগত) ইনিই কি তাহলে নববৃন্দা! ১০২

(এই বলে নিকটে যেতে লাগলেন।)

নববৃন্দা—(স্বগতম্) হা ধিক্ ! কষ্টম্ ! রভসেনাত্র কৃতশপথা হতাস্মি । ১০৩

শ্রীরাধা—(সাস্রমাত্মগতম্) অহ্মহে ! ইদং তং চ্চেঅ কিংপি পীদম্বরং । (ইতি সবৈক্লব্যং বিলোকয়তি ।) ১০৪

নববৃন্দা—(স্বগতম্)

জনিত-কনকলক্ষ্মী-বিভ্রমে দৃষ্টিমস্মিন্, গতবতি চিরকালাদংশুকে কংসহন্তুঃ ।
অলঘুভিরপি যত্নৈর্দুস্তরাং সংবরীতুং, বিকৃতিমতুলবাধাং হন্ত রাধা দধাতি ॥ ১০৫

চন্দ্রাবলী—(সশঙ্কম্ ণঅবুন্দে ! পুচ্ছীঅদু, কীস সচ্চা দুউলং পেক্খন্তী বিম্হলেদি ? ১০৬

নববৃন্দা—
দুকূলেঽস্মিন্ কার্ত্তস্বরমহসি বিস্তারিতদৃশো
বপুঃ কিং তে ফুল্লৈর্বহতি তুলনাং নীপকুসুমৈঃ ?
ক্রুটন্তীভিঃ কিংবা স্ফটিকমণিমালাভিরুপমাং
ভজন্তেঽমী ক্ষামোদরি নয়নয়োস্তোয়পৃষতাঃ ? ১০৭

নববৃন্দেতি । রভসেন অবিচারেণ । ১০৩

রাধেতি । অহো ! ইদং তদেব কিমপি পীতাম্বরম্ । ১০৪

নববৃন্দেতি । ক্রম-নাম গর্ভসন্ধ্যঙ্গমিদম্ । তথাচ ভাবজ্ঞানং ক্রমো যদ্বা চিন্ত্যমানার্থসঙ্গতিঃ । অত্র নববৃন্দায়া রাধায়া ভাবনাৎ । চিন্ত্যমানহরিচিহ্নস্য তস্যাং দর্শনাচ্চ ক্রমঃ । কনকস্য লক্ষীবদ্বিভ্রমঃ সাদৃশ্যং যস্য তস্মিন্ কংসহন্তুরংশুকে দৃষ্টিং গতবতি সতি রাধাঽতুলবাধাং বিকৃতিং দধাতি । ১০৫

চন্দ্রাবলীতি । নববৃন্দে ! পৃচ্ছ্যতাং, কস্মাৎ সত্যা দুকূলং পশ্যন্তী বিহ্বলেতি বিহ্বলা ভবতি । ১০৬

নববৃন্দেতি । কার্ত্তস্বরং সুবর্ণং তোয়পৃষতাঃ জলবিন্দবঃ । ১০৭

নববৃন্দা । (মনে মনে) হায় হায় ! আজ আমি অবিচারে শপথ করে হত হলাম । ১০৩

শ্রীরাধা । (অশ্রু বিসর্জ্জন করে মনে মনে) আহা ! এ কি সেই পীতাম্বর ! ১০৪
(এই বলে ব্যাকুলতার সঙ্গে তাকাতে লাগলেন ।)

নববৃন্দা । (মনে মনে)

অনেকদিন পরে সোণার লক্ষ্মী প্রতিমা অপেক্ষাও সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন দর্শন করে শ্রীরাধার এমনই গুরুতর বিকার উপস্থিত হয়েছে যে হায় হায়, তিনি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তার থেকে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে অত্যন্ত বিহ্বলা হয়ে পড়লেন । ১০৫

চন্দ্রাবলী । (শঙ্কার সঙ্গে) নববৃন্দে ! জিজ্ঞাসা কর তো, সত্যা বস্ত্র দেখে বিহ্বল হলেন কেন ? ১০৬

নববৃন্দা । ওগো ক্ষীণতনু ! এই স্বর্ণবসন দেখে তোমার শরীরে প্রফুল্লিত কদম্বকুসুমের মত পুলক সঞ্চার হল কেন ? আর কেনই বা তোমার নয়নের জলবিন্দুগুলিকে ছড়ান স্ফটিকমণিমালার মত দেখাচ্ছে ? ১০৭

শ্রীরাধা—(সাবহিত্থম্) ণঅবুন্দে ! মহ বহিণী বিঅ তুমং দীসসি, তদো পজ্জুস্সুঅম্হি। ১০৮

নববৃন্দা—(স্বগতম্) বন্ধ্যোঽয়ং রাধিকাসঙ্গোপনে দেব্যাঃ প্রয়াসভরঃ। ন হি কৌস্তুভমণীন্দ্র-মরীচি-মণ্ডলী পুণ্ডরীকাক্ষবক্ষস্তটীমন্তরেণান্যতস্তিষ্ঠতি। ১০৯

চন্দ্রাবলী—(রাধাহস্তমাদায়) ণঅবুন্দে ! এসা অপ্পণো বহিণী, তুহ হত্থে সমপ্পিদা। ১১০

নববৃন্দা—দেবি ! বাঢ়মনুকম্পিতাস্মি। ১১১

চন্দ্রাবলী—বহিণি সচ্চে ! জাহি ণঅবুন্দাএ সমং অপ্পণো অহিরুইদং বাসন্তীচউস্সালং, তত্থ পুপ্‌ফোবহারিণী মে বউলা তুমং পরিচরিস্সদি। ১১২

শ্রীরাধা—দেই ! মন্দভাইণী এসা রাহিআ সমএ সুমরিদব্বা। ১১৩

চন্দ্রাবলী—(সাশঙ্কম্) হলা ! কিং ভণিদং তুএ ? ১১৪

রাধেতি। (সাবহিত্থং আকারং গোপয়িত্বাহ) নববৃন্দে ! মম ভগিনীব ত্বং দৃশ্যসে, ততঃ পর্য্যুৎসুকাঽস্মি। ১০৮

নববৃন্দেতি। দেব্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ প্রয়াসভরঃ। কৃষ্ণস্যান্যনায়িকাবিবাহঃ। ১০৯

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে ! এষা আত্মনো ভগিনী, তব হস্তে সমর্পিতা। ১১০

চন্দ্রাবলীতি। ভগিনি সত্যে ! যাহি নববৃন্দয়া সমং আত্মনোঽভিরুচিতং বাসন্তীচতুঃশালম্, তত্র পুষ্পোপহারিণী মে বকুলা ত্বাং পরিচরিষ্যতি। ১১২

রাধেতি। দেবি ! মন্দভাগিনী এষা রাধিকা সময়ে স্মর্ত্তব্যা। ১১৩

চন্দ্রাবলীতি। সখি ! কিং ভণিতং ত্বয়া। ১১৪

শ্রীরাধা। (ভাব সংবরণ করে) নববৃন্দে ! তোমাকে ঠিক আমার ভগ্নীর মত দেখাচ্ছে—সেইজন্য আমার আনন্দের সীমা নেই। ১০৮

নববৃন্দা। (মনে মনে) শ্রীরাধাকে গোপন করবার জন্য চন্দ্রাবলী যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন—সে চেষ্টা কিন্তু মিথ্যা। কৌস্তুভমণির প্রভা কি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ছাড়া অন্য কোথাও বিরাজ করে ? ১০৯

চন্দ্রাবলী। (শ্রীরাধার হাত ধরে) নববৃন্দে ! ইনি আমার ভগ্নী, এঁকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। ১১০

নববৃন্দা। অত্যন্ত অনুগৃহীত হলাম। ১১১

চন্দ্রাবলী। ভগিনি সত্যভামে ! নববৃন্দার সঙ্গে বাসন্তী চতুঃশালায় চল—সেখানে আমার ফুলসখী বকুলা তোমার পরিচর্য্যা করবে। ১১২

শ্রীরাধা। দেবি ! এই হতভাগা রাধাকে সময়ে স্মরণ করবেন॥ ১১৩

চন্দ্রাবলী। (শঙ্কার সঙ্গে) সখি ! তুমি এ কি বললে ? ১১৪

শ্রীরাধা—(সাতঙ্কমাত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী। গরুও পমাদো! (প্রকাশম্) দেই। আরাহিআ এসা ত্তি। ১১৫

নববৃন্দা—(রাধয়া সহ পরিক্রামন্তী স্বগতম্)—

বসন্তী শুদ্ধান্তে মধুরিমপরীতা মধুরিপো-
রিয়ং তন্বী সদ্যঃ স্বয়মিহ ভবিত্রী করগতা।
বৃতাঙ্গীমুত্তুঙ্গৈরবিকলমধূলীপরিমলৈঃ
প্রফুল্লাং রোলম্বে নবকমলিনীং কঃ কথয়তি? ১১৬

(ইতি রাধয়া সহ নিষ্ক্রান্তা।)

মাধবী—ভট্টিদারিএ! কা কৃখু অম্মাণং সঙ্কা? জং সো কিদণিবন্ধো উদ্দিপ্পদি। ১১৭

চন্দ্রাবলী—সহি! কা কৃখু কুলবদী ভত্তুণো অরদিং পি জাণন্তী কাঠিন্নং রক্খিদুং পহবেদি? ১১৮

রাধেতি। হা ধিক্, হা ধিক্,! গুরুঃ প্রমাদঃ।

দেবি! আরাধয়তি ইতি আরাধিকা ব্রতপরা ইত্যর্থঃ। এষা ইতি। ১১৫

নববৃন্দেতি। শুদ্ধান্তে অন্তঃপুরে। প্রসিদ্ধ-নাম নাটকভূষণমিদং। তথাচ প্রসিদ্ধির্লোকবিখ্যাতৈরর্থৈঃ স্বার্থপ্রধানং। অত্র লোকবিখ্যাতস্য ফুল্লকমলিনীরোলম্বপ্রসঙ্গস্য কথনে স্বার্থস্য রাধামাধবসঙ্গমস্য প্রধানং প্রসিদ্ধেঃ॥ ১১৬

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে! কা খলু অস্মাকং শঙ্কা? যৎ স কৃতনিবন্ধ উদ্দীপ্যতে। ১১৭

চন্দ্রাবলীতি। সখি! কা খলু কুলবতী ভর্ত্তুররতিমপি জানতী কাঠিন্যং রক্ষিতুং প্রভবতি। ১১৮

শ্রীরাধা। (আতঙ্কের সঙ্গে মনে মনে) হায়, হায়—এ কি ভুল করলাম!

(প্রকাশ্যে)

দেবি! এ ব্যক্তি আপনার আরাধিকা—তাই বললাম। ১১৫

নববৃন্দা। (শ্রীরাধার সঙ্গে ফিরে এসে মনে মনে।)

মাধুর্য্যমণ্ডিতা এই শ্রীরাধা অন্তপুরে যদি বাস করেন—তাহলে অতি শীঘ্রই তিনি কংসারির করতলগতা হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই—যেমন নবকমলিনী যখন নব মধুর মনোমুগ্ধকর পরিমলে ভরপুর হয়ে থাকে তখন ভ্রমরকে কে আর খবর দিতে যায়—ভ্রমর নিজেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এখানে ফুল্লকমলিনী ও ভ্রমরের প্রসঙ্গ শ্রীরাধামাধবের সঙ্গমকেই সূচনা করছে। ১১৬

(এই বলে শ্রীরাধার সঙ্গে প্রস্থান)

মাধবী। রাজকুমারি! আর আমাদের ভয় কি—তোমার অনুমতি ছাড়া যদুনন্দন অন্য নারী স্পর্শ করতে পারবেন না—শ্রীকৃষ্ণের এই শপথ পুনরায় উদ্দীপ্ত হবে। ১১৭

চন্দ্রাবলী। সখি! এমন কোন কুলবতী রমণী আছে যে স্বামীর আসক্তিশূন্যতা জেনেও নিজের কঠিনতা বজায় রাখতে পারে? ১১৮

(নেপথ্যে) রম্ভাস্তম্ভাবলীনাং রচয়ত পদবীসীম্নি বিন্যাসবন্ধং
গন্ধাম্ভঃশীকরাণাং বিকিরত নিকরং সত্বরং চত্বরেষু।
দেবীভির্দিব্যপুষ্পাবলিভিরকলিতৈশ্বর্য্যমাকীর্য্যমাণো
বিশ্বেষাং নেত্রবীথীমুদময়মুদগাত্তুদিগরন্ বৃষ্ণিচন্দ্রঃ ॥ ১১৯

মাধবী—ভট্টিদারিএ! দিট্‌ঠিআ বিজঅদি দুআরবদী-ণাধো, তা ণেবচ্ছঘরং পবিসেহি। (ইতি নিষ্ক্রান্তে) ১২০

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ।)

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সখেদম্)

বিদ্যোতিন্যকলঙ্ক-কুঙ্কুমময়ী চর্চ্চা মমাঙ্গস্য যা
মালা কণ্ঠতটস্য চম্পককৃতা যা সৌরভোদ্গারিণী।
যা সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণশীতলতরা হৈমী শলাকাদৃশো-
স্তাং রাধাং কথমন্তরাপি ধিগস্থূংস্ত্রুট্যন্তি মে রাত্রয়ঃ ॥ ১২১

মধুমঙ্গলঃ—(কৃষ্ণস্য করে মণিং পশ্যন্) পিঅবঅস্স! রাহিআ-কণ্ঠালঙ্কারো মণিন্দো কহং দিআকরেণ লদ্ধো? ১২২

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে! দিষ্ট্যা বিজয়তে দ্বারবতীনাথঃ। তন্নেপথ্যগৃহং প্রবিশ ॥ ১২০ ॥
মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয় বয়স্য! রাধিকা-কণ্ঠালঙ্কারো মণীন্দ্রঃ কথং—দিবাকরেণ লব্ধঃ ॥ ১২২ ॥

(নেপথ্যে)

ওহে। তোমরা রাজপথের দুধারে মঙ্গলচিহ্ন কদলীবৃক্ষ রোপণ কর—আর তাড়াতাড়ি করে প্রাঙ্গণে সুবাসিত জল সেচন কর—দেবীরা বারবার পুষ্পবর্ষণ করছেন—এরই মাঝে নয়নের আনন্দ যদুকুলচাঁদের উদয় হল। ১১৯

মাধবী। রাজকন্যে! সৌভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথ সকল উৎকর্ষ নিয়ে বিরাজ করছেন—অতএব বেশগৃহে প্রবেশ কর। ১২০

(এই বলে উভয়ের প্রস্থান)

(তারপর মধুমঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সঙ্গে)

যে সুন্দরী আমার অঙ্গের অকলঙ্ক কুঙ্কুমময়ী চর্চ্চারমত, যিনি আমার কণ্ঠের সুবাসে ভরা চম্পকমালার মত, আর যিনি আমার নয়নযুগলের সিদ্ধ অঞ্জনচূর্ণে সুশীতল স্বর্ণশলাকা—হায়, হায়—সেই শ্রীরাধাকে ছাড়া এ সব রাত্রি যেন আমার প্রাণকে বিনাশ করছে। ১২১

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের হাতে মণি দেখে) প্রিয় বয়স্য! শ্রীরাধার কণ্ঠভূষণ মণি কেমন করে দিবাকর পেলেন? ১২২

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে !

অনুদিনমতিনম্রা কুর্ব্বতী পূর্ব্বমাসীৎ, পিতৃপতিপিতুরর্ঘ্যং গর্গবাক্যেন রাধা।

ইতি বহুলরুচীনাং বীচিভিঃ সংপরীতং, মণিবরমুপহারং নূনমস্মৈ চকার॥ ১২৩

মধুমঙ্গলঃ—পেক্খ পেক্খ, এসো কিরণকন্দলীহিং কিংপি বেলক্খণ্ণং ধারেই মণিন্দো। ১২৪

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে! ঘনচৈতন্যবিবর্ত্তোঽয়ং ন প্রাকৃতরত্নসাধারণীং ধুরমারোঢুমর্হতি।

(ইতি স্যমন্তকং বক্ষস্তটে নিধায় সবাষ্পম্।)

ধন্যঃ সোঽয়ং মণিরবিরলধ্বান্তপুঞ্জে নিকুঞ্জে

স্মিত্বা স্মিত্বা ময়ি কুচপটীং কৃষ্টবত্যুন্মদেন।

গাঢ়ং গূঢ়াকৃতিরপি তয়া মন্মুখাকূতবেদী

নিষ্ঠীবন্ যঃ কিরণলহরীং হ্রেপয়ামাস রাধাম্॥ ১২৫

মধুমঙ্গলঃ—পিঅবঅস্স! সুদং মএ, জাম্ববন্তস্স সআসাদো এসো মণিন্দো তুএ লদ্ধো। ১২৬

কৃষ্ণ ইতি। পিতৃপতিঃ যমঃ। ধর্ম্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্ত্তী পরেতরাট্ ইত্যমরঃ। ১২৩

মধুমঙ্গল ইতি। পশ্য, পশ্য, এষ কিরণকন্দলীভিঃ কিমপি বৈলক্ষণ্যম্ ধারয়তি মণীন্দ্রঃ। ১২৪

কৃষ্ণ ইতি। ঘনানন্দঃ স্বরূপঃ। ধুরং ভারম্। ধুরঃ স্যাদ্ভারচিন্তয়োরিতি কোষঃ।

ধন্য ইতি। অবিরলঃ নিবিড়ঃ। তয়া রাধয়া কুচপট্যা বা গূঢ়াকৃতির্যস্য সঃ। ষ্ঠীবন্ নিক্ষিপন্ ষ্ঠীবু নিরসনে ইতি পাঠাৎ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ॥ ১২৫

মধুমঙ্গল ইতি। প্রিয়বয়স্য! শ্রুতং জাম্ববতঃ সকাশাৎ এষ মণীন্দ্রস্ত্বয়া লব্ধঃ। ১২৬

শ্রীকৃষ্ণ। (খেদের সঙ্গে) পূর্ব্বে গর্গমুনির কথামত শ্রীরাধা প্রতিদিন বিনীতভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিতেন। তাই বোধহয় তিনি এই তেজোদীপ্ত শ্রেষ্ঠমণি সেই সূর্য্যদেবকে উপহার প্রদান করে থাকবেন। ১২৩

মধুমঙ্গল। দেখ, দেখ—এই মণীন্দ্রে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যাচ্ছে। ১২৪

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! এ মণিরাজ আনন্দময়স্বরূপ—একে কখনই প্রাকৃতরত্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতেপারে না।

(এই বলে স্যমন্তকমণিটি বক্ষঃস্থলে ধারণ করে অশ্রু মোচন করতে করতে) ধন্য ধন্য এই মণি—কারণ আমি যখন বৃন্দাবনে গাঢ় তমোময় নিকুঞ্জ মধ্যে বিলাসপরায়ণ হয়ে হাসতে হাসতে শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেছিলাম—সেই সময়ে শ্রীরাধা তার বক্ষঃস্থলে এই স্যমন্তকমণিকে বস্ত্রের দ্বারা অতি সযতনে আবৃত করেছিলেন কিন্তু সেই বসনের মাঝে লুকিয়ে থেকেও আমার মুখের অভিপ্রায় জেনে কিরণমালা বিচ্ছুরিত করে এই মণি শ্রীরাধাকে লজ্জিত করেছিল। ১২৫

মধুমঙ্গল। প্রিয়সখে! আমি শুনেছি—তুমি জাম্ববানের কাছ থেকে এই মণি পেয়েছ। ১২৬

শ্রীকৃষ্ণঃ—অথ কিম্। ১২৭

মধুমঙ্গলঃ—কধং লদ্ধো ? ১২৮

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে! স ভল্লুকমল্লঃ স্ববিলান্তরে মাং বিলোমচেষ্টং বিলোক্য শঙ্কিতরত্নাপহারঃ সম্প্রহারমারেভে। ১২৯

মধুমঙ্গলঃ—তদো তদো ? ১৩০

শ্রীকৃষ্ণঃ—ততশ্চিরায় মদ্বিজ্ঞানতঃ সমাপ্তে তু তস্মিন্ মহাসংগ্রামতন্ত্রে যন্ত্রিতঃ স মন্ত্রী মাং সামোদমবাদীৎ—

কচ্চিদ্ভীমে স্মরসি জলধৌ সেতুবন্ধানুবন্ধং
কচ্চিত্ত্বং বা দশমুখশিরঃকন্দুকোৎক্ষেপকেলিম্ ?
তদ্বিস্মর্ত্তুং চরিতমথবা নাসি শক্তো যদেষ
প্রাঞ্চং রত্নাহরণমিষতঃ কিঙ্করং সংস্করোষি॥ ১৩১

মধুমঙ্গলঃ—তদো তদো ? ১৩২

মধুমঙ্গল ইতি। কথং লব্ধঃ। ১২৮

কৃষ্ণ ইতি। বিলোমচেষ্টং প্রতিকূলচেষ্টম্। সংপ্রহারম্ যুদ্ধম্। ১২৯

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ। ১৩০

কৃষ্ণ ইতি। যন্ত্রিতঃ সঙ্কুচিতঃ।

কচ্চিদিতি। প্রাঞ্চং প্রাচীনং কিঙ্করং মাং শং সুখরূপং করোষি সংস্করোষীতি পাঠান্তরম্। ১৩১

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ। ১৩২

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ১২৭

মধুমঙ্গল। কেমন করে পেলে ? ১২৮

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! সেই বীরশ্রেষ্ঠ ভল্লুক (জাম্ববান্) নিজের গর্ত্তের মধ্যে আমাকে বিরুদ্ধ আচরণ করতে দেখে রত্ন অপহরণের আশঙ্কায় আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। ১২৯

মধুমঙ্গল। তারপর, তারপর ? ১৩০

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বহুদিন পরে যখন মন্ত্রিরাজ জাম্ববান্ আমার পরিচয় জানতে পারল—তখন যুদ্ধ হতে বিরত হয়ে কৌতুক করে আমাকে বলেছিল—প্রভো! উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যে সেতুবন্ধনের কথা কি আপনার স্মরণ আছে ? কিংবা দশানন রাবণের আনন নিয়ে আপনি যে কন্দুকক্রীড়া করেছিলেন—তা কি আপনার মনে আছে—? অথবা সেই লীলার কথা ভুলতে পারেন নি বলেই কি এই মণিহরণ ছলে সেই পুরাতন দাসের প্রতি অনুগ্রহ করছেন ? ১৩১

মধুমঙ্গল। তারপর, তারপর ? ১৩২

কৃষ্ণ—ততো হেমকুট্টিমার্পিতায়াং রত্নখট্টায়াং মাং নিবেশ্য মণীন্দ্রমানেতুং প্রকোষ্ঠান্তরং প্রবিষ্টে ভল্লূকচক্রবর্ত্তিনি মুহূর্ত্ততঃ কাপি জরতী মদভ্যর্ণমাসাদ্য নিবেদিতবতী,—'তাত ! তস্মিন্ হঠাদাকৃষ্যমাণে মণীন্দ্রে জাম্ববতঃ কুমারী বিপদ্যতে, অনাকৃষ্যমাণে খল্বিষ্টদৈবতস্য তে বিপ্রলম্ভঃ সম্ভবতীতি মহাসঙ্কট-জম্বালমগ্নস্য জাম্ববতঃ করাবলম্বং ভবন্তমন্তরেণ নান্যং পশ্যামি। ততস্তামবোচম্,—'বৃদ্ধে ! তস্মিন্নবষ্টভ্তকদম্বোদ্গারিণি মণৌ ধনতৃষ্ণোপাধিঃ কিমস্যা গৌরবোন্নাহঃ ?'

ধাত্রী—'তাত ! নহি নহি ;

রত্নং যদা দিনকরপ্রতিমল্লরোচির্ভল্লূকমণ্ডলপতিঃ স্বয়মাজহার।
এতত্তদা ক্ষণমবেক্ষ্য সরোরুহাক্ষী সা ক্ষীণধৈর্য্যনিকরা বিকলা বভূব ॥

স্যাম্প্রতমপি বৎসা—

খিদ্যন্তী ঘটীকাং ক্রমেণ ঘটয়ত্যক্ষামবক্ষোজয়ো—
র্জিঘ্রন্তী চ মুহুর্মুহূর্ত্তমুপরি ঘ্রাণস্য বিন্যস্যতি।
ধত্তে নিশ্বসতী চ নীর-কণিকাকীর্ণান্তয়োর্নেত্রয়ো—
রিত্থং বন্ধুমিব স্যমন্তকমসৌ ধৃতাঙ্গমালিঙ্গতী ॥ ১৩৩।

কৃষ্ণ ইতি। বিপদ্যতে প্রাণং ত্যজতি। বিপ্রলম্ভঃ বিরোধঃ। জম্বালঃ কর্দ্দমঃ। করাবলম্বং সহায়ম্।

বৃদ্ধে ইতি। স্বর্বর্ণস্য সমূহমুদ্গারিতুং শীলং যস্য তস্মিন্। ধনতৃষ্ণা উপাধিঃ কারণং যত্র সঃ। অস্যা জাম্ববত্যা আগ্রহাধিক্যম্।

ধাত্রীতি। দিনকরস্য প্রতিমল্লতুল্যং রোচির্যস্য তৎ। আজহার আনীতবান্। এতৎ রত্নম্। সরোরুহাক্ষী জাম্ববতী।

সাম্প্রতমিতি। ঘটিকাং ব্যাপ্য ধৃতাঙ্গম্। ১৩৩

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর স্বর্ণমন্দিরে রত্নখট্টায় আমাকে বসিয়ে ভল্লুকরাজ মণি আনবার জন্য গৃহান্তরে গেলে ক্ষণকালের মধ্যে একজন বৃদ্ধা আমার কাছে এসে নিবেদন করল—বাছা, জাম্ববান যদি হঠাৎ মণি আনে তাহলে জাম্ববানের কুমারী প্রাণত্যাগ করবে—আর মণি না নেয়--তাহলে তুমি তার ইষ্টদেব তোমার সঙ্গে তার বিরোধ হবে—অতএব জাম্ববান মহা সঙ্কটে পড়েছে এমন এ বিপদে তুমিই তার একমাত্র আশ্রয়। বৃদ্ধা এই কথা বললে আমি তাকে বললাম বৃদ্ধে ! সেই স্বর্ণপ্রসবকারী মণিতে যে প্রবল লোভ সেইটিই তাকে না—ত্যাগ করার প্রধান কারণ— এর জন্য জাম্ববতী প্রাণত্যাগ করবে —এ কৌশল অবলম্বনের কি প্রয়োজন ছিল ?

ধাত্রী। বাছা ! তা নয় তা নয়।

ভল্লুকরাজ যখন সূর্য্যসম রত্ন স্বয়ং নিয়ে এলেন—সেই থেকে মণি দেখতে না পেয়ে পদ্ম-পলাশলোচনা জাম্ববতী ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। এখনও বাছা কখনও সেই স্যমন্তকমণি ঘর্মাক্ত কলেবরে বক্ষে স্থাপন করে কখনও বা নাসিকায় তার পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ গ্রহণ করে—কখনও বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে করতে জলভরা নয়ন যুগলের উপর সে মণি ধারণ করছে—এই ভাবে জাম্ববতী কম্পিতকলেবরে ক্ষণকাল বন্ধুর মত স্যমন্তকমণিকে আলিঙ্গন করছে। ১৩৩

মধুমঙ্গলঃ—তদো তদো ? ১৩৪ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—ততশ্চ কৌতুকেনাহমাক্রান্তমনাস্তামবাদিষম্,—'ধাত্রিকে ! কিমত্র কারণম্, যদেষা তত্র রত্নে প্রাজ্যং রজ্যতি ? ধাত্রী—'তাত । কস্তদ্বিজ্ঞাতুমীষ্টে ? যতঃ ।

রত্নে রতিস্তে মহতী কিমত্র, সা ভঙ্গুরভ্রূরিতি পৃচ্ছ্যমানা ।
নিশ্বস্য নিশ্বস্য তনোতি বাষ্পং মুখেন্দুমাবৃত্য পটাঞ্চলেন ॥

ততস্তামভ্যধাম্,—'ধাত্রি ! কিমেষা ব্যবহরন্তী তিষ্ঠতি ?' ধাত্রী—

কল্যাণীভির্দ্যুতিভিরধিকং রাধিকামাধবাখ্যং
যৎ পঞ্চালীমিথুনমতুলং নির্মমে নির্মলাঙ্গী ।
তস্যান্যোঽন্য-প্রণয়-মধুরৈঃ সঙ্গমালাপরঙ্গৈঃ
খেলন্তী সা ক্ষপয়তি গলদ্বাষ্পধারং দিনানি ॥

ততস্তদাকর্ণ্য—গম্ভীরবিস্ময়ারম্ভসংবীতচিত্তস্তামেবাহং সসান্ত্বমবাদিষম্'—'ধাত্রিকে ! কীদৃশং পঞ্চালিকাদ্বন্দ্বং তদবলোকে কৌতুহলবানস্মি । ধাত্রী—'তাত ! তদদ্ভুতং জগন্মণ্ডলোত্তংসয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োর্যুগ্মম্ । তয়োর্হি—

ত্বদালোকে সদ্যঃ স খলু তব তুল্যাকৃতিধরঃ
পুমান্ মে স্মেরাস্যঃ স্মরণপদবীমভ্যুপগতঃ ।
ন জানে সা ধন্যা ক নু বসতি পুণ্যে জনপদে
যদীক্ষারম্ভে সা স্মৃতিমুপজিহীতে বরতনুঃ ॥ ১৩৫ ।

মধুমঙ্গল ইতি । ততস্ততঃ । ১৩৪

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । প্রাজ্যং প্রচুরম্ ।

ধাত্রীতি । ইতি পৃচ্ছমানা সা ভঙ্গুরভ্রূঃ সতী বাষ্পং তনোত্যন্বয়ঃ ॥

তত ইতি । অভ্যধাম্ অপৃচ্ছম্ ।

ধাত্রীতি । পঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদ্বস্ত্র দন্তাদিভির্বৃতা । মিথুনযুগলং প্রতিমাযুগ্মম্ । সঙ্গমো মিলনমালাপং কথনঞ্চ তত্র যে রঙ্গাঃ কৌতুকানি তৈঃ ।

ততঃ ধাত্রীবচনং, সসান্ত্বম্ সমধুরম্ ।

ত্বদালোকে ইতি । যস্যা রাধায়াঃ প্রতিমূর্ত্তের্দর্শনারম্ভে । উপজিহীতে উপগচ্ছতি । ওহাঙ্ গতৌ । ১৩৫

মধুমঙ্গল । তারপর তারপর ? ১৩৪

শ্রীকৃষ্ণ । তারপর কৌতুকবশে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ধাত্রিকে ! ইনি যে এই রত্নে অত্যন্ত আসক্ত হয়েছেন—এর কারণ কি ?

ধাত্রী । বাছা ! এর কারণ কে বা জানবে—বল ?

কারণ—এ রত্নে তোমার এত প্রীতি কেন—এ কথা জাম্ববতীকে জিজ্ঞাসা করলে সে দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ভ্রূভঙ্গি করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে ।

মধুমঙ্গলঃ—তদো তদো ? ১৩৬।

শ্রীকৃষ্ণঃ—ততশ্চ সা কক্ষান্তরমাসাদ্য জাম্ববতীচিত্তমুত্তম্ভয়ামাস,—'বৎসে! তবায়ং পঞ্চালিকয়োর্যঃ শ্যামঃ পুমান্, স কৌতুকী বিগ্রহান্তরেণ জঙ্গমীভাবমঙ্গীকৃত্য পর্য্যঙ্কিকামধ্যমধ্যাস্তে; তদদ্ভুতং দৃষ্টেরপরোক্ষীক্রিয়তাম্। ইত্যাকর্ণ্য চ,—

রাধায়াঃ প্রতিমাং মণিপ্রণয়িনীং বিন্যস্য ধাত্রীকরে
সা সদ্যস্তরুণা তিরোহিততনুর্মাং বীক্ষ্য পর্য্যোৎসুকা।
ক্রোশন্তী শিথিলীকৃতত্রপমপধ্বস্তাঙ্গ-বর্ণোন্নতিঃ
সাতঙ্কং নিপপাত মচ্চরণয়োরঙ্কে কুরঙ্গেক্ষণা॥

(ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি।)। ১৩৭।

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ। ১৩৬

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। কক্ষান্তরং প্রকোষ্ঠান্তরম্। উত্তম্ভয়ামাস উৎসুকয়ামাস। রাধায়া ইতি। মণিপ্রণয়িনীং মণিরচিতামিত্যর্থঃ। তরুণা বৃক্ষেণ তিরোহিতা তনুর্যস্যাঃ সা। অঙ্কে নিকটে। ১৩৭

তারপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—জাম্ববতী এখন কিভাবে দিন যাপন করছেন?

ধাত্রী। সুন্দরী জাম্ববতী শ্রীরাধামাধবের ভুবনভুলান রূপমাধুর্য্যে প্রতিমাযুগল নির্মাণ করেছেন—আর সেই প্রতিমা দুটির পরস্পর মধুময় প্রণয়, সঙ্গ, আলাপ ও কৌতুকবশে খেলা করতে করতে নয়নধারায় ভাসতে ভাসতে দিন যাপন করছেন।

তারপর ধাত্রীর এই কথা শুনে আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হল—পরে ধাত্রীকে সুমধুর বাক্যে বললাম—ধাত্রি! সেই প্রতিমাযুগল কেমন? তা দেখবার জন্য আমার বড় কৌতুহল হচ্ছে।

ধাত্রী। বাছা—ব্রহ্মাণ্ডে উৎকৃষ্ট স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এই প্রতিমা দুটি সত্যই—বড় অদ্ভুত। সেই দুটি প্রতিমার মধ্যে যেটি পুরুষ প্রতিমা—তোমাকে দেখবার পর থেকে মনে হচ্ছে সে প্রতিমা যেন তুমিই— তোমার হাস্যবদন দেখে আমার মনে কেবল সেই পুরুষ প্রতিমার স্মৃতিই উদিত হচ্ছে। আর যেটি স্ত্রী প্রতিমা তিনি অত্যন্ত ধন্যা—তিনি কোন পুণ্য দেশে বাস করছেন জানি না—যাঁকে দেখবামাত্র বরতনু শ্রীরাধা আমার স্মরণ পথে এসে উপস্থিত হলেন। ১৩৫

মধুমঙ্গল। তারপর তারপর? ১৩৬

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর ধাত্রী অন্তঃপুরের মধ্যে গিয়ে জাম্ববতীর চিত্তে উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগল—বাছা, তোমার এই দুটি প্রতিমার মধ্যে যিনি শ্যামসুন্দর তিনি বড় কৌতুকপ্রিয়। দেহান্তরে জঙ্গমভাব অঙ্গীকার করে পালঙ্কের মধ্যে অবস্থিত আছেন—অতএব এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন কর।

(জাম্ববতী এই কথা শুনে।)

শ্রীরাধার মণিময়ী প্রতিমা ধাত্রীর হাতে ন্যস্ত করে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে আমাকে দেখতে লাগলেন—পরে অত্যন্ত উৎসুক চিত্তে ঐ মৃগনয়নী কি করবেন কিছু ঠিক করতে না

মধুমঙ্গলঃ—(সসম্ভ্রমং পাণিং প্রসার্য্য) পিঅবঅস্স ! মহ ইত্থং ওলম্বেহি । ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণঃ—(তথা কৃত্বা সগদ্‌গদম্)—

উপতরু ললিতাং তাং প্রত্যভিজ্ঞায় সদ্যঃ, প্রকৃতি-মধুররূপাং বীক্ষ্য রাধাকৃতিঞ্চ ।
মণিমপি পরিচিন্বন্ শঙ্খচূড়াবতংসং, মুহুরহমুদ্‌ঘূর্ণং ভূরিণা সম্ভ্রমেণ ॥ ১৩৯ ।

মধুমঙ্গলঃ—হী হী পিঅবঅস্স ! এসো কঞ্জিঅং পত্থঅন্তস্স সিহরিণীলাহো । (ইত্যুৎকূজন্) ভো ! এদং মহাসোক্‌খ-বিক্‌খোহেণ পপ্‌ফুডই মে হিঅঅং তা ধারেহি মং । ১৪০ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! ক্ষণমব্যগ্রঃ সমাকর্ণয় । ১৪১ ।

মধুমঙ্গলঃ—সধৈর্য্যং তদো তদো । ১৪২ ।

মধুমঙ্গল ইতি । প্রিয়বয়স্য ! মম হস্তং অবলম্বস্ব । ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । উপতরু তরোঃ সমীপে, সেয়ং ললিতা ইতি জ্ঞাত্বা । সিদ্ধি নাম নাটকভূগণমিদম্ । অতর্কিতোপপন্নঃ স্যাৎ সিদ্ধিরিষ্টার্থসঙ্গমঃ । অত্র ইষ্টস্য ললিতাদিসঙ্গমস্যাতর্কিতত্বাৎ সিদ্ধিঃ । ১৩৯

মধুমঙ্গল ইতি । আশ্চর্য্যং ! প্রিয়বয়স্য ! কাঞ্জিকাং প্রার্থ্যমানস্য শিখরিণীলাভঃ । ভো ! এতৎ মহাসৌখ্যবিক্ষোভেন প্রস্ফুটতি মে হৃদয়ং তৎ ধারয় মাম্ । ১৪০

মধুমঙ্গল ইতি । ততস্ততঃ । ১৪২

পেরে লজ্জাকেও জলাঞ্জলি দিয়ে বিবর্ণ দেহে ভয়ে ভয়ে আমার চরণোপান্তে উপস্থিত হলেন ।

(এই কথা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে বিবশ হয়ে পড়লেন । ১৩৭)

মধুমঙ্গল । (সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে) প্রিয়সখা ! আমার হাত ধর । ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ । (তাই ধারণ করে গদ্‌গদ্‌স্বরে ।)

সখে । গাছের আড়ালে অবস্থিতা জাম্ববতীকে হঠাৎ যেন মনে হল ললিতা—আর সেখানে স্বভাবমধুরা রাধা প্রতিমা দর্শন করে শঙ্খচূড়ের মস্তক ভূষণ স্যমন্তক মণিকে ভাল করে জেনে আমি অত্যন্ত সম্ভ্রমে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম । ১৩৯

মধুমঙ্গল । কি আশ্চর্য্য ! প্রিয়বয়স্য ! এতো দেখছি—যে ব্যক্তি কাঞ্জিকা প্রার্থনা করেছেল—তার পক্ষে শিখরিণী লাভ হয়ে গেল ।

(এই বলে উচ্চৈস্বরে)

সখে ! অত্যন্ত সুখের উল্লাসে আমার হৃদয় প্রফুল্লিত হয়েছে আমাকে তাড়াতাড়ি ধর । ১৪০

শ্রীকৃষ্ণ । সখে ! ব্যস্ত হয়ো না । শোন । ১৪১

মধুমঙ্গল । (ধৈর্য্য ধারণ করে) তারপর, তারপর ? ১৪২

শ্রীকৃষ্ণঃ—ততঃ শান্তিহেতুভিঃ কোমলালাপমাধুরীভিঃ সান্ত্বিতাপি সুকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠং ক্রন্দন্তী মামবাদীৎ—

'অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতে—
র্ব্বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারি-চিকুরাম্।
ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রাসুখমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিশলয়কলাপ-ব্যজনিনী ?

ততঃ প্রগাঢ়তরোৎকণ্ঠাপরীতেন হৃদ্বাস্পমুদ্রা ময়াপি চিরাত্তস্যামুদ্ঘাটিতা, হন্ত ললিতে !
সবিধমনৃতনিদ্রামুদ্রিতাক্ষস্য যান্তী, মুহুরিয়মধুনা মে বক্ত্রবিম্বং চুচুম্ব।

ইতি সখি পুরতস্তে হ্রেপিতায়া ময়োচ্চৈর্ভ্রূকুটিমধুরমাস্যং রাধিকায়াঃ স্মরামি ॥ ১৪৩।

মধুমঙ্গলঃ—তদো তদো ? ১৪৪।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। অলিন্দে অঙ্গনে। নবীনপত্রাণাং সমূহো ব্যজনমস্তি যস্যাঃ সা। কলাপো ভূষণে বর্হে তুণীরে সংহতে চেতি কোষঃ।

তত ইতি। স্বীয়-বাষ্পমুদ্রা।

মুদ্রিতাক্ষস্য মিথ্যাভূতয়া নিদ্রয়া মুদ্রিতে অক্ষিণী যেন তস্য। ১৪৩

মধুমঙ্গল ইতি। ততস্ততঃ। ১৪৪

শ্রীকৃষ্ণ। শান্তির প্রলেপ স্বরূপ কোমল মধুর আলাপের দ্বারা সান্ত্বনা দান করলেও সেই মধুরকণ্ঠী মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করতে করতে আমাকে বলেছিলেন—

যে কুঞ্জকুটীর শ্রীযমুনাজাত কমল সৌরভে আমোদিত হয়েছে—সেই কুঞ্জে তোমার ক্রোড়ে শায়িতা বসন্তকালীন পুষ্পের সুবাসে সুবাসিতকেশা সেই নিদ্রাভরে নিমীলিতনয়নাকে কবে আমি পত্র দ্বারা ব্যজন করে সেবা করব ?

তারপর আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে বহুক্ষণ পরে নিজের হৃদয় খুলে বললাম—
আহা ললিতে !

আমি কাছে থেকে কপট নিদ্রায় নয়ন দুটি মুদ্রিত করলে ইনি আমার বদনবিম্ব চুম্বন করেছেন—হে সখি ! তোমার কাছে এই কথা উচ্চৈস্বরে বলতে শ্রীরাধা লজ্জিত হয়ে তাঁর মধুর বদনে যে ভ্রূকুটি প্রকাশ করেছিলেন—তাই আমি স্মরণ করছি। ১৪৩

মধুমঙ্গল। তারপর, তারপর ? ১৪৪

শ্রীকৃষ্ণ—ততশ্চ বিজ্ঞাতাখিলবৃত্তান্তঃ স জাম্ববান্ সানন্দং তত্রাগত্য মামব্রবীৎ,—

সুগ্রীব-প্রণয়িতয়া মুহুঃ সমগ্রং কারুণ্যং ময়ি কুরুতে সরোজবন্ধুঃ।
তস্যাহং ত্বরিতমধারয়ং নিদেশান্নিঃশঙ্কং গিরিশিখরাদিমাং পতন্তীম্॥

ততশ্চ জাম্বূনদালঙ্কৃতা জাম্ববতী তেন ভল্লুকশিরোমাল্যেন শিরোমণিনা সহ মম পাণৌ বিন্যস্তা। ময়াপি বিদর্ভেন্দ্রমর্য্যাদাভঙ্গভীরুণা রৈবতকন্দরায়াং সা সুন্দরী রক্ষিতা। তদিদং রহস্যকথারত্নং যত্নতশ্চিত্তকোষান্তরে ধারণীয়ম্, যথা কস্যাপি বিতর্কপদবীমপি নাধিরোহতি। ১৪৫

মধুমঙ্গলঃ—এব্বং ণেদং। ১৪৬।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সবৈক্লব্যম্)—

নিখিলসুহৃদামর্থারম্ভে বিলম্বিতচেতসো
মসৃণিতশিখো যঃ প্রাপ্তোঽভূন্মনাগিব মার্দ্দবম্।
স খলু ললিতাসান্দ্র-স্নেহপ্রসঙ্গ-ঘনীভবন্
পুনরপি বলাদিন্ধে রাধাবিয়োগময়ঃ শিখী॥

(ইতি বিরহার্ত্তিং নাটয়ন্)

ললাটে কাশ্মীরৈঃ কুরু মম দৃশং পাবকময়ীং
দধীথা ভোগীন্দ্রদ্যুতিমুরসি মুক্তামণিসরম্।
তনোঃ কণ্ঠং মুক্ত্বা জনয় ঘনসারৈর্ধবলতাং
হরভ্রান্ত্যা ভীতস্তুদতি ন যথা মাং মনসিজঃ॥ ১৪৭।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। সুগ্রীবেতি। সুগ্রীবস্য সূর্য্যপুত্রতয়া খ্যাতিঃ পুরাণপ্রসিদ্ধা।
সরোজবন্ধুঃ সূর্য্যঃ। তস্য সূর্য্যস্য।

ময়াপীতি। বিদর্ভেন্দ্রেণ ভীষ্মকেন কৃতা বা মর্য্যাদা তৎপুত্র্যাজ্ঞামৃতেঽন্যস্যা অস্বীকাররূপা তস্যা ভঙ্গে ভীরুণা। ১৪৫

মধুমঙ্গল ইতি। যথা কথয়সি, তথা করোমি। ১৪৬

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। মসৃণিতঃ কোমলঃ শীতলো বিরহাগ্নিঃ মনাক্ অল্পতরং মার্দবং মৃদুত্বং প্রাপ্তঃ। আক্ষেপ-নাম সন্ধ্যঙ্গমিদং। তথাচ গর্ভবীজসমুৎক্ষেপমাক্ষেপং পরিচক্ষতে। অত্র সক্তদর্থসম্পাদনেন গর্ভিতরস্য রাধানুরাগস্য পুনর্ললিতাদর্শনাদুৎক্ষেপাদাক্ষেপঃ॥

ললাটে ইতি। কাশ্মীরৈঃ কুঙ্কুমৈঃ। মণিসরং মণিহারং কণ্ঠং ত্যক্ত্বা তনোঃ শরীরস্য কর্পূরৈর্ধবলতাং জনয়। তুদতি পীড়য়তি। মনসিজঃ কন্দর্পঃ। ১৪৭

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর সেই জাম্ববান্ সব বৃত্তান্ত জেনে এসে আনন্দ করে আমাকে বলল—সুগ্রীবের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে বলে পদ্মবন্ধু সূর্য্যদেব বার বার আমার—প্রতি করুণা করে থাকেন। এই জন্যই আমি তাঁর আদেশানুযায়ী তাড়াতাড়ি নির্ভয়ে—গিয়ে পর্ব্বতচূড়া হতে পতিতা এই কন্যাকে ধারণ করেছিলাম।

মধুমঙ্গলঃ—সচ্চং গরুও কৃখু এসো সন্তাৰো, তা কো এথ পড়িআরো ত্তি ণ কৃখু ওধারেমি ! ১৪৮।

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! প্রিয়াবিহার-সমভিহার-সাক্ষিণঃ কুঞ্জবৃন্দস্য বৃন্দাবনস্য বিলোকনমন্তরেণ নাত্র পরঃ প্রতীকারঃ, তদেষ মণীন্দ্রস্ত্বয়া সত্রাজিতায় সমর্প্যতাম্, ময়াপ্যবরোধায় গন্তব্যম্। ১৪৯।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকে ললিতোপলব্ধির্নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ ৬

মধুমঙ্গল ইতি। সত্যং গুরুঃ এষ সন্তাপঃ, তৎ কোঽত্র প্রতীকার ইতি ন খলু অবধারয়ামি। ১৪৮

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। সমভিহারসাক্ষিণঃ কথনসাক্ষিণঃ। অবরোধায় অন্তর্গৃহায়। ১৫০

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

এই বলে সেই ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ স্যমন্তকমণির সঙ্গে জাম্বনদভূষিতা (সুবর্ণভূষিতা) জাম্ববতীকে আমার হাতে সমর্পণ করল।

আমিও বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকের নিয়মভঙ্গের ভয়ে অন্য কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করব না—এই প্রতিজ্ঞা করায়—রৈবতক পর্ব্বতের গুহায় ঐ সুন্দরীকে রেখেছি তাই বলছি সখে ! তুমি এই গোপন কথারত্নটি যত্ন করে তোমার চিত্তকোষে ধারণ করে রেখো—যেন এ বিষয়টি কেউ জানতে না পারে। ১৪৫

মধুমঙ্গল। যা বললে তাই করব। ১৪৬

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যাকুলতার সঙ্গে)

সকল সুহৃদের প্রয়োজনে আমার চিত্ত করুণা বিগলিত হয়—সেই আমার সম্বন্ধে রাধার বিরহাগ্নি যেন কিছু শীতল হয়েছিল—এখন কিন্তু আবার ললিতার স্নেহ প্রসঙ্গে গাঢ়তর হয়ে পুনরায় জোর করে ঐ বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

(এই বলে বিরহবেদনা প্রকাশ করে)

সখে ! কুঙ্কুম দিয়ে আমার ললাটে অগ্নিময় চক্ষু রচনা করে দাও—বক্ষে সর্পরাজ বাসুকীর কান্তিশালী মুক্তামালা পরিয়ে দাও—আর কেবল কণ্ঠদেশটি—বাদ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে কর্পূরের অঙ্গরাগ দিয়ে সাদা করে দাও—যেন মদন শিব—মনে করে ভয় পেয়ে আমাকে আর কষ্ট না—দেয়। ১৪৭

মধুমঙ্গল। সত্যিই, এ সন্তাপ তো বড়ই তীব্র কিন্তু এর প্রতিকার যে কি—তা-তো আমি বুঝে উঠতে পারছি না। ১৪৮

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! প্রিয়তমার বিহার কথনের সাক্ষী স্বরূপ সেই কুঞ্জে ঘেরা শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ছাড়া এ বিরহ বেদনা উপশমের অন্য কোন প্রতিকার তো—দেখতে পাই না। অতএব তুমি এই মণিরত্নটি সত্রাজিৎকে সমর্পণ করো—আমি অন্তঃপুরে যাই। ১৪৯

(এই বলে উভয়ের প্রস্থান)

(তারপর সকলে চলে গেলেন।)

ইতি শ্রীললিত মাধব নাটকে ললিতাপ্রাপ্তি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বকুলয়ারাধ্যমানা শ্রীরাধা)

শ্রীরাধা (সংস্কৃতেন)— মমাসীদ্ দূরে যা দিগপি হরিগন্ধপ্রণয়িনী
প্রপেদে খেদেন ত্রুটিরপি মহাকল্পপদবীম্।
দহত্যাশা-সর্পির্বিরচিত-পদঃ প্রাণ-দহনো
বলান্মাং তুর্লীলিঃ কিমিহ করবৈ হন্ত শরণম্। ১।

বকুলা—হলা সচ্চে! সিণিহেণ ণঅবুন্দাএ বণ্ণিদতুম্হরহস্সম্হি, তধাবি কিংপি বিণ্ণবিস্সং। ২।

শ্রীরাধা—কামং বিণ্ণবেহি। ৩।

বকুলা—অম্হ রাইন্দো সুন্দরসেহরো তিল্লোঅং সংসেদি, তা জই আণবেসি, তদো দেঈএ রুপ্পিণীএ বি পড়িউলা ভবিঅ, তস্স তুমং বিণ্ণবেমি। ৪।

শ্রীরাধেতি। মমেতি গতা স্থিতেত্যর্থঃ। মমাসীদ্দূরে যা দিগপীতি পাঠান্তরম্, ত্রুটিঃ ত্রসরেণুত্রয়ঃ। আশৈব সর্পিস্তেন বিরচিতং পদং স্থিতি র্যেন সঃ। পদং ব্যবসিতত্রানস্থানলক্ষ্যাঙ্ঘ্রিবস্তুষ্বিতি কোষাৎ। প্রাণা এব দাহকত্বাৎ দহনঃ। ১

বকুলেতি। সখি সত্যে! স্নেহেন নববৃন্দয়া বর্ণিতং তব রহস্যম্ তথাপি কিমপি বিজ্ঞাপয়িষ্যামি। ২

শ্রীরাধেতি। বিণ্ণবেহি বিজ্ঞাপয়। ৩

বকুলেতি। অস্মদ্রাজেন্দ্র সুন্দরশেখর স্ত্রিলোকং শাস্তি, তৎ যদি আজ্ঞাপয়সি, তদা দেবীরুক্মিণ্যা অপি প্রতিকূলা ভূত্বা, তস্মৈ ত্বাং বিজ্ঞাপয়ামি। ৪

বকুলা কর্তৃক পরিষেবিতা শ্রীরাধিকার প্রবেশ

শ্রীরাধা (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীকৃষ্ণের গাত্রগন্ধে যে দিকটী সুরভিত তাহা আমার নিকট দূরে। তাঁহার বিরহ বেদনায় অতি অল্প সময়ও আমার কাছে মহাকল্পের মত মনে হচ্ছে। আশারূপ ঘৃতপাত্রে অবস্থিত দুষ্ট প্রাণরূপ অগ্নি আমাকে জোর করে দগ্ধ করছে, হায় আমি কি করি কাহার শরণ গ্রহণ করি। ১

বকুলা। সখি সত্যে! যদিও স্নেহ বশে নববৃন্দা তোমার রহস্য আমার নিকট জানিয়েছেন, তথাপি আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি। ২

শ্রীরাধা। যেমন ইচ্ছা তেমন বল। ৩

বকুলা। আমাদের রাজেন্দ্র সুন্দরের শিরোমণি এবং তিনি নিজের প্রভাবে ত্রিলোক শাসন করছেন, যদি আদেশ কর তবে রুক্মিণীর প্রতিকূলো হয়ে তাঁহার নিকট তোমার সম্বন্ধে জানাই। ৪

শ্রীরাধা (সংস্কৃতেন)— শাস্তু দ্বারবতীপতিস্ত্রিজগতীং সৌন্দর্য্যপর্য্যাচিতঃ
কিন্নস্তেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপাগ্নিরুজ্জ্বাল্যতে।
যুষ্মাভিঃ স্ফুটযুক্তিকোটিগরিমব্যাহারিণীভির্বলা-
দাক্রষ্টুং ব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজান্ন শক্যা বয়ম্। ৫।

বকুলা—সহি! পুচ্ছ হিদং ণঅবুন্দং। ৬।

শ্রীরাধা—কহিং গদা ণঅবুন্দা? ৭

বকুলা—দেঈএ আহূদা অন্তেউরে। ৮।

শ্রীরাধা—হন্ত পরতন্তম্হি কিদা হদদেব্বেণ। ৯।

(প্রবিশ্য) নববৃন্দা—সখি সত্যে! মা বিষাদং কৃথাঃ। পশ্য পশ্য,
পাদে নিপত্য বদরীমবলম্বমানা, কান্তং রসালমনুবিন্দতি মাধবীয়ম্।
প্রাণেশসঙ্গমবিধৌ বিনিবিষ্টচিত্তা, ন পারবশ্যকদনং মনুতে হি সাধ্বী। ১০।

শ্রীরাধেতি। শাপনিমিত্তোহগ্নিঃ ক্রোধরূপ উজ্জ্বাল্যতে। সংফেটং নাম বিমর্শসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তথাচ—সংফেটো রোষভাষণম্। অত্র বকুলাঃ প্রতি গূঢ়রোষোক্ত্যা সংফেটঃ॥ ৫

বকুলেতি। সখি! পৃচ্ছ হিতং নববৃন্দাম্। ৬

শ্রীরাধেতি। কুত্র গতা নববৃন্দা? ৭

বকুলেতি। দেব্যা আহূতা অন্তঃপুরে। ৮

শ্রীরাধেতি॥ হন্ত, পরতন্ত্রাস্মি কৃতা হতদৈবন। ৯

নববৃন্দেতি। পাদে ইতি। রসালঃ আম্রম্, পক্ষে রসিকম্। মাধবী অতিমুক্তা পক্ষে স্বাধীন-পতিকা। কশ্চিত্তু ছলনা নাম বিমর্শসন্ধ্যঙ্গমপঠিত্বা তৎস্থানে ছাদনং পঠতি। তথাচ কার্য্যার্থমপমানাদেঃ সহনং ছলনং মতম্। অত্র স্পষ্টম্॥ ১০

শ্রীরাধা। (সংস্কৃতে) সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়ে দ্বারকাধিপতি ত্রিলোক শাসন করুন, তাঁকে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কেন আমার ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছ। বিরত হও। তোমরা প্রকাশ্যে কোটি কোটী যুক্তি দিয়া নানা প্রকার বুঝাতে পার। তথাপি কোন প্রকার বল প্রয়োগে আমাকে ব্রজরাজ নন্দনের পাদপদ্ম থেকে আকর্ষণ করতে পারবে না। ৫

বকুলা। সখি কি করিলে ভাল হবে এ সম্বন্ধে নববৃন্দাকে জিজ্ঞাসা কর। ৬

শ্রীরাধা। নববৃন্দা কোথায় গেল? ৭

বকুলা। দেবী রুক্মিণী ডেকেছেন, অন্তঃপুরে গেছে। ৮

শ্রীরাধা। হায়! হত দৈব আমায় পরাধীন করে রাখল। ৯

নববৃন্দার প্রবেশ

নববৃন্দা। সখি সত্যে! বিষণ্ণ হও না, দেখ, দেখ এই মাধবী পদে নিপতিত হয়ে বদরীকে অবলম্বন করে কান্ত রসালকে পরে প্রাপ্ত হয়েছে। যে সাধ্বী প্রাণেশ্বরের সহিত মিলন বিষয়ে একাগ্রচিত্তা সে পরাধীনতারূপ দুঃখ অনুভব করতে পারে না। ১০

শ্রীরাধা—কা কৃখু তুহ হত্থে ণেবচ্ছসামগ্গী ? ১১

নববৃন্দা—শচ্যোপহারীকৃতানি দেব্যৈ দিব্যানি মাল্যদুকুলাদীনি ; তান্যেষা সখীভ্যো বিভজন্তী ত্বামপি বণ্টকেন পুরশ্চকার। ১২।

শ্রীরাধা—কিং মে দুক্খাণলস্স ইন্ধণেণ ইমিণা পসাহণেণ। ১৩।

নববৃন্দা—সখি ! ভানুদেবস্য সেবায়ামুপযোক্ষ্যতে। ১৪।

শ্রীরাধা—হলা ! ভণিদম্হি ভাণুণা,—“বচ্ছে ! সাঅরকচ্ছে ণিবিট্ঠাএ দুআরবদী-পুরীএ গব্ভে ণিম্মিদং ণঅবুন্দাঅণং পবিসিঅ তিণা অপ্পণো পরাণণাধেণ সদ্ধং বিহরেহি। ১৫।

নববৃন্দা—চারুলোচনে ! ব্যভিচারপরাচীনানি খলু ভবন্তি দৈবতবরাণাং বচাংসি। ১৬।

শ্রীরাধা—(সংস্কৃতেন)—

মথুরামধিরাজতে হরিঃ, সখি রাজেন্দ্রপুরেঽত্র সংবৃতা।
নিবসাম্যহমিত্যসম্ভবঃ, প্রিয়সঙ্গঃ প্রতিভাসতে মম। ১৭।

শ্রীরাধেতি। কা খলু তব হস্তে নেপথ্যসামগ্রী ? ১১

নববৃন্দেতি। শচ্যা পৌলোম্যা। দেব্যৈ রুক্মিণ্যৈ। এষা রুক্মিণী। ১২

শ্রীরাধেতি। কিং মে দুঃখানলস্য ইন্ধনেন অনেন প্রসাধনেন। ১৩

নববৃন্দেতি। উপযোক্ষ্যতে উপযুক্তং ভবিষ্যতি। ১৪

শ্রীরাধেতি। সখি ভণিতাস্মি ভানুনা, বৎসে ! সাগরকচ্ছে নিবিষ্টায়া দ্বারাবতীপুর্য্যা গর্ভে নির্ম্মিতং নববৃন্দাবনং প্রবিশ্য তেন আত্মনঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধং বিহর। ১৫

নববৃন্দেতি। ব্যভিচারাৎ পরাঙ্মুখানি সত্যানীত্যর্থঃ। ১৬

শ্রীরাধেতি। রাজেন্দ্রপুরে দ্বারকাপুরে। ১৭

শ্রীরাধা। তোমার হাতে এ কিসের বেশসামগ্রী ? ১১

নববৃন্দা। স্বর্গের শচীদেবী দেবী রুক্মিণীকে স্বর্গীয় যে মালা এবং বস্ত্রাদি দিয়েছেন তাহা তিনি অন্যান্য সখীদিগকে যেমন ভাগ করে দিয়েছেন তোমার জন্যও তেমনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ১২

শ্রীরাধা। এতে আমার দুঃখের আগুন আরও জ্বলে উঠবে। সুতরাং দুঃখানলের কাষ্ঠ স্বরূপ এরূপ প্রসাধনে আমার কি প্রয়োজন ? ১৩

নববৃন্দা। সখি। এগুলি তোমার সূর্য্য পূজার কাজে লাগবে। ১৪

শ্রীরাধা ! সূর্য্যদেব আমায় বলেছেন, বাছা ! সাগর প্রান্তে দ্বারকা পুরীর ভেতর নির্ম্মিত যে নববৃন্দাবন তাতে প্রবেশ করে তুমি নিজ প্রাণনাথের সঙ্গে বিহার কর। ১৫

নববৃন্দা। চারুলোচনে ! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবতাদের কথা সত্য ব্যতীত কখন মিথ্যা হয় না। ১৬

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরে বিরাজ করছেন আর আমি দ্বারকাপুরে অবরুদ্ধ হয়ে বাস করতে থাকলাম। এই জন্য সেই প্রিয়তমের সহিত মিলন আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। ১৭

নববৃন্দা— অলং বিলাপৈঃ সময়ক্রমস্থ, দুরূহরূপা গতয়ো ভবন্তি।
শরন্মুখে পশ্য সরস্তটীষু, খেলন্ত্যকস্মাৎ খলু খঞ্জরীটাঃ। ১৮।

শ্রীরাধা—অহিহাণে খঞ্জরীড়ো বিঅ অসাহীণে ক্খু পদেসে মহাপুরিসো ন রমেদি। ১৯।

নববৃন্দা—(বিহস্য) বিভ্রমাকুলে! ব্রজেন্দ্রস্যাত্র কথমস্বাধীনতাবধারিতা ? ২০।

শ্রীরাধা—(সের্ষ্যম্)—অয়ি রাইন্দস্স কীলাবণমক্কড়ি! চিট্ঠ চিট্ঠ। ২১।

নববৃন্দা—(বিহস্য)—সরলে! ব্রজেন্দ্রমেব রাজেন্দ্রং বিদ্ধি। ২২।

শ্রীরাধা—(সৌৎসুক্যম্)—অবি সচ্চং এদং ? ২৩।

নববৃন্দা—(স্বগতং) হন্ত! কথং যদৃচ্ছয়া বিস্মৃতশপথাস্মি সংবৃত্তা ? (প্রকাশং) ন কেবলং রাজেন্দ্রমেব, রামচন্দ্রমুপেন্দ্রঞ্চ ব্রজেন্দ্রং বদন্তি। ২৪।

বকুলা—হলা! অদো ভণামি, ণিব্বন্ধং মুঞ্চিঅ ণন্দেহি রাইন্দম্। ২৫।

নববৃন্দেতি। দুরূহরূপা দুর্বিতর্ক্যাঃ। দুরূহত্বং দর্শয়তি শরন্মুখ ইত্যাদি। প্ররোচনা নাম সন্ধ্যঙ্গসিদম্—তথাচ—সিদ্ধি তন্ত্রাবিনোহর্থস্য সূচনা স্যাৎ প্ররোচনা। অত্র খঞ্জরীটস্য দৃষ্টান্তেন ভাবিকৃষ্ণসঙ্গমসূচনা। ১৮

শ্রীরাধেতি॥ অপ্রণিধানে খঞ্জরীট ইব অস্বাধীনে খলু প্রদেশে মহাপুরুষো ন রমতি। ১৯

নববৃন্দেতি। বিভ্রমাকুলে ভ্রান্তে। ২০

শ্রীরাধেতি। অয়ি রাজেন্দ্রস্য ক্রীড়াবনমর্কটি! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ২১

শ্রীরাধেতি। অপি সত্যমেতৎ। ২২

নববৃন্দেতি। যদৃচ্ছয়া হেতুশূন্যেচ্ছয়া। ২৩

বকুলেতি। সখি! অতো ভণামি নির্ব্বন্ধং মুক্ত্বা নন্দয় রাজেন্দ্রম্। ২৪

শ্রীরাধেতি। উত্তংসঃ মুকুটঃ। ততস্তস্মাৎ হরে রূপাদন্যরূপং মে চেতো নাঙ্গীকরোতীত্যন্বয়ঃ। ব্যবসায় নাম সন্ধ্যঙ্গস্য দ্বিতীয়প্রকারমিদম্। কশ্চিত্ত্ ব্যবসায়স্ত বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুসম্ভবঃ। অত্র স্ফুটমেব প্রতিজ্ঞা। ২৫

নববৃন্দা। বিলাপ করো না, সময়ের গতি কোন দিকে যাবে তা কি বলা যায় ? শরৎ কাল আসা সঙ্গে সঙ্গেই সরোবরের তীরে হঠাৎ খঞ্জন পাখীরা এসে খেলা করে। ১৮

শ্রীরাধা। অপ্রণিধানে খঞ্জরীটা যেমন ক্রীড়া করে না তেমনি অস্বাধীন প্রদেশে মহাপুরুষেরা রমণ করেন না। ১৯

নববৃন্দা। (একটু হেসে) অয়ি ভ্রান্তে! এ স্থানে ব্রজেন্দ্রের অস্বাধীনতা কিরূপ স্থির করলে ? ২০

শ্রীরাধা। ওগো রাজেন্দ্রের ক্রীড়াবনের বানরী, তুমি চুপ করে থাক। ২১

নববৃন্দা। অয়ি সরলে ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলে জেনো। ২২

শ্রীরাধা (ঔৎসুক্যের সঙ্গে) একি সত্য ? ২৩

নববৃন্দা (মনে মনে) হায় হায় হঠাৎ কি করে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলাম ? (প্রকাশ্যে) ইনি যে কেবল রাজেন্দ্র তা নয় সেই ব্রজেন্দ্রকে রামচন্দ্র ও উপেন্দ্রও বলা হয়। ২৪

বকুলা। সখি! এই জন্যই বলি অন্য নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করে রাজেন্দ্রকেই আনন্দিত কর। ২৫

শ্রীরাধা –(সংস্কৃতেন)

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো
হরিঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূলগুঞ্জাবলিভিঃ ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গীকরোতি । ২৬ ।

বকুলা—সহি ! উজ্জুঅবুদ্ধিআসি, জং কঢোরে বি তস্‌সিং সুট্‌ঠু রজ্জসি । ২৭ ।

শ্রীরাধা—সসম্ভ্রমং (সংস্কৃতেন) মুগ্ধে মৈবং ব্রবীঃ ।

ঔদাসীন্য-ধুরাপরীতহৃদয়ঃ কাঠিন্যমালম্বতাং
কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি স্বৈরী সহস্রং সমাঃ ॥
কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতাদাস্যং ন মে হাস্যতি । ২৮ ।

নববৃন্দা—বকুলে ! সুব্রতেয়ম্, তদ্‌বিরম্যতাম্ । ২৯ ।

বকুলেতি । সখি ! ঋজুকবুদ্ধিকাসি, যৎ কঠোরেঽপি তস্মিন্ সুষ্ঠু রজ্যসি । ২৬

শ্রীরাধেতি । সমাঃ বৎসরান্ ব্যাপ্নোতি কালে দ্বিতীয়া । প্রিয়েভ্যঃ দেহপ্রাণজীবেভ্যঃ । প্রণয়িতা প্রণয়িতয়া । ২৭

নববৃন্দেতি । সুব্রতেয়ং সুষ্ঠু পাতিব্রত্যধর্ম্মা । ২৮

শ্রীরাধেতি । সেবিতচরী পূর্ব্বসেবিতা । অটিতপূর্ব্বা গমনপূর্ব্বাঃ । গোকুলপতিং বিনা এতে ক্রূরা মে ব্যথাং বিদধতীত্যনেনান্বয়ঃ । ২৯

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) যাঁহার কেশ কলাপে শিখিপুচ্ছের মুকুট শোভা পাচ্ছে, স্থুল গুঞ্জাবলীর হার যাঁর কণ্ঠে দুলছে, যাঁহার বদনে বেণু বিরাজ করছে সেই শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকার রূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপ যত অলৌকিক হলেও আমার মন তা অঙ্গীকার করতে চায় না । ২৬

বকুলা । সখী ! তুমি অতি সরলমতি, তাই তুমি সেই কঠোরের প্রতি আবার অনুরক্ত হয়েছ । ২৭

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) মুগ্ধে ! এরূপ কথা আর বলো না । স্বেচ্ছাতন্ত্র সেই শ্যামল সুন্দর যৎপরো নাস্তি ঔদাসীন্য দেখিয়ে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সহস্র বৎসর যাবৎ আমার প্রতি কঠোর আচরণ করেন তথাপি আমি ভুলেও তাঁর প্রণয় দাস্য ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করবো না । কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার অতি প্রিয় দেহ প্রাণ ও জীবন থেকেও প্রিয়তম । ২৮

নববৃন্দা । বকুলে ! ইনি বড়ই পতিব্রতা অতএব ক্ষান্ত হও । ২৯

শ্রীরাধা—(সংস্কৃতেন)—

লতাশ্রেণী সেয়ং সহচরি চিরং সেবিতচরী
পুরস্তেঽমী ভূয়ো ধৃতপরিচয়াঃ কুঞ্জনিচয়াঃ।
অমূস্তা যামুন্যো মুহুরটিতপূর্ব্বাস্তটভুবো
ব্যথামেব ক্রূরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্। ৩০।

নববৃন্দা—বকুলে! বিলোক্যতামস্যা বলীয়ঃ সন্তাপমণ্ডলম্; তদত্র কালিন্দীকুলাবলম্বিনি কদম্বমূলে নলিনী সংবর্ত্তিকাভিঃ কল্পয় তল্পম্। ৩১।

বকুলা—　জধা ভণাদি পিঅসহি। (ইতিনিষ্ক্রান্তা)। ৩২।

শ্রীরাধা—(সংস্কৃতেন)—

সোঢ়া গোষ্ঠভুবাং বিয়োগজনিতাঃ প্রাণচ্ছিদো বেদনাঃ
প্রেষ্ঠানাং নিজজীবিতাদপি ময়া তাসাং সখীনামপি।
সেয়ং হন্ত ন পদ্মবান্ধববচো বিশ্রম্ভগম্ভীরিতাং
কং বা সম্প্রতি মামসীষহদিহ ক্লেশং দুরাশাবলী। ৩৩।

শ্রীরাধেতি। সেবিতচরী পূর্ব্বসেবিতা। অটিতপূর্ব্বা গমনপূর্ব্বাঃ। গোকুলপতিং বিনা এতে ক্রূরা মে ব্যথাং বিদধতীত্যনেনান্বয়ঃ। ৩০।

নববৃন্দেতি। বলীয়ঃ বলবত্তরম্। সম্বর্ত্তিকাভিঃ নবদলৈঃ। ৩১।

বকুলেতি। যথা ভণতি প্রিয়সখী। ৩২।

শ্রীরাধেতি। গোষ্ঠভুবাং ব্রজবাসিনাম্। সূর্য্যস্য বচসি যো বিশ্রম্ভো বিশ্বাসস্তেন গম্ভীরিতাম্। অসীষহৎ সহয়ামাস। ৩৩।

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভষায়) সহচরি! দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব্বে যাহাদের সেবা করেছি, সেই লতাশ্রেণী, সামনের দিকে পূর্ব্বপরিচিত সেই এই কুঞ্জ সমূহ রয়েছে, এই সেই যমুনার তটস্থিত ভূমি, যেখানে পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করেছিলাম। কিন্তু হায়! গোকুলপতি ব্যতীত এই সকল আমাকে অতিশয় বেদনা প্রদান করছে। ৩০

নববৃন্দা। বকুলে! দেখ এঁর কিরূপ বিরহতাপ উপস্থিত হয়েছে। এঁকে শীতল করতে কালিন্দীকুলস্থিত কদম্ববৃক্ষের মূলে নব-নলিনীদলে শয্যা রচনা কর। ৩১

বকুলা। প্রিয় সখি! যা বল্লে তাই করবো। এই বলে প্রস্থান। ৩২

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) ব্রজবাসীগণের এবং নিজের প্রাণ হতেও প্রিয়তম সেই সকল সখীগণের প্রাণোচ্ছেদকারী বিয়োগ ব্যথা সহ্য করলাম। হায় সূর্য্য-বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করতে অতিশয় আগ্রহ করাতে এখন আমাকে এইসব দুরাশা কতই না ক্লেশ সহ্য করাইতেছে। ৩৩

নববৃন্দা—ক্ক তে প্রিয়সখী বিশাখা ? ৩৪

শ্রীরাধা—সাক্‌খু কুসলিণী পিদরং আপুচ্ছিঅ পুহবীতলে আঅদত্থি। কেঅলং ললিদা জ্জেব মং দুক্‌খাবেদি। (ইতি রোদিতি)। ৩৫।

নববৃন্দা—ললিতায়াঃ সা দশা কুতস্ত্বয়া শ্রুতা। ৩৬॥

শ্রীরাধা—সগ্‌গারোহণসমএ খেঅরেহিন্তো। ৩৭।

নববৃন্দা—রাধে ত্বয়াত্ত নিশীথে ললিতামাভাষ্য কিমপি স্বপ্নায়িত্তম্। ৩৮।

শ্রীরাধা—কীদিসং তং। ৩৯।

নববৃন্দা—

শ্বাফল্কেঃ সফলী বভুর ললিতে হৃল্লালসাবল্লরী
হা ধিক্ পশ্য মুরান্তকোঽয়মুররীচক্রে রথারোহণম্।
ইত্থং তে করুণস্বরস্তবকিতং স্বপ্নায়িতং শৃণ্বন্তী
মন্যে তন্বি পতত্তুষারকপাটচ্চক্রন্দ যামিন্যপি॥ ৪০।

শ্রীরাধেতি। সা খলু কুশলিনী পিতরম্ আপৃচ্ছ্য পৃথিবীতলে আগতাস্তি, সূর্য্যলোকাদিতি শেষঃ। কেবলং ললিতৈয়ব মাং দুঃখাপয়তি। ৩৫।

নববৃন্দেতি। সা দশা ভৃগুপাতদশা। ৩৬।

শ্রীরাধেতি। স্বর্গারোহণসময়ে খেচরেভ্যঃ॥ ৩৭।

শ্রীরাধেতি। কীদৃশং তম্। ৩৯।

নববৃন্দেতি। স্বপ্ননাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্-স্বপ্নো নিদ্রান্তবে, কিঞ্চিজ্‌জল্পিতং পরিচক্ষতে। অত্র রাধায়াঃ স্বপ্নায়িতম্। ৪০।

নববৃন্দা। তোমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায় ? ৩৪

শ্রীরাধা। এখন সেই মঙ্গলময়ী বিশাখা পিতাকে জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীতে আগমন করেছে, কেবল ললিতাই আমাকে দুঃখ দিল। এই বলে রোদন করতে লাগলেন। ৩৫

নববৃন্দা। ললিতার সে দশার কথা তুমি কোথায় শুনলে ? ৩৬

শ্রীরাধা। স্বর্গারোহণ সময়ে খেচরগণের নিকট হতে। ৩৭

নববৃন্দা। তুমি কি আজ নিশীথ সময়ে স্বপ্নে ললিতাকে সম্বোধন করে কিছু বলেছিলে ? ৩৮

শ্রীরাধা। সে কিরূপ। ৩৯

নববৃন্দা। "শফল্কতনয় অক্রূরের হৃদয়স্থিত আশালতা ফলবতী হল, হাধিক্! দেখ ঐ মুরান্তক মুরারি রথে আরোহন করলেন" হে সুন্দরি। স্বপ্নাবস্থায় উচ্চারিত তোমার এই করুণ বিলাপ শুনে বোধ হল—যামিনীও তুষারপতন ছলে ক্রন্দন করছে। ৪০

শ্রীরাধা—(সব্যথং সংস্কৃতেন)—

চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধযত্নাদুপগতে
প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি নয়নয়োরঙ্গনভুবম্।
গৃহীত্বা হা হন্ত ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং
কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পরুষো রাজপুরুষঃ। ৪১।

(প্রবিশ্য) বকুলা—হলা ! নিম্মিদসেজ্জম্হি, তা উত্থেহি। ইতিত্রঃ পরিক্রামন্তি। ৪২।

নববৃন্দা—সসম্ভ্রমম্

ইতস্ত্বং মা যাসীঃ কথমপি নিবর্ত্তস্ব রভসা-
দশোকাখ্যঃ শাখী প্রিয়সখি পুরস্তে নিবসতি।
পদালম্ভাদম্ভোরুহমুখি তবাস্মিন্ কুসুমিতে।
হতাশানাং ভাবী কুলিশবদলীনাং কলকলঃ। ৪৩।

শ্রীরাধেতি। চিরাদিতি। তস্মিন্ সময়ে স অক্রূর। ৪১।

বকুলেতি। সখি, নির্ম্মিতশয্যাস্মি, তৎ উত্তিষ্ঠ। ৪২।

নববৃন্দেতি। রভসাৎ হঠাৎ। তস্মিন্ অশোকশখিনি॥ ৪৩।

শ্রীরাধা। (ব্যথার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়) সখি! বহুকালের পর বিবিধ যত্নে আজ স্বপ্নে গোবিন্দ আমার নয়ন-দ্বয়ের অঙ্গনভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু হায় সেই স্বপ্ন কালেতেও কেন সেই নিষ্ঠুর রাজপুরুষ শীঘ্র রথ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ? ৪১

বকুলার প্রবেশ

বকুলা। সখি শয্যা রচনা করেছি। অতএব উঠ। এই বলে তিনজনের ভ্রমণ। ৪২

নববৃন্দা। (সসম্ভ্রমে) প্রিয়সখি! কোনক্রমে এদিকে যেওনা। ফিরে এসো। তোমার সম্মুখে অশোকতরু বর্ত্তমান। হে পদ্মমুখি! যদি তোমার পাদস্পর্শে এই তরু হঠাৎ কুসুমিত হয় তবে হতাশ ভ্রমরগণের কলকলধ্বনি তোমার নিকট বজ্রসদৃশ হয়ে উঠবে। ৪৩

শ্রীরাধা। (ফিরে এসে লজ্জা সহকারে সংস্কৃত ভাষায়) সখি। আমার এই বন্ধন কষ্টদায়ক হলেও আশার সঞ্চার করছে। সেইজন্য বাধা দিচ্চে, তা না হলে কংসারি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মঙ্গল হতে বঞ্চিত হয়ে এই অধন্য হতভাগ্যময় জীবনের উপর প্রীতি রেখে বেঁচে থাকতে পারতাম না। নিশ্চয় সুখেই প্রাণ ত্যাগ করতে পারতাম। ৪৪

শ্রীরাধা (নিবৃত্য সলজ্জং সংস্কৃতেন)—

কংসারেরবলোকমঙ্গলবিনাভাবাদধন্যেঽধুনা
বিভ্রাণা হতজীবিতে প্রণয়িতাং নাহং সখি প্রাণিমি।
ক্রূরেয়ং ন বিরোধিনী যদি ভবেদাশাময়ী শৃঙ্খলা
প্রাণানাং ধ্রুবমর্ব্বুদান্যপি ততস্ত্যক্তুং সুখেনোৎসহে। ৪৪।

বকুলা—ইঅং পুরদো সেজ্জা। ৪৫।

শ্রীরাধা (শয্যামধিশয্য স্বগতম্)—এথ বুন্দাঅণে দুল্লহং মে পরাণধারণং, তা কংপি উবাঅং করিস্সং।(প্রকাশম্) ণঅবুন্দে! ণিচ্চকম্মং বিণা খিণ্ণম্হি। ৪৬।

নববৃন্দা—সখি! কিন্তে নিত্যকর্ম্ম। ৪৭।

শ্রীরাধা (সংস্কৃতেন)—

খেলন্মঞ্জুল-বেণুমণ্ডিতমুখী সাচি-ভ্রমল্লোচনা
মুগ্ধে মূর্দ্ধ্নি শিখণ্ডিনী ধৃতবপুর্ভঙ্গীত্রয়াঙ্গীকৃতিঃ।
কৈশোরে কৃতসঙ্গতিঃ সুরমুনেরারাধ্যতে শাসনা-
দস্মাভিঃ পিতুরালয়ে জলধর-শ্যামদ্যুতির্দেবতা। ৪৮।

শ্রীরাধেতি॥ কংসারেরিতি। জীবিতে প্রণয়িতাং প্রীতিং দধানা নাধুনাহং প্রাণিমি, যদি আশাময়ী শৃঙ্খলা বিরোধিনী ন ভবেদিত্যন্বয়ঃ। সুখে নোৎসহে সমর্থাস্মি। ৪৪।

বকুলেতি। ইয়ং পুরতঃ শয্যা। ৪৫।

শ্রীরাধেতি। শয্যামধিশয্য শয্যায়াং শয়নং কৃত্বেত্যর্থঃ। অত্র বৃন্দাবনে দুর্লভং মে প্রাণধারণং, তৎ কমপি উপায়ং করিষ্যামি। নববৃন্দে! নিত্যকর্ম্ম বিনা খিন্নাস্মি। ৪৬।

শ্রীরাধেতি। সুরমুনেঃ নারদস্য। ৪৮।

বকুলা। এই যে সম্মুখে শয্যা। ৪৫

শ্রীরাধা। (শয্যায় শয়ন করে মনে মনে) এই বৃন্দাবনে আমার জীবন ধারণই যে দুঃসাধ্য, সুতরাং কি উপায় করব? (প্রকাশ্যে) নববৃন্দে! নিত্য কর্ম্ম করতে না পারাতে দুঃখ লাগছে। ৪৬

নববৃন্দা। তোমার সে নিত্যকর্ম্ম কি? ৪৭

শ্রীরাধা। (সংস্কৃত ভাষায়) মুগ্ধে! তবে বলি শোন। বেণুক্রীড়ায় যাঁহার বদন সুশোভিত, যাঁহার চটুল নয়ন অপাঙ্গ ভঙ্গীতে বক্র, যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, যাঁহার শরীর ত্রিভঙ্গ এবং যিনি কৈশোর বয়সে অবস্থিত, সেই জলধর শ্যামকান্তি দেবতাকে আমরা দেবর্ষি নারদের উপদেশে পিত্রালয়ে আরাধনা করতাম। ৪৮

নববৃন্দা (স্বগতম্)--বিজ্ঞাতমস্যাঃ কৃষ্ণাকৃতিবীক্ষণায় পাটবম্, তদদ্য বৃন্দাবনালঙ্কারায় মহেন্দ্রশিল্পিনা কল্পিতাং মহেন্দ্রনীলময়ীং মুকুন্দমুর্ত্তিমস্যাঃ সমক্ষয়ামি। (প্রকাশম্) সখি ! ত্বদিষ্টদেবমাবি র্ভাবয়িতুমসৌ প্রযামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)। ৪৯।

শ্রীরাধা (পুরো দৃষ্ট্বা সংস্কৃতেন)—

রাসাত্তিরোহিততনুর্নিশি যস্য পুষ্পৈ,-শ্চুড়াং চকার চিকুরে মম পিঞ্ছচূড়ঃ।

কূলে কলিন্দদুহিতুর্ধৃতকন্দলোঽয়ং ; দন্দহীতি স মুহুর্নবকর্ণিকারঃ। ৫০।

(প্রবিশ্য) নববৃন্দা—সখি ! তূর্ণমাগত্য পশ্য দৈবতম্। ৫১।

শ্রীরাধা—ণঅবুন্দে ! আহরোহি কংপি সেবোবহারম্। ৫২।

নববৃন্দা—বকুলে ! বাসন্তীগৃহাদানয় দেব্যা দত্তং দিব্যমাল্যাম্বরম্। ৫৩।

(বকুলা নিষ্ক্রান্তা।)। ৫৪।

নববৃন্দেতি। মহেন্দ্রশিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা। সমক্ষয়ামি সাক্ষাৎ করোমি। ৪৯।

শ্রীরাধেতি। রাসাদিতি। ধৃতকন্দলোঽয়ং ধৃতাঙ্কুরোঽয়ম্। নবকর্ণিকারঃ পুষ্পবৃক্ষবিশেষঃ। ৫০।

শ্রীরাধেতি। নববৃন্দে ! আহর কমপি সেবোপহারম্। ৫২।

নববৃন্দা (মনে মনে) এঁর কৃষ্ণের আকৃতি দেখবার জন্য ব্যগ্রতা বুঝতে পারলাম। সেই জন্য আজ বৃন্দাবন শোভিত করবার জন্য মহেন্দ্র শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা যে ইন্দ্রনীলমণিময়ী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছিলেন তাহাই এঁকে দেখাই। (প্রকাশ্যে) সখি ! এখনিই তোমার ইষ্টদেবকে আনবার জন্য আমি যাচ্ছি। (এই বলে প্রস্থান) ৪৯

শ্রীরাধা। (সম্মুখের দিকে তাকিয়ে সংস্কৃত ভাষায়) পিঞ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে রাস হতে অন্তর্হিত হয়ে যে পুষ্পে আমার কেশে চূড়া রচনা করেছিলেন সেই নবকর্ণিকার পুষ্প যমুনাকূলে অঙ্কুরিত হয়ে বারম্বার আমাকে দগ্ধ করতে লাগল। ৫০

নববৃন্দার প্রবেশ

নববৃন্দা। সখি ! শীঘ্র এসে দেবদর্শন কর। ৫১

শ্রীরাধা। নববৃন্দে ! দেব সেবার জন্য কিছু উপযুক্ত উপহার নিয়ে এস। ৫২

নববৃন্দা। বকুলে দেবী যা দিয়েছিলেন সেই দিব্য মাল্য ও বস্ত্র বাসন্তীগৃহ থেকে নিয়ে এসো। ৫৩

বকুলা চলে গেল। ৫৪

নববৃন্দা (সস্মিতম্)—সখি রাধে !

যৈঃ পুষ্পাবলিগন্ধধূপবলিভির্দ্দামোদরঃ সেব্যতে
কুর্ব্বদ্ভিঃ স্তুতিপূর্ব্বমুত্তমনতীস্তে তাবদন্যে জনাঃ ।
সেবা কোকিলকণ্ঠি গোকুলভুবাং যুষ্মাদৃশীনাং হরৌ
বক্রালোক-কলা-করম্বিত-পরীরম্ভাদি-লীলাময়ী ॥

(ইতি পরিক্রম্য) পশ্য, সোঽয়মুপকণ্ঠে সমুৎকণ্ঠিতস্তিষ্ঠতে তুভ্যমভীষ্টদেবঃ । ৫৫ ।

শ্রীরাধা (বিদূরাদেব বিলোক্য সোৎকণ্ঠং সংস্কৃতেন)—

অজনি সফলঃ সোঽয়ং ভূয়ান্ কলেবরধারণে
সহচরি পরিক্লেশো যোঽহভূন্ময়া কিল সেবিতঃ ।
অহহ যদিমাঃ শ্যামশ্যামাঃ পুরো মম বল্লবী-
কুল-কুমুদিনীবন্ধোস্তাস্তাঃ স্ফুরন্তি মরীচয়ঃ । ৫৬ ।

(ইতি পরিক্রম্য পিণ্ডিকামাসাদয়ন্তী সগদ্গদম্)

নববৃন্দেতি । যৈঃ পুষ্পাদিভির্দামোদরঃ সেব্যতে তেঽন্যে যুষ্মদ্ভিন্না ভবন্তি । যুষ্মাদৃশীনাং গোকুলভুবাং হরৌ সেবা বক্রালোকাদিজনিতা ভবতীত্যন্বয়ঃ । তুভ্যমিতি ত্বাং প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ । ৫৫ ।

শ্রীরাধেতি । অজনীতি । শ্যাম-শ্যামা শ্যামতোঽপি শ্যামাঃ । ৫৬ ।

নববৃন্দা । (মৃদু হেসে) সখি রাধে ! যাঁরা পুষ্পাবলি, গন্ধ ধূপ দিয়ে দামোদর সেবা করেন এবং স্তবস্তুতি করে প্রণাম করেন তাঁরা আলাদা মানুষ। কিন্তু হে কোকিলকণ্ঠি ! তোমাদের মত গোকুলসুন্দরীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বক্রদৃষ্টির কলা কৌশলে এবং আলিঙ্গনাদি লীলায় সেবাসম্পাদনই প্রশস্ত। (এই বলে ভ্রমণ করতে করতে) এই দেখ, তোমার অভীষ্টদেব তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত হয়ে তোমার নিকট অবস্থান করছেন। ৫৫

শ্রীরাধা। (দূর থেকে দেখতে পেয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়) হায় যদি বল্লবীকুলরূপ কুমুদিনীগণের বন্ধু সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতিশয় শ্যামবর্ণ কান্তিনিচয় আমার সম্মুখে স্ফুরিত হয়, হে সহচরি। তবেই বুঝবো যে, শরীর ধারণের জন্য পূর্ব্বে যে গুরুতর ক্লেশ অনুভব করেছিলাম এখন সেই ক্লেশ আমার সফল হলো। ৫৬

দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া
সোঢ়া মর্ম্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ময়া।
কালিন্দীয়তটী-কুটীরকুহর ক্রীড়াভিসারব্রতী
সোহয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ ॥ ৫৭ ॥

(ইতি প্রেমাবেশেন সাক্ষাদিব কৃষ্ণং সম্ভাষয়ন্তী)

প্রেম্না ব্যক্তীকৃতমিহ তথা কোমলত্বং ত্বয়াগ্রে
যেন জ্ঞাতো নিখিলবিধিভির্ম্মামকীনস্ত্বমাসীঃ।
কাঠিন্যং তে বিদিতমধুনা তাদৃশং হন্ত যস্মাৎ
সম্ভাব্যোঽভূদয়মপি ন মে তারকত্বাভিমানঃ ॥ ৫৮ ॥

নববৃন্দা (স্বগতম্)—হন্ত ! কাপ্যনুরাগসাগরস্য সেয়মুত্তরঙ্গতা ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরাধা (জনান্তিকং সংস্কৃতেন)—

ন ব্রূতে পরিহাসপেশলকলাসন্দর্ভগর্ভাং গিরং
দোঃস্তম্ভদ্বয়সংভ্রমান্ন চ পরীরম্ভায় সংবধ্যতে।
লীলাভঙ্গুরচিল্লিরেষ ললিতোল্লাসি-স্মিতক্ষোদিমা
ধূর্ত্তানাং সখি শেখরঃ কুটিলয়া দৃষ্ট্যা পরং লেঢ়ি মাম্ ॥ ৬০ ।

(পিণ্ডিকাং বেদিকাম্) দগ্ধমিতি। মর্ম্মণো দ্বিধাকরণে। ৫৭।

প্রেম্নেতি। যেন কোমলত্বেন ময়া জ্ঞাতঃ। নিখিলবিধিভিঃ সমগ্রচেষ্টিতৈঃ, যস্মাৎ কাঠিন্যাৎ। ৫৮।

নববৃন্দেতি। হন্তেতি। পুনঃ পুনরাবৃত্তিঃ। ৫৯।

শ্রীরাধেতি। ন ব্রূতে ইতি দোস্তম্ভয় সম্ভ্রমানিত দ্বিতীয়া সম্বধ্যতে ইত্যস্য কর্ম্ম। ললিতোল্লাসি স্মিতখোদিনা স্মিতলেশো যস্য সঃ। পরং লেঢ়ি সাদরমবলোকতে। ৬০।

(এই বলে ভ্রমণ করতে করতে বেদীর নিকট গমন করে গদ্গদকণ্ঠে) হায় ! যাঁর দর্শনের আশায় এই দগ্ধ দেহ ধারণ করে মর্ম্মবিদারণপটু পীড়ারূপা অতিবৃষ্টি সহ্য করেছি, হে চন্দ্রমুখি ! যমুনাতটবর্ত্তী কুঞ্জকুটীর মধ্যে ক্রীড়াভিসারশীল সেই প্রাণবন্ধুকে সত্য সত্যই পুনরায় প্রাপ্ত হলাম। ৫৭

(এই বলে প্রেমাবেশে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে বলিলেন) তুমি আগে প্রেমবশে এমন কোমলতা প্রকাশ করেছিলে। সেইসব চেষ্টা দ্বারা আমি বুঝেছিলাম, 'তুমি আমার'। কিন্তু হায় এখন তোমার যেরূপ কাঠিন্য জানা গেল তাতে আর আমি যে তোমার এই অভিমানও আর সম্ভব বলে মনে হচ্চে না। ৫৮

নববৃন্দা। (মনে মনে) হায় ! অনুরাগের সাগরে এই তরঙ্গ কত উচ্চ ! ৫৯

শ্রীরাধা। (আড়ালে সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! এই ধূর্ত্ত শিরোমণি স্নিগ্ধ পরিহাস কলাগর্ভ মধুর বাক্যও আর বলছে না, এবং আলিঙ্গণের জন্য ব্যগ্র হয়ে বাহুদ্বয়ও আর বিস্তার করছে না। কেবল লীলা ভঙ্গিমায় মনোহর ও উল্লাসজনক মৃদু হাস্যের লেশের সঙ্গে কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে সাদরে চেয়ে আছে। ৬০

নববৃন্দা—হলা ! নাগর-ধূর্ত্ত-ধুবীণানাং নিগূঢ়েয়ং নর্ম্মচাতুরী ; তদেনং তঞ্চ দৃগঞ্চলেন সন্তর্জ্জয়ন্তী বক্রোক্তিভিরুপালভেথা: ॥ ৬১

শ্রীরাধা (সাচি সমীক্ষ্য সংস্কৃতেন)—

চিরাসঙ্গান্মন্যে কুলিসসুহৃদঃ কৌস্তুভমণে
রিত: সংক্রান্তস্তে ম্রদিমপরিপন্থী হৃদিগুণঃ ।
ত্বমেতাভিঃ কষ্টাবলিভিরবলীঢেঽপি কুরুষে
জনেঽস্মিন্নীশানঃ কথমিতরথা বঞ্চনমিদম্ ॥

(ইত্যপবার্য্য) হলা ! পেখক, অজুত্তং অজুত্তং, জং ণীলুপ্পল-কোমলোবি। বনমালী কক্কসং বংসিঅং চেচঅ চুম্বদি ; তা ইদো ণং আঅড্ ঢিত গেণহিসসং ॥ ৬২ ॥

নববৃন্দা (স্বগতম্)—শ্রেয়সী ন খলু বংশিকাকৃষ্টিঃ, তদেনামপদেশাদুপদিশামি। (প্রকাশং সনর্ম্ম স্মিত্বা) ত্বমেতস্মিন্নীলোপলময়তয়া বক্তুমুচিতে, মুধা মুগ্ধে নীলোৎপলমৃদুলতামর্পয়সি কিম্ ?
মদুক্তো বিস্রম্ভং যদি ভজসি নাম্ভোজবদনে ততো বক্ষঃপীঠে ঘটয় সখি বিস্তারিণি কুচম্ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধেতি। অহং মন্যে কৌস্তুভমণেশ্চিরাসঙ্গাত্তে হৃদি ম্রদিমপরিপন্থী মার্দববিরোধী গুণঃ সংক্রান্তঃ সঞ্চারিতঃ ইতরথা ত্বমিদং বঞ্চনং কথমস্মিন্ জনে কুরুষ ইত্যন্বয়ঃ।

সখি! পশ্য অযুক্তং অযুক্তং, যৎ নীলোৎপলকোমলোঽপি বনমালী কর্কশাং বংশিকামেব চুম্বতি, তদিতঃ কৃষ্ণাৎ এনাম্ আকৃষ্য গ্রহীষ্যামি। ৬২।

নববৃন্দেতি। ত্বমিতি। তস্মিন্ বনমালিনি। ৬৩।

নববৃন্দা। সখি ! ধূর্ত্ত নাগর শিরোমণিগণের এইটাই নিগূঢ়া পরিহাসচাতুরী, সুতরাং তুমি একে কুটিল কটাক্ষ দ্বারা সম্যক্‌রূপে তর্জন করে বক্রোক্তি দ্বারা তিরস্কার কর। ৬১

শ্রীরাধা। (বক্রভাবে তাকিয়ে) মনে হয়—বজ্রের সুহৃদ কৌস্তুভমণির সংসর্গে চিরকাল থেকে কোমলতার প্রতিকূল গুণ (কঠোরতা) তোমার হৃদয়ে সক্রান্ত হয়েছে। তা না হলে এরূপ কষ্টরাশির মধ্যে নিপতিত এই মানুষটীর কষ্টের লাঘব করতে সমর্থ হয়েও তাকে বঞ্চিত করতে না। (এই বলে কানে কানে) সখি ! অন্যায় দেখ, অন্যায় দেখ, কারণ, বনমালী নীলোৎপলের মত কোমল হয়েও এই কঠিন বংশিকাকে চুম্বন করছেন। সেইজন্য এই বংশিকাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে আকর্ষণ করে লই। ৬২

নববৃন্দা। (মনে মনে) বংশিকা আকর্ষণ কিছুতেই মঙ্গলজনক হবে না। সুতরাং এঁকে ছলনা করে অন্যপ্রকার উপদেশ দিই। (প্রকাশ্যে পরিহাস করতে করতে মৃদু হেসে) মুগ্ধে! যাঁকে নীলপ্রস্তরময় বলা উচিত তুমি তাঁকে নীল উৎপলের মত কোমল বলছ কেন ? হে সখি পদ্মাননে ! যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে এঁর সুবিস্তৃত বক্ষোদেশে নিজের বক্ষোজ ঘর্ষণ কর। ৬৩

শ্রীরাধা (বক্ষসি পাণিমর্পয়ন্তী সব্যথম্)—কধং এসা সচ্চং জেব্ব ! ণীলমণি-পড়িমা (বিমৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী ! গাঢ়ুক্কণ্ঠাএ সব্বং বিস্মুমরিঅ পড়িমং চ্চেঅ পচ্চক্‌খং মাহবং মণ্ণেমি ॥ ৬৪ ॥

(প্রবিশ্য) বকুলা—গেণ্‌হ গেণ্‌হ ইমাইং মালম্বর-বিলেবণাইং ॥ ৬৫ ॥

(রাধা গৃহীত্বা প্রতিমামলঙ্কিকীর্ষতি ।) ॥ ৬৬ ॥

নববৃন্দা—

প্রণয়িণং সময়া সময়ে গতা, বহসি কান্তিধুরাং মধুরাং মুদা ।
ন কিল কোকিলসংঙ্গতিমন্তরা, স্ফুরতি সম্পদলং সখি ! মাধবী ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধেতি । কথমেষা সত্যমেব নীলমণিপ্রতিমা । হা ধিক্ হা ধিক্ ! গাঢ়োৎকণ্ঠয়া সর্ব্বং বিস্মৃত্য প্রতিমামেব প্রত্যক্ষং মাধবং মন্যে । ৬৪ ।

বকুলেতি । গৃহাণ ইমানি মাল্যাম্বরবিলেপনানি ॥ ৬৫ ।

শ্রীরাধেতি । অলঙ্কর্ত্তুমিচ্ছতি । ৬৬ ।

নববৃন্দেতি । সময়ে নিকটে, প্রণয়িনং সময়া প্রণয়িনো নিকটে । কোকিলসঙ্গতিং বিনা যথা বাসন্তীসম্পৎ ন স্ফুরতি, তথা প্রনয়িনং বিনা তৎকান্তিধুরাং ন বহসীত্যর্থো ব্যঙ্গঃ । ৬৭ ।

শ্রীরাধা । (প্রতিমার বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করে ব্যথা অনুভব করে) একি ! এ যে সত্যই নীলমণির প্রতিমা । (বিচার পূর্ব্বক) ধিক আমাকে, গাঢ় উৎকণ্ঠা বশতঃ সমস্ত বিস্মৃত হয়ে প্রতিমাকেই সাক্ষাৎ মাধব বলে মনে করেছি ॥ ৬৪ ॥

(বকুলার প্রবেশ)

বকুলা । এই মালা, বস্ত্র ও চন্দনাদি বিলেপন গ্রহণ কর ॥ ৬৫ ॥

শ্রীরাধা । (গ্রহণ করে প্রতিমাকে অলঙ্কৃত করতে ইচ্ছা করলেন) ॥ ৬৬ ॥

নববৃন্দা । সখি যথাসময়ে প্রণয়ী জনের নিকট গমন করে তুমি হর্ষভরে মধুর শোভার আতিশয্য ধারণ করেছ, কোকিলের সঙ্গ বিনা বসন্তের শ্রী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না ॥ ৬৭ ॥

(প্রবিশ্য) মাধবী—সচ্চাএ পউত্তিং বিণ্ণাদুং ভট্টিদারিআএ পেসিদম্হি, তা অগ্গদো পপ্ফুরন্তং ণঅবুন্দাঅণং পবেসিস্সং। (ইতি পরিক্রম্য) হন্ত! ণুণং বুন্দাঅণং পইট্ঠো ভট্টা, জং ইমাইং সঙ্খচক্কাদি লক্খিদাইং পআইং লক্খীঅন্তি; তা পথুদং ণিব্বাহিঅ ভট্টিদারিঅং আণিস্সং ॥ ৬৮ ॥

(রাধা সাস্রকম্পং কৃষ্ণাকৃতিং মণ্ডয়তি।) ॥ ৬৯ ॥

মাধবী—এসা পড়িদা তস্স ণীলুপ্পলমালা দীসদি। (ইতি করেণ স্রজমাদায় সত্বরমুচ্চৈঃ) সহি বউলে! কুদোসি? ৭০

নববৃন্দা (সসম্ভ্রমম্)—সত্যে! সন্নিহিতাসৌ মাধবী, তদিতস্তূর্ণং প্রয়াণমুচিতম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাধা—ণ মে দংসণে তিণ্হা পূরিদা, তা পুণো ঝত্তি বাহুড়িস্সম্হ। (ইতি ত্রিস্রঃ পরিক্রমন্তি।) ॥ ৭২ ॥

মাধবীতি। সত্যায়াঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং ভর্তৃদারিকয়া প্রেরিতাস্মি, তদগ্রতঃ প্রস্ফুরন্তং নববৃন্দাবনং প্রবেক্ষ্যামি। হন্ত! নূনং বৃন্দাবনং প্রবিষ্টো ভর্ত্তা, যৎ ইমানি শঙ্খচক্রাদিলক্ষিতানি পদানি লক্ষ্যন্তে, তৎ প্রস্তুতং নির্ব্বাহ্য ভর্তৃদারিকামানয়িষ্যামি। ৬৮।

মাধবীতি। এষা পতিতা তস্য নীলোৎপলমালা দৃশ্যতে। সখি বকুলে! কুতো গতাসি। ৭০।

শ্রীরাধেতি। ন মে দর্শনে তৃষ্ণা পূরিতা, পুনঃ ঝটিতি ব্যাবর্ত্তয়িষ্যামঃ। ৭২।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। রাজকন্যা আমাকে সত্যভামার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রেরণ করেছেন, অতএব অগ্রে প্রস্ফুরিত এই নববৃন্দাবনে প্রবেশ করি। (এই বলে ভ্রমণ করে) হায়! নিশ্চয়ই ভর্ত্তা বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু এই যে শঙ্খ চক্রাদি অঙ্কিত পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, অতএব উপস্থিত বিষয় সম্পন্ন করে ভর্ত্তৃদারিকাকে আনয়ন করব ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধা। (অশ্রু ও কম্পের সহিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে অলঙ্কৃত করতে লাগলেন) ॥ ৬৯ ॥

মাধবী। এই যে নীলোৎপল মালা পড়ে রয়েছে দেখছি। (হস্তদ্বারা মালা ধরে উচ্চৈস্বরে) সখি বকুলে! তুমি কোথায় ॥ ৭০ ॥

নববৃন্দা। (ব্যস্ত হয়ে) সত্যে, ঐ যে মাধবী নিকটে আসিল, অতএব এই স্থান হতে শীঘ্র গমন করা উচিত ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাধা। আমার দর্শনের তৃষ্ণা পূর্ণ হয় নাই, অতএব শীঘ্রই এ স্থানে ফিরে আসতে হবে। (এই বলে তিন জনে যেতে লাগলেন ॥ ৭২ ॥

মাধবী (বিলোক্য)—কধং ইধ জেব্ব সচ্চা ? (ইত্যুপসৃত্য) সহি। মাহবীপুপ্ফাইং আহরিদুং আঅদম্হি ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধা (সৌরভ্যমাঘ্রায় স্বগতম্)—কুদো এদং আঅম্হিঅং সোরহং চিত্তং মে বিলোলেদি ?

(ইতি মাধবীকরে মাল্যং দৃষ্ট্বা অপবার্য্য সংস্কৃতেন)

ইতো মাল্যাদিন্দীবর-বিরচিতাদেষ বিজয়ী
বিসর্পত্যাভীরীকুলকুমুদবন্ধোঃ পরিমলঃ।
মম ক্ষোভান্নুগ্রান্ সপদি বহিরন্তঃ প্রণয়িনো
বলাদন্যো গন্ধঃ কথমিব বিধাতুং প্রভবতি ? ৭৪

মাধবী (সবিস্ময়ং সংস্কৃতেন)—

সুরভিমনুভবন্ত্যাঃ শ্যামলাম্ভোজমালাং, ভজতি তব কিমেতৎ কম্পসম্পত্তিমঙ্গম্ ?
বপুরপি পরিখিন্নাকারমহ্নায় কিংবা, কলয়তি পরিফুল্লামালি রোমাঞ্চপালিম্ ? ৭৫

শ্রীরাধা (স্বগতম্)—সম্বরণিজ্জো এসো অত্থো। (প্রকাশম্) মাহবি!

মাধবীতি। কথং ইহৈব সত্যা। সখি! মাধবীপুষ্পাণি আহর্ত্তুমাগতাস্মি। ৭৩।

শ্রীরাধেতি। (সৌরভ্যং মাধবীহস্তগতশ্রীকৃষ্ণনির্ম্মাল্যস্য সৌগন্ধম্) কুত এতদাকস্মিকং সৌরভ্যং চিত্তং মে বিলোভয়তি? ইত ইতি। অন্যো গন্ধঃ মম ক্ষোভান্ বিধাতুং কথমিব প্রভবতি ইত্যন্বয়ঃ। ৭৪।

মাধবীতি। সুরভিং গন্ধবতীং শ্যামলাম্ভোজমালামনুভবন্ত্যাস্তবাঙ্গং কিং কম্পসম্পত্তিং ভজতি, তব বপুরপি কিংবা রোমাঞ্চপালিং কলয়তীত্যন্বয়ঃ। ৭৫।

মাধবী। (দেখতে পেয়ে) এ কি। এখানেই যে সত্যা। (নিকটে গমন পূর্ব্বক) সখি। মাধবীপুষ্প আহরণ করতে এসেছি ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধা। (সৌরভ আঘ্রাণ করে মনে মনে) অকস্মাৎ কোথা হতে এই সৌরভ এসে আমার চিত্তকে বিমুগ্ধ করতে লাগল ? (এই বলে মাধবীর হাতে মাল্য দর্শন করে সংস্কৃত ভাষায় নববৃন্দার কানে কানে) এই নীলোৎপলে রচিত মাল্য হতে গোপাঙ্গনাকুলরূপ কুমুদিনী সমূহের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিজয়ী গন্ধ বিস্তৃত হচ্ছে, তা না হলে আমার বাহির ও অন্তরের উগ্র ক্ষোভ বলপূর্ব্বক বিধান করতে অন্য গন্ধ কিরূপ সমর্থ হবে ?॥ ৭৪ ॥

মাধবী। (বিস্মিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায়) সখি! নীলোৎপলের মালার সুগন্ধ আঘ্রাণ করে তোমার অঙ্গ এমন কাঁপছে কেন ? আর কেনই বা তোমার শরীর ক্ষীণ আকার পরিত্যাগ করে প্রফুল্ল হয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে ॥ ৭৫ ॥

ইন্দীবর-মালং পেক্‌খিঅ কালিঅদহে দিট্‌ঠং দাণিং ভুঅঙ্গাঅলিং সুমরন্তী ভীদম্হি ॥ ৭৬ ॥

নববৃন্দা (স্বগতম্)—সাধু সমাধানমিদম্ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীরাধা (স্বগতম্)—ফুড়ং তাএ চ্চেঅ মুত্তীএ ণিম্মল-মালা এসা ॥ ৭৮ ॥

মাধবী—সহি সচ্চে। মাহবীমণ্ডবং গদুঅ পুপ্‌ফাইং অবচিণিসসং ॥ ৭৯ ॥

সর্ব্বাঃ—ইদো ইদো, পিঅসহি! (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥ ৮০ ॥

শ্রীরাধেতি। সম্বরণীয় এষোঽর্থঃ। মাধবি! ইন্দিবরমালাং প্রেক্ষ্য কালিয়হ্রদে পূর্ব্বং দৃষ্টাং ইদানীং ভুজঙ্গাবলিং স্মরন্তী ভীতাস্মি। ৭৬।

শ্রীরাধেতি। স্ফুটং তস্যা এব মূর্ত্ত্যা নির্ম্মাল্যমালা এষা। ৭৮।

মাধবীতি। সখি সত্যে! মাধবীমণ্ডপং গত্বা পুষ্পাণ্যবচেষ্যামি। ৭৯।

সর্ব্বা ইতি। ইত ইতঃ প্রিয়সখি। ৮০।

শ্রীরাধা। (মনে মনে) এ বিষয় ত সম্বরণ করা উচিত। (প্রকাশ্যে) মাধবি। এখন ইন্দীবর মাল্য দেখে কালীদহে যে ভুজঙ্গাবলী দেখেছিলাম তাদের কথা মনে হওয়াতে ভীত হয়ে পড়েছি ॥ ৭৬ ॥

নববৃন্দা। (মনে মনে) উপযুক্ত মীমাংসাই হয়েছে বটে ॥ ৭৭ ॥

শ্রীরাধা। (মনে মনে) নিশ্চয়ই এটী সেই প্রতিমার নির্মাল্য মালা ॥ ৭৮ ॥

মাধবী। সখি সত্যে! মাধবীমণ্ডপে গিয়ে পুষ্প চয়ন করতে হবে ॥ ৭৯ ॥

সকলে। প্রিয় সখি। এই দিকে এই দিকে (এই বলে সকলের প্রস্থান) ॥ ৮০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ ।)

শ্রীকৃষ্ণঃ (সোদ্বেগম্)—

ক্ষণাদেব ক্ষুণ্ণা ভবতি বনমালা মলয়জ-
দ্রবালেপঃ শুষ্যন্নিপততি রজঃসঞ্চয়নিভঃ ।
বিসর্পদ্ভির্জ্বালৈরুরসি রবিকান্তাকৃতিরসৌ
মমান্তঃসন্তাপং কলয়তি পরং কৌস্তুভমণিঃ ॥

(ইতি সব্যতঃ প্রেক্ষ্য) প্রিয়বয়স্য ! কিয়দ্দূরে সা বৃন্দাটবী ? ॥ ৮১ ॥

মধুমঙ্গলঃ (সংস্কৃতেন)—

স্ফুটচ্চটুল-চম্পকপ্রকর-রোচিরুল্লাসিনী
মদোত্তরল-কোকিলাবলি-কলস্বরালাপিনী ।
মরালগতিশালিনী কলয় কৃষ্ণ সারাধিকা (ইত্যর্দ্ধোক্তে) ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । ক্ষুণ্ণা চূর্ণিতা, কলয়তি করোতি । ৮১ ।

মধুমঙ্গল ইতি । "পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব মুকুন্দ ! বৃন্দাটবীতি" পদ্য-শেষে বক্তব্যে স্ফুটদিত্যাদিপাদত্রয়ং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ ক্বাসাবিতি । স্ফুটন্তো যে চটুলাশ্চম্পকাস্তেষাং প্রকরস্য সমূহস্য যদ্রোচিঃ রোচিঃ শোচিরুভে ক্লীবে ইতি কোষাৎ, তেন উল্লাসো বিদ্যতে যস্যাঃ সা । পক্ষে স্ফুটচ্চটুলচম্পকপ্রকরবদ্‌যদ্রোচিস্তেনোল্লাসিনী । মদেনোত্তরলা যে কোকিলাস্তেষামাবলিস্তস্যাঃ কলস্বরালাপো বিদ্যতে যস্যাঃ সা ।

পক্ষে মদোত্তরলকোকিলাবলিবৎ কলস্বরমালপিতুং শীলং যস্যাঃ সা । মরালানাং গতিভিঃ শালিনী শোভমানা ।

পক্ষে মরালানাং গতিরিব যা গতিস্তয়া শালিনী । কৃষ্ণসারা মৃগাস্তৈরধিকা, পক্ষে হে কৃষ্ণ ! কলয় সা রাধিকা । ৮২ ।

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । (উদ্বেগের সঙ্গে) ক্ষণকালের মধ্যে বনমালা চূর্ণ হয়ে পড়ছে । চন্দনলেপ শুষ্ক হয়ে ধূলিরাশির মত পড়ে যাচ্ছে । পরন্তু সূর্য্যকান্ত সদৃশ এই কৌস্তুভমণি প্রসরণশীল কিরণাবলীর দ্বারা আমার বক্ষ দেশে অবস্থান করে যারপর নাই আমার অঙ্গ সন্তাপ বর্দ্ধন করছে (এই বলে বামদিকে তাকিয়ে) প্রিয় বয়স্য সে বৃন্দাবন কত দূরে ? ॥ ৮১ ॥

মধুমঙ্গল । (সংস্কৃত ভাষায়) (বৃন্দাবন পক্ষে) হে কৃষ্ণ প্রস্ফুটিত চম্পক পুষ্প সমুহের কান্তির দ্বারা শোভিতা, মদমত্তকোকিলশ্রেণীর কলস্বরের আলাপের দ্বারা পরিপূর্ণা, মরালগণের গতির দ্বারা শোভমানা, কৃষ্ণসার মৃগসমূহে পরিপূর্ণা সেই বৃন্দাবনানীকে দর্শন কর ।

(শ্রীরাধিকার পক্ষে) যাঁহার কান্তি প্রস্ফুটিত চম্পকাবলীর ন্যায় আনন্দ দায়িনী, যিনি মদমত্ত কোকিল শ্রেণীর ন্যায় সুস্বরে আলাপকারিণী, যিনি রাজ হংসের ন্যায় গতিশালিনী সেই রাধিকাকে দর্শন কর ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ (সসম্ভ্রমৌৎসুক্যম্)—সখে ! ক্বাসৌ ক্বাসৌ ? ॥ ৮৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে দর্শয়ন্)—

পুরঃ স্ফুরতি বল্লভা তব ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ (সবৈয়গ্র্যম্)—বয়স্য ! নাহং পশ্যামি ; তদাশু মে দর্শয়, ক্ব সা মে রাধিকা ? ॥ ৮৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ—···মুকুন্দ বৃন্দটাবী ॥ ৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ (পরামৃশ্য নিশ্বসন্)—কথং নামধেয়বর্ণানামাকর্ণনাদেব সর্ব্বানুসন্ধানবিধুরোঽস্মি !

(ইতি পরিক্রম্য)

সর্ব্বাঙ্গীণামকুরুত মুহুঃ সা মমাকল্পলক্ষ্মীং
পুষ্পৈর্যস্যাঃ পরিমলভরোদ্গারিভির্গৌরগাত্রী ।
অগ্রে সেয়ং কুসুমধনুষঃ পশ্য ভল্লায়মানা
মামুৎফুল্লা প্রহরতি রুবদ্ভৃঙ্গমল্লাঢ্য মল্লী ॥

(পরিক্রম্য)

মিহিরদুহিতুস্তীরোপান্তে স্ফুরন্তি নিরন্তরা
ব্রততিনিকরৈরেতাস্তাস্তা মহীরুহরাজয়ঃ ।
কিশলয়কুলৈর্যাসাং নব্যৈরলভ্যত রাধিকা-
শ্রুতিপরিসরে তাড়ঙ্কশ্রী-বিড়ম্বন-চাতুরী ॥ ৮৭ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। কৃষ্ণ ! সা রাধিকেত্যন্তেন প্রিয়া বৃন্দাটবী বর্ণিতা ময়া, ন রাধিকা বর্ণিতা অন্যথা মত্বা ক্লিষ্টঃ । ৮৬ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। সর্ব্বাঙ্গীনামিতি । সর্ব্বাঙ্গীনাং সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনীম্ । সা রাধিকা আকল্পলক্ষ্মীং বেশশ্রিয়ং। আকল্পবেশৌ ইত্যমরঃ। যস্যা মল্লিকায়াঃ। কন্দর্পস্য ভল্লং ভালা ইতি প্রসিদ্ধং যদস্ত্রং তদ্বদাচরন্তী রুবন্তো ভৃঙ্গা মল্লা ইব যস্যাঃ সা। ঋক্ষাচ্ছ ভল্ল ভালুকা ইত্যমরঃ ।

মিহিরেতি। নিরন্তরা নিবিড়া। রাজয়ঃ পঙ্ক্তয়ঃ। কিশলয়কর্তৃভিঃ। ৮৭।

(এই পর্য্যন্ত বলিলে শ্রীরাধিকা পক্ষের অর্থই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকাবিরহ তপ্ত হৃদয়ে স্ফুরিত হওয়ায়)

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যস্ত হয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে) সখে ! কোথায় তিনি, কোথায় তিনি ? ॥ ৮৩ ॥

মধুমঙ্গল। (অঙ্গুলী দিয়ে দেখিয়ে) সম্মুখে যে তোমার সেই প্রিয়া ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যগ্রভাবে) বয়স্য ! কই, আমি তা দেখতে পাচ্চি না, আমার সে রাধিকা কোথায় ? তাঁকে শীঘ্র আমায় দেখাও ॥ ৮৫ ॥

মধুমঙ্গল। হে মুকুন্দ ! আমি বৃন্দাবনের কথা বলছি ॥ ৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (বিচার করে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন) নামের বর্ণগুলি শ্রবণ করেই আমি সব কথা বুঝতে ভ্রান্ত হয়েছিলাম। (এই বলে এগিয়ে গিয়ে) গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা যে মল্লিকার সৌরভ বিস্তারী পুষ্পাবলির দ্বারা পুনঃ পুনঃ আমার সর্ব্বাঙ্গীন বেশ রচনা করতেন, সম্মুখে সেই সুশোভান্বিতা মল্লিকা কামদেবের ভল্লনামক অস্ত্রে পরিণত হয়ে এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরাবলী মল্লে পরিণত হয়ে

মধুমঙ্গলঃ (সবিস্ময়ম্)—বঅস্‌স ! এথ জোব্বণে বি বসন্তস্‌স কীস তল্লক্‌খণং ণত্থি ? ॥ ৮৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। সখে ! সত্যমাথ, তথা হি—

আতন্বন্তি পিকাস্তথা মধুলিহো বাচংযমানাং ব্রতং
মাকন্দেষু দরোদ্‌গতা অপি জড়ীভাবং ভজন্ত্যঙ্কুরাঃ।
অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুখাপ্যশোকনিকরে স্বিক্সস্ততে মঞ্জরী
কালিন্দীতটসীম্নি হন্ত কিমিয়ং সুপ্তা মধুশ্রীরভূৎ ॥ ৮৯ ॥

মধুমঙ্গল। পেক্‌খ, এসা কাএ বি বিরহিণীএ বরারবিন্দ-বিরইদা সেজ্জা ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নূনমস্যাঃ প্রাণরক্ষণায় সখ্যা বিষ্টম্ভিতেয়ং বসন্তলক্ষ্মীঃ (ইত্যালোক্য সাতঙ্কম্।)

শূন্যক্রোড়া নিবিড়কমলৈঃ কল্পিতা তল্পবেদী-
নেদীয়স্যাস্তনুলহরিভিঃ শীলিতা হেলিপুত্র্যাঃ।
অঙ্গজ্বালাপরিচয়মিলন্মর্ম্মুরা মর্ম্মদুঃখ-
ব্যাখ্যাপঞ্জী মম ধিয়মিয়ং ধূম্রয়ন্তী ধুনোতি ॥ ৯১ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। বয়স্য ! অত্র যৌবনে বসন্তস্য কস্মাৎ তল্লক্ষণং নাস্তি ? ৮৮।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। আতন্বন্তীতি। মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ। বাচংযমানাং মুনীনাং ব্রতং মৌনম্। মাকন্দেষু আম্রেষু অঙ্কুরা ঈষদুদ্ভূতা অপি জড়ীভাবং ক্ষুদ্রত্বং ভজন্তীত্যর্থঃ। অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুদিতং মুখং যস্যাঃ সা অর্দ্ধোদ্গীর্ণমুখা, বিক্সস্ততে স্তব্ধা ভবতি। এতেন চিহ্নেন মধুশ্রীঃ সুপ্তা ইবেতি ভাবঃ। ৮৯।

মধুমঙ্গল ইতি। পশ্য, এষা কস্যা অপি বিরহিণ্যা বরারবিন্দ-বিরচিতা শয্যা। ৯০।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। বিষ্টম্ভিতা অপ্রকাশিতা। শূন্যেতি। নেদীয়স্যা অতিনিকটবর্ত্তিন্যা যমুনায়াঃ সূক্ষ্মতরঙ্গৈঃ। অঙ্গজ্বালা পরিচয়েন মিলন্মর্ম্মুরো ধর্ম্মো যস্যাঃ সা। মর্ম্মদুঃখস্য ব্যাখ্যা ব্যক্তীভাবস্তস্য পঞ্জী সূচিকা। ধূম্রাং কুর্ব্বন্তী ধুনোতি কম্পয়তি। ৯১।

আমাকে প্রহার করছে। (প্রদক্ষিণ করে) যমুনা-তটের নিকটে লতা-সমূহে পরিবেষ্টিত হয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট এই যে বৃক্ষরাজি বিরাজ করছে এদের নব নব কোমল কিশলয় সমূহ শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে তাড়ঙ্ক শোভার অনুকরণ চাতুর্য্য লাভ করেছে ॥ ৮৭ ।

মধুমঙ্গল। (সবিস্ময়ে) বয়স্য ! বসন্তের এই যৌবন কালে কেন তার তেমন লক্ষণ দেখা যায় না ॥ ৮৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! ঠিক বলেছ।

কারণ, কোকিল ও ভ্রমরকুল মুনিব্রত অবলম্বন করেছে—রসাল (আম্রবৃক্ষ) বৃক্ষ অঙ্কুর উদ্গত হলেও তার জড়তা এসেছে—অশোকতরুতে মঞ্জরী আধফোটা হয়েও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। হায়, হায়,—মনে হচ্ছে কালিন্দীতটের সীমায় এসে বসন্ত লক্ষ্মী যেন নিদ্রিতা হয়ে পড়েছেন ॥ ৮৯ ॥

মধুমঙ্গল। দেখ, দেখ—এ কোন বিরহিণীর কমলদলবিরচিত শয্যা। ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয় মনে হয়—শ্রীরাধাকে বাঁচাবার জন্য বসন্তলক্ষ্মীকে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে।

(এই বলে ভাল করে দেখে আতঙ্কের সঙ্গে)

আহা ! এই শয্যার মাঝে মাঝে ঘনভাবে ছাওয়া কমলদল শোভা পাচ্ছে—অতি নিকটে

মধুমঙ্গল। এদং অগ্‌গদো নিউঞ্জসলিঅং সলাহেহি ॥ ৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (পরিক্রম্য সোদ্‌গ্রীবং পশ্যন্ সাশ্চর্য্যম্ ।) কথমারণ্যবেশধারিণী হরিণীয়ং মদঙ্গপ্রতিমা ? (ইতি সন্নিধায়) নূনমেতয়া শিল্পাচার্য্যকলাকৌশলবিবর্ত্তনেন ভবিতব্যম্ ॥ ৯৩ ॥

মধুমঙ্গল। (সকৌতুকম্) হী হী। এসো জেব্ব অপ্পণো পিঅবঅস্‌সো মএ চিরাদো লদ্ধো ; তুমং ক্খু রাইন্দো, ণমে বম্‌হণবড়ুঅস্‌স অহিরূবো। (ইতি নিরীক্ষ্য পিঅবঅস্‌স ! পেক্‌খ, কাএ বি অনুরাইণীত্র সেবা কিদত্থি ! ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! সাধু লক্ষিতম্।

অসৌ ব্যস্তন্যস্তা বিশদয়তি মালা বিবশতা
বিভক্তেয়ং চর্চ্চা নয়নজলবৃষ্টিং কথয়তি।
করোৎকম্পং তস্যা বদতি তিলকং কুঞ্চিতমিদং
কৃশাঙ্গ্যাঃ প্রেমাণং বরিবসিতমেব প্রথয়তি ॥ ৯৫ ॥

মধুমঙ্গল ইতি। এতাং অগ্রতো নিকুঞ্জশালিকাং শ্লাঘয় । ৯২ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। প্রতিময়া বিশ্বকর্মণঃ কলাকৌশলস্য বিবর্ত্তনেন বিবর্ত্তরূপয়া ভবিতব্যম্ । ৯৩ ।

মধুমঙ্গল ইতি। আশ্চর্য্যং ! এষ এবাত্মনঃ প্রিয়বয়স্যঃ ময়া চিরাল্লব্ধঃ। ত্বং খলু রাজেন্দ্রো, ন মে ব্রাহ্মণবটুকস্যাভিরূপো যোগ্য ইত্যর্থঃ। প্রিয়বয়স্য ! পশ্য, কয়াপি অনুরাগিণ্যা সেবা কৃতাস্তি । ৯৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। অস্তব্যস্তো ন্যাসো যস্যাঃ সা। ইয়ং বিভক্তা অঙ্গুল্যাদ্যঙ্কিতা চর্চ্চা, বরিবসিতঃ সেবনং বরিবস্যা তু সুশ্রূষা পরিচর্য্যাপ্যুপাসনমিত্যমরঃ। ৯৫ ।

শ্রীযমুনার তরঙ্গমালায় সিক্ত হয়ে রয়েছে—তাই এই শয্যা যেন অঙ্গজ্বালা বাড়িয়ে দিয়ে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করে সূচিকার মত বিদ্ধ করছে। যাই হোক্—এই শয্যা আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছে ॥৯১॥

মধুমঙ্গল। সামনে দেখা যাচ্ছে যে নিকুঞ্জগৃহ তাকে প্রশংসা কর ॥ ৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিরে এসে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখে আশ্চর্য্যের সঙ্গে) একি ! বন্যবেশ ধারণ করে আমার হৃদয়মোহিনী প্রতিমা !

(এই বলে নিকটে গিয়ে)

নিশ্চয় মনে হচ্ছে এই প্রতিমা বিশ্বকর্মার অপূর্ব্ব শিল্প কৌশলে প্রস্তুত হয়েছে ॥ ৯৩ ॥

মধুমঙ্গল। (কৌতুকের সঙ্গে) কি আশ্চর্য্য ! আমি বহুদিন পরে আপনার প্রিয়বয়স্যকে পেলাম। তুমি তো রাজেন্দ্র—আমার মত ব্রাহ্মণবালক নও।

(এই বলে দেখে)

প্রিয়বয়স্য ! দেখ, কোন অনুরাগিণী এই প্রতিমার সেবা করেছে ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে !হ্যাঁ। ঠিক দেখেছ—প্রতিমাতে মালাগাছিটি বড়ই ব্যস্ততায় অর্পণ করা হয়েছে—তাতে বুঝা যাচ্ছে কৃশাঙ্গী বিবশা হয়েছেন। এই চন্দনচর্চ্চা প্রতিমার অঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে তাঁর নয়নের অশ্রুর বন্যা নেমেছে। প্রতিমার তিলকের বক্রভাব দেখে বুঝা গেল তাঁর হাত কেঁপে গেছে। যাই হোক্ এই সেবাতে তাঁর প্রেমই পরিস্ফুট হয়েছে ॥ ৯৫ ॥

(নেপথ্যে) ইদো ইদো, পিঅসহি ! ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! নূনং প্রত্যাসীদন্তি মূর্ত্তেরুপাসিকাস্তরুণ্যঃ, তদেষা মদর্চ্চা কুঞ্জান্তরে নিবেশ্যতাম্, ময়াস্যাঃ সুষ্ঠু বেশমাধুরীমুরীকৃত্য বিম্বোষ্ঠীনাং ভাবনিষ্ঠাং নিষ্টঙ্কয়িষ্যতা বেদীয়মধিষ্ঠেয়া। (ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ।) ॥ ৯৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সখিভ্যামনুগম্যমানা শ্রীরাধা।) ॥ ৯৮ ॥

শ্রীরাধা—(পুরোঽবলোক্য সরোমাঞ্চম্) অম্মহে ! পড়িমাএ মাহুরীভরসাহুদা, জং সচ্চং চ্চেঅ মাহবদংসণচমক্কারং উপ্পাদেদি। ॥ ৯৯ ॥

বকুলা—(জনান্তিকম্)—ণঅবুন্দে ! পেক্‌খ পড়িমাএ সুন্দেরম্। ॥ ১০০ ॥

নববৃন্দা—(সস্মিতম্)—মুগ্ধে ! নূনং সত্যভামাপ্রেমোন্মাদস্ত্বয্যপি সঙ্ক্রাম, যা হরিমেব প্রতিমাং প্রত্যেষি। ॥ ১০১ ॥

(নেপথ্যে বকুলাহ, ইতঃ ইতঃ প্রিয়সখি !)। ৯৬।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। প্রত্যাসীদন্তি পরাবর্ত্তন্তে।

(ইত্যুভাবিতি। মধুমঙ্গলস্তাং গৃহীত্বা কুঞ্জান্তরে স্থিতবান্। শ্রীকৃষ্ণস্তদ্বেশমাধুরীঃ স্বীকৃত্য বেদ্যাং স্থিতবানিত্যর্থঃ। ৯৭।

শ্রীরাধেতি। আশ্চর্য্যম্ ! প্রতিমায়া মাধুরীভরসাধুতা, যৎ সত্যমেব মাধবদর্শনচমৎকারমুৎপাদয়তি। ৯৯।

বকুলেতি। নববৃন্দে ! পশ্য প্রতিমায়াঃ সৌন্দর্য্যম্। ১০০।

নববৃন্দেতি। সঙ্ক্রাম সংক্রান্তবানাবিষ্ট ইত্যর্থঃ, যা ত্বং বকুলা। ১০১।

(নেপথ্যে বকুলা বললেন প্রিয়সখি ! এই দিকে এই দিকে।) ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সখে ! মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই—প্রতিমার যাঁরা সেবা করেছেন তাঁরা সবাই কাছে আসছেন—তাই আমার এই প্রতিমাকে নিয়ে অন্য কুঞ্জে রেখে এস—আর আমি এই প্রতিমার মত বেশ ধারণ করে বেদীতে আরোহণ করে সুন্দরী তরুণীদের ভাবনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দর্শন করি ॥ ৯৭ ॥

এই বলে দুইজনে তাই করলেন অর্থাৎ মধুমঙ্গল প্রতিমা নিয়ে অন্য জায়গায় রাখলেন আর শ্রীকৃষ্ণও প্রতিমার মাধুরী ধারণ করে বেদীর ওপর অধিষ্ঠিত হলেন ॥ ৯৭ ॥

(তারপর সখী দুজনের সঙ্গে অনুগতা হয়ে শ্রীরাধা প্রবেশ করলেন।) ॥ ৯৮ ॥

শ্রীরাধা। (সামনে দেখে রোমাঞ্চের সঙ্গে)

আহা ! প্রতিমার কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশি ! মনে হচ্ছে যেন সত্য সত্যই মাধব দর্শন করছি ॥ ৯৯ ॥

বকুলা। (হাতের আড়াল দিয়ে) নববৃন্দে ! দেখ, দেখ—প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখ ॥ ১০০ ॥

নববৃন্দা। (হাসতে হাসতে) ওগো মুগ্ধে ! এযে দেখছি—সত্যভামার প্রেমোন্মাদ তোমাতেও সংক্রামিত হল—তুমি যে সাক্ষাৎ হরিকে প্রতিমা বলে মনে করছ ॥ ১০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সবিস্ময়ানন্দম্) হন্ত ! কেয়ং চিত্তাকর্ষিণী কল্পলতিকা ? (ইতি সৌৎসুক্যম্)

হৃদয়ান্তর-স্ফুরদমন্দ-বেদনা,-ভর-বাবদূক-বদনাম্বুজদ্যুতিঃ ।
নয়নান্ত-তাণ্ডবিত-নীলকুন্তলা, সুদতী মদক্ষি-পদবীং প্রপদ্যতে ॥

(পুনর্নিভাল্য সচমৎকারম্) হন্ত, হন্ত ! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভা রাধা ! (ইত্যশ্রুধারামাবারয়ন্ সবিমর্শম্)—

অকল্পি সুরশিল্পিনা পরিকলয্য মায়াময়ী
সুখায় মম রাধিকা ধ্রুবমমন্দবৃন্দাবনে ।
ভবেদিহ কুশস্থলীনগরনীতিভির্দুর্গমে
মমান্তরবরোধনে ক্ব নু তদীয়সম্ভাবনা ? ॥ ১০২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । হৃদয়ান্তরে স্ফুরন্ অমন্দো যো বেদনাভরস্তং ব্যক্তিবদনাম্বুজদ্যুতির্যস্যাঃ সা । সুদতী শোভনা দন্তা যস্যাঃ সা ।

অকল্পি ইতি । সুরশিল্পিনা বিশ্বকর্ম্মণা । পরিকলয্য বিচার্য্য । মায়াময়ী মায়াকৃতা, তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্ । মায়া তু দুর্ঘটঘটনাকারিণী শক্তিঃ । সম্ভাবনা স্থিতিঃ । ১০২ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে) কি আশ্চর্য্য ! এই কল্পলতিকা কে ? ইনি যে আমার মন প্রাণ হরণ করতে লাগলেন ।

(এই বলে ঔৎসুক্যের সঙ্গে)

আহা ! যাঁর মুখ পদ্মের কান্তি অন্তরের গূঢ়তম বেদনাকেই প্রকাশ করছে আর যাঁর নীলরংএর কুন্তল নয়ন কোণে নৃত্য করছে—সেই শোভনদশনা আজ আমার নয়ন পথে উপস্থিত হলেন ।

(পুনর্ব্বার দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে)

হায়, হায় ? ইনিই কি আমার সেই প্রাণপ্রিয়া রাধা !

(এই বলে অশ্রুধারা সংবরণ করে দুঃখভরে বিবেচনা করে)

আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই বিশ্বকর্মা বিচার করে এই সুমধুর বৃন্দাবনে আমারই সুখের জন্য মায়াময়ী শ্রীরাধা নির্মাণ করেছেন । তা না হলে দুর্গবেষ্টিত দ্বারকানগরীতে আমার অন্তঃপুরের মাঝে শ্রীরাধার আসা কি সম্ভব ? ॥ ১০২ ॥

শ্রীরাধা—(শ্রীকৃষ্ণমুখেন্দুমবলোক্য) হন্ত, হন্ত ! ণিব্ভরুক্কণ্ঠিদাএ মম মুদ্ধত্তণং, জং গোইন্দস্স পড়িমং জেব্ব গোইন্দং মণ্ণেমি। (ইতি সাশ্রুধারমঞ্জলিং বদ্ধা) অই পড়িবিম্ব ! অবি কিং তুম্হ বিম্বস্স অম্বুরুহলোঅণস্স কল্লাণং ? ॥ ১০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সোল্লাসং) অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে ! সত্যমিদানীমেব কৃষ্ণঃ ক্ষেমী, যদিয়ং সর্ব্বমুদ্রয়া তাং লোকোত্তরামনুকুর্ব্বতী ত্বমস্য ক্ষেমং পৃচ্ছসি। ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধা—(সচমৎকারম্)—সাহু ণঅবুন্দে ! সাহু সাহু ! জাএ সিপ্পকলাকুসলাএ নিম্মিদা পড়িমাবি এদং কিংপি মহুরং বাহরেদি। ॥ ১০৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—অহো ! গন্ধর্ব্বপুরানুকারিণোঽপি মায়াগন্ধর্ব্বনাট্যস্য কাপি চির-চমৎকারকারিতা, যদত্র মমাপ্যবাধিতেব রাধা প্রতিভাসতে। ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরাধেতি। হন্ত, হন্ত ! নির্ভরোৎকণ্ঠিতায়া মম মুগ্ধত্বং, যৎ গোবিন্দস্য প্রতিমামেব গোবিন্দং মন্যে। অয়ি প্রতিবিম্ব ! অপি কিং তব বিম্বস্য কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ কল্যাণম্। ১০৩।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। সর্ব্বমুদ্রয়া সর্ব্বভঙ্গ্যা বা কাপি লাবণ্যাদিরূপয়েত্যর্থঃ, তাং ঊর্দ্ধলোকগতাং রাধাম্। ১০৪।

শ্রীরাধেতি। সাধু নববৃন্দে ! সাধু, সাধু, যয়া শিল্পকলা-কুশলয়া নির্ম্মিতা প্রতিমাপি এতৎ কিমপি মধুরং ব্যাহরতি কথয়তি। ১০৫।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। গন্ধর্ব্বা অত্র শৈলূষাস্তেষাং পুরমনুকর্ত্তুং শীলমস্য বিশ্বকর্ম্মণোঽপি মায়য়া প্রতারণশক্ত্যা যদ্গন্ধর্ব্বনাট্যং লোকভ্রামকচরিতং তস্য কাপি গন্ধর্ব্বচমৎকারকারিতা ; যস্মাদ্গন্ধর্ব্বনাট্যাৎ যয়াপ্যবাধিতেব রাধা প্রতিভাসতে স্ফুরতি, অবাধিতেব অর্থাৎ সা ইব। প্রকৃতিং স্বভাবম্। ১০৬।

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দেখে) হায়, হায়—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বশে আমার একি মোহ—কারণ, গোবিন্দের প্রতিমাকেই আমি গোবিন্দ বলে মনে করছি !

(এই বলে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে হাত জোড় করে)

ওগো প্রতিবিম্ব ! তোমার বিম্ব পদ্মলোচনের কুশল তো ? ॥ ১০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দভরে) অয়ি মায়াময়ি রাধিকে ! সত্যসত্যই এখন কৃষ্ণের পরম কল্যাণ, কারণ, তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধার অনুকরণ করে তার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করছ ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধা। (চমৎকৃত হয়ে) ভাল ভাল নববৃন্দে ! তোমার মত শিল্পবিদ্যা কুশলার দ্বারা নির্মিতা প্রতিমাও এমন মধুর বাক্য বলছে ॥ ১০৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আহা ! বিশ্বকর্মার মায়া দ্বারা গন্ধর্ব্বনাট্যের কি চমৎকারিতা ! যার দ্বারা আমার সেই শ্রীরাধার-মত এই শ্রীরাধা স্ফূর্ত্তি পাচ্ছেন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরাধা—(সানন্দাদ্ভুতং সংস্কৃতেন)

বরো ধিন্বন্ ঘ্রাণং পরিমিলতি সোঽয়ং পরিমলো
ঘনশ্যামা সেয়ং দ্যুতিবিততিরাকর্ষতি দৃশৌ।
স্বরঃ সোঽয়ং ধীরস্তরলয়তি কর্ণৌ মম বলা-
দহো গোবিন্দস্য প্রকৃতিমুপলব্ধা প্রতিকৃতিঃ॥

(ইতি কাকুং কুর্ব্বতী) অই কণ্হপড়িমে ! এসা চাডুকোডিহিং ভিক্‌খেদি রাহী, এব্বং চ্চেঅ জঙ্গমীভবিঅ চিরং সুহাবেহি সন্তাবজজ্জরং দীণাএ লোঅণং। ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—হন্ত বৃন্দারকবর্দ্ধকে ! দিষ্ট্যা সংবর্দ্ধিতোঽস্মি। (ইতি বাষ্পধারাং বিতনোতি।) ॥ ১০৮ ॥

নববৃন্দা—সখি ! চেলাঞ্চলেনাপসার্য্যতাং প্রিয়মুখাম্ভোজাদ্ বাষ্পাম্বুধারা। ॥ ১০৯ ॥

(শ্রীরাধা সাপত্রপং তথা করোতি।) ॥ ১১০ ॥

শ্রীরাধেতি। অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে ! এষা চাটুকোটিভির্ভিক্ষ্যতে রাধা, এবমেব জঙ্গমীভূয় চিরং সুখাপয় সন্তাপজর্জ্জরং দীনায়া লোচনম্। ১০৭।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। বিশ্বকর্ম্মাণং মনসি প্রত্যক্ষীকৃত্যাহ, বৃন্দারকবর্দ্ধকে ! হে বিশ্বকর্মন্ ! তক্ষা তু বর্দ্ধকিস্ত্বষ্টা রথকারশ্চ কাষ্ঠতট্ ইত্যমরঃ। ১০৮।

শ্রীরাধেতি। (তথা করোতি, প্রিয়বাষ্পাম্বুধারামপসারয়তি।)। ১১০।

শ্রীরাধা। (আনন্দ ও আশ্চর্য্যের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়)

অহো ! গোবিন্দের অঙ্গগন্ধ যেমন নাসিকাকে উন্মত্ত করে মাতিয়ে তোলে এঁরও তো সেই সৌরভ দেখতে পাচ্ছি—তাঁর ঘন শ্যামল কান্তি যেমন নয়ন আকর্ষণ করত এঁরও নবনীরদ কান্তি তেমনই দেখছি এবং তাঁর যেমন মৃদুস্বর কাণদুটিকে চঞ্চল করত এঁর স্বরও তেমনি কর্ণরসায়ন। যাই হোক্—এই প্রতিমূর্ত্তি কেমন করে গোবিন্দের স্বভাব পেল ?

(এইভাবে খেদ প্রকাশ করে।)

অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে ! এই রাধা অসংখ্য চাটুকারে ভিক্ষা করছে—তুমি সচেতন হয়ে এই দুঃখিনীর সন্তপ্ত নয়ন দুটিকে আনন্দদান কর ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য ! দেবশিল্পিন্—ভাগ্যক্রমে আমি সম্বর্দ্ধিত হলাম।

(এই বলে অশ্রুবিসর্জ্জন করতে লাগলেন।) ॥ ১০৮ ॥

নববৃন্দা। সখি ! আঁচল দিয়ে প্রিয়তমের মুখপদ্ম হতে নয়ন জলধারা মুছিয়ে দাও ॥ ১০৯ ॥

শ্রীরাধা। (সলজ্জভাবে কান্তের মুখপদ্ম মুছিয়ে দিলেন।) ॥ ১১০ ॥

নববৃন্দা—(স্বগতম্) কথমসৌ মাধবো রাধিকাঙ্গস্পর্শসৌখ্যেন স্তিমিতাক্ষো ভবন্ পৃষ্ঠাশ্রিতকদম্ব-স্তম্ভমালম্বতে ! ॥ ১১১ ॥

শ্রীরাধা—হদ্ধী হদ্ধী ! সাহাবিঅং ধম্মং গদা পড়িমা । (ইতি মূর্চ্ছতি) ॥ ১১২ ॥

(নেপথ্যে সঙ্কুলধ্বনিঃ) ॥ ১১৩ ॥

বকুলা—(সাবেগম্) ণঅবুন্দে ! কধং এসো সসঙ্কং বিক্কোসন্তাণং কলাবিণং কলাবো বিদ্দবদি ? ॥ ১১৪ ॥

নববৃন্দা—নূনং বিদর্ভনন্দিনী বৃন্দাবনং প্রপেদে, তদীয়পরীবারাণাং মঞ্জীরশিঞ্জিতেন শঙ্কিতমরাল-কুলোৎকর্ষাঃ কলাপিনঃ পলায়ন্তে, তদিতস্তূর্ণং ত্বয়া সত্যাপসার্য্যতাম্ । ॥ ১১৫ ॥

বকুলা—সাহু মন্তেসি । (ইতি মূর্চ্ছিতামেব রাধামঙ্কীকৃত্য নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১১৬ ॥

নববৃন্দেতি । স্তিমিতাক্ষঃ । স্তম্ভং জড়ীভাবং । ১১১ ।

শ্রীরাধেতি । হা ধিক্ হা ধিক্ ! স্বাভাবিকং ধর্ম্মং গতা প্রতিমা । ১১২ ।

(নেপথ্যে ময়ূরাণাং মিশ্রিতো ধ্বনিঃ ।) । ১১৩ ।

বকুলেতি । নববৃন্দে ! কথমেব সশঙ্কং বিক্রোশতাং কলাপিনাং ময়ূরাণাং কলাপঃ সমূহঃ বিদ্রবতি । ১১৪ ।

নববৃন্দেতি । সশঙ্কিতো মরালকুলস্যোৎকর্ষো যৈঃ, অপসার্য্যতাং স্থানান্তরম্ নীয়তাম্ । ১১৫ ।

বকুলেতি । সাধু মন্ত্রয়সি । ১১৬ ।

নববৃন্দা । (মনে মনে) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ পেয়ে সুখ অনুভব করে সজলনয়নে পিছনের কদম গাছটিকে অবলম্বন করছেন কেন ? ॥ ১১১ ॥

শ্রীরাধা । হায়, হায় ! প্রতিমা যে স্বাভাবিক হয়ে উঠল দেখছি !

(এই বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ।) ॥ ১১২ ॥

(নেপথ্যে ময়ূরের ধ্বনি ।) ॥ ১১৩ ॥

বকুলা । (সবেগে ছুটে এসে) নববৃন্দে ! এই ময়ূরেরা ভয় পেয়ে—শব্দ করতে করতে পালিয়ে যাচ্ছে কেন ? ॥ ১১৪ ॥

নববৃন্দা । আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই বিদর্ভরাজকন্যা বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছেন—তাই তাঁর পরিজনগণের নূপুরধ্বনিতে হংসকুলের ধ্বনি মনে করে এবং তার উৎকর্ষ ভেবে ময়ূরেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে—তুমি তাই এখান থেকে তাড়াতাড়ি সত্যভামাকে নিয়ে যাও ॥ ১১৫ ॥

বকুলা । ভাল যুক্তি করেছ ।

(এই বলে মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে নিয়ে প্রস্থান ।) ॥ ১১৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ—(নিকুঞ্জান্নিঃসৃত্য)—অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ! ভো পিঅবঅস্স ! সচ্চং চ্চেঅ পড়িমারূবোসি । ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(পুরো দৃষ্টিং প্রক্ষিপন্) হন্ত হন্ত ! কথং লীনা বভূব সত্যস্ত্বাষ্ট্রী শিল্পমায়া ? (ইতি চমৎকারমভিনীয়) নববৃন্দে ! ভূয়োঽপি কিমিয়ং প্রস্তোতুং শক্যতে জগদ্বিস্মাপিনী কাপি মায়া ? ॥ ১১৮ ॥

নববৃন্দা—অথকিম্ । ॥ ১১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সোৎকণ্ঠম্)—সখি ! তূর্ণমুপনীয়তাম্ । ॥ ১২০ ॥

নববৃন্দা—দেব ! যতোঽহং বিদ্রবন্তী চক্রবাকীব বিভেমি, সেয়ং সন্নিকৃষ্টা দেবী চন্দ্রিকা (ইতি নিষ্ক্রান্তা ।) ॥ ১২১ ॥

মধুমঙ্গল ইতি । আশ্চর্যং আশ্চর্য্যম্ । ভো প্রিয়বয়স্য ! সত্যমেব প্রতিমারূপোঽসি । ১১৭ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । ত্বাষ্ট্রী ত্বষ্টু্র্বিশ্বকর্মণ ইয়ং শিল্পমায়া শিল্পেন চাতুর্য্যেণ মায়াময়ত্বান্মায়া রাধেত্যর্থঃ নববৃন্দে ! প্রস্তোতুং সাক্ষাৎকর্ত্তুম্ । ১১৮ ।

নববৃন্দেতি । যতোঽহং বিদ্রবন্তী সেয়ং দেবী চন্দ্রিকেত্যন্বয়ঃ । ১২১ ।

মধুমঙ্গল । (নিকুঞ্জ থেকে বার হয়ে) আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য । হে প্রিয়বয়স্য ! সত্যি সত্যি যে তুমি প্রতিমার মত হলে ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (সামনের দিকে চেয়ে) হায়, হায় ! বিশ্বকর্মার শিল্পমায়া লুকিয়ে পড়ল কেন ?

(এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করে ।)

নববৃন্দে ! পুনরায় কি এই রকম অসাধারণ জগৎমুগ্ধকারিণী মায়া তৈরী করতে পারবে ? ॥ ১১৮ ॥

নববৃন্দা । হ্যাঁ—তা পারি বইকি ॥ ১১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) সখি ! তাড়াতাড়ি নিয়ে এস ॥ ১২০ ॥

নববৃন্দা । দেব ! যাঁর কাছ থেকে আমি চক্রবাকীর মত ভীতা হয়ে পলায়ন করছি ঐ দেখুন সেই দেবী চন্দ্রাবলী কাছে এসে উপস্থিত হলেন ।

(এই বলে প্রস্থান ।) ॥ ১২১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সহপরিজনা চন্দ্রাবলী ।) ॥ ১২২ ॥

চন্দ্রাবলী- হলা মাহবি ! বিরহিণীএ বহিণীএ রাহিএ সোআণলো অজ্জবি মে ণ ণিব্বাদি । ॥ ১২৩ ॥

মাধবী – ভট্টিদারিএ ! পইদিসিণিদ্ধাসি, কধং ণিব্বাহু ? ॥ ১২৪ ॥

চন্দ্রাবলী—সহি ! অজ্জ অজ্জউত্তেণ 'হা রাহি হা রাহি' ত্তি সব্বং চ্চেঅ রত্তিং সিবিণাইদং । ॥ ১২৫ ॥

মাধবী—ণূণং সিবিণদংসণবিক্খোহিদং অত্তাণঅং বিণোদেহুং এসো বুন্দাঅণং পইট্‌ঠো । ॥ ১২৬ ॥

চন্দ্রাবলী—সচ্চং ভণাসি । ॥ ১২৭ ॥

মাধবী—পেক্‌খ, ভট্টিদারিএ ! অগ্‌গদো ণিউঞ্জে ভট্টা । ॥ ১২৮ ॥

চন্দ্রাবলী—(সাচি সমীক্ষ্য) হলা ! জং বুন্দাঅণেবি এসো উপ্‌ফুল্লাআরো বিলোঈঅদি, তা তক্কেমি, অউরুব্বং কিংপি রসন্তরং লদ্ধো । ॥ ১২৯ ॥

মাধবী—(নিভাল্য) ভট্টিদারিএ ! ফুড়ং সঙ্গদা সা হারিণী সচ্চভামা । ॥ ১৩০ ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি মাধবি ! ভগিন্যা রাধায়াঃ শোকানলোঽদ্যাপি মে ন নির্ব্বাতি । ১২৩ ।

মাধবীতি । ভর্ত্তৃদারিকে ! প্রকৃতিস্নিগ্ধাসি, কথং নির্ব্বাতু । ১২৪ ।

চন্দ্রাবলীতি । সখি ! অদ্য আর্য্যপুত্রেণ হা রাধা হা রাধা ইতি সর্ব্বামেব রাত্রিং স্বপ্নায়িতম্ । ১২৫ ।

মাধবীতি । নূনং স্বপ্নদর্শনবিক্ষোভিতমাত্মানং বিনোদয়িতুং এষ বৃন্দাবনং প্রবিষ্টঃ । ১২৬ ।

চন্দ্রাবলীতি । সত্যং ভণসি । ১২৭ ।

মাধবীতি । পশ্য ভর্ত্তৃদারিকে ! অগ্রতো নিকুঞ্জভর্ত্তা । ১২৮ ।

চন্দ্রাবলীতি । সখি ! বৃন্দাবনেঽপি এষ উৎফুল্লাকারো বিলোক্যতে, তৎ তর্কয়ামি অপূর্ব্বং কিমপি রসান্তরং লব্ধম্ । ১২৯ ।

মাধবীতি । ভর্ত্তৃদারিকে ! স্ফুটং সঙ্গতা সেতি পদদ্বয়ম্ । সঙ্গতা সা লব্ধা সেতি পদৈক্যং বা । রাজেন্দ্রেণ সঙ্গতেত্যর্থঃ । হারিণী হারযুক্তা মনোহারিণী বা । অসাধারণীতি বাস্তবার্থঃ । ১৩০ ।

(অনন্তর সপরিকরে চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ।) ॥ ১২২ ॥

চন্দ্রাবলী । সখি মাধবি ! আজও আমার ভগিনী শ্রীরাধার শোকানল নির্ব্বাপিত হল না ॥১২৩॥

মাধবী । রাজকুমারি ! তুমি বড় কোমলস্বভাবা—তুমি কেমন করে নির্ব্বাপন করবে ॥ ১২৪ ॥

চন্দ্রাবলী । সখি ! আজ আর্য্যপুত্র হা রাধা হা রাধা বলে সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখেছেন ॥ ১২৫ ॥

মাধবী । নিশ্চয় মনে হচ্ছে স্বপ্নবিক্ষুব্ধ নিজের চিত্তকে আনন্দ দেবার জন্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন ॥ ১২৬ ॥

চন্দ্রাবলী । ঠিক বলেছ ॥ ১২৭ ॥

মাধবী । রাজকন্যে ! ঐ দেখ, সামনে নিকুঞ্জপতি রয়েছেন ॥ ১২৮ ॥

চন্দ্রাবলী । (বক্রিম দৃষ্টিতে দেখে) সখি ! বৃন্দাবনে যখন শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত অবস্থায় দেখছি তখন মনে হয় ইনি কোন অপূর্ব্ব রসাস্বাদন পেয়েছেন ॥ ১২৯ ॥

মাধবী । রাজকন্যে ! নিশ্চয়ই সেই অতুলনীয়া সত্যভামা রাজেন্দ্রের সঙ্গে মিলিতা হয়েছেন ॥ ১৩০ ॥

চন্দ্রাবলী—সহি ! সচ্চং সচ্চং, জং ইমস্‌স অঙ্গে সো জেব্ব মএ পেসিদো দিব্ব-পরিচ্ছও ; তা গদুঅ তত্তং জাণিস্‌সং । (ইত্যুপসৃত্য) জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো । ॥ ১৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সাবহিত্থম্) প্রিয়ে ! দিষ্ট্যাত্ত সময়ে বৃন্দাবনমুপলব্ধাসি । ॥ ১৩২ ॥

চন্দ্রাবলী—(কৃষ্ণং পশ্যন্তী সাশ্চর্য্যমপবার্য্য সংস্কৃতেন)—

স্ফুরতি মধুরিমোর্ম্মিঃ স্ফারমারণ্যবেশং, কমপি জগদপূর্ব্বং বিভ্রতো মাধবস্থ ।
কলয়তি সখি তৃপ্তিং নেদমীর্য্যাভুজঙ্গী, কবলিতমপি যত্র প্রেক্ষ্যমাণে মনো মে !
(ইতি স্মিতং কৃত্বা) দেঅ ! ণবীণপণইণী-সঙ্গমমহূসবেণ দিট্‌ঠিআ পপ্‌ফুরসি । ॥ ১৩৩ ॥

চন্দ্রাবলীতি । সখি ! সত্যং সত্যং, যদস্য অঙ্গে স এব ময়া প্রেষিতো দিব্যঃ পরিচ্ছদঃ, তদ্‌গত্বা তত্ত্বং জ্ঞাস্যামি । জয়তু জয়তু আর্য্যপুত্রঃ ! ১৩১ ।

চন্দ্রাবলীতি । স্ফুরতীতি । যত্র মধুরিমোর্ম্মৌ প্রেক্ষ্যমাণে সতি মে মন ঈর্ষাভুজঙ্গীকবলিতমপি তৃপ্তিং ন কলয়তি ন প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ ॥ দেব ! নবীনপ্রণয়িনীসঙ্গমমহোৎসবেন দিষ্ট্যা প্রস্ফুরয়সি । ১৩৩ ।

চন্দ্রাবলী। সখি ! হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কারণ আমি যে দিব্য পোষাক পাঠিয়েছিলাম সেইটিই এঁর অঙ্গে দেখতে পাচ্ছি—যাই, কাছে গিয়ে সব খবর জিজ্ঞাসা করি।

(এই বলে কাছে গিয়ে)

আর্য্যপুত্রের জয় হোক্ জয় হোক্ ॥ ১৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ভাব গোপন করে) প্রিয়ে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় আজ ঠিক সময়ে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছ ॥ ১৩২ ॥

চন্দ্রাবলী। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত হয়ে কাণে সংস্কৃতভাষায়)

সখি ! জগতের মধ্যে অতি অপূর্ব্ব বিস্তীর্ণ বন্যবেশধারী মাধবের মাধুর্য্যরাশি বিরাজ করছে কিন্তু ঐ মাধুর্য্যতরঙ্গ নয়নে দর্শন করলেও ঈর্ষা ভুজঙ্গ আমার যে মনকে কবলিত করেছে—সেই মন আমার কোন রকমেই তৃপ্তি লাভ করতে পারছে না।

(এই বলে হেসে)

দেব ! বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় আপনি নূতন প্রিয়ার সঙ্গে পরমানন্দে বিরাজ করছেন ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ—(বিহস্য)—প্রিয়ে ! প্রাচীনপ্রণয়িনীতি ভণ্যতাম্ । ১৩৪ ।
চন্দ্রাবলী—(সশঙ্কম্) কা কৃখু পাঈণ-পণইণী ? । ১৩৫ ।
শ্রীকৃষ্ণঃ—প্রিয়ে ! মা কুরু শঙ্কাম্ ; বৃন্দাটবী-লতালিরেব, নাপরা । ১৩৬ ।
মাধবী—সচ্চং ভণাদি ভট্টা, জং বুন্দাঅণকপ্পলদাএ উবণীদা এসা মালা । ১৩৭ ।
শ্রীকৃষ্ণঃ—মাধবি ! মা মুধা শঙ্কা-কলঙ্কেন কিলাঙ্কয় বিশুদ্ধাং চন্দ্রাবলীম্, যদিয়ং মালা মধুমঙ্গল-কলাকৌশল-সাক্ষাৎকৃতিঃ । ১৩৮ ।
চন্দ্রাবলী—(সাকূত-স্মিতম্) অজ্জ মহুমঙ্গল ! এদং কোত্থুম্ভং অম্বরং বি তুম্হ কলাকোসলম্ । ১৩৯ ।
শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) নূনং দেব্যা দৃষ্টপূর্ব্বোঽয়ং পরিচ্ছদঃ । (প্রকাশম্) দেবি ! বনদেব্যা মমেদমুপহারীকৃতম্ । ১৪০ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । চন্দ্রাবল্যাং শ্রীসত্যভামাং বিভাব্য নবীনপ্রণয়িনীত্যুক্তং শ্রীকৃষ্ণেন তু বৃন্দাটবীলতালিং বিভাব্য প্রাচীনপ্রণয়িনীতি ভণ্যতাম্ । ১৩৪ ।

চন্দ্রাবলীতি । কা খলু প্রাচীনপ্রণয়িনী । ১৩৫ ।

মাধবীতি । সত্যং ভণতি ভর্ত্তা । যৎ বৃন্দাবন-কল্পলতয়া উপনীতা এষা মালা । ১৩৭ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । মধুমঙ্গলস্য যৎ কৌশলং, তেন সাক্ষাৎ ক্রিয়তে যা সা কর্মণি ক্তিঃ । ১৩৮ ।

চন্দ্রাবলীতি । আর্য্য মধুমঙ্গল ! এতৎ কৌসুম্ভং অম্বরমপি তব কলাকৌশলং আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ কার্য্যকারণয়োরভেদঃ । ১৩৯ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । বনদেব্যা নববৃন্দয়া, পক্ষে বনস্য দেব্যা । ১৪০ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (হেসে) প্রিয়ে ! পুরাণ প্রণয়িনী এই কথাই বল । ১৩৪ ।

চন্দ্রাবলী । (শঙ্কার সঙ্গে) পুরাণ প্রণয়িনী কে ? । ১৩৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ । প্রিয়ে ! অন্য রকম কিছু মনে কর না—এরা বৃন্দাবনের লতাশ্রেণী ছাড়া অন্য আর কেউ নয় । ১৩৬ ।

মাধবী । ভর্ত্তা ঠিক কথাই বলেছেন—কারণ বৃন্দাবনের কল্পলতা এই মালা দিয়েছে । ১৩৭ ।

শ্রীকৃষ্ণ । মাধবি । শুদ্ধা চন্দ্রাবলীকে মিছামিছি কলঙ্ক লিপ্তা কর না কেননা এই মধুমঙ্গলের কৌশলে দেখাশুনা হয়েছে । ১৩৮ ।

চন্দ্রাবলী । (অভিলাষের সঙ্গে হেসে) আর্য্য মধুমঙ্গল ! এই কৌসুম্ভ বস্ত্র কি তোমার কলাকৌশল ? । ১৩৯ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (মনে মনে) নিশ্চয় মনে হচ্ছে, দেবী এই পরিচ্ছদ পূর্ব্বে দেখেছেন ।

(প্রকাশ্যে)

দেবি ! বনদেবী আমাকে এটি উপহার দিয়েছেন । ১৪০ ।

মাধবী—দেঅ ! অণুজাণীহি, এসা ঘরদেঈ ঘরং গচ্ছদু । ১৪১ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—দেবি ! নেমাং শ্রদ্ধেহি মাধবীয়ামলীকবাচম্ । ১৪২ ।

চন্দ্রাবলী—মাহবি ! সহীএ সরস্সঈএ গহিদপক্খম্হি সংবুত্তা ১৪৩ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) কথং স্বগিরৈব নিগৃহীতোঽস্মি দেব্যা ? ১৪৪ ।

চন্দ্রাবলী—কণহ ! (ইত্যর্দ্ধোক্তে সলজ্জম্) অজ্জউত্ত । ১৪৫ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সানন্দস্মিতম্) প্রিয়ে ! দিষ্ট্যা সুধাধারাং পায়িতোঽস্মি ; তদলং আর্য্যপুত্রেতি কূপাম্বুনা । ১৪৬ ।

চন্দ্রাবলী—অজ্জউত্ত ! ণ কৃখু অহং অণহিণ্ণা জং তুজ্ঝ সোক্খহেদুএণ কেলিপবন্ধেণ খিজ্জিস্সং । ১৪৭ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ— ত্বদঙ্গসঙ্গতৈরেভিস্তপ্তোঽস্মি মিহিরাতপৈঃ ।
বিন্দন্তী চন্দনচ্ছায়াং মাং দেবি শিশিরীকুরু ॥ ৩৭ । ১৪৮ ।

মাধবীতি । দেব ! অনুজানীহি এষা গৃহদেবী গৃহং গচ্ছতু । ১৪১ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । মাধবীয়ামিতি মাধব্যা ইয়মিতি নিরুক্তির্মাধবস্যেয়মিতি বোধয়তি । ১৪২ ।

চন্দ্রাবলীতি । সখ্যাঃ সরস্বত্যা গৃহীতপক্ষাস্মি সংবৃত্তা । ১৪৩ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । স্বগিরা মাধবীয়ামিত্যাকারয়া । ১৪৪ ।

চন্দ্রাবলীতি । কৃষ্ণ ! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) আর্য্যপুত্র আর্য্যপুত্র ! ১৪৫ ।

চন্দ্রাবলীতি । আর্য্যপুত্র ! ন খলু অহং অনভিজ্ঞা, যৎ তব সৌখ্যহেতুনা কেলিপ্রবন্ধেন খেদিষ্যে । ১৪৭ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । রৌদ্রস্থিতাং চন্দ্রাবলীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্ । ১৪৮ ।

মাধবী । দেব ! আদেশ করুন, এই গৃহদেবী গৃহে গমণ করুন । ১৪১ ।

শ্রীকৃষ্ণ । দেবি ! মাধবীর মিথ্যাকথায় বিশ্বাস কর না । ১৪২ ।

চন্দ্রাবলী । মাধবি ! সখী সরস্বতী আমার পক্ষ অবলম্বন করেছেন--অর্থাৎ মাধবী শব্দের দুটি অর্থ—মাধবী সখী এবং তার সম্বন্ধে বাণী, আর অন্যপক্ষে মাধব ও তার সম্বন্ধে বাণী । ১৪৩ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (মনে মনে) আমি নিজের কথাতেই দেবীর দ্বারা নিগৃহীত হলাম । ১৪৪ ।

চন্দ্রাবলী । কৃষ্ণ ! (এই আধখানা বলবার পরেই লজ্জা প্রকাশ করে) আর্য্যপুত্র ! আর্য্যপুত্র ! । ১৪৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (সানন্দে হেসে) প্রিয়ে ! আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য—তুমি আমাকে অমৃত-ধারায় তৃপ্ত করলে—আর্য্যপুত্র সম্বোধন করে আর কূপোদক পান করিও না । ১৪৬ ।

চন্দ্রাবলী । আর্য্যপুত্র ! আমি তেমন মূর্খ নই যে আপনার সুখের জন্য কেলিপ্রবন্ধে অর্থাৎ বিলাসবিষয়ে দুঃখ করব ? । ১৪৭ ।

শ্রীকৃষ্ণ । রৌদ্রতপ্তা চন্দ্রাবলীকে বললেন—দেবি, তোমার অঙ্গে সূর্য্যের তাপ লাগছে—তাতে আমি সন্তপ্ত হচ্ছি—তুমি তাড়াতাড়ি চন্দনতরুর ছায়ায় গিয়ে আমাকে শীতল কর । ১৪৮ ।

মাধবী—দেঅ ! কঢোরপ্পা এসা ভট্টিদারিআ সুট্‌ঠু তাবং সোঢুং পারেদি, জং তুম্হ পচ্চক্‌খং চ্চেঅ চন্দভাআমন্দিরে জলন্তং জলণকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিণ্ণাদবদী। ১৪৯।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) মাধবি! সাধু সাধু, যদত্র স্নেহাতিরেকং সূচয়ন্তী সময়ে সখ্যসেবাং বিতনোষি। ১৫০।

চন্দ্রাবলী—অজ্জউত্ত ! অত্তণো হিঅঅঙ্গমেণ পণইণা জণেণ সমং সচ্ছন্দং বিহরেহি, এসাহং অন্তেউরে পবিসামি।

(ইতি সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা) ১৫১

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! সুষ্ঠু কষ্টমাপতিতম্, যদদ্য দেবী রুষ্টা। ১৫২।

মধুমঙ্গলঃ—মা এব্বং ভণ, জং দেঈত্র রোসস্‌স পদং কিংপি ণ লক্‌খিদং। ১৫৩।

মাধবীতি। দেব! কঠোরাত্মা এষা ভর্তৃদারিকা সুষ্ঠুতাপং সোঢুং পারয়তি, যৎ তব প্রত্যক্ষমেব চন্দ্রভাগামন্দিরে জ্বলন্তং জ্বলনকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিজ্ঞাতবতী। ১৪৯।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। অত্র দেব্যাম্। ১৫০।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র! আত্মনো হৃদয়ঙ্গমেন প্রণয়িনা জনেন সমং স্বচ্ছন্দং বিহর, এষা অহং অন্তঃপুরে প্রবিশামি। ১৫১।

মধুমঙ্গল ইতি। মা এবং ভণ, যৎ দেব্যাঃ রোষস্য পদং কিমপি ন লক্ষিতম্। ১৫৩।

মাধবী। দেব! এই রাজকুমারীর হৃদয় অতি কঠোর তাই অত্যন্ত তাপও ইনি সহ্য করতে পারেন। কারণ আপনি তো নিজেই দেখেছেন-কুণ্ডিননগরে চন্দ্রভাগার মন্দিরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে ইনি জলকেলিকুণ্ড বলে মনে করেছিলেন। ১৪৯।

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) মাধবি! সাধু সাধু! কারণ তুমি স্নেহ প্রকাশ করে ঠিক সময়ে দেবীর সমীর সেবা কাজ করেছ। ১৫০।

চন্দ্রাবলী। আর্য্যপুত্র! আপনি নিজের প্রাণের প্রণয়িজনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আনন্দে বিহার করুন—এই আমি অন্তঃপুরে যাচ্ছি।

(এই বলে পরিবারের সঙ্গে প্রস্থান)। ১৫১।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! বিষম কষ্ট হয়েছে—কারণ আজ দেবী রুষ্টা হয়েছেন। ১৫২।

মধুমঙ্গল। এ কথা বলো না—দেবীর ক্রোধের তো কোন চিহ্নই প্রকাশ পাচ্ছে না। ১৫৩।

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে ! গূঢ়রোষা হি মনস্বিন্যঃ। তথা হি—

উদ্ধূতা স্মিতকৌমুদী ন মধুরা বক্ত্রেন্দুবিম্বাত্তয়া

মৃদ্বীনাং ন নিরাকৃতা নিজগিরাং মাধুর্য্যলক্ষ্মীরপি।

কোষ্ণৈরত্র দুরাবরৈরিহ মনোগূঢ়ব্যথাশংসিভিঃ

শ্বাসৈরেব দরোদ্ধুতস্তনপটৈস্তস্যা রুষঃ কীর্ত্তিতাঃ ॥

তদদ্য দেবীপ্রসাদনমেব নিজাভীষ্টসাধনম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)। ১৫৪।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।) ১৫৫

ইতি শ্রীশ্রীললিতমাধবনাটকে নববৃন্দাবনসঙ্গমো

নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। মনস্বিন্যঃ প্রশস্তমনসঃ। ১৫৪।

তথাহি। উদ্ধূতা ন দূরীকৃতা। তয়া দেব্যা গূঢ়ং বক্তুমিচ্ছুভিঃ। ১৫৫।

ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! বুদ্ধিমতী ধীরা নায়িকাদের ক্রোধ অত্যন্ত গোপনীয়—অর্থাৎ সেটি সহজে ধরা যায় না।

যথা—

সখে! এখনও দেবীর বদনচন্দ্রমা থেকে মধুময় হাস্যচন্দ্রিমা দূর হয় নি, নিজের মৃদু বাক্যের মাধুর্য্য এতটুকু ম্লান হয় নি—আর অন্তরের গোপন ব্যথার ফলে যে বাইরে শ্বাস বইছে তার দ্বারা উচ্চ স্তনতটের কাঁচুলি একটু একটু কম্পিত হচ্ছে—এতে বুঝা যাচ্ছে তাঁর অন্তরে ক্রোধ আছে।

তাই আজ দেবীকে প্রসন্ন করাই আমার প্রধাণ কর্ত্তব্য।

(এই বলে দুজনের প্রস্থান)। ১৫৪।

(তারপর সকলের প্রস্থান)। ১৫৫।

ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে বঙ্গানুবাদে নববৃন্দাবন নাম সপ্তম অঙ্ক।

—০—

অষ্টমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দয়ানুগম্যমানো বিশ্বকর্মা) ১

বিশ্বকর্মা— দ্বারাধিপায় কলিতাঞ্জলিভিঃ সুরেন্দ্রৈ
রন্তর্বিবিক্ষুভিরবাপ্তবহিঃপ্রকোষ্ঠা।
চিত্তং হরত্যবসরে প্রতিহার্য্যমাণ—
রাজীবসম্ভবহরাত্ম হরেঃ পুরীয়ম্ (১)

(পার্শ্বতো বিলোক্য) বৎসে ! অপি নাম গতঃ পুরুষোত্তমে সত্যায়াঃ প্রতিমেতি বিচিত্রো ভ্রমঃ, তস্যাপি তস্যাং মদীয়মায়েতি ? (স্মিতং কৃত্বা) অথবা ভ্রম এব স ন ভবেৎ, যদ্বৈশ্লেষিকানুরাগামৃত-বিভ্রমোঽয়ম্। ২।

অষ্টমোঽঙ্কঃ

বিশ্বকর্মা ইতি। দ্বারাধিপায় দ্বারপালায়। অন্তর্বিবিক্ষুভিঃ অন্তঃপুরং প্রবেষ্টুমিচ্ছদ্ভিঃ। অবসরে প্রতিহার্য্যমাণৌ প্রতিহারেণ দ্বারিণা প্রবেশ্যমাণৌ ব্রহ্মা হরশ্চ যত্র সা। প্রতিহারো দ্বারপাল ইত্যমরঃ (১)

বৎসে ! পুরুষোত্তমে কৃষ্ণে সত্যভামায়াঃ প্রতিমা ইতি ভ্রমো গতঃ কিম্। অথবেতি। স ভ্রমঃ। বিশ্লেষো বিচ্ছেদঃ। বৈশ্লেষিকোঽনুরাগ এবামৃতং তস্য বিভ্রমো বিলাসঃ। ২।

অষ্টমোঽঙ্কঃ

(তারপর নববৃন্দার সঙ্গে অনুগম্যমান বিশ্বকর্মার প্রবেশ)। ১।

বিশ্বকর্মা। আহা ! দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা যাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার ইচ্ছা করে দ্বারপালের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানান কিন্তু তবু ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন না—বাইরের প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন—ব্রহ্মা এবং শিবও অবসর বুঝে যেখানে প্রবেশ করেন—শ্রীহরির এই সেই দ্বারকাপুরীর শোভা আজ আমার চিত্ত আকর্ষণ করতে লাগল।

(পাশের দিকে তাকিয়ে)

বাছা ! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে "সত্যভামার এই প্রতিমা" এই বলে যে ভুল হয়েছিল—সে খবর কি জান ? এ আমারই মায়া।

(এই বলে হেসে)

অথবা এটি ভ্রম না হতেও পারে—কারণ ইহা বিরহরূপ অনুরাগামৃতের বিলাস স্বরূপ। ২।

নববৃন্দা—আর্য্য ! মন্ত্রিরাজেন কৌশলতঃ শ্রাবিতরহস্যয়োরেতয়োর্বিভ্রম এব সম্ভ্রমভূমানমবাপ, তেন চ রাধিকাসঙ্গমকামস্তামরসাক্ষঃ শুদ্ধান্তর্মণ্ডলে কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনীং প্রসাদ্যানন্দয়ন্নব্রবীৎ,—'দেবি ! ত্রিলোকীকক্ষাসু কিং তবাভীষ্টম্, তদভিব্যজ্য নিজনিদেশভাজনং মন্যমানতয়ৈব পর্য্যাপ্ত সমস্তনিঃশ্রেয়সে প্রেয়সি বিধেহি প্রসাদমাধুরীম্।' ৩।

বিশ্বকর্মা—ততস্ততঃ ? ৪।

নববৃন্দা—ততশ্চ দেবীহৃদয়জ্ঞা মাধবী প্রাহ—'দেব ! তৎ কিং নাম ভুবনে, যদদ্ভুতং বস্তু মহাবরোধনে কিলাত্র নাস্তি ? কিন্তু গগনে গচ্ছতো মরালস্য চঞ্চুপুটাদিদমদৃষ্টচরমরবিন্দং বিভ্রষ্টম্, তদ্দামগুম্ফন কামেয়মভুভর্ত্তৃদারিকা।' ইতি। ৫।

বিশ্বকর্মা—বৎসে ! আং জানে, সুরসৌগন্ধিকং নাম তৎ পঙ্কজমাহর্ত্তুং মন্মুখাদেব গৃহীতোদ্দেশঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ খাণ্ডবপ্রস্থং প্রতস্থে। ৬।

নববৃন্দা। মন্ত্রিরাজেন উদ্ধবেন। শ্রাবিতং রহস্যং যয়োস্তয়োঃ সত্যভামা-কৃষ্ণয়োঃ। সম্ভ্রম-ভূমানমৌৎসুক্যাতিশয়ং, তেন সম্ভ্রম-ভূম্না। শুদ্ধান্তর্মণ্ডলে অন্তঃপুরে॥ পর্য্যাপ্ত-সমস্তনিঃশ্রেয়সে পর্য্যাপ্তং সমস্তং নিঃশ্রেয়সং যেন তস্মিন্। ৩।

নববৃন্দেতি। প্রাকৃত্যোক্তং মাধবীবচনং সংস্কৃত্যাহ, দেব ! গুম্ফনকামা তেষাং সমূহমানয়েতি ভাবঃ। ৫।

নববৃন্দা। আর্য্য ! মন্ত্রিপ্রবর উদ্ধবের কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা এই দুইজনের রহস্য শ্রবণ করে বিলাস বিষয়ে ঔৎসুক্য জন্মেছে, যে ঔৎসুক্যবশে শ্রীরাধাসঙ্গমকামী কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ রাজ-অন্তঃপুরে বিদর্ভরাজনন্দিনীকে প্রসন্না করে আনন্দের সঙ্গে বললেন—দেবি ! এই ত্রিভুবনে তোমার অভিলষিত বস্তু কি ? সেটি প্রকাশ করে নিজ আজ্ঞাবহ মনে করে যাতে সমস্ত কল্যাণ পর্যাপ্তরূপে আছে এমন প্রিয়জনে অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ৩।

বিশ্বকর্মা। তারপর—তারপর ? । ৪।

নববৃন্দা। তারপর দেবীর হৃদয়ের ভাব জেনে মাধবী বলেছিলেন—দেব ! ত্রিজগতে এমন কি আশ্চর্য্য বস্তু আছে যে যা এই রাজঅন্তঃপুরে নেই—কিন্তু আকাশচারী হাঁসের চঞ্চুপুট থেকে এই একটি অপূর্ব্ব কমল পড়ে গেছে—রাজকন্যা সেই পদ্মগুলি দিয়ে মালা গাঁথতে ইচ্ছা করেছেন—তাই তারজন্য বহু পদ্ম এনে দিন। ৫।

বিশ্বকর্মা। বাছা, মনে পড়েছে বটে—আমি তো তা জানি—আমার কাছে সংবাদ পেয়েই দেবগন্ধি এই পদ্ম আহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডব প্রস্থে গিয়েছিলেন। ৬।

নববৃন্দা—তৎ পঙ্কজবৃন্দমাহৃত্য মধুমঙ্গলহস্তেন মাধব্যামাধায় চ মাধবশ্ছদ্মনা দেবীমনুজ্ঞাপয়িতুং সংপ্রত্যবরোধং সাধয়তি। ৭।

বিশ্বকর্মা—ত্বং কুত্র সাধয়সি ? ৮।

নববৃন্দা—ভবতাং সকাশে। ৯।

বিশ্বকর্মা—কিমিতি ? ১০।

নববৃন্দা—ভবদদ্ভুতবিদ্যাবিদগ্ধতাপ্রসিদ্ধিমবধার্য্য সৌভাগ্যসুখসদ্গুণাধায়কং সুরনায়কপুরেঽপ্যনির্মিত-পূর্ব্বমপূর্ব্বনেপথ্যসাধনং প্রসাধনং দেব্যা যদভ্যর্থিতম্, তন্নিরবাহি কিমার্য্যেণ ? ১১।

বিশ্বকর্মা—ন কেবলং দেব্যা এব নির্ব্বাহিতম্ কিন্তু সত্যায়াশ্চ। ১২।

নববৃন্দা—আর্য্য ! দুর্ম্মনায়িষ্যতে দেবী। ১৩।

নববৃন্দেতি। আধায় সমর্প্য। ৭।

নববৃন্দেতি। অবধার্য্য শ্রুত্বা। ১১।

নববৃন্দেতি। প্রসাধনং ভূষণং। ১১।

নববৃন্দা। মাধব ঐ পদ্ম আহরণ করে মধুমঙ্গলের হাত দিয়ে মাধবীকে সমর্পণ করে ছল করে দেবীর আদেশ নেবার জন্য এখন অন্তঃপুরে যাচ্ছেন। ৭।

বিশ্বকর্মা। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?। ৮।

নববৃন্দা। আপনার কাছে। ৯।

বিশ্বকর্মা। কেন ?। ১০।

নববৃন্দা। আপনার অপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনে ইন্দ্রপুরীতেও যা এতদিন তৈরী হতে কেউ দেখেনি এমন সৌভাগ্যসুখ ও সদ্গুণের অদ্ভুত নিদর্শনস্বরূপ তাঁর বেশের যোগ্য অলঙ্কার যা দেবী প্রার্থনা করেছেন, আপনি কি তা নির্ব্বাহ করেছেন ?। ১১।

বিশ্বকর্মা। শুধু যে দেবীর জন্যই তৈরী হয়েছে তা নয়—কিন্তু সত্যভামার জন্যও তৈরী করেছি। ১২।

নববৃন্দা। আর্য্য। এ কথা শুনলে দেবীর মন খারাপ হবে। ১৩।

বিশ্বকর্মা—পুত্রি ! শঙ্কাং মা কুরু, তন্ময়া দেব্যামাবেদিতমস্তি।

তথাহি— দেবি নপ্ত্রীভবেত্তামা ভানুসম্বন্ধতো মম।
তদর্থমপি তেনাহং রচয়িষ্যামি মণ্ডনম্॥ (২)

তদেহি, তৎ করণ্ডিকাযুগং ভবত্যামর্পয়ামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।) ১৪

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সহর্ষম্)

চর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়ত্যপি মিথো বিস্পর্দ্ধয়েবাসকৃ—
ন্নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ যদ্বিরহতো বাষ্পায়মাণং মম।
হন্ত স্বপ্নশতেঽপি দুর্লভতরপ্রেক্ষোৎসবা প্রেয়সী—
প্রাপ্যোৎসঙ্গমতর্কিতং মম কথং সা রাধিকা বর্ত্ততে ?

(পুরো বিলোক্য) কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনী-মণিমন্দিরালিন্দমিয়মলংকুর্ব্বতী বিরাজতে। ১৫।

তৎ করণ্ডিকাযুগং পেটিকাদ্বয়ম্। ১৪।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। যস্যা বিরহান্মম নেত্রদ্বন্দ্বমুরশ্চ বাষ্পায়মানং সৎ মিথঃ স্পর্দ্ধয়েব চর্চ্চাং চন্দনাদিচর্চ্চাং সিঞ্চতি শোষয়তি। অপি চার্থে, সা রাধিকাঽতর্কিতং মমোৎসঙ্গং প্রাপ্য কথং বর্তত ইত্যন্বয়ঃ। বাষ্পমুদ্বমতি বাষ্পায়মানম্। অশ্রু উষ্মা চ বাষ্পং স্যাদিতি কোষঃ। ১৫।

বিশ্বকর্মা। পুত্রি ! এতে কিছু শঙ্কা করো না—আমি এ কথা দেবীকে আগেই নিবেদন করেছি।

যথা

দেবি ! সূর্য্যদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় সত্যভামা আমার নাত্‌নী হয়, তাই তার জন্যও আমি অলঙ্কার তৈরী করব।

অতএব এস—সেই পেটিকা দুটি তোমার হাতে অর্পণ করব।

(এই বলে উভয়ের প্রস্থান)। ১৪।

বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ কাজের সূচনা।

(তারপর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (আনন্দের সঙ্গে)

যার বিরহে নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে বক্ষের চন্দনের অনুলেপন সিক্ত করে দেয়—তার ওপর আবার বক্ষস্থল বিরহতাপে উষ্ণ হয়ে সেই অলেনুপনকে শুকিয়ে ফেলে, হায়, হায় ! শত শত স্বপ্নেও যাঁর দর্শন পাওয়া যায় না—সেই পরমপ্রিয়া শ্রীরাধা কি আমার ক্রোড়ে অবস্থিত থাকবেন ?

(সামনের দিকে তাকিয়ে)

এই যে কুণ্ডিনরাজনন্দিনী চন্দ্রাবলী মণিমন্দিরের দ্বারে শোভা পাচ্ছেন। ১৫।

(ততঃ প্রবিশতি মাধব্যোপাস্যমানা চন্দ্রাবলী ।)

চন্দ্রাবলী—হলা মাহবি ! এসো উবসপ্পদি অজ্জউত্তো, তা উবণেহি তং সুরসোঅন্ধিঅ-মালিঅং । ১৬ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(উপসৃত্য)　ত্বং পক্ষপাতবৈচিত্র্যাদেকাপ্যাক্রম্য সর্ব্বতঃ ।
দেবি মচ্চিত্ত-কাসারে রাজহংসীব রাজসি । ১৭ ।

চন্দ্রাবলী—(সাকূতম্) মাহবি ! জুত্তং বি ভণিদং সুণিঅ কিংত্তি কিদস্মিদাসি ? । ১৮ ।

মাধবী—ভট্টিদারিএ ! কাসারে পসারিদ-ণিঅব্বদং বগীং সুমরিঅ হসামি । ১৯ ।

চন্দ্রাবলীতি । সখি মাধবি ! এস উপসর্পতি আর্যপুত্রঃ, তৎ উপনয়তাং সুরসৌগন্ধিকমালিকাম্ । ১৬ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । পক্ষপাতস্য সাহায্যস্য বৈচিত্র্যাৎ । পক্ষে পক্ষাণাং গরুতাং পাতবৈচিত্র্যাৎ । আক্রম্য ব্যাপ্য । কাসারে সরসি । কাসারঃ সরসী সর ইত্যমরঃ । ১৭ ।

চন্দ্রাবলীতি । মাধবি ! যুক্তমপি ভণিতং শ্রুত্বা কিমিতি কৃত-স্মিতাস্মি । ১৮ ।

মাধবীতি । ভর্ত্তৃদারিকে ! কাসারে প্রসারিত-নিজব্রতাং বকীং স্মৃত্বা হসামি । ১৯ ।

(তারপর মাধবী দ্বারা উপাস্যমানা চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ।)

চন্দ্রাবলী । সখি মাধবি ! এই দেখ—আর্য্যপুত্র আসছেন, সুগন্ধি পুষ্পের মালা নিয়ে এস । ১৬ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (কাছে গিয়ে)

দেবি ! তুমি বিচিত্র পক্ষপাত করে আমাকে সব দিক দিয়ে আক্রমণ করেছ আর আমার চিত্ত সরোবরে রাজহংসীর মত বিরাজ করছ । ১৭ ।

চন্দ্রাবলী । (সতৃষ্ণ) মাধবি ! যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে হাসছ কেন ? ।১৮ ।

মাধবী । রাজকুমারি ! সরোবরের মধ্যে নিজ ব্রত বিস্তার করে আছে এমন যে বকী তাকে মনে করে হাসছি । ১৯ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—হন্ত ! কলিকণ্ডূলতুণ্ডমাত্রসর্ব্বস্বে তমোময়ি মাধবিকে ! বিরম্যতাম্ ; ত্বয়োপরঞ্জয়িতুমশক্যেয়ং চন্দ্রাবলী। (ইতি দেবীং পশ্যন্)

অপি নোচ্ছ্বসিতুং ক্ষমতে, ক্ষণমপ্যন্যত্র মন্মনঃ ক্বাপি।
ত্বয়ি রতিধুরাং যত্নৈর্চ্চেবহতে গৌরববতীং গৌরি॥ ২০।

মাধবী—ভট্টিদারিএ ! সহত্থেণ তুএ গণ্ঠিদা এসা সুরসোঅন্ধিঅমালা। ২১।

চন্দ্রাবলী—(মালামাদায়) অজ্জউত্ত ! এসা কোত্থুহস্স সহবাসিণী হোদু। (ইতি বক্ষসি বিন্যস্যতি।)। ২২।

শ্রীকৃষ্ণঃ— সুন্দরাঙ্গি ভবদীয়-মন্দিরে, মেদুরে মদুরসি স্রজং বিনা।
তথ্যমেব ভবিতুং ন কল্পতে, কৌস্তুভেন সহবাসিনী পরা। ২৩।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। হন্ত ! কলিনা কলহেন কুণ্ডলং কণ্ডূতিযুক্তং তুণ্ডমাত্রং সর্ব্বস্বং, যস্যাস্তস্যাঃ সম্বোধনং, তমোময়ি ক্রোধরূপে ! পক্ষে রাহুরূপে ! তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ সৈংহিকেয়ো বিধুন্তুদ ইতি কোষঃ। উপরঞ্জিতুং বিকৃতিকর্ত্তুম্। উপরাগো গ্রহো রাহুগ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।

উচ্ছ্বসিতুং শ্বাসমপি গ্রহীতুম্। ২০।

মাধবীতি। ভর্ত্তৃদারিকে ! স্বহস্তেন ত্বয়া গ্রথিতা এষা সুরসৌগন্ধিকমালা। ২১।

চন্দ্রাবলীতি। আর্য্যপুত্র ! এষা কৌস্তুভস্য সহবাসিনী ভবতু। ২২।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। ভবদীয়মন্দিরে ভবত্যা নিবাসস্থানে মদুরসি স্রজং বিনা পরা কৌস্তুভেন সহবাসিনী ভবিতুং ন কল্পতে ইত্যন্বয়ঃ। ২৩।

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো ক্রোধময়ি মাধবিকে ! তোমার কলহপ্রিয়তায় বদনমাত্রই সর্ব্বস্ব অতএব থাম, থাম—তুমি কখনও চন্দ্রাবলীর স্বভাব পরিবর্ত্তন করতে পারবে না।

এই বলে দেবীর দিকে তাকিয়ে)

গৌরি ! আমার মন কিন্তু মুহূর্ত্তকালের জন্যও তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে পারে না—কেবল তোমাতেই তার রতি আর তোমাকেই গুরু বুদ্ধি করেছে। ২০।

মাধবী। রাজকন্যে ! তুমি নিজের হাতে এই দেবগন্ধি মালা গেঁথেছ। ২১।

চন্দ্রাবলী। (মালা গ্রহণ করে) আর্য্যপুত্র ! এই মালাগাছটি কৌস্তুভ মণির সঙ্গলাভ করুক।
(এই বলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সমর্পণ করলেন।) ২২

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো সুন্দরি ! তোমায় বাসস্থান আমার এই সুশীতল বক্ষঃ মালা ছাড়া সত্যিসত্যি অন্য কোন কিছুর সঙ্গ করেনি। ২৩।

(চন্দ্রাবলী সলজ্জং নম্রীভবতি ।) । ২৪ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(পাণিমভিমৃশ্য সাদরম্)—

তপস্বিনীং ধ্যানপরাং সমীক্ষিতুং, কৃতব্রতঃ সাম্প্রতমস্মি কামপি ।

অহ্নায় তত্রানুমতিপ্রদানতঃ, সত্যান্বিতং কুঙ্কুমগৌরি মাং কুরু । ২৫ ।

চন্দ্রাবলী—জধাহিরোঅদি অজ্জউত্তস্স । ২৬ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) নিরাতঙ্কোঽস্মি, তন্নববৃন্দাবনং প্রযামি । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) । ২৭ ।

(প্রবিশ্য) নববৃন্দা—দেবি ! তদিদং মণ্ডনকরণ্ডিকয়োর্যুগ্মম্, এতয়োঃ প্রথমং প্রথিতেন দেব্যাশ্চিহ্নেনানুগতম্, দ্বিতীয়ন্তু সত্যভামায়াঃ । ২৭ ক ।

মাধবী—(স্বগতম্) অত্তণো ণত্তিণীকিদে ণিচ্চিদং সব্বুত্তমং কিদং হুবিস্সদি ; তা পরিবট্টং কদুঅ ভট্টিদারিঅং দুদিএণ অলংকরিস্সং । (প্রকাশম্) নঅবুন্দে ! তুবে চ্চেঅ মম সমপ্পেহি ; অহং কির সচ্চাএ পেসইস্সং । ২৮ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি । (অভিমৃশ্য স্পৃষ্ট্বা)

হে কুঙ্কুমগৌরি ! কামপি তপস্বিনীং যোগিনীম্ । পক্ষে, সন্তাপবতীম্ । ধ্যানপরাং সমাধিনিষ্ঠাম্ । পক্ষে, ধ্যানমেব পরমাভীষ্টসাধনং যস্যাস্তাম্ । সত্যান্বিতং তথ্যান্বিতম্ । পক্ষে, সত্যায়ান্বিতম্ । ২৪-২৫ ।

চন্দ্রাবলীতি । যথাভিরোচতে আর্য্যপুত্রায় । ২৬ ।

মাধবীতি । আত্মনো নপ্ত্রীকৃতে নিশ্চিতং সর্ব্বোত্তমং কৃতং ভবিষ্যতি, তৎ পরিবর্ত্তিতং কৃত্বা ভর্ত্তদারিকাং দ্বিতীয়েনালঙ্করিষ্যামি ।

নববৃন্দে ! ত্বয়মেব মহ্যং সমর্পয়, অহং কিল সত্যায়ৈ প্রেষয়িষ্যামি । । ২৭-২৭ক-২৮ ।

চন্দ্রাবলী । (লজ্জায় বদন অবনত করলেন ।) । ২৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (হাত ধরে আদর করে)

ওগো কুঙ্কুম-গৌরি ! এখন আমি কোন একজন ধ্যানপরা তপস্বিনী রমণীকে দর্শন করবার জন্য ব্রত ধারণ করেছি অতএব আমাকে শীঘ্র এ বিষয়ে অনুমতি দাও যাতে আমি আশ্বস্ত হতে পারি । ২৫ ।

চন্দ্রাবলী । আর্য্যপুত্র ! আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন । ২৬ ।

শ্রীকৃষ্ণ । (মনে মনে) যাই হোক, পরম আশ্বস্ত হলাম—এখন তবে বৃন্দাবনে যাই ।

(এই বলে প্রস্থান) । ২৭ ।

(নববৃন্দার প্রবেশ)

নববৃন্দা । দেবি । এই দুটি সেই অলঙ্কারের বাক্স—এর মধ্যে প্রথমটি আপনার নামে চিহ্নিত করা আছে আর দ্বিতীয়টি সত্যভামার । ২৭ ক ।

(নববৃন্দা তথা করোতি ।) । ২৯ ।

চন্দ্রাবলী—ণ্হাদুং ঘরদীহিঅং গমিস্সং । (ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা ।) ৩০ ।

নববৃন্দা—বৃন্দাটবীমভিষেচয়িতুং সাম্প্রতমৃতুরাজো ময়া দত্তশুভমুহূর্ত্তোঽস্তি ; তত্তত্র গচ্ছামি ।

(ইতি পরিক্রামতি ।) ৩১ ।

(নেপথ্যে) ক্রীড়োৎসবায় নিবিড়ে নবপুষ্পবপ্রে, সপ্রেয়সীং পদবিহারমিহার্পয়ন্তম্ ।
দেবং বিলোক্য যুগপন্নিজয়া সমৃদ্ধ্যা, সংবর্দ্ধিনোঽত্র কুতুকাদৃতবোঽবতেরুঃ । ৩২ ।

নববৃন্দেতি । (দ্বে মাধবী হস্তে সমর্পয়তীত্যর্থঃ ।) । ২৯ ।

চন্দ্রাবলীতি । স্নাতুং গৃহদীর্ঘিকাং গমিষ্যামি । ৩০ ।

নববৃন্দেতি । ঋতুরাজো বসন্তঃ । দত্তঃ শুভো মুহূর্ত্তো যস্মৈ সঃ । ৩১ ।

(নেপথ্যে) পুষ্পাণাং বপ্রে কেদারে । বপ্রঃ পিতরি কেদারে ইতি কোষঃ । ৩২ ।

মাধবী । (মনে মনে) বিশ্বকর্মা আপনার নাতনীর জন্য যা তৈরী করেছেন তা নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে—তবে বদল করে দ্বিতীয় বাক্সটি দিয়ে রাজকন্যাকে সাজিয়ে দেব ।

(প্রকাশ্যে)

নববৃন্দে ! দুটি বাক্সই আমাকে দাও—আমি নিশ্চয়ই সত্যার কাছে পাঠিয়ে দেব । ২৮ ।

নববৃন্দা । (তাই করলেন) । ২৯ ।

চন্দ্রাবলী । স্নানের জন্য বাড়ীর মধ্যে দীঘিতে যাব ।

(এই বলে পরিজনদের সঙ্গে প্রস্থান) । ৩০ ।

নববৃন্দা । বৃন্দাবনকে অভিষিক্ত করবার জন্য এখন আমি বসন্তকে ঠিক শুভ মুহূর্ত্তে সমর্পণ করেছি—তবে এখন সেইখানেই যাই ।

(এই বলে যেতে লাগলেন) । ৩১ ।

(নেপথ্যে)

আনন্দ উৎসবের জন্য এই ঘনফুলে ছাওয়া বাগিচায় প্রিয়ার সামনে পাদস্পর্শকারী দেবতাকে দেখে সকল ঋতুই কৌতুক বশে একই সময়ে নিজ সম্পদে পূর্ণ হয়ে একসঙ্গে নীচে নেমে এসেছে । ৩২ ।

নববৃন্দা—কথমসৌ জগন্মোহন-বন্যবেশঃ সুষ্ঠু নববৃন্দাটবীং কৃতার্থয়ন্ প্রসাধিতাং রাধিকামনুসর্পতি !

(পুনরবেক্ষ্য সবিস্ময়ম্)

আতন্বন্ কলকণ্ঠনাদমতুলস্তম্ভশ্রিয়োজ্জৃম্ভিতো
ভূয়িষ্ঠোচ্ছলিতাঙ্কুরঃ ফলিতবান্ স্বেদাম্বুমুক্তাফলৈঃ।
উদ্যদ্বাষ্পমরন্দভাগবিচলোঽপ্যুৎকম্পবান্ বিভ্রমৈ
রাধামাধবয়োর্বিরাজতি চিরাদুল্লাসকল্পদ্রুমঃ ॥ ৩৩ ।

(ততঃ প্রবিশতো যথানির্দ্দিষ্টৌ রাধামাধবৌ ।) ৩৪

মাধবঃ—তবাত্র পরিমৃগ্যতা কিমপি লক্ষ্ম সাক্ষাদিয়ং
ময়া ত্বমুপসাদিতা নিখিললোকলক্ষ্মীরসি।
যথা জগতি চঞ্চতা চণকমুষ্টিসম্পত্তয়ে
জনেন পতিতা পুরঃ কনকবৃষ্টিরাসাদ্যতে ॥ ৩৫ ।

নববৃন্দেতি। আতন্বনিতি। কলো গদ্গদলক্ষণো যঃ কণ্ঠনাদস্তম্। পক্ষে কোকিলনাদম্ং। অতুল—যা স্তম্ভশ্রীস্তয়া। স্তম্ভৌ স্থূণা জড়ীভাবাবিতি কোষঃ। অঙ্কুরো নবীনোদ্ভিৎ। অঙ্কুরোঽপি নবোদ্ভিদিত্যমরঃ। পক্ষে, রোমাঞ্চঃ। স্বেদাম্বুনি মুক্তাফলানীব। পক্ষে, স্বেদাম্বনীব মুক্তাফলানি তৈঃ। বাষ্পমরন্দেতি পূর্ব্ববৎ। বিভ্রমৈর্বিলাসৈঃ। পক্ষে, বীনাং পক্ষিণাং ভ্রমৈঃ। ৩৩।

মাধব ইতি। উপসাদিতা প্রাপ্তা। চঞ্চতা ভ্রমতা। ৩৪-৩৫।

নববৃন্দা। এই জগন্মনমোহনিয়া বনসাজে সুসজ্জিত হয়ে নববৃন্দারণ্যকে কৃতার্থ করতে করতে আভরণে বিভূষিতা শ্রীরাধার কাছে যাচ্ছেন কেন ?

(পুনরায় দেখে বিস্মিত ভাবে।)

আহা! শ্রীরাধামাধবের ঘনীভূত প্রেমানন্দ যেন কল্পবৃক্ষের মত বিরাজ করছে। এতে গদগদ কণ্ঠস্বর পিককণ্ঠের মত শোনাচ্ছে—স্তম্ভভাব নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, অঙ্কুরের মত রোমাঞ্চ উদ্গম হয়েছে—স্বেদবিন্দু মুক্তাফলের মত দেখাচ্ছে। উদ্গত বাষ্প মধুধারার মত হয়েছে। এটি স্থির বটে কিন্তু বিভ্রমের ফলে থরথর কাঁপছে। এই শ্রীরাধামাধবের ভাবোল্লাস শোভা চমৎকার। ৩৩।

(তারপর যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীরাধামাধবের প্রবেশ)। ৩৪।

মাধব। প্রিয়ে! এ জগতে কোন ব্যক্তি চানামুঠির আশায় ঘুরে ঘুরে যদি সুবর্ণবৃষ্টি পেয়ে যায় তাহলে তার যেমন অবস্থা হয়—আমার অবস্থাও তাই—আমি তোমার কোন চিহ্ন খুঁজে নেব এই আশায় বেড়িয়ে সাক্ষাৎ ত্রিভুবনের লক্ষ্মীরূপা তোমাকে পেয়ে গেলাম। ৩৫।

নববৃন্দা—(রাধামবেক্ষ্য) হন্ত হন্ত !

আলোকে কমলেক্ষণস্য সজলাসারে দৃশৌ ন ক্ষমে
নাশ্লেষে কিল শক্তিভাগতিপৃথুস্তম্ভা ভুজাবল্লরী।
বাণী গদ্গদকুণ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে
বৃত্তিঃ কাপি বভূব সঙ্গম-নয়ে বিঘ্নঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥ ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(রাধামভিসৃত্য)—

স্বান্তং হন্ত মমান্তরীণ-বিরহজ্বালা-জটালং ক্ষণা-
দুৎকণ্ঠা-নিকুরম্বচুম্বিতমিদং কুম্ভস্তনি ক্ষুভ্যতি।
তেনাস্তর্নববিভ্রমস্তবকিনীং দৃষ্টিং সুধাস্যন্দিনীং
ভ্রাম্যদ্ভঙ্গুরচিল্লিলাস্যলহরীসম্বাধমুত্তম্ভয় ॥ ৩৭।

শ্রীরাধা—(সত্রপম্) ণঅবুন্দে ! ণিচ্চিদং এসো বি সিবিণো জেব্ব, জং বারং বারং এব্বং সোক্খসাঅরে ক্খণং ণিমজ্জিঅ পুণো পুণো পবুদ্ধাএ কেত্তিঅং মএ মুক্ককণ্ঠং, ণ ক্খু কন্দিদং অত্থি। ৩৮।

নববৃন্দেতি। আলোকে ইতি। ন ক্ষমে ন ভবতঃ। নালং ন সমর্থাঃ। সঙ্গমনয়ে সঙ্গমনীতৌ। ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। স্বান্তমিতি। ইদং মম স্বান্তম্ অন্তরীণ-বিরহজ্বালাজটাযুক্তং সৎ ক্ষুভ্যতি। ভ্রাম্যন্তী ভঙ্গুরা যা চিল্লির্ভ্রূলতা তস্যা লাস্যলহরী নর্ত্তনপরম্পরা তয়া সম্বাধং সংযুক্তং যথা স্যাত্তথা দৃষ্টিমুত্তম্ভয়োত্থাপয়। ৩৭।

শ্রীরাধেতি। নববৃন্দে! নিশ্চিতং এষ স্বপ্ন এব, যৎ বারম্বারং সৌখ্যসাগরে ক্ষণং নিমজ্য পুনঃ পুনঃ প্রবুদ্ধয়া কিয়ৎ ময়া মুক্তকণ্ঠং, ন খলু ক্রন্দিতমস্তি। ৩৮।

নববৃন্দা। (শ্রীরাধাকে দর্শন করে) হায়, হায়! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য প্রবৃত্ত হলেও নয়নদুটি তো জলধারায় ভরে গেছে তাই কোনও রকমেই দেখতে পাচ্ছেন না—আলিঙ্গনের জন্য উৎসুক হয়েও বাহুলতা জড়ীভূত হওয়ায় তা আর সম্ভব হচ্ছে না—আর কণ্ঠ গদগদ হওয়ায় উত্তর দিতে পারছেন না—হায়,হায়—অনেকদিন পরে যদি বা মিলনকাল এল—সুন্দরী রাধিকার এ আবার কোন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল ? । ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার নিকটে গিয়ে)

ওগো সুন্দরি! বিরহজ্বালায় আমার অন্তর জ্বলছে—আবার পরমুহূর্ত্তেই উৎকণ্ঠায় ভরে গিয়ে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হচ্ছে—অতএব তোমার অন্তরের নব বিলাসপরায়ণা এবং সুধানিঃস্যন্দিনী দৃষ্টিকে ভ্রূভঙ্গি-বিলাসী করে আমার দিকে একবার তুলে ধর। ৩৭।

শ্রীরাধা। (লজ্জার সঙ্গে) নববৃন্দে! এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন—কারণ বার বার এইরকম সৌখ্যসাগরে ক্ষণকাল ডুবে গিয়ে আবার চেতনতা লাভ করে কণ্ঠ উন্মুক্ত হয়েছিল—কিন্তু কাঁদতে পারি নি। ৩৮।

নববৃন্দা – প্রিয়সখি ! খেদনিদ্রাভরাৎ প্রবুদ্ধাসি, তদত্রাবধেহি,—

অচণ্ডকিরণদ্যুতিদ্রুতমৃগাঙ্ককান্তাচল-
স্খলত্তরলসারণীশতবিতীর্ণবৃক্ষোৎসবা।
বিকস্বরসরোজিনীপরিমলান্ধভৃঙ্গাবলী-
সলীলবিরুতৈরিবাহ্বয়তি নব্যবৃন্দাটবী॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণঃ— নববৃন্দে ! সাধু সাধু, স্ফুটমভূতপূর্ব্বস্তোষিত-প্রাতিস্বিকপরিবারাণামৃতূনাং সন্নিপাতঃ কল্পিতঃ। ৪০।

নববৃন্দা— সখি রাধে ! পশ্য পশ্য,—

ধৃতনীলকণ্ঠতুষ্টিঃ, সুমনোদ্যোতেন তারকোল্লঙ্ঘী।
স্ফুরিতঃ শৈলভুবোঽঙ্কে, পশ্য বিশাখায়তে শাখী॥ ৪১।

নববৃন্দেতি। খেদ এব নিদ্রাভরস্তস্মাৎ, অচণ্ডকিরণশ্চন্দ্রস্তস্য দ্যুত্যা দ্রুতো দ্রবীভূতো যো মৃগাঙ্ককান্তাচলঃ চন্দ্রকান্তমণি-পর্ব্বতস্তস্মাৎ স্খলন্ত্যঃ তরলো যাঃ সারণ্যঃ ক্ষুদ্র-কৃত্রিম-জলপ্রবাহাস্তাসাং শতেন বিতীর্ণো বৃক্ষেভ্য উৎসবো যস্যাং সা। বিকস্বরা যা সরোজিনী কমলিনী তস্যাঃ পরিমলেন সৌরভ্যেনান্ধ যা ভৃঙ্গাবলী তস্যাঃ সলীলানি যানি বিরুতানি তৈঃ। অর্থাদ্ যুষ্মানাহ্বয়তি। ৩৯।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। তোষিতাঃ প্রাতিস্বিকাঃ স্বীয়ঃ স্বীয়াঃ পরিবারা যৈস্তেষাম্। সন্নিপাতো মিশ্রীভাবঃ সন্নিপাতস্ত্ব সঙ্কুল ইত্যমরঃ। ৪০।

নববৃন্দেতি। নীলকণ্ঠঃ হরো ময়ূরশ্চ। সুমনঃ পুষ্পং সুষ্ঠু মনশ্চ। তারকা নক্ষত্রং তারকোঽসুরশ্চ। শৈলভুবো পর্ব্বতভূমিঃ পার্ব্বতী চ॥ বিশাখঃ কার্ত্তিক ইবাচরতি বিশাখায়তে শাখী মহীরুহঃ বিশাখঃ শিখিবাহন ইত্যমরঃ। ৪১।

নববৃন্দা। সই ! দুঃখের নিশি প্রভাত হয়েছে—বিষাদ নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছ—ভাল করে মনঃসংযোগ কর।

এই নববৃন্দাবনভূমিতে চাঁদের কিরণস্পর্শে চন্দ্রকান্তমণির পর্ব্বত গলিত হয়ে ছোট ছোট শত শত কৃত্রিম নদীপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্রোতস্বিনীর জলসেচনে তরুরাজির পরমানন্দ হয়েছে প্রস্ফুটিত কমলের সৌগন্ধ্যে মাতাল ভ্রমরের দল আকুল আহ্বানে তোমাদেরই অভিনন্দন জানাচ্ছে। ৩৯।

শ্রীকৃষ্ণ। নববৃন্দে ! সত্যি সত্যি তোমার প্রশংসা না করে পারি না—যে সব ঋতু নিজ নিজ পরিবারবর্গকে সন্তুষ্ট করেছে—তাদের সকলকে তো তুমিই একত্র যোজনা করেছ। ৪০।

নববৃন্দা। সখি রাধে, দেখ, দেখ—

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের ওপরে এই শাখাহীন বৃক্ষ নীলকণ্ঠ ময়ূরের মত শোভা পাচ্ছে—আর তার বিকসিত কুসুমরাজি যেন আকাশের তারকাবলীকেও সৌন্দর্য্যে পরাজিত করেছে। একবার ওদিকে চেয়ে দেখ। ৪১।

শ্রীরাধা—(সৌৎসুক্যমাত্মগতম্) হা ! কহিং বিসাহা মে পিঅসহী ? ৪২ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(স্বগতম্) নূনং নববৃন্দাগিরা স্মারিত-বিশাখাসখ্যেয়ং দুর্মনায়তে ; ততস্তাং বর্ণয়ামি। (প্রকাশম্) প্রিয়ে ! ক্ষণমদ্ভুতমাকর্ণ্যতাম্, সাম্প্রতমহং সুরসৌগন্ধিকমাহরিষ্যন্ পাণ্ডবেন সহ খাণ্ডবাটবীং প্রাবিশম্। তত্র মৃগানাহিণ্ডতো গাণ্ডীবিনঃ শ্যেনাভ্যাং নিগৃহীতয়োঃ পক্ষিণোরেকঃ প্রাহ,—'হা সখে কীর ! রাধিকায়াঃ কন্দসত্রে ন ময়া পুনরাস্বাদনীয়ানি নবীন-কলানিধি-সপিণ্ডানি বিসকাণ্ডানি।' শুকঃ প্রাহ,—'হন্ত সখে মরাল ! রাধিকায়াঃ ফলসত্রে রঙ্গায় মে বক্রাঙ্গারকবিড়ম্বিনী নাগরঙ্গাণি ন ভাবীনি।' ৪৩।

শ্রীরাধা—(সাদ্ভুতম্)—তদো তদো ? ৪৪ ।

শ্রীরাধেতি। হা! কুত্র বিশাখা মে প্রিয়সখী ? ৪২ ।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। তস্যা বৃত্তং কথয়ামীত্যর্থঃ ॥

তত্রেতি। আহিণ্ডতঃ অম্বিষ্যতঃ। গাণ্ডীবিনঃ অর্জ্জুনস্য। কন্দস্য সত্রং সদা দানস্থানং তস্মিন্। সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদা দানে ধনেঽপি চেত্যমরঃ।

নবীনা যে কলানিধয়শ্চন্দ্রমসস্তেষাং সপিণ্ডানি সদৃশানি। সপিণ্ডস্ত সনাভয় ইতি কোষঃ। সপিণ্ডানি সদৃশানি বিসকাণ্ডানি মৃণালকাণ্ডানি ॥

শুক ইতি। হে সখে মরাল! (রাজহংস!) বক্রাঙ্গারকো বক্রীভূতমঙ্গলগ্রহস্তস্য বিড়ম্বীনি। বক্রাবস্থায়াং মঙ্গলস্য স্থূলত্ব-রক্তত্বয়োঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। নাগরঙ্গাণি নারঙ্গ ইতি নীচোক্তিঃ ? ৪৩ ।

শ্রীরাধা। ততঃ ততঃ। ৪৪।

শ্রীরাধা। (ঔৎসুক্যের সঙ্গে মনে মনে) হায়, হায়—কোথায়—আমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায় ?। ৪২।

শ্রীকৃষ্ণ। (মনে মনে) নিশ্চয়ই নববৃন্দার কথা শুনে বিশাখা সখীকে শ্রীরাধার মনে পড়েছে তাতেই তিনি বিষণ্ণা হয়েছেন। যাই হোক্—এখন বিশাখার কথাই বলি।

(প্রকাশ্যে)

প্রিয়ে! একটা অদ্ভুত কথা একটুখানি শোন—কয়েকদিন আগে আমি দেবসুরভি কুসুম আহরণের জন্য অর্জ্জুনের সঙ্গে খাণ্ডববনে গিয়েছিলাম। সেখানে গাণ্ডীবী অর্জ্জুন মৃগ অন্বেষণ করছিলেন হঠাৎ দুটি বাজপাখী এসে দুটি পাখীকে আক্রমণ করায় ঐ পাখী দুটির মধ্যে একটি বলল—সখে কীর ! (শুকপাখী) শ্রীরাধার কন্দযজ্ঞে আমি আর নূতন চাঁদের মত মৃণালখণ্ড ভোজন করতে পারলাম না।

এই কথা শুনে শুক বলল—হায় সখে রাজহাঁস ! শ্রীরাধার ফলযজ্ঞে বক্রঅবস্থায় মঙ্গলগ্রহের যে রক্তিমাভা তার চেয়েও বেশী লাল রংএর নাগরঙ্গ ফল আর দেখতে পাব না। ৪৩।

শ্রীরাধা। (আশ্চর্য্যের সঙ্গে) তারপর তারপর ? ৪৪।

শ্রীকৃষ্ণঃ—ততস্তদাকর্ণনাদুৎসুকেন ময়া পক্ষিণৌ বিমোক্ষ্য পর্য্যটতা কাচিৎ প্রশান্তাকৃতি-র্জরতী দৃষ্টা পৃষ্টা চ,—'হন্ত! কা ত্বমসি?' ইতি। তয়োক্তম্—'পতত্রিভ্যঃ সত্রীকৃতেয়ং যা তপঃপ্রভাবা দাবির্ভূতেন সুগন্ধিনা সুরসৌগন্ধিকবৃন্দেন পূর্ণা দীর্ঘিকা, সুধামৃষ্টেন সুষ্ঠু ফলমণ্ডলেন বাটিকা চ, তয়োঃ পালিকাস্মি পুলিন্দী।' ততশ্চাহমপৃচ্ছম্,—'কেন সত্রং কৃতমিদম্?' সা প্রাহ,—কয়াচিত্তপোধনয়া, যা খলু সমাপিতোদবাসব্রতা রাধাভীষ্টসাধনং নাম বন্যব্রতমারব্ধবতী।' ৪৫।

শ্রীরাধা—তদো তদো? ৪৬।

শ্রীকৃষ্ণঃ—ততশ্চ তয়োদ্দিষ্টং গিরিগহ্বরং জিহানস্য—

শবলরুচিনা সংবীতাঙ্গী মহীরুহচর্মণা
মলিনিততনুর্ধূলীজালৈর্জটালশিরোরুহা।
কমলমণিভিঃ কৢপ্তাং মালামুদীর্য্য করাম্বুজে।
মম নয়নয়োঃ কাচিদ্বীথীমবাপ তপস্বিনী॥ ৪৭।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। বিমোক্ষ্য শ্যেনাভ্যাং মোচয়িত্বা।

অসত্রং সত্রং ক্রিয়তে যা সা সত্রীকৃতা। ৪৫।

শ্রীরাধেতি। ততস্ততঃ। ৪৬।

শ্রীকৃষ্ণ ইতি। তয়া বৃদ্ধয়োদ্দিষ্টঃ দর্শিতং জিহানস্য গচ্ছতো মম,—শবলং মলদূষিতমিত্যমরাৎ। শবলা রুচির্যস্য তেন মহীরুহচর্মণা বল্কলেন। জটালা জটাযুক্তাঃ কেশাঃ যস্যাঃ। কমলমণিভিঃ পদ্মরাগমণিভিঃ উদীর্য্য ধৃত্বা বীথীং পদ্ধতিম্। ৪৭।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর আমি তাদের সেই কথা শুনে উৎসুক হয়ে ঐ পাখীদুটিকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। তারপর বনভূমিতে ভ্রমণ করতে করতে এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—হায়, তুমি কে?

তার উত্তরে বৃদ্ধা বলল—দেবসুরভিকুসুমে পূর্ণা এই দীঘি আর অমৃত ফলে পূর্ণ এই বাগিচা—পাখীদের যজ্ঞস্থানের মত হয়েছে—তপস্যার প্রভাবে—আমি এই দুটিকে পালন করি। জাতিতে আমি পুলিন্দে। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই যজ্ঞ কে করেছে? তার উত্তরে সে বলল—কোন তপস্বিনী জলমধ্যে বাস করার ব্রত সমাপন করে শ্রীরাধার অভীষ্টসাধন নামে বন্যব্রত আরম্ভ করেছেন। ৪৫।

শ্রীরাধা। তারপর, তারপর? ৪৬।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলাম—সে তপস্বিনী কোথায়? তাতে সেই বৃদ্ধা আমাকে গিরিগুহা দেখিয়ে দিলে আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম মলিন গাছের বল্কল পরিধানে, ধূলি-ধূসরিত দেহ, জটাযুক্ত কেশ এমন এক তপস্বিনী পদ্মরাগমণি দিয়ে তৈরী এক মালা হাতে ধারণ করে আমার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ৪৭।